



ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস-সি., (এডিন), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস-সি., এফ. এন্. এ., ডীন অফ দি ক্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য সম্পাদক

আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য,

আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য,

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২





READING HALL

Graman
19.7.04.

मूल्य — १००.०० টাকা

615.53

B545

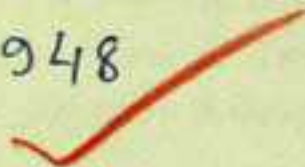
ed.2

v.1

T3CU 2818

© Calcutta University

G16948



PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh
Superintendent, Calcutta University Press
48, Hazra Road, Kolkata — 700 019

পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের বেশের বনৌষধির ঋণার্থ মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির ঋণার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে হুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য “ভারতীয় বনৌষধি” নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) হৃদয়ভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্বভাষে আয়ুর্বেদের উপর তাঁর হৃদয় বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাক্ষ্য সন্থে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্বেদাচার্য্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সন্থে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সন্থে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের ওপাণ্ডু সন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যারা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্তীকালের আয়ুর্বেদতন্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গকরম সংহিতাতেও বনৌষধির সম্ভাবহার সন্থে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্তীকালে চরুপানিদত্ত ও শাল্লধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চরুদত্তের তুলনায় দেশবিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সন্থে আলোচনা করেছেন। চরুদত্ত রচিত “ত্রব্যাগুণ” নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত “ভাবপ্রকাশ” নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক ত্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধর্মস্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারণ দ্বারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও বসবৈজ্ঞ সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সম্ভাবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। একত্র নিষট্ণুর ও আয়ুর্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামাত্র Watt-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুত্র হিমাচল ঘুরে যে অপূর্ণগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্তীকালে Watt মহোদয়ের অঙ্করণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উচ্চম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধের স্বপণ্ডিত শ্রীকালিদাস বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে “ভারতীয় বনৌষধি” গ্রন্থে মূল্যবান অল্পবর্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আয়ুর্বেদের আলোচনা, সর্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary-এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্ধভারতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিষট্ণুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিব্রাজ (১) আয়ুর্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য (২) আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য ও (৩) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের জন্য “ভারতীয় বনৌষধির” ভূমিকাসহ “আয়ুর্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ”, নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্বে আয়ুর্বেদবৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ভ্রষ্টা সংশোধনের তার আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নামকরণে ডক্টর এন্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা— চন্দ্রকান্ত

ভারতীয় বনৌষধি

প্রথম খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর প্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.) এক. আর. এস. ই., এক. এন. এ.
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০

ভূমিকা

“ভারতীয় বনৌষধি” প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্ধ্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অস্থবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথায়থ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবৈজ্ঞানিকদের জন্ত প্রত্যেক গাছের সর্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্ত ও ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশের পরিচয়ের জন্ত বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অস্থবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অস্থরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলডোনা, হয়াসিয়ামাস, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪২

}

কলীপদবাবু মুদ্রিত

পূর্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ববেদ উহার একটি জাজল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ববেদ হইতেই ধনুস্তরি-লিখিত আয়ুর্কোষের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবিশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্কোষীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈজ্ঞ ধনুস্তরি কানীরাঙ্গ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সূত্রভক্টে তাঁহার নিকট আয়ুর্কোষ-শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেন। মহর্ষি সূত্রভক্ত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সূত্রভক্ত-সংহিতা। চরক ও সূত্রভক্ত লিখিত চরক-সংহিতা ও সূত্রভক্ত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অন্তর্চিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাভীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌকষের বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে রাজভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শাল্যধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্ট, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে ত্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দুভাষায় এদেশীয় ভৈষজ্য-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখবজান-উল-আখির (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোতুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ-বিজ্ঞাবিদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thoms Rivevs, O. Kerbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সূক্ষ্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ-পরিচয়-গবেষণার পিতৃত্বলা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খৃঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদবেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr. Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia, Bengal' ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং স্বায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Suburbanus Calcuttensis, Sir J. D. Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৫৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার-সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sir George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের ছক্কহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sir David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার গাছ ও হুম্বাবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাতিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও লাতিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিক্ষুদিগের অহুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেদভেদ উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয় উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অহুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যিক। বহু গণ্যমান্ত চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অহুরোধ করায় আমার পূর্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C., M. G. C. I. E., M. A., I. M. S., D. Sc., LL. D., F. R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব সুপারিণ্টেন্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উত্থাপী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজি অহুবাদ তাঁহার জীবদশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীজ্ঞানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অহুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীজ্ঞানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীজ্ঞানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অহুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস, ইপিকাহুয়ানা, হুয়াসিরামাস প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

একলে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদতত্ত্ব অহুসন্ধান ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ

বিজ্ঞা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থাকারেব নিকট চিরস্থানে
আবদ্ধ রহিলাম । প্রকৃ-সংশোধন কার্যে শ্রী হুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি ।

পৰিশেষে বক্তব্য এই যে, একুপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর । সন্তদয়
পাঠকগণ সেগুলি নির্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী
সংস্করণে অতি দত্তের সহিত সংশোধন করিয়া দিব ।

হায়বেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা ।
১লা আগষ্ট, ১৯৪২ ।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অহুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে ; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, দরীতকীবর্গ, কপূরাদিবর্গ, গুড়ুচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অহুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অহুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অহুবিধা হইয়াছে।

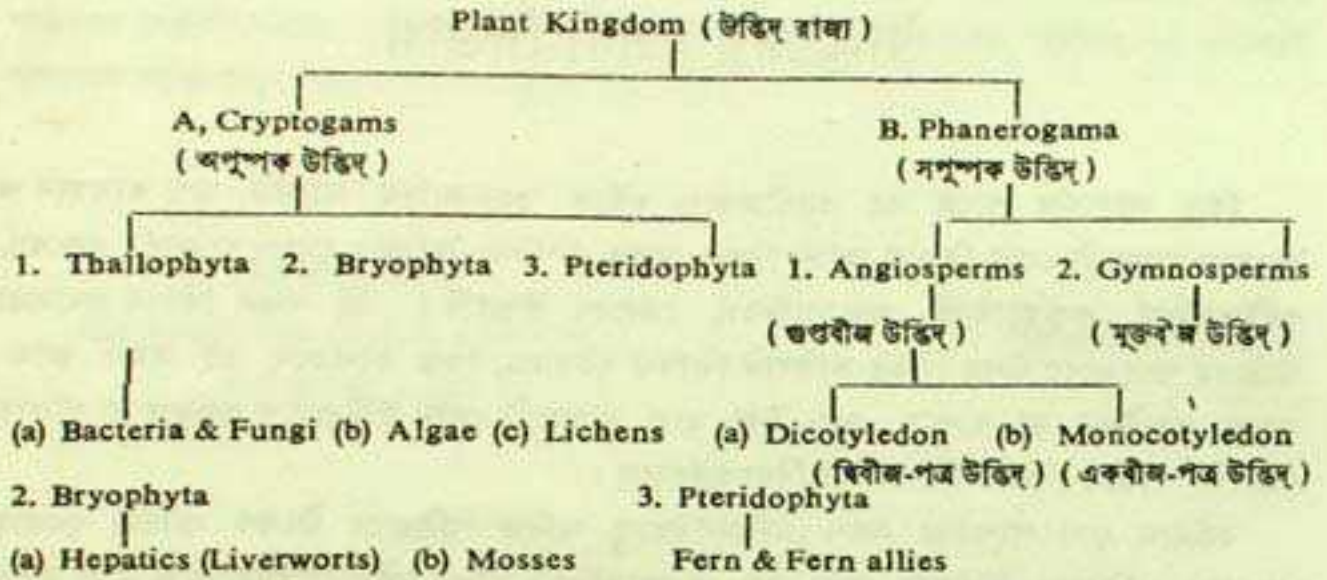
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদগুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অহুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ার তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্বসাধারণের হুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাঅহুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অহুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ হুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০-২৪৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটি প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটা Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটা Engler এবং Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে ; আর Englar ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্মানীতে এবং ইউরোপের দুই একটা উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদগুলিকে ১০ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে ; অতএব আমরা এই পুস্তক-লিখিত উদ্ভিদগুলিকে তাঁহাদের

ভারতীয় বনৌষধি

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদগুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।



উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ)।

Cryptogams আবার Thallophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাতক), Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ) এবং Mosses মসজাতীয় উদ্ভিদ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাঠ), Abies, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটা বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ বলে; যেমন চালুতা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কাপাঁস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটা বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ বলে; যেমন হুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মূগা, তালমূলী, পিয়ারাজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এখানে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্ত নিম্নে আর একটি তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)

Sub-Division (a) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)

(Family Ranunculaceae—Tiliaceae)

Sub-Division (b) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)

(Family Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (c) Calyciflorae (বহিস্কলী)

(Family Leguminosae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family Nyctaginaceae—Ceratophyllaceae)

Class II.—Gymnosperms (যুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত

(Family Gnetaceae—Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)

(Family Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (শীষধারী)

(Family Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন *Terminalia belerica* Roxb. এখানে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; *belerica* নামটি বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়, তবে দেবেন্দ্রনাথ *belerica* জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি *Terminalia*-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটি নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটি ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছেরও তেমনি *T. belerica*, *T. catappa*, *T. chebula* প্রভৃতি নাম *Terminalia* গণভুক্ত। পূর্বেক্ত গাছগুলি সমস্ত *Combretaceae* Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটি করিয়া গণ—genus ও জাতি—species আছে। Specific নামটি generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন *Pinus longifolia* বলিলে *longifolia*

অর্থাৎ লম্বা পাতাবুক্ত Pinus গাছ বুঝায় ; অতএব longifolia শব্দটি Pinus-এর বিশ্লেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটি উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে ; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature নামকরণ প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মানি International Botanical Conference হইতে ধার্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্বপ্রথমে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্ত হলণ্ডের আমস্টারডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আওতিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার দ্বারা উদ্ভিদ, অতি মূল্যবান ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penecillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polysrtictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ হইতে 'Polyporin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অহুসদ্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক-রূপে উল্গাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচীপত্র

I. Ranunculaceae

1. *Aconitum heterophyllum* Wall. (অতিবিষা)
2. „ *ferox* Wall. (কাঠবিষ)
3. „ *napellus* Linn. (.,)
4. *Delphinium denudatum* Wall. (নির্ঝিবি)
5. *Clematis triloba* Heyne. (লঘুকর্ণা)
6. *Ranunculus sceleratus* Linn. (কাণ্ডী)
7. *Naravelia zeylanica* Dc. (ছাগল বাটী)
8. *Nigella sativa* Linn. (কালজীরা)
9. *Paeonia emodi* Wall. (চন্দ্রা)

II. Dilleniaceae

10. *Dillenia indica* Linn. (চালতা)

III. Magnoliaceae

11. *Magnolia pterocarpa* Roxb. (ডুলিটাপা)
12. *Michelia champaca* Linn. (চম্পক)

IV. Anonaceae

13. *Anona squamosa* Linn. (আতা)
14. „ *reticulata* Linn. (নোনা)
15. *Polyalthia* (Sonnerat) Thwaites (দেবদারু)

V. Menispermaceae

16. *Anamirta cocculus* W. & A. (কাকমারি)
17. *Stephania hernandifolia* Walp. (নিম্বা)
18. *Tinospora cordifolia* Miers. (গুলক)

19. *Tinospora tomentosa* Miers. (পদ্মগুলক)

20. *Cocculus villosus* De. (হুয়ের)

21. *Tiliacora acumimata* (Lamk) Miers (তিলিয়াকরা)

22. *Cissampelos pareira* Linn. (একলেজা)

VI. Berberideae

23. *Berberis asiatica* Roxb. (দারু হরিদ্রা)

24. *Podophyllum emodi* Wall. (পাপরা, হংসপদী)

VII. Nymphaeaceae

25. *Euryale ferox* Salisb. (মাখনা)
26. *Nymphaea lotus* Linn. (কুমুদ, শালুক)

27. *Nelumbium nucifera* Gaertn. (পদ্ম)

VIII. Papaveraceae

28. *Papaver somniferum* Linn. (অহিফেন)

29. *Argemone mexicana* Linn. (শেয়াল কাঁটা)

IX. Fumariaceae

30. *Fumaria parviflora* Lamk. (বনভল্কা)

X. Cruciferae

31. *Brassica campestris* Linn. Var. Sarson. (বেত সরিষা)

32. *Raphanus sativus* Linn. (মুলা)

33. *Lepidium sativum* Linn. (হালিম)

XI. Capparideae

34. *Capparis sepiaria* Linn. (কাঁটা গুড়কামাই)

35. *Capparis horrida* Linn. (বাখনাই)
 36. „ *zeylanica* Linn. (কালকেরা)
 37. *Cleome viscosa* Linn. (হড়হড়িয়া)
 38. *Crataeva religiosa* Forst. (বরুণ)
 39. *Gynandropsis pentaphylla* DC, (বেত হড়হড়িয়া)

XII. Violaceae

40. *Ionidium suffruticosum* Ging. (হুনবোড়া)

XIII. Bixineae

41. *Bixa orellana* Linn. (লটকন)
 42. *Flacourtia indica* (Burn. f) Merr (বৈচ)
 43. „ *jangomas* (Lour) Raeusch (পানিহালা)
 44. „ *sepiaria* Roxb. (বৈচ)
 45. *Taraktogenos Kurzii* King. (চাউলমুগরা)
 46. *Gynocardia odorata* R. Br. („)
 47. *Hydnocarpus laurifolia* (Dennst) Sleumco (প্রকৃত „)

XIV. Polygalaceae

48. *Polygala chinensis* Linn. (মেবড়া)
 49. „ *crotalarioides* Buch. Ham. en. Dc (নীলকণ্ঠ)

XV. Caryophyllaceae

50. *Saponaria Vaccaria* Linn. (সাবুনী)

XVI. Portulacaceae

51. *Portulaca oleracea* Linn. (বড় হুনিয়া)
 52. „ *quadrifida* Linn. (ছোট „)

XVII. Tamariscineae

53. *Tamarix gallica* Linn. (বঙ্গ ঝাউ)
 54. *Tamarix dioica* Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. Cuttiferae

55. *Calophyllum inophyllum* Linn. (পুয়াগ)
 56. *Garcinia mangostana* Linn. (মাদ্রোঙ্গিন)
 57. „ *Xanthochymus* Hook. (তমাল)
 58. *Mesua ferrea* Linn. (নাগেশ্বর)
 59. *Ochrocarpus longifolius* Benth. & Hook. F. (নাগকেশ্বর)

XIX. Ternstroemiaceae

60. *Schima wallichii* Choisy. (মাকড়শাল)

XX. Dipterocarpeae

61. *Dipterocarpus turbinatus* Gaertn (ধুলিয়া গর্জিন)
 62. „ *incanus* Roxb. (গর্জিন)
 63. „ *alatus* Roxb. (তেলিয়া গর্জিন)
 64. *Shorea robusta* Gaertn. (শাল)

XXI. Malvaceae

65. *Abutilon indicum* (Linn) Sweet emend Hochr (পেটাবী)
 66. *Abutilon avicennae* Gaertn. (জবা বা জয়ন্তী)
 67. *Eriodendron anfractuosum* Dc (বেত শিমুল)
 68. *Salmaalial malabaricum* (DC.) Schott. & Endl. (বরুণশিমুল, লালশিমুল)
 69. *Gossypium herbaceum* Linn. (কাপাস)
 70. *Hibiscus abelmoschus* Linn. (লতাকম্বরী)
 71. „ *esculentus* Linn. (ঢেঁড়স)
 72. „ *rosa-sinensis* Linn. (জবা)
 73. „ *Cannabinus* Linn. (মেস্তাপাট)
 74. *Pavonia odorata* Willd. (বালা)
 75. *Urena lobata* Linn. (বন শুক্কা)

76. *Thespesia populnea* Corr.

(পরাশ পিপুল)

77. *Adansonia digitata* Linn.

(গোরখ আমলি)

78. *Sida cordifolia* Linn. (বেড়োলা)

79. „ *rhombifolia* Linn. emerd
Mast (পীত বেড়োলা)

80. „ *rhomboidea* Roxb.
(খেত বেড়োলা)

81. „ *veronicaefolia* Lamk.
(জোঁকা)

82. „ *spinosa* Linn. (গোরক্ষ চাকুলে)

XXII. Sterculiaceae

83. *Abroma augusta* Linn.

(ওলট কদল)

84. *Pentapetes phoenicea* Linn.
(ছপুয়েমনি ; দোপাটি)

85. *Helicteres isora* Linn.
(আঁতমোরা)

86. *Pterospermum acerifolium*
Willd. (কনকচাপা)

87. *Pterospermum suberifolium*
Lamk. (মুচকুন্দচাপা)

88. *Sterculia foetida* Linn.
(জঙ্গলী বাদাম)

XXIII. Tiliaceae

89. *Corchorus capsularis* Linn.
(পাট, ঘি নালতে পাট)

90. „ *olitorius* Linn. (পাট)

91. *Grewia asiatica* Linn. (ফল্গা)

92. *Triumfetta bartramia* Linn.
(বনগুঁড়)

XXIV. Linaceae

93. *Linum usitatissimum* Linn.
(মসিনা, তিসি)

XXV. Malpighiaceae

94. *Hiptage madablota* Gaertn.
(মাধবীলতা)

XXVI. Zygophyllaceae

95. *Tribulus terrestris* Linn. (গোন্ধুব)

XXVII. Geraniaceae

96. *Averrhoa bilimbi* Linn.

(বিলিবি)

97. „ *Carambola* Linn.

(কামরাঙ্গা)

98. *Biophytum sensitivum* Dc.

(বননারাঙ্গা)

99. *Oxalis corniculata* Linn.

(আমরুল)

100. *Impatiens balsamina* Linn.

(দোপাটি)

XXVIII. Rutaceae

101. *Aegle marmelos* Corr. (বেল)

102. *Atalantia monophylla* Corr.

(আতবীজাবী)

103. *Citrus medica* var. *typica*

Linn. (বেগপুরা)

104. „ *medica* Linn. var.

limonum (কণ্ঠনেবু)

105. „ *medica* Linn. var. *acida*

(পাতি বা কাগজী লেবু)

106. „ *medica* Linn. Var. *limetta*

(মিঠালেবু)

107. „ *aurantium* Linn.

(কমলা লেবু)

108. „ *decumana* Linn.

(বাতাবীলেবু)

109. *Feronia limonia* (Linn).

Swingle. (কয়েতবেল)

110. *Glycosmis pentaphylla* Corr.

(আমশেওড়া)

111. *Murraya paniculata* (Linn.)

Jack (কামিনী)

112. „ *koenigii* Spreng. (বারসঙ্গ)

113. *Peganum harmala* Linn.

(ইশবীধ)

114. *Zanthoxylon alaton* Roxb.

(নেপালী ধনে)

115. *Toddalia asiatica* (Linn) Lamk

(কাজ বা ধন)

116. *Luvunga scandens* Ham.

(লবঙ্গলতা)

XXIX. Simarubaceae

117. *Balanites roxburghii* Planch.
(হিঙ্গন)
118. *Ailanthus excelsa* Roxb.
(মহানিষ)

XXX. Burseraceae

119. *Boswellia serrata* Roxb.
(সালই, লুবান)
120. *Garuga painnata* Roxb. (জুম)

XXXI. Meliaceae

121. *Aglaia roxburghiana* Miq.
(প্রিয়ঙ্গু)
122. *Melia azadirachta indica* A.
Juss. (নিষ)
123. „ *azedarach* Linn.
(ঘোড়ানিষ)
124. *Amoora cucullata* Roxb.
(আমুর-লাতমী)
125. *Aphanamixis polystachya*
(Wall) Parker (তিরুবারাজ)
126. *Soymida febrifuga* Juss.
(রোহণ)
127. *Toon Ciliata* Roxb. (তুন)
128. *Chickrassia tubularis* Juss.
(চিক্রাসি)

XXXII. Olacaceae

129. *Ola x scandens* Roxb. (ককোআর)

XXXIII. Celastraceae

130. *Celastrus paniculatus* Willd.
(মালকাডনী)

XXXIV. Rhamnaceae

131. *Ventilago maderaspatana*
Gaertn. (বরুপীট)
132. „ *denticulata* Var. *calyculata*
King. (বরুপীট)
133. *Zizyphus oenoplia* Mill.
(সেয়াকুল)
134. „ *maurataniana* Lamk. (কুল)

XXXV. Vitaceae

135. *Leea crispa* Linn. (বনচালিদা)
136. „ *macrophylla* Roxb.
(টোল সমুদ্র)

137. *Leea indica* (Burm) Merr
(কুহুরজিহা)

138. „ *aequata* Linn. (কাকজম্বা)

139. *Cissus quadrangularis* Linn.
(হাড় জোড়া)

140. *Vitis pedata* (Vahl-ex-Wall)
Gagnep (গোয়ালে লতা)

141. „ *trifolia* Cayratia *carnosa*
Gagnep (আমললতা)

142. „ *vinifera* Linn. (আঙ্গুর)

XXXVI. Sapindaceae

143. *Cardiospermum halicacabum*
Linn. (লতাফটকী)

144. *Schleichera trijuga* Willd.
Linn. (কুহুম)

145. *Sapindus trifolius* Hiern
(in part) Linn. (বড় রিঠা)

146. „ *Wmukorossi* Gaertn.
(ছোট রিঠা)

147. *Nephelium litchi* Camb. (লিচু)

148. „ *longana* Camb.
(আঁশফল)

XXXVII. Anacardiaceae

149. *Rhus succedanea* Linn.
(কাঁকড়া শূঙ্গী)

150. *Pistacia integerrima* Stewart.
(কাঁকড়া শূঙ্গী)

151. *Anacardium occidentale* Linn.
(হিজলী বাদাম)

152. *Mangifera indica* Linn. (আম্র)

153. *Odina Wodier* Roxb. (জিওল.
—*Lannea coromandelica* (Houtt
Merr)

154. *Buchanania latifolia* Roxb.
—*lanzan spreng* (চিরজি)

155. *Semecarpus anacardium* Linn.
(ভেলা)

156. *Spondias mangifeilld*
(আমড়া)

XXXVIII. Morinaceae

157. *Moringa terygosperma*
Gaertn. (সজিনা)

ভারতীয় বনৌষধি

I. RANUNCULACEAE.

Genus—ACONITUM Linn.

1. A. heterophyllum Wall. (অতিবিষা)

ভাষানুসারী নাম :—আতইচ, অতিবিষা—সংস্কৃত ; আতইচ, অতিবিষা—বাংলা ; অতিস, অট্টভিকা—হিন্দী, বোথে ; অতি-বাদায়াম্—তামিল ; অতি-বাসা—তেলেগু ; মহানি-গুজ-সফেদ , হুজ-ই সফেদ—কান্নড় ; হুখী-হবি, চিত্তিজারি—পাঞ্জাব ; অতিভিস্—গুজরাট ; বীজাতুরকী—পারস্য ।

অতিবিষা শ্বেতকন্দা বিষা শূলী চ ভদ্রুরা
বিরূপা শ্চামকন্দা চ বিশ্বরূপা মহৌষধী ॥
বীরা প্রতিবিষা চান্দ্রী বিষা শ্বেতবচা শ্রুতা ।
অরুণোপবিষা চৈব জেয়া যোড়শসঙ্গিতা ॥
কটুফাতিবিষা তিক্তা কফপিত্তজ্বরপহা ।
আমাতিসারকাসরী বিষছর্দি বিনাশনী ॥
ত্রিবিধাতিবিষা জেয়া শুক্লা কৃষ্ণা তথাহরুণা ।
রসবীৰ্য্যবিপাকেষু নির্বিশেষ গুণা চ সা ॥
দোলায়াং গোময়কাথে পচেদতিবিষাং ততঃ ।
সূর্য্যতাপে ভবেদ্রুক্ষা যোজয়েৎ তাং ভিষগ্ বরঃ ।

রাজনিঘণ্টু : । পিগ্লল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :— অতিবিষা (অতিক্রান্তবিষ বা নির্বিষ) শ্বেতকন্দা (শুক্লকন্দবিশিষ্ট), বিষা (বহুগুণসম্পন্ন) শূলী (শূল্যাকার), ভদ্রুরা (ভদ্রপ্রবণ), বিরূপা, শ্চামকন্দা (কৃষ্ণবর্ণ কন্দবিশিষ্ট), বিশ্বরূপা মহৌষধি, বীরা, প্রতিবিষা, চান্দ্রী, বিষা (বিষের দ্বায় গুণ-সম্পন্ন), শ্বেতবচা, অরুণা (রক্তকন্দবিশিষ্ট), উপবিষা (বিষতুল্যাগুণ বিশিষ্ট),— এই যোলটি নাম ।

গুণপর্যায় :— অতিবিষা—কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরস, কফপিত্তজ্বরনাশক, আমজ্ঞান-অতিসার ও কাসনাশক । বিষদোষ এবং বমনপ্রবৃত্তি নাশক । অতিবিষা তিন প্রকার—শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণবর্ণ । রস, বীৰ্য্য ও বিপাকে তাহারা এক গুণসম্পন্ন ।

শোধনবিধি :— দোলায়নে গোময়কাথে অতিবিষা সিদ্ধ করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া রক্ষা

করিতে হইবে। কন্দ জাতীয় মূল। কখনও কখনও দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। অল্পাংশে দুই টুকরা করা যায় এবং ভাঙিলে সাদা শাঁস দেখা যায়। তাহার অগ্রভাগ সফ এবং নিম্নভাগ স্থূলতর।

অঙ্গস্থান :—হিমালয় পর্বতের পশ্চিম নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, কুমায়ুন হইতে হান্সোয়া ৮,০০০ হইতে ১৩,০০০ ফুট উচ্চে।

বর্ণনা :—ইহার সূপ হিমালয় প্রদেশে অতি উচ্চ স্থানে জন্মে। পত্র দেখিতে অনেকটা নাক-দানা পত্রের স্তায়। ডালগুলি চেপ্টা, পত্রবৃন্তের নিকট হইতে মূল বাহির হয়। ফোটা মূল দেখিতে টুপীর মত। ইহার কন্দ হইতে শিকড় বাহির হয়। বৈজ্ঞানিক মতে খেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ—এই ত্রিবিধ অতিবিষা আছে। বাজারে যে অতিবিষা বিক্রয় হয়, উহা দেখিতে ধূসরবর্ণ এবং উহার ভিতরটি খেতবর্ণ; উহার স্বাদ তিক্ত। কাণ্ড সরল ও পত্রপরিপূর্ণ। গাছ উচ্চে ১ হইতে ৩ ফুট হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকার। পত্রের কিনারায় দাঁত আছে। ফুলের বোটা ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুলের শিরাগুলি বেগুনে রঙের। ঈষদীর্ঘ কন্দের গাত্র হইতে মূল নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে বিখ্যাত।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও কন্দ। মাত্রা ২-৪ আনা।

বৈদ্যকে অতিবিষার ব্যবহার

চরক :—আমাতিসারে অতিবিষা—আওইচ ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা, ১/২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ সের থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া, এই জলে অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা কিঞ্চিৎ দাড়িমরসযোগে অম্মাখাদ করিয়া আমাতীসারীকে সেবন করাইবে। (সূ : ২ অ :)। (২) অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাচক ও সংগ্রাহক জ্বরের মধ্যে অতিবিষা শ্রেষ্ঠ (সূ : ২৫ অ :)।

বঙ্গসেন :—গ্রহণীতে অতিবিষা :—অকোঠমূলের ত্বক ৩ ভাগ, এবং অতিবিষা ১ ভাগ, তণ্ডুলোদকে পেয়ণপূর্বক পান করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয় (জী : সং ১২১ পৃ :)। (২) শিশুর কাস জ্বর বমনে অতিবিষা—শিশুর কাস জ্বর এবং বমন প্রতীকারার্থ অতিবিষা চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। (জী : সং ৮১৬ পৃ :)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর নাশক, পাচক ও বলকারক। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধকরূপে অতিবিষার ব্যবহার হয়। অতিবিষা, বিড়ম্বের (*Embelia ribes*) সহিত ব্যবহার করিলে পেটের কৃমি নষ্ট হয়। (Met. Med. Ind., ii. 3) জ্বর প্রতিরোধের জন্য ১/২ আনা মাত্রায় ইহার ব্যবহার করা যায় (Pharm. Ind., i. 16, 1890 Bombay)।

Dymock বলেন, ইহা 'বালগুলি' নামক বটিকার একটি উৎকৃষ্ট মসলা। এই গুলিতে ৩১টি মসলা আছে, তন্মধ্যে সিদ্ধি, অহিফেন ও মৃত্যু এই কয়টি বিষাক্ত (Narcotic), অপবগুলি তিক্ত। এই গুলিতে ছোট ছোট ছেলে বেশ শান্ত থাকে ও নিশুস্ত হইয়া নিদ্রা যায়।

অতিবিষা, গুঁঠ, কুরচির ছাল, মুখা ও গুলক—প্রত্যেকটি সম পরিমাণ, সর্বমমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা : ইহাদের কাথ নিকি অংশ থাকিতে অগ্নি হইতে নামাইয়া দিবসে ২৩ বার সেবন করিলে উদরাময়সংযুক্ত জ্বর আরাম হয় (শাঙ্গধর)।

অতিবিষা কন্দের গুঁড়া মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্দি, কাশি, জ্বর ও বালকদের বমন আরাম হয়।

ইহার কন্দ ১ আউন্স ও নাটাকরবার (Caesalpinia bonducella) বীজ ২ ড্রাম গুঁড়া করিয়া খাইলে, পিত্তজ্বর আরাম হয়, মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ। অতিবিষা একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা জ্বরনাশক, ইন্ড্রিয়ের উত্তেজক, বলকারক ও উদরাময় নাশক। দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের পর ইহা বলকারক (Tonic) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে : মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ ; দিবসে ৩ বার সেবা (Dymock)।

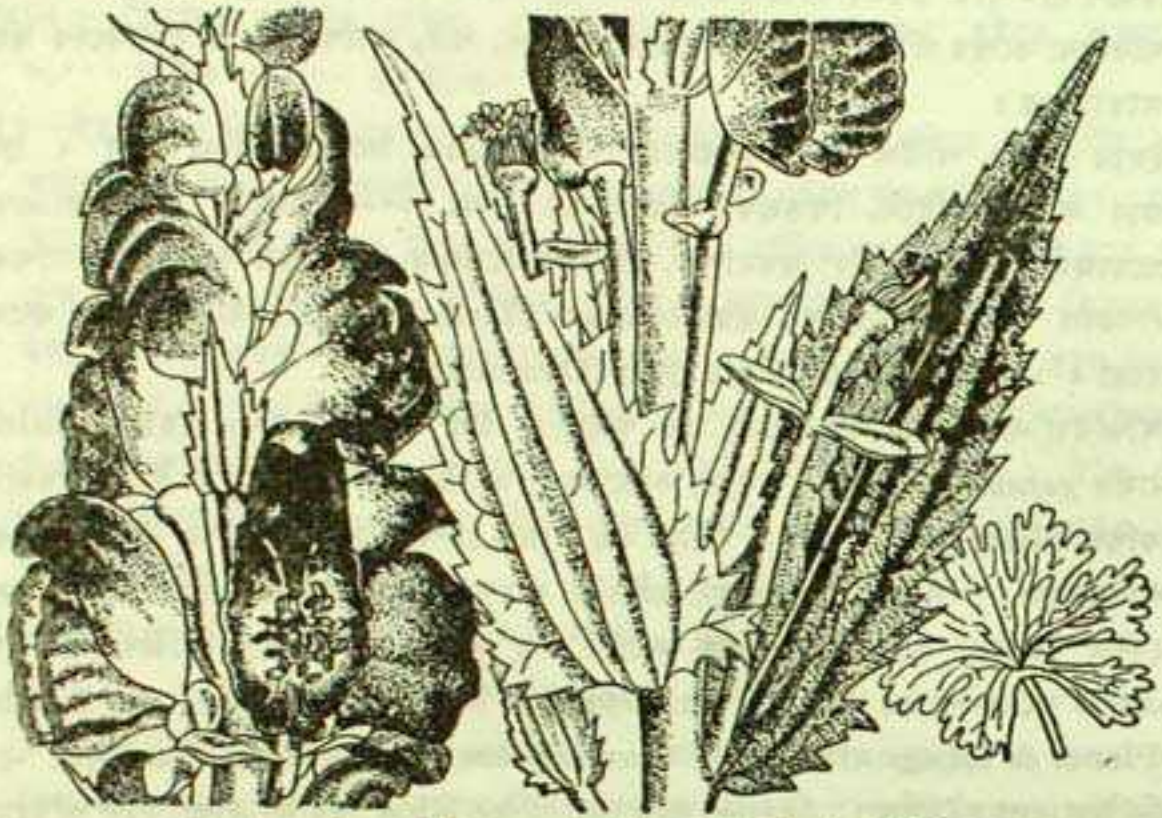
অতিবিষা সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত আছে। Dr. Buchanan ইহাকে *Caltha* নামক genus তুরুল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎপরে Don সাহেব ইহা পরিবর্তিত করিয়া *Nirbisia* নাম দেন। তিনি এই নামটি দেশীয় 'নির্কিষি' নাম হইতে সম্ভবতঃ পাইয়াছেন। Wallich সাহেব এইগুলি সংশোধন করিয়া *Aconitum* নাম দেন। দেশীয় 'নির্কিষা' নামে অনেক গাছ আছে। সে কারণ অতিবিষার নির্কিষা নাম সম্বন্ধে এখনও অনেক সন্দেহ আছে। Dr. Dymock লিখিত *Glossary of the Bombay Plants & Drugs* নামক পুস্তকে *Cissampelos pareira* Linn. (একলেজা)-কেও নির্কিষা বলা হইয়াছে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Rice পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, *Kyllinga monocephala* Rottb. (খেত-গোখুবি) আয়ুর্বেদীয় নির্কিষা। এইরূপে নানা জনে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশেষে Moodeen Shariff সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, *Jadwar* অর্থাৎ নির্কিষা শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রতিবেদক ঔষধ (Antidote), আর *Aconite*-এর দ্বারা অনেক বোগ আরাম হয় ও ইহা অনেক রোগের প্রতিবেদক ঔষধ ; অতএব *Aconite*-ই *Jadwar* নামের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

একোনাইট সেবনে কোড়া আরাম হয় (Dr. Emerson)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—জ্বরশান্তিকারক, রক্তাতিসারপ্রশমক, ইন্ড্রিয়ের উত্তেজক (aphrodisiac), কষায় রসাত্মক রসায়ন। অতিসার, অজীর্ণ ও কাসে ফলপ্রসূ।

মন্তব্য :—অতি প্রাচীন কাল হইতে অতিবিষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। চরক, বৃহস্পতি, বাগ্‌ডট হইতে নিষট্‌কারণের যুগ পর্যন্ত আয়ুর্বেদে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নিষট্‌কারণ রক্ত, খেত ও কৃষ্ণবর্ণের—তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে কেবল খেত-জাতীয় শৃঙ্গবৎ মূলই অতিবিষা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ অতিবিষা নাই। ইহার 'ঘৃণপ্রিয়া' নামটি খুব স্বার্থক। দোলায়ত্রে স্থির করিয়া রক্তা না করিলে খুব শীঘ্রই ইহাতে ঘৃণ ধরে। শীঘ্র ঘৃণ ধরে বলিয়া ইহার নাম ঘৃণপ্রিয়া। প্রচলিত নাম—ঘৃণা।

Fig :—Bentl. & Trim, Med. Pl., t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 13b
Ref :—Royle III, 56, t. 13 ; F.B.I., i. 29 ; Royle in Journ. As. Soc.,
Bengal, i. 459.



1. *Aconitum heterophyllum* Wall. (অতিবিষা)

2. *A. ferox* Wall. (কাঠবিষ)

ভাষানুসারী নাম :—বৎসনাভ—সংস্কৃত ; কাঠবিষ, বিষ—বাংলা ; বিষ, বিস্, বচ্, নক্, মিঠাজ্বর, সিংহ-বিষ, সিংহ, টেলিয়া-বিষ, বাছনাগ—হিন্দি ; বিষ—আসাম ; বিষ—আরব ; বিষ-নাগ—পারস্ত ; বচ্, নাগ—মহারাষ্ট্র ; বচ্, নাগ—গুজরাট ; বস্-নাভি—তামিল ; নাভি, বস্-নাভি—ভেলেগু ; বস্-নাভি—মালয় ।

অমৃতং শ্রীৎ বৎসনাভো বিষমুগ্ধং মহৌষধম্ ।

গরলং মরণং নাগং স্তোককং প্রাণহারকম্ ॥

গরদং স্বাবরাদি শ্রীৎ প্রোক্তং চৈকাদশাহ্বরম্ ॥

বৎসনাভোহতিমধুরঃ সোফো বাতকফাপহঃ ।

কণ্ঠরুদ্ধ সন্নিপাতয়ঃ পিত্তসন্তাপকারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিণ্ডল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্বার :—অমৃত, বৎসনাভ (বালকের নাভির আকৃতি বিশিষ্ট), উগ্রবিষ, মহৌষধ, গরল, মরণ, নাগ, স্তোকক, প্রাণহারক, গরদ, স্বাবর গরল—এই ১১টি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—রসে ইহা অতি মধুর, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ু ও কফদোষনাশক, কঠবেদনাজ্ঞাত সম্মিপাত দোষনাশক এবং পিত্তদোষ জ্ঞাত সন্তাপকারক।

শোধনবিধিঃ—গোমূত্রে ১ দিন বা ৩ দিন ভিজাইয়া নূতন মূত্র পরিবর্তন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ অংশ বাস দিয়া টুকরা ও শুদ্ধ করিয়া তাহার ব্যবহার করিতে রসতাত্ত্বিকগণ উপদেশ দিয়াছেন।

জন্মস্থানঃ—হিমালয় প্রদেশের সিকিম হইতে গাড়োয়াল পর্যন্ত স্থান, ১০,০০০ হইতে ১৪,০০০ ফুট উচ্চে জন্মে।

বর্ণনাঃ—ইহার পাতা বিক্লিষ্ট, দেখিতে অনেকটা তরমুজের পাতার দ্বায়, পাতার গায়ে ও ডাঁটায় লোম আছে। পুষ্পদণ্ড সোজা, ফুল কাণ্ডের উভয় দিকে হয়। ফুলের বহির্কাস নীলবর্ণ ও লোমযুক্ত, উপরিভাগ টুপির দ্বায়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও পক্ষযুক্ত, ফুল দেখিতে অনেকটা মটর ফুলের দ্বায়। ফলে কাঁটা আছে। ফলগুলি অনেকটা হাড়হড়ে ফলের দ্বায় কাঁটামুক্ত, কিন্তু লম্বায় ছোট ও মোটা। ইহার কন্দের গাত্র হইতে পটলের মূলের দ্বায় শিকড় বাহির হয়। এই কন্দ বাজারে *Aconite* বলিয়া বিক্রয় হয়। *Bidie* বলেন যে, ইহার সহিত *Gloriosa superba* Linn. (বিশ্বাঙ্গুলী) মূল মিশ্রিত করিয়া মাদ্রাজের বাজারে *Aconite* বলিয়া বিক্রয় হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—কন্দ ও মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার মূল ও কন্দ অতিশয় বিষাক্ত এবং বিষক্রিয়া *Aconitum Napellus* অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মৃদু। ভারতীয় ভৈষজ্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা একদিন মাত্র ব্যবহার করিলেই বহুমাত্র রোগীর প্রত্যবে শরীরের পরিমাণ কমিয়া আসে। (Kirtikar & Basu)। মূত্রবৃদ্ধির পীড়া এবং মেহরোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

পেশীর বাত, পুরাতন ও নূতন চুলকনায় ইহার শিকড় প্রলেপ-রূপে ব্যবহৃত হয়। নাসিকা হইতে স্লেচ্ছাস্রাব, আল্জিহ্বার বিরুদ্ধি, গলার ক্ষত, সর্দি, ও বাতরোগে ইহা বড় হিতকর। ইহা কুষ্ঠ-রোগ নিবারক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তায় বিশেষ উপকারী।

কাঠবিষ ১, জৈত্রী ১, গোলমরিচ, হিঙ্গুল (*Cinnabar*), লবঙ্গ বা দারুচিনি ১, মৃগনাভি ৪ ভাগ—এইগুলি বটিকাকারে ব্যবহার করিলে, কফ ও হাঁপানিতে বিশেষ ফল দর্শে। মাত্রা ২ গ্রেণ (*Dymock*)।

পুরাতন অবিরাম জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (*Dymock*)। বহু ইউরোপীয় ডাক্তার প্রকৃত *'Aconite'*-এর স্থলে ইহা ব্যবহার করেন। এ দেশীয় শিকারীরা ও অসভ্য জাতিগণ ধনুকের তীরের অগ্রভাগ বিষাক্ত করিবার জন্য বৎসনাত অনেক পরিমাণে ব্যবহার করে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক সর্পবিষ ও কাকড়াবিছার বিষ নষ্ট করিবার জন্য কাঠবিষের সহিত অপরাপর উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা কামোত্তেজক। প্রবল জ্বরের উত্তাপ কমাইবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় (*Emerson*)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—অত্যন্ত বিষাক্ত, কৃষ্ণবোগে, স্ববে, বিন্ধুচিকায় এবং বাতবোগে প্রযোজ্য। বিষক্রিয়াবৃত্ত উপকার—pseudocotine ইহাতে আছে। এই মূলগুলি গোমূত্রে বা ছুঁতে ভিজাইলে নরম হয়। তাহার অবসাদকর গুণের হ্রাস হয় ফলে হৃদযন্ত্রের হানিকর হয় না বরং রসায়নের কার্য করে। (গোমূত্রে বা ছুঁতে ভিজাইয়া বাহ্যিক নরম হইয়া গেলে তাহা ফেলিয়া ভিতরের শাঁস অংশ শুকাইয়া ব্যবহার্য। মাত্রা টে=ই গ্রেন।)

মন্তব্য :—চরক স্মৃতিভাষ্যে নাম উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। কিন্তু রসবৈজ্ঞান্য স্বর, উদরাময়, কাসবোগে অগ্নি বৃদ্ধির জন্য ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। অগ্নি বল বৃদ্ধিকারক উপাদানরূপে ইহার উপযোগিতা বহুমুখী। শাল্ধধর ইহার ব্যবহার অল্পই করিয়াছেন। চরকাদি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে 'অমৃত' অর্থে গুলকের ব্যবহার করা হইয়াছে।

Fig :—Bentl & Trim, Med. Pl, i. t. 5 ; Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. t. II, and X. t. 109, 1905 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 20.

Ref :—F.B.I., i 28 ; Wall. Cat. 4721 ; Don. Prodr., 196.



2. *Aconitum ferox* Wall. (কাঠবিষ)

3. Aconitum napellus Linn. [কাঠবিষ]

ভাষানুসারী নাম :—বিষ—সংস্কৃত ; কাঠবিষ—বাংলা, হুদি-বিষ—হিন্দী ; হুদিয়া-বিষ, কাঠবিষ, মিঠা-জহর—কাশ্মীর ; হুদিয়-বিষ, কাঠবিষ, মিঠা-জহর—পাঞ্জাব ; বস্-নাতি—তেলেগু ।

বিষমাহেয়মমৃতং গরলং দারদং গরম্ ।
কালকূটং কালকূটে হরিত্রং রক্তশৃঙ্গকম্ ॥
নীলক্ণ গরদং ক্ষেড়ো ঘোরং হালাহলং হরম্ ।
মরং হলাহলং শূদ্রী ভুগরং চৈকবিশতিঃ ॥
স্বাবরে বিষজাতীনাং শ্রেষ্ঠো নাগোগ্রশৃঙ্গকো ।
নাগো দেহকরে শ্রেষ্ঠো লোহে চৈবোগ্রশৃঙ্গকঃ ॥
বিষস্ত্রাষ্টাদশাভিদাশ্চতুর্বর্গাশ্চ যৎ পৃথক্ ।
তদত্র নোল্লমস্মাভিগ্রহ গৌরবভীকৃতিঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বিষ, আহেয়, অমৃত, গরল, দারদ, গর, কালকূট, কাল, কূট, হরিত্র, রক্তশৃঙ্গক, নীল, গরদ, ক্ষেড়, ঘোর, হালাহল, হর, মর, হলাহল, শূদ্রী, ভুগর—এই একশটি নাম । রক্তশৃঙ্গক (রক্তাভ শৃঙ্গ সদৃশ) শূদ্রী (অর্থাৎ শৃঙ্গ সদৃশ) নাম দুইটি আকৃতি ও বর্ণের পরিচায়ক ।

গুণপর্যায় :—বহু জাতীয় স্বাবর বিষের মধ্যে হুই জাতীয় বিষ শ্রেষ্ঠ । একপ্রকার নাগ অপর প্রকার উগ্রশৃঙ্গক । তারমধ্যে নাগজাতীয় বিষ দেহপুষ্টিকর এবং উগ্রশৃঙ্গক রক্তবৃদ্ধিকর । আঠার প্রকার বিষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । তাহা গ্রহের কলেবর বৃদ্ধির জন্য নিঘণ্টুতে উল্লেখ করা হইল না । মোটের উপর যোগবাহী ঔষধরূপে বসবৈজ্ঞগণ ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন ।

জন্মান্বান :—হিমালয় প্রদেশের ১০,০০০—১৫,০০০ ফুট উচ্চ পর্বতে চাষা প্রভৃতি স্থানে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অতি উচ্চ পার্বত্য ভূভাগে জন্মে । সাধারণতঃ ইহা ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার মেক্স প্রদেশে ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ইহা একটি খাড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ । কাণ্ড ২।০ ফুট উচ্চ । মূল মোচার স্তায়, দেখিতে পটলের মূলের মত, গায়ে সরু সরু শিকড় জন্মে, ২—৪ ইঞ্চি লম্বা । গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল হইতে পরবর্তী বৎসরে গাছ বাহির হয় এবং পূর্ব বৎসরের মূল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় । গাছের পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা রজনীগন্ধা গাছের স্তায় । উপরের পাতা ছোট হয় । ডাঁটার উপরিভাগে উভয় দিকে মটর ফুলের স্তায় ফুল হয় । ফুল ডাঁটার লাগিয়া থাকে । পাতার স্বাদ ছালাকর । টাটকা মূল উগ্র গন্ধবিশিষ্ট । শুষ্ক মূল মিষ্ট (Fluck & Hanb.) । ফুল সর্বজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ । ফুলের বহির্বাস ৫টি, পাপড়ী ২-৫টি । পুংকেশর অনেক থাকে, ইহার লোমযুক্ত । বীজকোষ মসৃণ, অভ্যন্তরে অনেক বীজ থাকে । Flora of British India নামক পুস্তকে

ইহার আরও তিনটি Var আছে। যথা—Var. rigidum, Var. multifidum এবং Var. rotundifolium.

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও টাটকা পত্র।

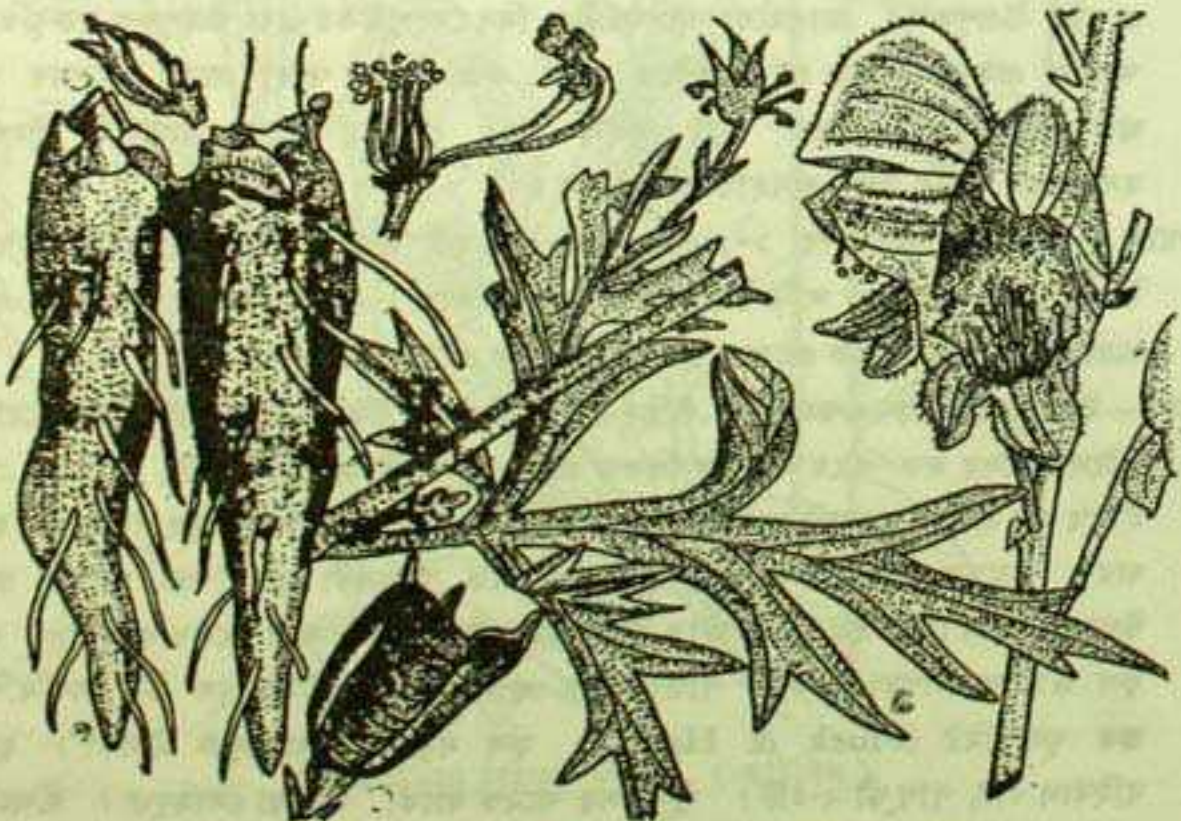
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সাধারণতঃ স্মরণশক, নানাবিধ আয়বিক দৌৰ্ব্বল্য, পুরাতন বাত, গেষ্টেবাত ও হৃদরোগে হিতকর। ইহা অধিক মাত্রায় বিষের দ্বায় কাজ করে। অর্ধ মাত্রায় বলকারক ও স্মরণশক (Nadkarni)।

British Pharmacopoeia-তে ইহার মূলের ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ইহা (Aconitum) উপকারযুক্ত (ভারতবর্ষ) এবং neopelline উপকারযুক্ত (আর্ক ফার্মেসি, বার্লিন)। ইহার উপকারাংশ কম পাওয়া যায়, যদি গাছ ৬০০ মিটারের (সমুদ্রতট হইতে) বেশী উচ্চ স্থানে জন্মে।

মন্তব্য :—রসবৈজ্ঞানিক যোগবাহী ঔষধরূপে ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। কাঠবিষ আকারে শূণ্য সদৃশ। রসতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ইহা মিঠাবিষ নামে শোধন করিয়া ব্যবহার করেন। বর্তমান পাশ্চাত্য গ্রন্থে এক পরিবারভুক্ত বহুপ্রকার Aconitum (কাঠবিষের) উল্লেখ দেখা যায়। নামের সামঞ্জস্য বিধান এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে বাজারে রক্তাভ খেতাব, কৃষ্ণাভ এবং হরিদ্রাভ মিঠাবিষ বাহা নেপাল হইতে আসে—তাহার বর্ণভেদ অনুসারে নামপর্দায়ের সার্থকতা আছে। সকলগুলি অতি মাত্রায় বিষগুণসম্পন্ন।

Fig.—Bentl & Trim, Med. Pl., i.t. 6 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t.9.
Ref.—F.B.I., i. 28 ; Journ. Board. Agric, XXI, 496 & 502 ; Annals. Royal Botanic Garden, Calcutta, X. 121, 1905.



3. Aconitum napellus Linn. (কাঠবিষ)

Genus—DELPHINIUM Linn.

4. D. denudatum Wall. (নিৰ্বিষি)

ভাষাসুসারী নাম :—নিৰ্বিষা—সংস্কৃত ; নিৰ্বিষি—হিন্দী ; নিলো-বিষ—নেপাল ; নিৰ্বিষি—পূৰ্বহিমালয় ; মুনিলা—পাৰ্শ্বাব ; ফ্ৰুণ্ডাৰ, মহ্ ফ্ৰুণ্ডাৰ্ফিন্—আৰব । জাদোয়াৰ, নিৰ্বিষি—বোম্বাই ।

নিৰ্বিষাৰূপবিষা চৈব বিবিষা বিষহা পরা ।
বিষহন্তী বিষাভাবা ছবিষা বিষবৈরিণী ॥
নিৰ্বিষা তু কটুঃ শীতা কফবাতাস্রদোষনুৎ ।
অনেকবিষদোষগ্রী ত্রণসংরোপণী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টু : । পিঙ্গল্যাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—নিৰ্বিষা, অপবিষা, বিবিষা, বিবহা, বিষহন্তী, বিষাভাবা, অবিষা, এবং বিষবৈরিণী—এইগুলি নাম ।

গুণপৰ্যায় :—নিৰ্বিষা বসে ও বিপাকে কটু, শীতবীৰ্য্য এবং কফ, বাত ও বক্তদোষনাশক । অনেক বিষদোষ নাশক এবং ত্রণ রোপণকাৰ্য্যের সহায়ক ।

জন্মস্থান :—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্ৰদেশ । ৫—১০ হাজাৰ ফুট উচ্চে কান্দীৰ হইতে কুমাঘুন প্ৰদেশের তৃণক্ষেত্রে দেখা যায় ।

বৰ্ণনা :—অবনত এবং বহু শাখা ও প্ৰশাখাবিশিষ্ট গুৰু । কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ, শাখাযুক্ত । পত্ৰে ৫-২টি সরু ও পক্ষাকার বিভাগ আছে । কাণ্ডে পত্ৰ অল্প হয় ; বৃদ্ধ লম্বা । ফুল সংখ্যায় অল্প হয়, উহা ১ই ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার । ফুলের পাপড়ী ৫টি, যিকৈ নীলবৰ্ণ ও পশ্চমাবৃত । পুষ্পস্তবক বিস্তৃত, খেত, নীল, বেগুণে ও ধূসরবৰ্ণ । পুষ্পদণ্ডে ফুল একটির পর একটি বিপরীত দিকে হয় । পত্ৰ দেখিতে অনেকটা ধনে গাছের পাতার মত । ফলে বীজ ১-৭টি থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও বীজ ।

মূলগ্ৰন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল চিৰাইলে দাঁতের বেদনার উপশম হয় । ছবের বিরামকালে ইহার মূলের কাথ ২-৪ ড্রাম পরিমাণ ব্যবহার করিলে ছব আরাম হয় (Stewart) । ইহা বাত ও উপদংশ রোগে ব্যবহার করিলে বাত পুনরায় আনয়ন করে । কথিত আছে যে, বানর-বৈজ্ঞ হুসেন লক্ষণের শক্তিশেল-কালে এই ঔষধ হুহমানকে আনিতে বলেন । হুহমান এই ঔষধ হিমালয় প্ৰদেশ হইতে আনিলে লক্ষণের ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় ও হাবণের ভয়কর শেল-জনিত আঘাত হইতে লক্ষণ আরোগ্যলাভ করেন (Nadkarni) । ইহা উপদংশ ও বাতের পক্ষে বিশেষহিতকর ।

নিৰ্বিষি ১ ড্রাম, আদ্যার ১০ গ্ৰেণ, জাকরান ১ ড্রাম, এইগুলি গোলাপ জলে পেষণ করিয়া ২ গ্ৰেণ হইতে ৫ গ্ৰেণ পরিমাণ বটিকা প্ৰস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে, ক্লম্বেগ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ আরাম হয় । ইহা তুৰু ও পুংজননেদ্রিয়ার দুৰ্বলতাৰ বিশেষ হিতকর । (Nadkarni)

Jadwar (নিৰ্বিষ) সচরাচৰ একোনাৰেই সহিত মিশ্ৰিত কৰিয়া বাজাৰে বিক্ৰয় হয়।

মন্তব্য—বিষ প্ৰসঙ্গে চাৰিপ্ৰকাৰ বনৌষধিৰ উল্লেখ আয়ুৰ্বেদে আছে কৰা হৈয়াছে। নিষট্টুকাৰও চাৰিপ্ৰকাৰ বিষৰ উল্লেখ কৰিয়াছেন। তন্মধ্যে বসবৈজ্ঞগণ স্বাৰবিষ মध्ये (অমৃত) বংশনাত জাতীয় উগ্রবিষ শোধন কৰিয়া যোগবাহী ঔষধৰূপে ঠে-ঠে গ্ৰেণ মাত্ৰায় বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার কৰিয়াছেন। Watt মহোদয় অতিবিষকে নিৰ্বিষা বলিতে চাইয়াছেন। ইহা বাস্তবিকপক্ষে মিঠাবিষ পৰ্যায় ভুক্ত নয়। চৰক, বৃহত, শাৰ্দূল ও চক্ৰদত্তাদি গ্ৰন্থে অতিবিষাৰ ব্যবহার বিভিন্ন স্থানে আছে। কৃষ্ণযোগে, অতিসারে, ক্ষবে ও গ্ৰহণীযোগে অতিবিষাৰ ব্যবহার আছে। শিশুক্ষবে, শিশুৰ কাসে বেশী প্ৰয়োগবিধি আছে। অগ্নিবল বৃদ্ধি প্ৰসঙ্গে ইহাৰ প্ৰধান উপযোগিতা। এটাও জানা দৰকাৰ যে বৰ্তমানে বাজাৰে মিঠাবিষ বলিয়া যাহা বিক্ৰীত হয় তাহাৰ মধ্যে বহু প্ৰজাতিৰ (Species) মূল মিশ্ৰিত হৈয়া আসিতেছে। মোটেৰ উপৰ *A. ferox* (বংশনাত—অমৃত)। *A. napellus* (কাঠবিষ—অমৃত)—এই দুইটা বিষধমী। তাহাৰ ব্যবহার, মাত্ৰা ও শোধনবিধি একপ্ৰকাৰ। অপৰ দুইটাৰ একটা *A. heterophyllum*—তাহাই বাস্তবিক গুণগত নিৰ্বিষা। শোধনান্তে তৈলসহ পাকে তাহা বিষধমী, যদিও নিৰ্বিষা নাম তাহাতে লিখিত হৈয়াছে। শোধনান্তে তাহা নিৰ্বিষ অৰ্থাৎ বিষগুণ নষ্ট হৈয়া যায়। শেষটা *D. denudatum* Wall.—নিৰ্বিষা বলিয়া লিখিত। কফ, বাত, বক্তদোষনাশক ও ত্ৰণৰোপক গুণবিশিষ্ট। কৃষ্ণবৰ্ণেৰ মিঠা নেপালে জন্মে। তাহা অমৃত বা মিঠাবিষ পৰ্যায় পড়ে। বক্তাক্ত মিঠাবিষও অমৃত বা মিঠাবিষ। সকলগুলি শূদ্রসদৃশ বলিয়া শূদ্রী ইহাদেৰ সাধাৰণ নাম। চাৰিপ্ৰকাৰ বিষৰ পৰিচয় Dr. F. Hamilton দিয়াছিলেন। মদন পাল নিষট্টুতে চাৰিপ্ৰকাৰ বৰ্ণভেদে মিঠাবিষৰ উল্লেখ আছে। ইউনানি মতে ১৮ জাতীয় মিঠাবিষৰ উল্লেখ আছে। Watt মহোদয় ১২ জাতীয় মিঠাবিষৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিয়াছেন। সকলগুলি মিঠাবিষৰ পৰ্যায় পড়ে। আয়ুৰ্বেদ নিষট্টুতে চাৰিপ্ৰকাৰ বিষৰ মধ্যে অতিবিষা বা আতইচ গুণগত নিৰ্বিষা। এ বিষয়ে Watt মহোদয়েৰ শেষ সিদ্ধান্ত সৰ্বাপেক্ষা গ্ৰহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। *A. ferox* এবং *A. napellus* উগ্রবিষ জাতীয়। আয়ুৰ্বেদ মতে তাহা শোধন কৰিয়া বসবৈজ্ঞগণ ব্যবহার কৰিয়াছেন তাহাই প্ৰধানতঃ মিঠাবিষ বা অমৃত নামে পৰিচিত। তাহা শোধনান্তে তৈলসহ পাক কৰিয়া ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে নিৰ্বিষা আখ্যা দেওয়া হৈয়াছে বলিয়া Dymock মন্তব্য কৰিয়াছেন। বাস্তবিক তাহাই মূলতঃ নিৰ্বিষা নহে (Watt)। বাস্তবিক অতিবিষাই নিৰ্বিষা বা 'অতিক্ৰান্তবিষ' অৰ্থাৎ বিষগুণশূন্য। তাহাই বাজাৰে অতিবিষা বা আতইচ নামে খ্যাত। বাজাৰে এখন এই দুই প্ৰেণীয় বিষ—(১) অতিবিষা ও (২) মিঠাবিষ—বিক্ৰয় হয়। তবে মিঠাবিষৰ মধ্যে প্ৰেণীভেদ দেখা যায়। কোনটো কৃষ্ণাক্ত বা দীৰ্ঘ বক্তাক্ত, কোনটো খেতাক্ত বা দূসৰ। কিন্তু আতইচ গুণগত নিৰ্বিষা। ইহা ভয়ৰ এবং মাত্ৰাধিক্যে কোন

বিশক্রিয়া আনে না। কিন্তু মিঠাবিষের যাত্রা ঠাই-ঠাই ঘেঁষে। কোন কোন বিষ বিশেষতঃ কৃষ্ণাভ বিষ প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ করে। ছদ্ম সেবনে সেই প্রতিক্রিয়া উপশমিত হয়। অতিবিষার মাত্রা ১০ আনা হইতে ১১ আনা একদিনে সেবন করা যায়। কোন বিষক্রিয়া নাই। মিঠাবিষ (অমৃত) রক্তকৃষ্ণাভ। আতাইচের বাহ্য আবরণ যেতাক কিন্তু অভ্যন্তর খেতবর্ণ। হরিত্রাক ও খেতাক (ধূসরবর্ণ) বর্ণের মিঠা বাজারে পাওয়া যায়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med.Pl., i. 7a ; Bruhl, Annals, Royal Botanic Garden, Calcutta, v. pt. ii, 117, fig. 10d ; t. 119, fig. 19. 1896.

Ref :—F.B.L, i. 25 ; Collett, Fl. Siml., 12, 1902 ; Wall., Cat., 4719.



4. *Delphinium denudatum* Wall. (নির্বিন্দি)

Genus—CLEMATIS Linn.

5. *C. triloba* Heyne. (লঘুকর্ণী)

ভাষানুসারী নাম :—লঘুকর্ণী—সংস্কৃত ; লঘুকর্ণিকা, লঘুকর্ণী—বাংলা ; মূরহাবি—হিন্দী ; মারাত্তেলা—বোম্বে ।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যপ্রদেশে ও কঙ্কণের পশ্চিমভাগে জন্মে ।

বর্ণনা :—ইহা একটা লতানে গাছ, বহুবর্ষ ব্যাপিয়া জন্মে । পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রদ্বয়ের এটা উপপত্র থাকে । পাতার ভাঁটা লম্বা ও ঝাঁটাযুক্ত । কিনারাগুলি কবাতের দ্বারা ।

পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুলের নিম্নাংশ পত্রময়। ফুল শ্বেতবর্ণ, ১½—২ ইঞ্চি বিস্তৃত। বহির্বাস ৪-৬টি। ফুলের ভিতর আবরণ নাই। পুংকেশর অনেক আছে। ফল গোলাকার, প্রান্তদেশে অল্প স্ফটাল। ফল পাকিলে, ফাটিয়া যায় ও বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্রের রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস ও কুন্ডলিপাতার রস চক্ষুতে দিলে চক্ষুউঠা আরাম হয়। প্রত্যেক বারে ২ ফোঁটা দিতে হয়। কেহ কেহ সমস্ত গাছটিকে ভেদক বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার টাটকা পত্ররস রক্তহৃষ্টি, কৃষ্ঠ, উপদংশ ও পুরাতন জ্বরে হিতকর (Dymock).

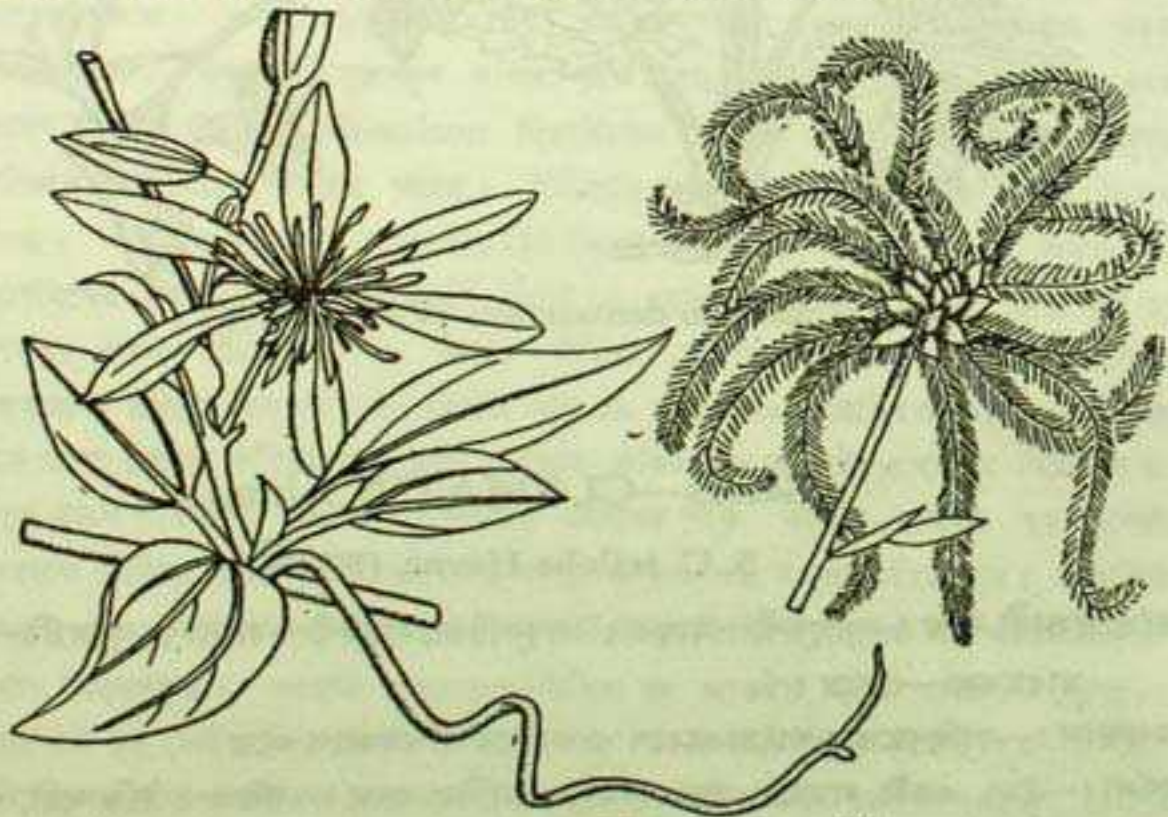
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ডাঁটা—ফোড়া (ত্রণাদি), চুল্কনা, পাঁচড়া, কৃষ্ঠবাধি, রক্তহৃষ্টি, জ্বর ও সর্পদষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিক্তাস্বাদ এবং anemonin উপাদান সমৃদ্ধ বিষাক্তদ্রব্য মধ্যে গণ্য।

মন্তব্য :—চরক, হৃশ্যত, চরুদত্ত ও নিঘণ্টুগ্রন্থে এই সংস্কৃত নামের (লঘুকণী) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিঘণ্টুগ্রন্থে কণী শব্দ আখুকণীতে মাত্র আছে। তাহা ভাবপ্রকাশে আছে বটে কিন্তু লঘুকণী শব্দ তাহাতেও নাই। Glossary-তে লঘুকণী স্থলে লঘুকণিকা নামকরণ করা হইয়াছে।

Fig :—Talbot, For. Fl., Bombay, i. t. 3 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 2.

Ref :—F.B.L., i. 3 ; DC., Prodr., i. 8 ; W. & A., Prodr., i. 2.



5. *Clematis triloba* Heyne. (লঘুকণী)

Genus—*RANUNCULUS*. Linn.

6. *R. sceleratus* Linn. (কাণ্ডীর)

ভাষানুসারী নাম :—কাণ্ডীর—সংস্কৃত ; কাণ্ডীর—বাংলা ; সিম—হুমায়েন । কাকেল-সাবা—
আরব ; কবিকাজ—পারস্য ।

কাণ্ডীরঃ কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটু ।

উগ্রকাণ্ডস্তোমবল্লী কারবল্লীসুকাণ্ডকঃ ।

কাণ্ডীরঃ কটুভিক্ষোক্ষঃ সরো দুষ্টত্রণার্তিজিৎ ।

লুতাণ্ডোদর প্রীহশূলমন্দাঘ্নিনাশনঃ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায়—কাণ্ডীর, কাণ্ডকটুক, নাসাসংবেদন, পটু, উগ্রকাণ্ড, তোমবল্লী, কারবল্লী,
সুকাণ্ডক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা কটুবিষাক, তিক্তবাদ, উষ্ণবীৰ্য, বিরোচন গুণ-বিশিষ্ট, এবং দুষ্টত্রণ-
নাশক । ইহা লুতাণ্ডাবিষ, গুল্ম, উদর, প্রীহা, শূল মন্দাঘ্নি নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের নদী বা খিলের কিনারায় শীতকালে জন্মে । আসাম ও উত্তর-
ভারতে জলাশয়ের ধারে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—বহুবীৰ্য বা বহুবর্ষজীবী, সরল, পীতাক্ত ও সবুজবর্ণ ওষধি । কাণ্ড সাধারণতঃ
৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, কখন বা ১-৩ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড অতিশয় নরম ও ফাঁপা । প্রধান পত্র
২-১৪ ইঞ্চি, পত্রদণ্ড লম্বা, পত্র গভীর ভাবে ৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ কর্ণিত । ফুলের
বাস ৪-৬ ইঞ্চি, অনেক ফুল হয় ; ছোট ছোট পাপড়ী ফিকে পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ ।
ফল নরম লোমময়, অগ্রভাগ লম্বা ও গোলাকার । মোটামুটি দেখিতে পিপুলের মত,
তবে পিপুল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র । শীতকালে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—টাইকা গাছ অতিশয় বিষাক্ত এবং ইহার রস সেবন
করিলে বিষময় ফল ঘটে । পত্রের পিষ্টরস শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে সেই স্থান
আরক্তবর্ণ হয় । ইহাতে বেলেতারার ভায় ফোঁকা হয় । ইহা ক্ষত আরাম করিতে
ব্যবহৃত হয় (Murray) ।

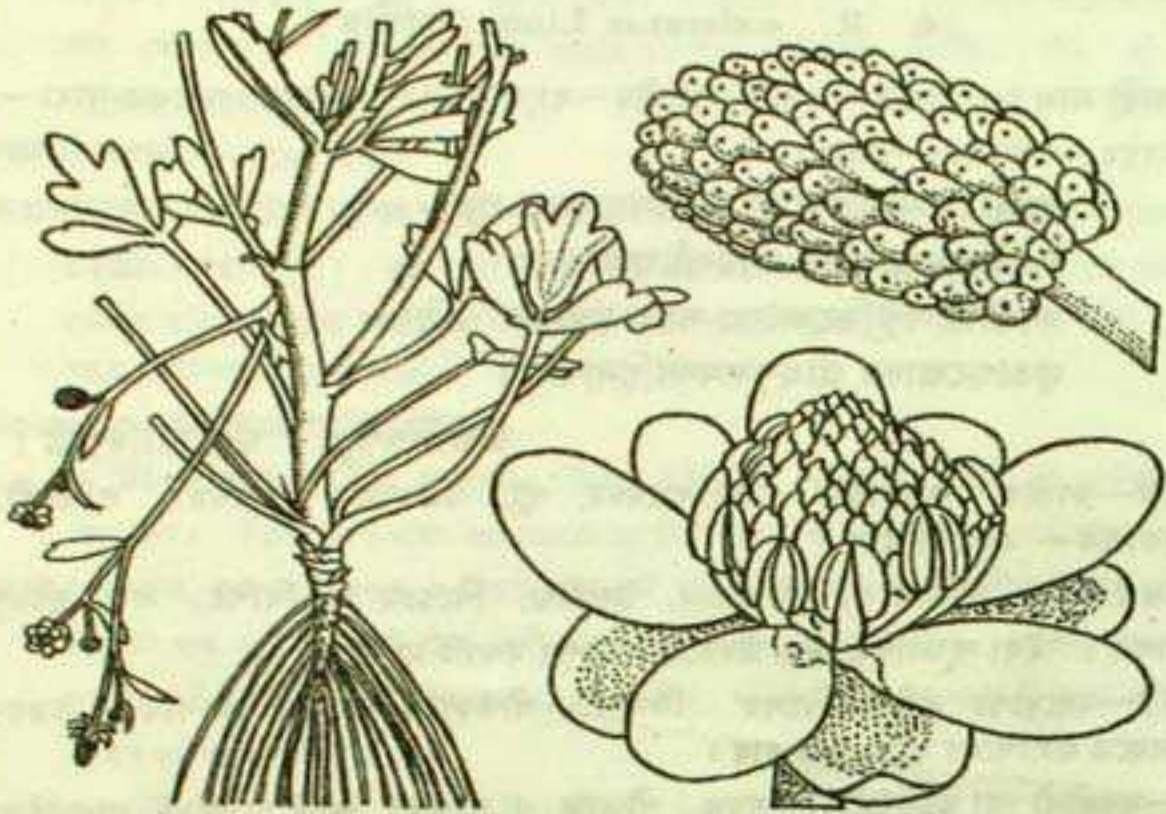
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ডাঁটা (বকসহ)—কটুস্রাব কারক, শূন হৃৎ বৃদ্ধি-
কারক, বিষক্রিয়া উৎপাদক ।

পাতা—চামড়ার উপর প্রয়োগে ফোঁকা উঠে । অত্যন্ত মারাত্মক বিষ বলিয়া বিবেচিত
হয় ।

মন্তব্য :—Watt মহোদয়ের বিধা Glossary এখে ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই । আয়ুর্বেদোক্ত
জলপিপুল সম্পূর্ণ পৃথক বনৌষধি । তাহার সহিত এই বনৌষধির সাদৃশ্য নাই ।

Fig —Bose, Man. Ind. Bot., t. 4, 1920 ; Useful Pl. Japan, ii. t 480, 1895

Ref :—F.B.I.i., 19 ; Agric. Gaz., N.S. Wales, XXVII. 866, 1916 ; B.P., i. 193 ; Prain, H. H., 168 ; Roxb., Fl. Ind., ii. 657.



6. *Ranunculus Sceleratus* Linn. (কাণ্ডী)

Genus—NARAVELIA DC.

7. *N. zeylanica* DC. (ছাগলবাটি)

ভাষানুসারী নাম :—প্রচলিত বাংলা নাম ছাগলবাটি।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত উচ্চস্থান, নেপাল, বঙ্গদেশের সমগ্র স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, আসাম, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান।

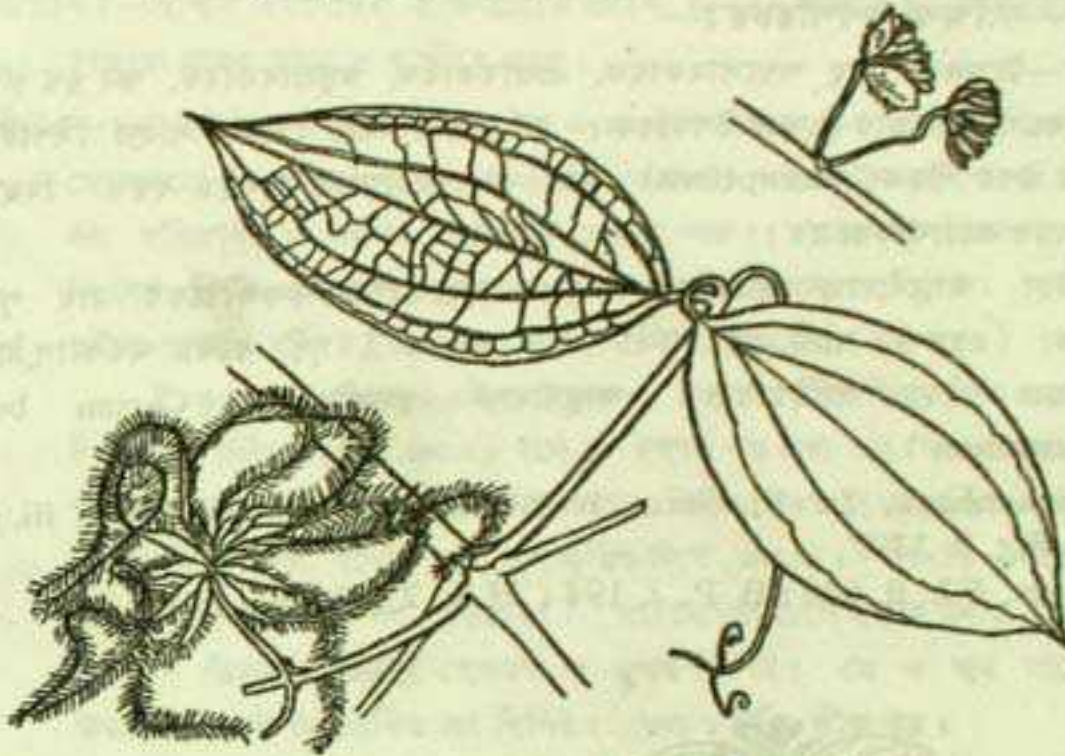
বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ। পত্র চামড়ার মত, লতার বিপরীত দিক হইতে বাহির হয়। ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ঈষৎ নীলবর্ণ। বহির্বাণ ৪-৫টি। অন্তর্বাণ ও পুংকেশর অনেক। বর্ষায় ফুল ও শীতকালে ফল হয়। ফল লালবর্ণ ও শক্ত, অনেকটা আকন্দফলের মত।

ব্যবহার্য অংশ :—কাণ্ড ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠায় নখের কুণী আঘাত হয়।

মন্তব্য :—গ্রন্থকাষের ছাগলবাটি নামকরণের স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। Glossary গ্রন্থে *Pergularia extensa*, *Daemia extensa*-এর একার্থবাচী করিয়াছেন।

নাম যুগল্লা। ইহা আকৃত্তিতে 'ছাগল বেটে' অনুমান করা যায়। কিন্তু 'ছাগলবাটি' নামটির মূল স্তর পাওয়া যায় না। Watt মতামত এই নামের ব্যবহার করিয়াছেন।
Fig—Talbot, For. Fl., Bombay, i. 7, Roxb., Cor. Pl., ii. t. 188
Ref—F.B.L. i. 7 ; Roxb., F.I. ii. 670 ; B.P., i. 193 ; Watt, V. pt. i. 317 ; H.S., 2 ; Prain, H.H., 148.



7. *Naravelia zeylanica* DC. (ছাগলবাটি)

Genus—NIGELLA Linn.

8. *N. sativa* Linn. (কালজীরা)

ভাষানুসারী নাম :—কৃষ্ণজীৱক—সংস্কৃত ; কালজীৱা—বাংলা ; কালজীৱা, মুগ্গেলা—হিন্দি।

অবস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বিশেষতঃ পশ্চিম ভাগে। হগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে চাষ হয়। ইহার আদিম অবস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বর্ণনা :—পত্রদণ্ডের উভয়দিকে যুগ্ম পত্র হয়। ফুল খেত, নীল অথবা ঈষৎ লীতবর্ণ। ফুলের পাপড়ী ৫টি। পুংকেশর বহু। গর্ভকেশর লম্বা। ফল গোলাকার। ইহার বীজ ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ঠে ইকি লম্বা। বীজকোষ অবচ্ছুর, কোষের ভিতর খেত তৈলময় অনেক বীজ থাকে। ফুলের সময় কাটিক, অগ্রহায়ণ। ফলের সময় শীতকাল।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তিলের তৈলের সহিত ইহার তৈল ফোড়ায় দিলে ফোড়ার উপশম হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা আন্তর্বিকার রোগে (জীলোকের মাসিক

বিকারজনক রোগে) ও প্রসূতির স্তন দুই বাড়াইবার জন্য কালজীরা নির্দেশ করিয়াছেন (Dymock)। গুঁড়া বীজ ১০-৪০ গ্রেণ সেবন করিলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রস্রাবও বৃদ্ধি হয়। ইহা বাধক রোগে হিতকর। অতিরিক্ত কালজীরা ব্যবহার করিলে গর্ভপ্রাব হয় (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উত্তেজক, বায়ু অহুলামকারক, প্রস্রাবকারক, স্বপ্নপ্রস্রাবকারক, স্তন দুই বৃদ্ধি-
কারক, গর্ভবতী স্ত্রীর বৃহৎস্বরে উপকারক। চূর্ণ করিয়া তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া
চর্মের উপর পীড়কা (eruptions) ক্ষেত্রে বাহ্যপ্রয়োগার্থে ব্যবহৃত হয়। বিছার
কামড়েও প্রয়োগ করা হয়।

মন্তব্য :—ইহা আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরক নহে। আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরকের নাম পৃথ্বী
পৃথ্বীকা (চরক); পালী, বৃহৎ পালী (ভাব প্রকাশ), পৃথ্বী শব্দের অর্থ চাপ্টা।
দ্বিতীয়তঃ—ইহা বাহিরাগত। আয়ুর্বেদোক্ত কৃষ্ণজীরক (Carum bul-
bocastanum)।

Fig :—Reichenback, Ic. Fl. Germ., iv. t. 120, 1840 ; Lamarck III., iii. t.
488, Fig. 3, 1797

Ref :—Roxb., F.L. ii. 646 ; B.P., i, 194 ; H.S., 7 ; Prain., H.H., 168.



Nigella arvensis Linn. (কালজীরা)

Genus—PAEONIA Linn.

9. P. emodi Wall. (চন্দ্রা)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রা—সংস্কৃত ; চন্দ্রা—বাংলা ; উদ্-সালেম—হিন্দী ।

জন্মস্থান :—পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, ৫—১০ হাজার ফুট উচ্চে, কুমায়েন হইতে হাঙ্গারা নামক স্থানে ও কান্দীয়ে জন্মে ।

বর্ণনা :—১-২ ফুট উচ্চ সরল উদ্ভিদ । পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ভাগে বিভক্ত, অগ্রভাগ মোচড়ানো । ফুলের পাপড়ি ৫-১০টি, অগ্রভাগ অল্প কর্ণিত ও খেতবর্ণ । পুংকেশর বহু, হরিদ্রাবর্ণ । ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম । পত্রের উপরিভাগ সবুজবর্ণ এবং নিম্নদেশ ফিকে সবুজবর্ণ । পুষ্পদণ্ড লম্বা, বক্র ও বেগুনে বর্ণ-বিশিষ্ট । পত্রভূম্বের নিকট হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয় । ফুল একলিঙ্গ-বিশিষ্ট, মে মাসে ফুল হয় ।

P. anomala গাছও এই শ্রেণীভুক্ত । ইহার সাইবেরিয়া দেশে জন্মে । ইহাকে ইংরাজীতে Siberian Paeony বলে । ইহার পত্র লম্বা ও কিনারা ঢেউ-খেলানো, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, কোনটী ছুই কিঞ্চি তিন ভাগে বিভক্ত, কোনটী বা খণ্ডিত নহে । পুষ্পদণ্ড লম্বা, বহির্ভাগ ৫টি, পাপড়ি ৫টি, ফুল ভূমির দিকে অবনত । পাপড়ি বেগুনে বা ফিকে লালবর্ণ, পুংকেশর বহু, হরিদ্রাবর্ণ । সাইবেরিয়া দেশে ইহার মূল ১ ফুট লম্বা হয়, দেখিতে পীতবর্ণ, ভিতরে খেতবর্ণ ও স্তম্ভ-বিশিষ্ট । মে ও জুন মাসে ফুল হয়, উভয়বিধ গাছই নিম্নলিখিত গুণ বিশিষ্ট । ফল ১ ইঞ্চি, বীজ বড় ।

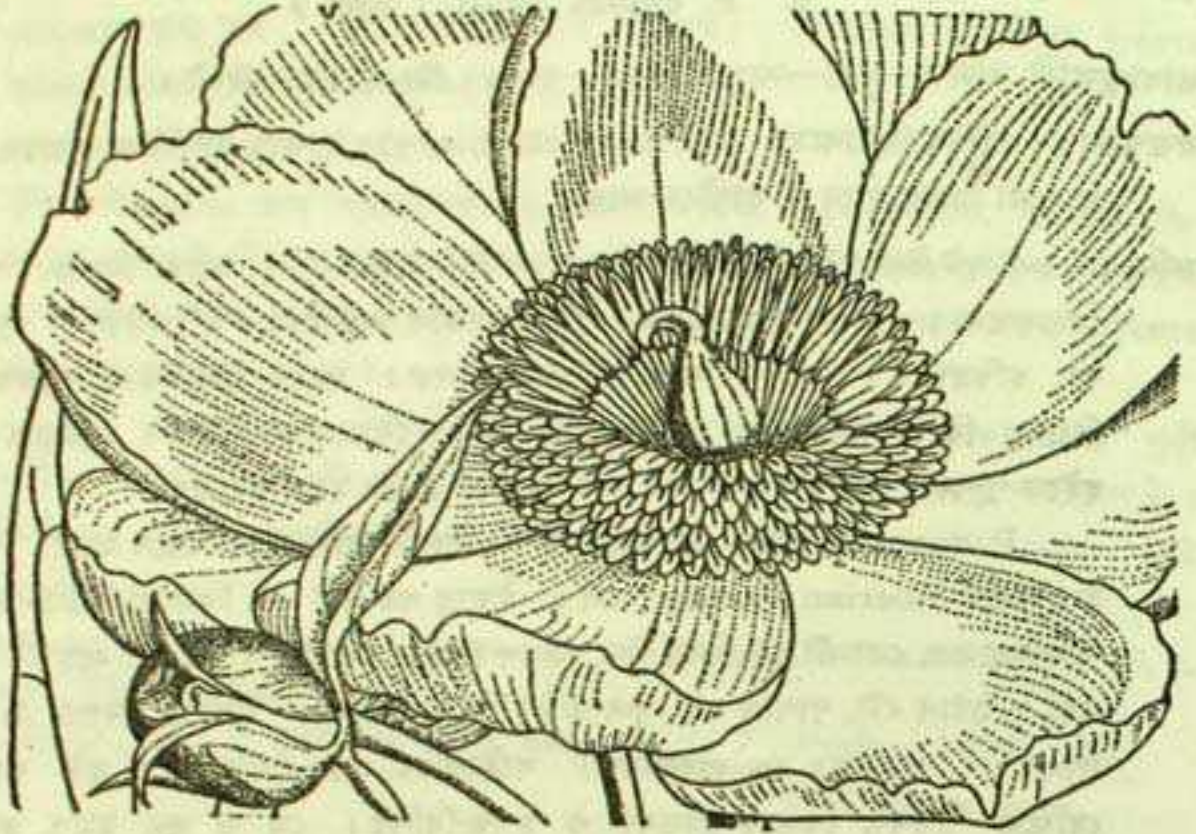
ব্যবহার্য অংশ :—মূল, বীজ, ফুল, । মাত্রা ৩০ গ্রেণ, পূর্ণমাত্রা ৬০ গ্রেণ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূলে রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে । ইহা আক্ষেপ ও পেটবেদনা-নিবারক এবং প্রজননযন্ত্রের রোগে হিতকর । মৃগী, শোথ, তড়কা ও হিষ্টিরিয়া রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ । এই ঔষধ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বমন, মাথাধরা ও অবসাদ উৎপাদন করে । ইহার মূল নিম্ন-পত্রসহ পেষণ করিয়া ভয়স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় । ইহার মূল গৃহপালিত পশুগুলিকে খাওয়াইলে উহারা বলবান ও স্তম্ভপুষ্ট হয় । শুষ্কফুলের রস উদরাময়-নিবারক । বীজ সর্দি-নিবারক ও বমন-কারক । ইহার মূল স্ত্রীতায় বাধিয়া শিশুদের গলায় পরাইয়া দিলে তাহাদের তড়কা হইতে পাবে না (Dymock) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—বীজ—বমনকারক ও কোষ্ঠওদিকারক । শুষ্ক ফুলের কাথ—অতিসারে (diarrhoea) প্রযোজ্য । কন্দাংশ—যোনিব্যাপ্ত রোগে, শূল, পিত্তবিকার জন্ত মলরোধে, উদরী, অপমায়, আক্ষেপ (convulsions), মূর্ছা (hysteria) এবং রক্ত পরিষ্কারের জন্ত শিশুরোগে প্রযোজ্য ।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদের মৌলিক গ্রন্থে এবং নিম্ণটুগ্রন্থেও 'চন্দ্রা' নামে বনৌষধির উল্লেখ থাকিলেও এই 'চন্দ্রা' নয় । হেকিমি চিকিৎসকগণ ইহা 'উদ্-সালেম' নামে ব্যবহার করেন ।

Fig.—Bot. Mag., xciv. t.5719, 1868 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 23.
Ref.—F. B. L., i, 30 ; Wall., Cat., 4727 ; Royle. III, 57.



9. *Paeonia emodi* Wall. (চন্দ্র)

II. DILLENIACEAE.

Genus—*DILLENIA* Linn.

10. *D. indica* Linn. (চালতা)

ভাষানুসারী নাম :—ভব্য, ভব—সংস্কৃত ; চালতা—বাংলা ।

ভব্যং ভবং ভবিষ্যৎ ভাবনং বস্তুশোধনম্ ।

তথা পিচ্ছলবীজঞ্চ তচ্চ লোমফলং মতম্ ॥

ভব্যমল্লং কটুঞ্চ বালাং বাতকফাপহম্ ।

পকস্ত মুদ্রারাক্ষঞ্চ কুচিকৃৎসামশূলম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ভব্য, ভব, ভবিষ্য, ভাবন, বস্তুশোধন, পিচ্ছলবীজ (ফলবৈশিষ্ট্য অনুসারে) ও
লোমফল—এইগুলি নাম

উপপরিচয় :—চালতা—অন্নরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য । কচি অবস্থায়—বায়ু ও কফনাশক
পক্যবস্থায়—অন্নমধুর রস, কুচিজনক এবং আমলজল শূলরোগ-নাশক ।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের অরণ্য প্রদেশ, বিহার, লঙ্কাদ্বীপ, নেপাল, আসাম,
বঙ্গদেশ, হগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর । আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ পূর্ব
এশিয়া ।

বর্ণনা :—মাক্কাৰি গাছ ; ছাল দাৰুচিনিৰ দ্বায় বৰ্ণবিশিষ্ট। পাতা ঘনসন্নিবদ্ধ, লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি, উগা সৰু, পাতাৰ কিনাৰা কৰাভেৰ দ্বায় কাটা-কাটা ; বোটা ১২ ইঞ্চি লম্বা, দুই কিনাৰা উচ্চ। ফুল দাৰা, ৬-৭ ইঞ্চি। পাপড়ি ১৫-২০টা, সাদা, পুংকেশৰ পীতবৰ্ণ। ফল ৫-৬ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ফলে বীজ অনেক হয়, বীজ লোমময় কোষেৰ মথো থাকে। মে ও জুন মাসে ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ব্যৱহাৰ অংশ :—বস ও পত্ৰ।

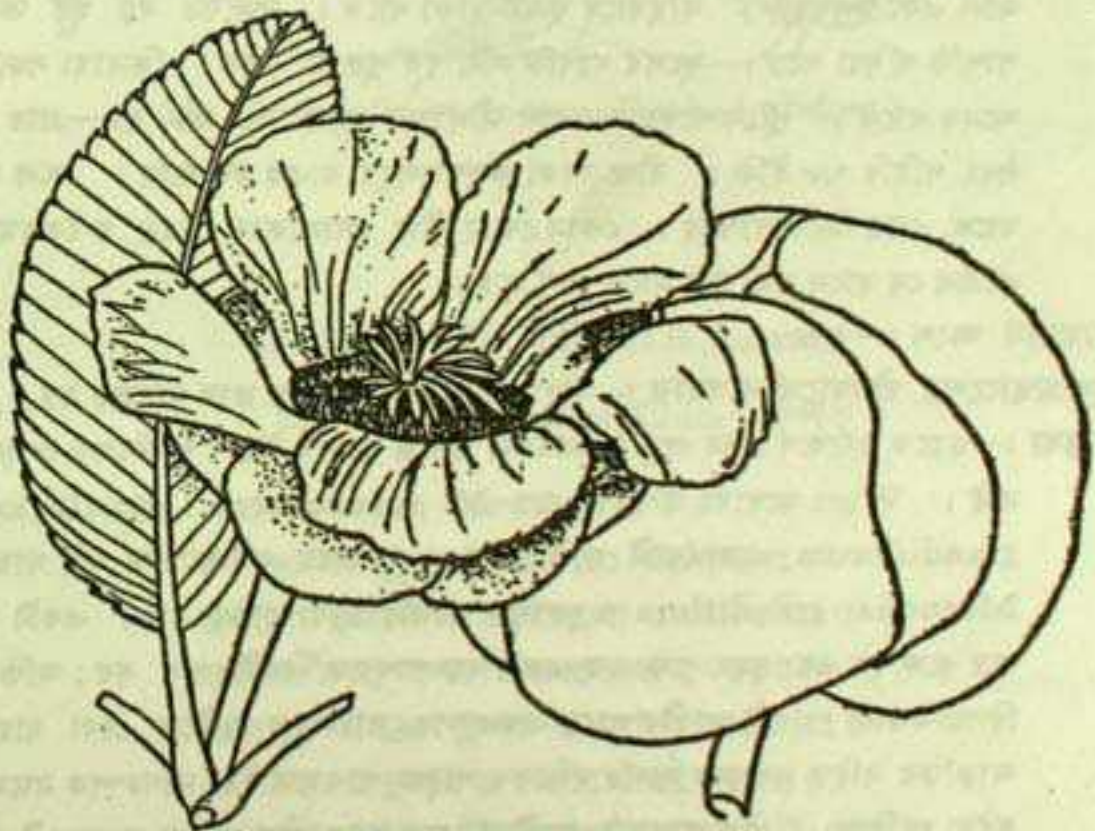
মূলগ্ৰন্থাংশেৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—ইহাৰ বস চিনি ও জলেৰ সহিত সেৱন কৰিলে জ্বৰেৰ একোপ নষ্ট হয় ও সৰ্মিৰ উপশম হয়। চালুতাৰ ছাল ও পাতা দাৱক। ফল মূত্ৰবিৰেচক কিন্তু অধিক খাইলে উদৰাময় হয় (Drury)। ইহাৰ পাতা দধিৰ সহিত গৰুকে খাইতে দিলে গৰুৰ বক্তামাশয় আৱাম হয়। বাছুৱেৰ বক্ত আমাশয় ৰোগে চালুতাৰ পাতা বিশেষ উপকাৰী। কচি ছোট ফল বাত ও পিত্ত নাশক। পৰুফল কচিকৰ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

ফল :—বদায়ন, কোষ্ঠওদ্ধিকাৰক এবং পেটেৰ বেদনায় ব্যৱহাৰ। ফলেৰ বস—চিনিৰ সৰবভেৰ সহিত মিলাইয়া ব্যৱহাৰে জ্বৰ ও কফজ্বৰোগে উপকাৰী।

ত্বক ও পত্ৰ :—কষায়বসাৱক, এবং ইহাতে tannin আছে।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iii. t. 38 & 39 ; Talbot, For, Fl., Bombay, i. 9.
Ref.—F. B. I., i. 36 ; B. P., i. 195 ; Watt, iii. 193 ; H. S., 18 ; Prain, H. H., 168.



10. *Dillenia indica* Linn. (চালুতা)



III. MAGNOLIACEAE. Genus—MAGNOLIA Linn.

11. *M. pterocarpa* Roxb. (ডুলিচাঁপা)

ভাষানুসারী নাম :—নাগ চম্পক—সংস্কৃত ; ডুলি চাঁপা—বাংলা ।

ক্ষুদ্রাদি-চম্পক স্তম্ভ্যঃ স জ্যৈষ্ঠো নাগচম্পকঃ ।

ফণিচম্পকনাগাহবচম্পকো বনজঃ শরাঃ ॥

বনচম্পকঃ কটুশ্চো বাতকফধ্বংসনো বর্গ্যঃ ।

চক্ষুশ্চো ত্রণরোপী বহ্নিস্তম্ভ্যং কেরোতি যোগগুণাৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও বৃহৎবৃক্ষ চম্পক । কিন্তু অন্তর্ভুক্তকার চম্পক পুষ্প—তাহা নাগচম্পক বলিয়া পরিচিত । ফণিচম্পক, ও নাগাহব চম্পক শরাগ্রতুল্যশাখা ও বনজ ।

গুণপর্যায় :—বনচম্পক কটু বিপাক, উষ্ণবীৰ্য, বাত কফনাশক ও বর্গ্য অর্থাৎ বর্গের উৎকর্ষ-সাধক, চক্ষুর হিতকারী, ত্রণরোপক, যোগবাহী ঔষধ অর্থাৎ অস্ত্র দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে অগ্নিমান্য উৎপাদন করে ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, আসাম, থাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ডালের বিপরীত দিকে অযুগ্ম পত্র হয় । ফুল এক একটি ছন্দে, ফুল বড় ও সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত । বহির্ভাগে ফুলটি ঢাকা থাকে । ফুল যত বড় হয় ততই ইহার পাপড়ি খসিয়া পড়ে । ফুলের পাপড়ি ২টি, খুব পুরু ও নরম । কিনারা সফ্র, পুংকেশর অনেক থাকে । পুংকেশরের অগ্রভাগ নীলাভ । ফল বড় বড় হয়—প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা, পরিধি ৭৮ ইঞ্চি । বীজ পাকা কমলালেবুর রংএর মত লাল । ফলে বীজ ১২টি থাকে, প্রায় ত্রিকোণাকার । কোন কোন বীজ গোলাকার, নরম ও তৈলময় । ফুল এপ্রিল মে মাসে হয়, জুন মাসে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ।

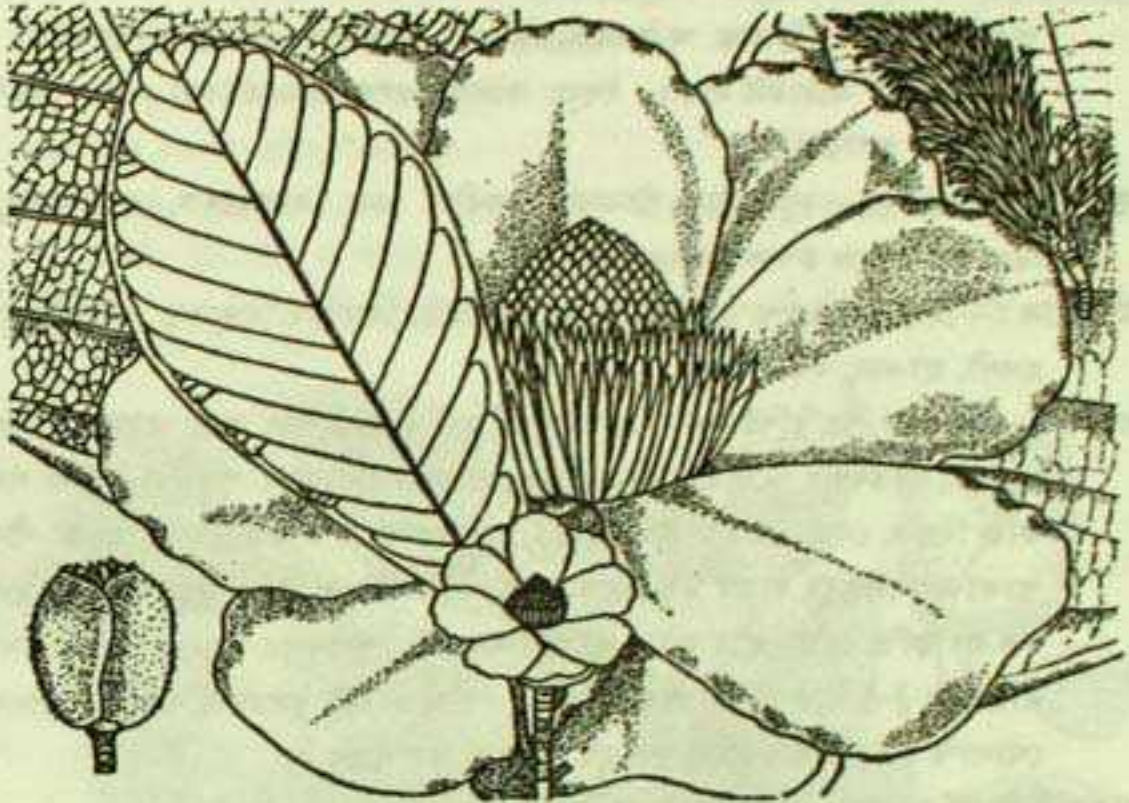
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল চাঁপা গাছের ত্বায় ব্যবহৃত হয় ।

মন্তব্য :—চরকে বর্ণ্যবর্গে চন্দন প্রভৃতি কয়েকটি সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলেও চম্পকের উল্লেখ নাই । Watt মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে *M. sphenocarpa* এবং *Liriodendron grandiflorum* একার্থবাচী করিয়াছেন । বাজারে দুই জাতীয় এই গাছ ক্ষুদ্র বৃক্ষ *Magnolia grandiflora* ও বৃহৎবৃক্ষ জাতীয় চায়া পাওয়া যায় । একটা করিয়া ফুল ক্ষুদ্র বৃক্ষে হয় এবং বৃহৎ বৃক্ষ এক একটি বড় শাখাতে একটি ফুল হয় ; অতি সুগন্ধি ও দিগন্তবিস্তারী । দুই জাতীয় গাছে একপ্রকার সাদা ফুল ফুটিতে দেখা যায় । পত্রের আকৃতির সহিত ফণাযুক্ত সর্পের মস্তকের সাদৃশ্য থাকাতে ইহা নাগচম্পক নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে । এক শাখাতে একটীমাত্র ফুল বহন করে বলিয়া মহানবাহী ডুলি যানের

সহিত সাদৃশ্যে নাম বোধহয় ভুলি চাপা। 'কুহাদি' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কুহ ও কুহং দুই জাতীয় কুকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Fig.—Roxb. Cor. Pl., iii, 266 ; Annals ; Royal Botanic Gardens, Calcutta, iii. t. 53,

Ref.—B. P., i. 197 ; Roxb. F. L., ii. 653.



11. *Magnolia pterocarpa* Roxb. (ভুলিচাপা)

Genus—MICHELIA Linn.

12. *M. champaca* Linn. (চম্পক)

ভাষানুসারী নাম :—চম্পক—সংস্কৃত ; চাপা—বাংলা।

চম্পকঃ সর্গপুষ্পাচ্চ চাম্পোয়ঃ শীতলচ্ছদঃ ।

সুভগো ভূষমোহী চ শীতলো ভ্রমরাতিথিঃ ॥

সুসুভির্দীপপুষ্পাচ্চ দ্বিরগন্ধোহতিগন্ধকঃ ।

দ্বিরপুষ্পো হেমপুষ্পঃ পাতপুষ্পান্তথাহপরঃ ।

হেমাহবঃ স্কুমারস্ত বনদীপোহষ্টভূষয়ঃ ॥

তৎকলিকা গন্ধফলী বহুগন্ধা গন্ধমোদিনী জেধা ॥

চম্পকঃ কটুকন্তিকঃ শিশিরো দাহনাশনঃ ।

কুষ্ঠ কণ্ডু ব্রণহরো গুণাঢ্যো রাজচম্পকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

ভাবপ্রকাশঃ । পুষ্পবর্গঃ ।

নামপর্ধ্যায় :—চম্পক, স্বর্ণপুষ্প, চাম্পের, শীতলছন্দ, স্বভগ, ভ্রমমোহী, শীতল, অমরাভিধি, স্বরভি, দীপপুষ্প স্থিরগন্ধ, অতিগন্ধক, স্থিরপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাল, স্বকুমার, বনদীপ—এই আঠারটি নাম । ইহার কলিকা—গন্ধ ফলী, বহগন্ধা এবং গন্ধমোদিনী—এই তিন গুণায়ক ।

গুণপর্ধ্যায় :—চম্পক—কটুবিপাক, তিক্তরস শীতবীৰ্য্য এবং দাহনাশক, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণহর এবং বহু গুণযুক্ত চম্পক ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

অঙ্গস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, পেও, নীলগিরি, ত্রিবাঙ্গুর, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ।

বর্ণনা :—চির সবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ । ছাল ধূসর বর্ণ, ঐ ইকি পুরু, কাষ্ঠ নরম, বাহিরের কাষ্ঠ কতকটা বেতবর্ণ । ছোট ডাল নরম ও কোমল লোমাবৃত । পত্র ৮।১০ ইকি লম্বা, ১২-৪ ইকি বিস্তৃত, বোটা প্রায় ১ ইকি লম্বা । ফুলের বাস ১-২ ইকি । ফিকে পীত অথবা পাকা কমলালেবুর রংএর মত ফিকে লাল, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ফুলের কুড়ি লোমাবৃত । ফল লম্বাকৃতি, বোটা প্রায় ডালে লাগিয়া থাকে । পুংকেশর অনেক । গর্ভকেশর ছোট । বীজাধার ঠু-ঠু ইকি চওড়া ও ধূসর বর্ণ । বীজ ১-৪টি, ধূসরবর্ণ, পার্শ্বকালে লালবর্ণ অথবা গোলাপী হয় । গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ও শীতে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, বীজ, পাতা ও শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফুল আয়ুর্বেদ-মতে তিক্ত, কুষ্ঠ নিবারক ও পাচড়ার মহৌষধ । ফুল ও ফল—অগ্নিমান্দ্য, বমন ও হৃদরোগে ব্যবহার করা হয় । চাপাফুল তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে মাথাধরা আরাম হয় । পিষ্ট ফুল তৈলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা আরাম হয় । চাপাফুল মূত্রকর এবং গণোথিয়া নিবারক (Rumphius) । Dr. Rheede বলেন—ইহার শুষ্ক শিকড় এবং শিকড়ের ছাল দ্বিধি সহিত ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়ার পুঁজ আরাম হয় ও ফোড়া ফাটাইয়া দেয় । চাপার গন্ধতৈল চক্ষু উঠা ও বাতে উপকার করে । চাপা বীজের তৈল পেটে মালিশ করিলে পেটফাঁপা নিবারণ করে । বীজ ও ফল পা-ফাটায় ব্যবহার করা হয় । চাপার শিকড় জ্বেরক । ইহার ফুল উত্তেজক, পাকঘন্ত্রের পীড়া নিবারক । কাথ, টাট্কা রস এবং আরক পেটফাঁপায় শান্তিকর ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ত্বক—স্বরস, উত্তেজক, কফনিঃসারক, কষায় রস । শুষ্কমূল ও মূলের চাল :—কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক । ইহার কাথ :—দ্রীলোকের মাসিক ঋতু নিঃসারক ; দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধব্রণের প্রলেপে ব্যবহৃত হয় ।

ফুল ও ফল :—উত্তেজক, বিষয়, বনায়ন, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, বায়ুনাশক, তিক্ত স্বাদ, ঈতবীৰ্য্য, অম্লীর্ণ, বিবমিষা (গা-বমি বমি ভাব) এবং জ্বরে ব্যবহার্য। ভুট প্রমেহ (gonorrhoea), মূত্রাশয়গত পীড়ায় (renal diseases) প্রস্রাব বৃদ্ধি কারক অব্যাহতপে গণ্য। তিলতৈল সহ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগে শিরঃপীড়া (vertigo) উপশমিত হয়।

ফুলের তৈল :—মস্তিষ্কের আয়তনবৃদ্ধি (cephalalgia) অক্ষিবদ্য' রোগ (ophthalmia) পদগুণ্ণাসঙ্গিত বাত (gout) রোগে ফলপ্রসূ।

পত্র রস :—মধু সহ শূলবেদনার উপকারী।

বীজ এবং ফল :—পা-ফাটার উপকারী।

Fig.—Wight, III., i. t. 5. Fig—6; Rheede, Hort. Mal., i. t. 19 ; Lamar. III. iii. t. 493.

Ref.—F. B. L., i. 14 ; B. P., i, 197 ; Roxb. F. L., ii, 656 ; Watt, v. pt. i. 241 ; H. S., 12.



12. *Michelia champaca* Linn. (চন্দ্রক, চাঁপা)

IV. ANONACEAE.

Genus—ANONA Linn.

13. A. squamosa Linn. (আতা)

ভাষানুসারী নাম :—গণ্ডগাত্র—সংস্কৃত ; আতা—বাংলা ; সীতাকল—হিন্দী ; সীতা—তামিল ; আউজা—বর্ম্মা ।

গণ্ডগাত্রং হিমং বৃষ্টিং বাতপিত্ত-নিসূদনম্ ।

শ্লেষ্মলং তর্ষণমনং বাস্তু্যৎ ক্লেশনিপীড়নম্ ॥

অত্রিসংহিতা ।

তর্পণং রক্তকৃৎ স্বাদু শীতলং হৃৎমেষ চ ।

বলদং মাংসকৃদ্ধাহ রক্তপিত্ত মরুৎপ্রণুৎ ।

সীতাকলস্ত মধুরং শীতং হৃৎমেষ বলপ্রদম্ ।

বাতলং কফকৃৎ স্বাদুপুষ্টিকৃৎ পিত্তনাশনম্ ॥

বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকরঃ ।

নামপর্যায় :—গণ্ডগাত্র ।

গুণপর্যায় :—ইহা শীতবীৰ্য্য, বলকারক, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক, তৃষ্ণাশান্তিকারক, বমন ও বিবমিষা (বমি বমি ভাব) নাশক (অত্রিসংহিতা) । ইহা তৃপ্তিজনক, রক্তবৃদ্ধিকারক, মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, হৃৎমেষ, বল ও মাংস বৃদ্ধিকারক, দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক । সীতাকল—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, হৃৎমেষ, বলকারক, বায়ুবর্ধক, কফজনক, বাত, পুষ্টিকর ও পিত্তনাশক (বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকর) ।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান আমেরিকার উষ্ণপ্রধান স্থান, ভারতবর্ষে বাগানে রোপণ করা হইতেছে ; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, ১০ হইতে ১৫ ফুট উচ্চ । ছাল পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ নরম । পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১—১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, পাতার ডগা সরু । ফুল এক-একটি অথবা জোড়া জোড়া হয়, ১ ইঞ্চি লম্বা ও কোমল । পাপড়ি ৩টি, পুষ্প, লম্বাকৃতি । পুংকেশর অনেক, চতুর্দিকে গোলাকারভাবে বিস্তৃত । ফল শীতাল, ২-৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, মিষ্ট ও সুস্বাদু । বীজ দ্বয় লম্বা, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, রং কাল । ফুল—মার্চ, এপ্রিলে ও ফল আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাকা ফল পানের সহিত পিষিয়া ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া আরাম হয় । শুষ্ক, কাঁচা আতা চূর্ণ করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায় । আতার শিকড় অতিশয় ভেদক, ইহা রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর (T. N. Mukherjee) । আতার পিষ্টপত্র লবণের সহিত পুলটিশ দিলে ফোড়ার পুঁজ নির্গত হইয়া যায় (Atkinson) । আতাপাতার রস ন্যাসিকা মধ্যে

প্রয়োগ করিলে ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি আশ্রয় হয় (Nadkarni)। আতা পাতা বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে উহার পোকা মরিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

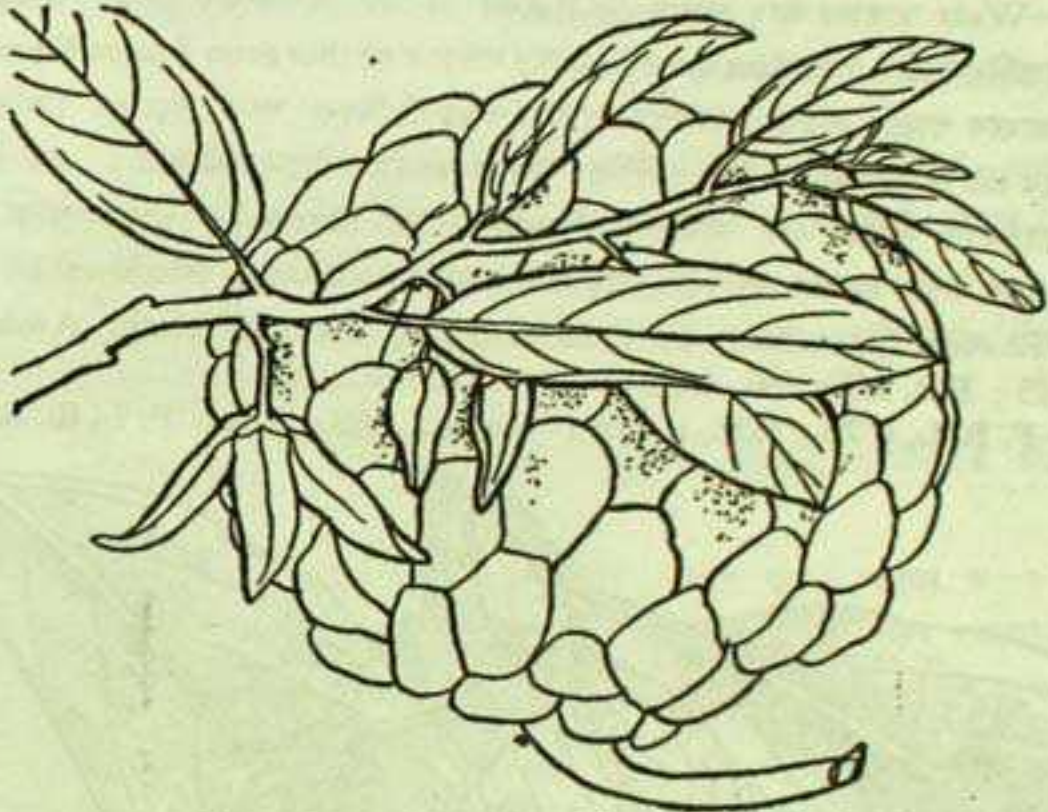
মূল—কোষ্ঠভুক্তিকারক।

বীজ, ফল ও পাতা—কীটনাশক, মতকের উকুন নাশক, মৎস্তপক্ষে বিষক্রিয়াজনক।

বীজ—চক্ষুবন্ধ (conjunctive) উত্তেজক এবং গর্ভাশয়ের (os-uterus) প্রদাহজনক, গর্ভশ্রাব কারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. 29 ; Bot. Mag., 3095 (1831)

Ref.—F. B. L., i. 78 ; B.B., i, 206 ; Roxb. F. L., ii. 667 ; Watt, i. 259



13. *Anona squamosa* Linn. (আতা)

14. *A. reticulata* Linn. (নোনা)

ভাষানুসারী নাম : নোনা—বাংলা ; বামফল—হিন্দী ; বামফল—বোম্বে ; বামফল—
গুজরাট ; বামসীতাফল—তামিল ; বামপাণ্ডু—তেলেগু ; গম—সাঁওতালী।

জন্মস্থান :—আমেরিকায় আদিম বাসস্থান ; বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাকারি গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পাতা ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১½—২ ইঞ্চি
বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, ডগা সরু, বৃন্তদেশ সরু, বোটা ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ২০টি একত্র হয় ;
পাপড়ি ৩টি, সরু, লম্বা, পুরু ও মাংসল। ফল দেখিতে গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি।
পাকিলে পীতের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ অথবা সামান্য লালবর্ণ। ফল গ্রীষ্মকালে ও ফল
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও পাতা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল আমাশয় নিবারক (Watt) । অপক ও শুক ফল উদরাময় রোগে ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় । ইহা রক্ত আমাশয় নিবারক ও কীট-নাশক । নোনা বীজের শাঁস অতিশয় বিষাক্ত । পত্র—ক্রিমিনাশক(Nadkarni) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ত্বক—কদারবস ।

ফল—ক্রিমিনাশক, প্রবাহিকানাশক (anti-dysenteric) ।

পত্র ও বীজ :—কীটনাশক ।

মন্তব্য—Watt মহোদয় তাঁর পুস্তকে নোনাকলের বীজের বিষক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন । যোনির দ্বিতীয় আবর্ষে(os-uteri)প্রয়োগে গর্ভপাত হয়(Surgeon Major Dymock) । তামাক পাতার সহিত নোনাপাতা বাটিয়া পতুর ক্রিমিযুক্ত ক্ষতে প্রয়োগে ক্রিমি বিনষ্ট হয় (E. Morris) । বীজ—পিথিয়া মস্তকে প্রয়োগে উকুন নষ্ট কবে । ত্বক—ছত্র ও শ্বাসকাস নাশক এবং মনোবল বৃদ্ধিকারক (W. Barren.) । টাটকা পাতা পিথিয়া ব্রণের উপরে প্রলেপে ব্রণ তাড়াতাড়ি কাটিয়া যায় (Surgeon C. Medows) ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 30 and 31 ; Rumph. Herb. Amb., i. t. 45 ; Bot. Mag., Ivi. t. 2911-12

Ref.—F. B. I., i. 78 ; B.P., i, 206 ; Watt, i. 258 ; Roxb. F. I., iii, 657.



14. *Anona reticulata* Linn. (নোনা)

Genus—POLYALTHIA BL

15. *P. longifolia* (Sonnerat) Thwaites. (দেবদারু)

ভাষানুসারী নাম : চীড়া—সংস্কৃত ; দেবদারু—বাংলা ; দেওদার—হিন্দী ; অশোক—
ভেলেগু ; অসুহৃদি—তামিল ; পুত্রজীব—কামরূপ ।

চীড়া চ দারুগন্ধা গন্ধবধূর্গন্ধমাদনী তরুণী ।

তার৷ চ ভূতমারী মঙ্গল্যা তু কপাটিনী গ্রহভীতিজিৎ ॥

চীড়া কটুষ্কা কাসগ্রী ককজিৎ দীপনী পর৷ ।

অত্যন্তসেবিত৷ সা তু পিত্তদোষভ্রমাপহ৷ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দ্রনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় : চীড়া, দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধমাদনী, তরুণী (চির সবুজ), তার৷, ভূতমারী
(কীটনাশক), মঙ্গল্যা (মঙ্গলিক কার্যে পাতার ব্যবহার), কপাটিনী (কপাট নির্মাণ
কার্যের উপযোগী), গ্রহভীতিজিৎ—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য, কাসনাশক, ককনাশক, অত্যন্ত অগ্নুদীপক, দীর্ঘকাল
সেবনে পিত্তদোষ ও ভ্রমনাশকারক ।

অনুগ্রহান :—তাম্রোব, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, বঙ্গদেশের বহুস্থান, বোটানিক গার্ডেন,
শিবপুর ।

বর্ণনা :—বড়, সোজা গাছ, বহু শাখা ও প্রশাখা বিশিষ্ট । ছাল পুরু । পাতা ৬—২ ইঞ্চি
লম্বা, উজ্জল ও চক্চকে, কিনারা ঢেউ-খেলান ; ডগা সরু, গোড়া ঠেং গোলাকার ।
ফুল যিকে পীতবর্ণ । ফুলের পাপড়ি ২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৮টি । ফুল এপ্রিল, মে এবং
ফল জুলাই মাসে হয় । বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার : ইহার স্ববনাশক শক্তি আছে বলিয়া বালেশ্বর জেলায়
ঔষধে ব্যবহার করা হয় (Sir W. W. Hunter) ।

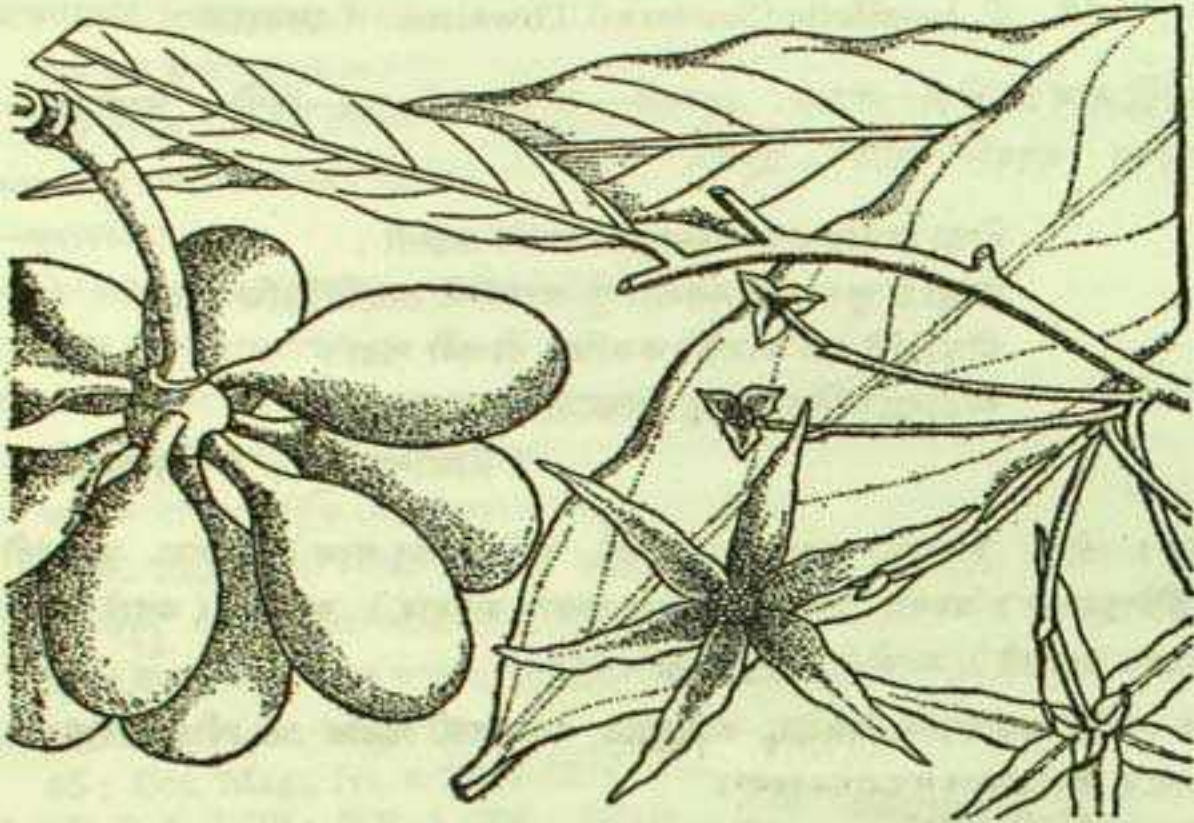
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

ত্বক—ছব নাশক গুণবিশিষ্ট ।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদোক্ত দেবদারু ইহা নহে । নিঘণ্টুকার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা
চীড়াদেবদারু নামে খ্যাত । আয়ুর্বেদোক্ত দেবদারু—বিষদারু ও কাষ্ঠদারু—
এই দুই প্রণীতে বিস্তৃত । উহা এই পুস্তকের ৫৬৫ নং বনৌষধি বর্ণনায় লিখিত
আছে ।

Fig.—Wight, I. C., t. 1 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 38 ; Annals, Royal Botanic
Garden, Calcutta, lv. t. 99.

Ref.—F. B. L., i. 62 ; Roxb. F. L., ii. 664 ; B. P., i. 204 ; H., 3. 16.



15. *P. longifolia* (Sonnerat) Thwaites. (দেবদারু)

V. MENISPERMACEAE.

Genus—ANAMIRTA Colebr.

16. *A. Cocculus* W. & A. (কাকমারি)

ভাষানুসারী নাম : কাকমারি—সংস্কৃত ; কাকমারি—বাংলা ; কাকফল—বোম্বাই ।

জন্মস্থান :—ককণ, মালাবার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আনাম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, ছাল কঠোর মত । পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, গোড়ার দিক ঠিক জ্বলিতাকৃতি ; পাতার অগ্রভাগ সর, নীচের পাতার শিরা লোমযুক্ত ; উপরি ভাগ মসৃণ । ফুল কিকে সবুজ অথবা পীতবর্ণ, স্বগন্ধময়, ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট । পাপড়ি ২-৪ ইঞ্চি পুরু । পুষ্পের মস্তক গোলাকৃতি, ঐ পুষ্পের পাপড়ি পাঁচটি । ফল কৃষ্ণবর্ণ, বেগুনে, আনুরের দ্বারা ও লম্বা গুচ্ছবদ্ধ । শুষ্ক ফল বড় মটরের দ্বারা, কোকড়ানো, শুষ্ক বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে । ইহা অতিশয় তিক্ত । ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল, জুন-জুলাই মাসে ফল জন্মে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা চর্মরোগের মহৌষধ। ককণ দেশে ইহার রসের সহিত লাললিকা (*Gloriosa superba*) গাছের রস মিশ্রিত করিয়া পতঙ্গের গায়ে পোকা মারা হয়। মালাবার দেশে কাঁঠালের রসের সহিত ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র জঙ্ঘ মাড়িয়া থাকে (*Dymock*)। কাকমারির তিক্তফল মালিশে ব্যবহার করা হয়। তৈলে পোকা নষ্ট হয় ও ইহা চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (*Bentl. & Trim.*)। বঙ্গদেশে ইহার টাটকা পাতা প্রাত্যহিক কম্পঙ্কবে নস্ত-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজের হঠত-চঠত ঘ্রোণ পরিমাণ বটিকা দিবসে তিনবার ব্যবহার করিলে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তিতে ঘর্ম আরাম হয় (*Nadkarni*)। মালাবার দেশে ইহা মংস্ত্র ও বস্ত্র জঙ্ঘ মরিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় (*Rumphius*)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—মৎস্যবিধ।

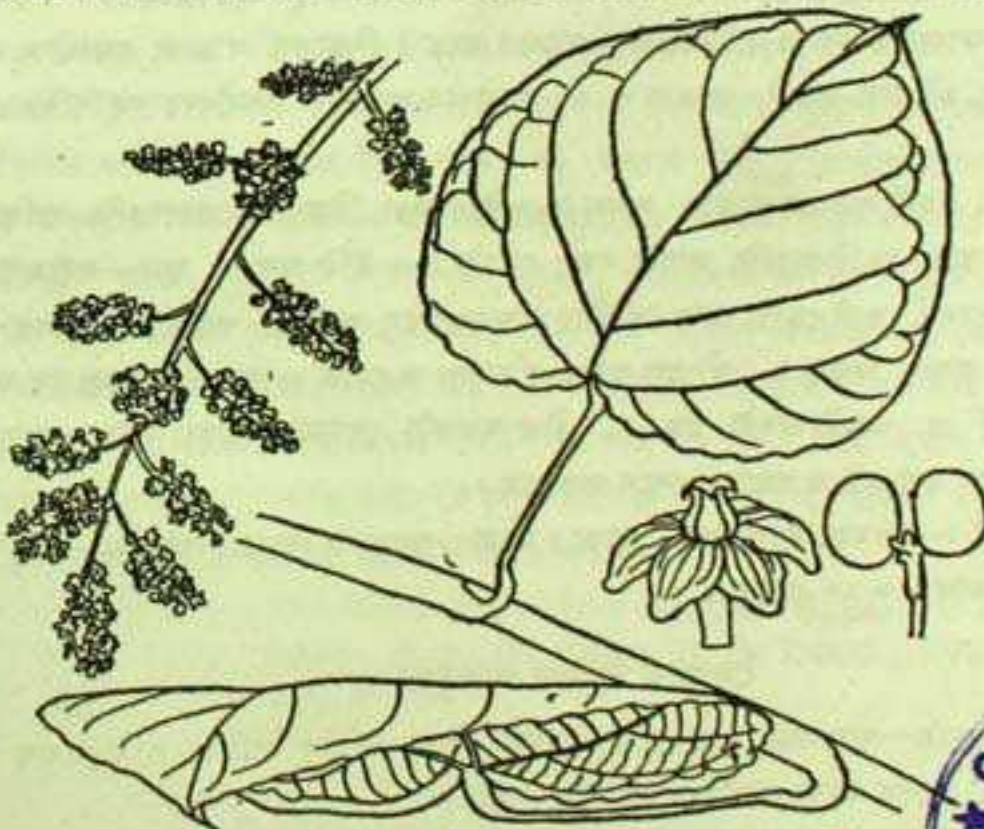
বীজ—ঘন্যরোগে (*Phthisis*) রাত্তিকালীন ঘর্মের প্রতিষেধক।

মাংসল শাঁস বিশিষ্ট পক ফল—পকফল হইতে প্রস্তুত মলম কীটাণুনাশক এবং উকুননাশক, পুরাতন কণ্ডুযুক্ত চর্মরোগে প্রলেপার্থে ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—*Watt* মহোদয় ইহার তিক্তফল মংস্ত্র ও কাকের ক্ষেত্রে মারকগুণ প্রকাশ করে, বলিয়াছেন। কীটাণুনাশক মলমরূপে, পুরাতন কণ্ডুযুক্ত চর্মরোগে ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রসূ বলিয়াছেন (*Bentl. & Trim.*)।

Fig.—*Rheede., Hort. Mal., VII. t. 1* ; *Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 14* ; *Kirtikar & Basu, t. 36.*

Ref.—*F.B.I., 198* ; *B.P., i. 208* ; *Roxb. F.L., iii. 807* ; *Wall. Cat., 4954.*



16. *Anamirta Cocculus* W & A. (কাকমারি)

Genus—STEPHANIA Lour.

17. S. hernandifolia Walp. (নিমুখা)

ভাষানুসারী নাম :—পাঠা, আকনাদি, বৃন্তপর্ণী—সংস্কৃত ; নিমুখা—বাংলা ; নিমুখা—উড়িয়া ;
পাট—হিন্দী ; পাঠচেট্ট—তেলেগু ; কালীপাঠ—ওজরাটে ; পাঠা—কর্ণাট ।

পাঠা২ষষ্ঠা২ষষ্ঠিকা শ্রাৎ প্রাচীনা পাপচেলিকা ।

পাঠিকা স্থাপনী চৈব শ্রেয়সী বৃদ্ধিকর্ষিকা ॥

একাঙ্গীলা কুঁচেলী চ দীপনী বরতিস্তুকা ।

তিস্তুপুষ্পা বৃহতিস্তুকা দীপনী ত্রিশিরা বৃকী ॥

মালবী চ বরা দেবী বৃন্তপর্ণী দ্বিটুদ্বিতা ।

পাঠা তিস্তু গুরুক্ষা চ বাতপিত্তজ্বরপহা ।

ভগ্নসন্ধানকৃৎপিত্ত-দাহাতীসারশূলহৎ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—পাঠা, অষষ্ঠা, অষষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, পাঠিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বৃদ্ধিকর্ষিকা (পত্রবৃন্ত কর্ণ-বৃদ্ধি প্রাপ্তের দ্বায়) একাঙ্গীলা, কুঁচেলী, দীপনী (অগ্ন্যাদীপক) বরতিস্তুকা, তিস্তুপুষ্পা, বৃহতিস্তুকা, দীপনী, ত্রিশিরা (তিনটি শিরা বিশিষ্ট বৃন্ত), বৃকী, মালবী, বরা, দেবী, বৃন্তপর্ণী (বৃন্তাকার পত্র বিশিষ্ট লতা)—এই ২২টি নাম ।

গুণপরিচয় :—ইহা তিস্তবন, গুরুপাকী, উষ্ণবীৰ্য, বাত-পিত্ত জ্বর হার নাশক । ভগ্নসন্ধানকারী অর্থাৎ ভগ্নস্থান জুড়িতে সক্ষম । পিত্ত, দাহ, অতীসার ও শূল হরণকারী ।

জন্মস্থান :—ভারতের উত্তর ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে । সিন্ধুদেশ, পাকিস্তান, লঙ্কাদ্বীপ, বঙ্গদেশ, নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার জঙ্গলের কিনারায় বহু পরিমাণে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ইহা একটি লতানে গাছ । পাতা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, চিকণ, ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন, ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ভগাটী সরু ; বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা । ফুল—সবুজের আভা-যুক্ত বেতবর্ণ, ছোট ছোট, প্রায় বোঁটায় গুচ্ছবদ্ধভাবে লাগিয়া থাকে । ফুলের পাপড়ি ছোট, মস্তক বিস্তৃত । স্ত্রীপুষ্প শুবক ছুঁচালো ও ছোট । ফল—শেয়াকুলের মত ক্ষুদ্র, লালবর্ণ ও একটী-একটী হয় । বীজ কতকটা ঘোড়ার খুরের দ্বায় গোলাকার । বর্ষাকালে ফুল হয় ও শরতের শেষে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল (গুড়), পাতা । মাত্রা—মূল ২-৪ আনা ; পত্রক—৪-৮ আনা ।
মূলের কাথ—৬-১০ তোলা ।

বৈজ্ঞানিক পাঠার ব্যবহার ।

চরক—অর্শে পাঠা—হরালভা, বেলগুঁঠ, ঘমানী কিছা গুঁঠের সহিত, পাঠামূলকক সেবন করিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (চিঃ ২ মঃ) ।

শুশ্রূত—লবণমেহে পাঠা—দাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে, পাঠামূল ও অগুরুর কাথ পান

করাইবে (চি: ১১ অ:)। (২) গ্রন্থীভূতে শুক্রে পাঠা—শুক্রে গ্রন্থীভূত হইলে, পাঠামূলক পান করাইবে (শা: ২ অ:)।

বাগ্ভট :—অশে বায়ু অহুলোমার্ঘ পাঠা—পাঠামূলক শুক্রে সহিত পান করিলে, অশে বায়ু বায়ু সরল হয় এবং মল অহুলোমগতি প্রাপ্ত হয় (চি: ৮ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অন্তর্বিভ্রমিতে পাঠা—অন্তর্বিভ্রমি অপকারহায়, পাঠামূলক শুক্রে সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্বক, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, অন্তর্বিভ্রমি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিভ্রমি চি:)। (২) স্তূষপ্রসবার্থ পাঠা—গর্ভস্থ শিশুর মাথা ঘোনির দিকে বহিয়াছে, অথচ যদি প্রসবে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে পাঠার মূল পেষণ পূর্বক, ঘোনিতে প্রলেপ দিলে, স্থবে প্রসব করে (স্ত্রীরোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—অতিসারে পাঠা—গোদধির সহিত পাঠামূলক পেষণ পূর্বক পান করিলে অতিসারের বাধা দাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (ম: খ: ১ ভা:)।

বঙ্গসেন—অতিসারে পাঠাপত্র—মাহিষ শুক্রে সহিত পাঠাপত্রক শুক্রে সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয় (অতিসারাদিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড়—তিক্ত, দারক ও ক্ষুরে উপকারী। উদরাময়, মূত্রথলির পীড়া ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতা ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমুখার শিকড় ভেদক : ক্ষুর, উদরাময়, প্রস্রাবের পীড়া এবং অগ্ন্যয়োগ নিবারক।

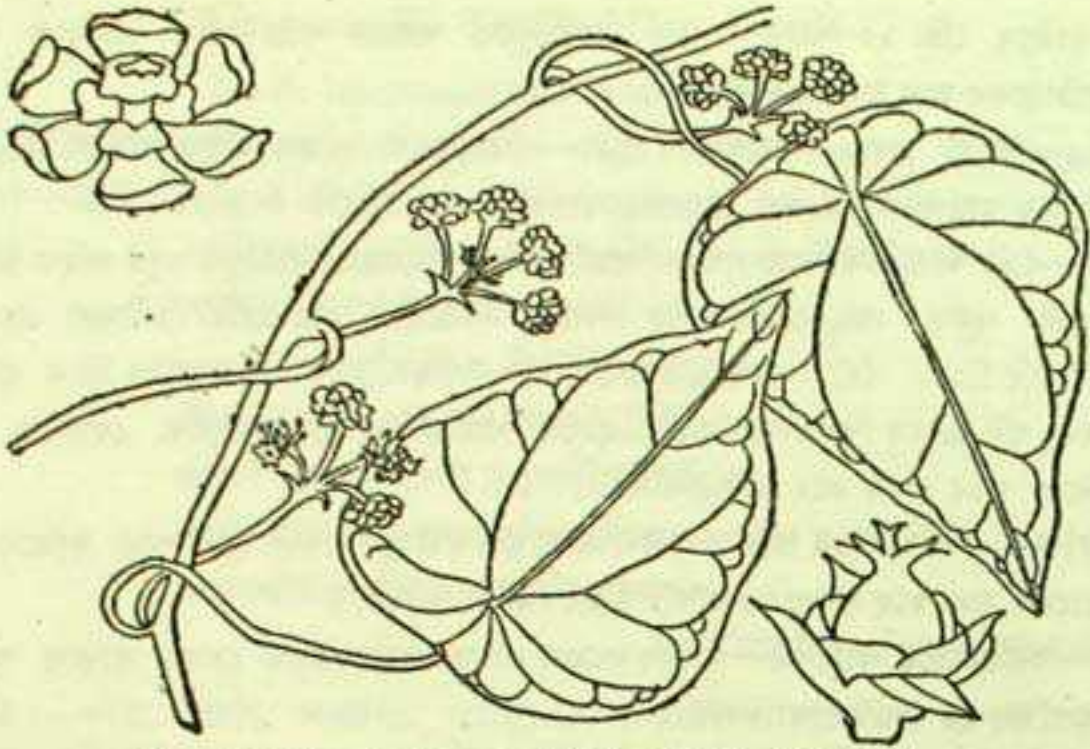
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল—তিক্ত, কষায়, ক্ষুর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য এবং মূত্রাশয়গত পীড়ায় ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—নিম্ণটুকুর পাঠাকে 'ত্রিশিরা' বলিয়াছেন। যে উদ্ভিদ পাঠাকে 'অবিদ্ধকণী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনিই উক্ত তন্ত্রের ৫১ অধ্যায় উক্ত "তালীশতামলকুগ্রাজীবন্তী কুষ্ঠ সৈন্ধবৈ" এই সৌত্রান্ত ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'জীবন্তী পাঠসমানপত্র'। বাহাকে 'জীবন্তী' বলিয়া ব্যবহার করা হয়—তাহা 'পাঠসমানপত্র' নয়। 'ক্ষোরি' বাহাকে পাঠা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রতীতি জন্মে যে, উহা বহু ব্যবহৃত আকনাদি নহে। উহা দ্রাণে হৃগন্ধি অপিচ উহার স্বাদ চর্কণমাত্র স্বাদ ও পবে অতিতিক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে (ক্ষোরি ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ:)। কিন্তু এদেশে ব্যবহৃত পাঠা কিকিয়াত্র ও স্বাদ বা হৃগন্ধি নহে, কেবল অতিতিক্ত। কতুমান করিয়া আকনাদির পত্র জলে বাটিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ হয় না।

Fig.—Bentl. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 15 ; Kirtikar & Basu, t. 40.

Ref.—F.B.I., i. 103 ; Roxb. F. L., iii. 842 ; B. P., i. 208 ; Watt, vi. pt. iii. 359 ; Wall. Cat. 4977.



17. *Stephania hernandifolia* Walp. (নিম্বা)

Genus—TINOSPORA Miers.

18. *T. Cordifolia* Miers. (গুলঞ্চ)

ভাষানুসারী নাম :—গুড়ুচী, অমৃতবল্লী—সংস্কৃত ; গুলঞ্চ—বাংলা ; গুলঞ্চ—হিন্দী ;
টিম্বাটিগো—তেলেগু ; সিন্দি—তামিল ; গুঠ্ঠবেল—মহারাষ্ট্র ; গলো—গুজরাট ।

জ্যেষ্ঠা গুড়ুচী অমৃতবল্লীমুতা অরারিঃ
শ্রীমা বরা সুরকুতা মধুপর্ণিকা চ ।
ছিন্নোস্তবাহমুতলতা চ রসায়নী চ
ছিরা চ সোমলতিকা হমুতসম্ভবা চ ॥
বৎসাদনী ছিন্নরুহা বিশল্যা ভিষকপ্রিয়া কুণ্ডলিনী বয়ঃশ্রী ।
জীবন্তিকা নাগকুমারিকা চ শ্রাদ্ধস্থিকা সৈব চ চণ্ডহাসা ॥
জ্যেষ্ঠা গুড়ুচী গুরুক্ষমবীৰ্য্যা তিস্তা কষায়্যা অরনাশিনী চ ।
দাহার্তিতৃষ্ণাবমিরক্তবাতশ্রমেহপাণ্ডুভ্রমহারিণী চ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । গুড়ুচীাদিবর্গঃ ।

নামপরিণাম : গুড়ুচী, অমৃতবল্লী, অমৃত, স্ববাবি, শ্রীমা, বরা, সুরকুতা, মধুপর্ণিকা (বসন্ত-
কালে পত্রোদগম হয়), ছিন্নোস্তবা (মধ্যবর্তীস্থানে ছিন্ন করিয়া দিলেও তাহা মরে না,
পুনরুদ্ধর হয়), অমৃতলতা (কাটিলেও মরে না), রসায়নী (রসায়ন গুণসম্পন্ন), ছিরা,
(ছিন্ন হইলেও জীবিত থাকে) সোমলতিকা (চন্দ্রকিরণে ইহার পুষ্টি হয়), অমৃতসম্ভবা
(কাটা ডাঁটা পুতিলে তাহা হইতেও গাছ হয়), বৎসাদনী (ইহার শিকড় হইতে জাত

লতার রস দ্বারা ইহার পুষ্টি হয়), ছিন্নবৃদ্ধি (মধ্যবর্তীস্থানে কৃষ্ণাভা অবস্থায় বিবর্তিত হইলেও ইহার মৃত্যু হয় না), বিশল্যা, ভিষকপ্রিয়া, কুণ্ডলিনী (কুণ্ডলাকারে বর্জনশীলা), বয়ঃস্থা (বৃদ্ধ হইলেও মরে না), জীবন্তিকা (জীবিত থাকিতে অভ্যস্তা), নাগকুমারিকা (সর্পবৎ কুণ্ডলাকারে অবস্থানে পটু), ছন্দিকা ও চণ্ডহাসা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় : ইহা উষ্ণ বীৰ্য কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট, ও জ্বরনাশক। দাহ, বেদনা, তৃষ্ণা, বমি, বক্তত্বষ্টি, বাতপ্রকোপ, প্রমেহ, পাণ্ডু (ন্যাবা) ও ভ্রম (বাতু প্রকোপ অন্ন শিরোঘূর্ণন Blood pressure) নাশক।

অঙ্গস্থান : সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী, হাওড়া এবং ২৪ পরগণার জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা : ইহা একটি লতানে গাছ। ইহার সরু সূতার মত শিকড়গুলি (Aerial roots) মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে। ছাল ধূসরবর্ণ, কাঠ বেতবর্ণ, নরম ও ছিদ্রযুক্ত। পাতা ২-৪ ইঞ্চি, দ্ব্যংপিণ্ডাকৃতি, পাতলা ও অগ্রভাগ সরু, দেখিতে পানের পাতার মত; বোটা ১-৩ ইঞ্চি, নিম্নদিকে অবনত। পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ১-৩টি নরম ভালে নিম্নদিকে থাকে। স্ত্রীপুষ্প ছোট, একটি একটি হয়। পুংপুষ্পগুলি পাপড়িতে অড়িত থাকে, চারিদিকে বিস্তৃত। বীজ মটরের স্তায়, লালবর্ণ, বক্রাকৃতি ও গোলাকার। ফল পীতবর্ণ, ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ : ভাঁটা, পত্র। মাত্রা পত্রক ৪-৮ আনা; কাণ্ডচূর্ণ ২-৪ আনা; কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈজ্ঞানিক গুলকের ব্যবহার।

চরক :—(১) বিষমজ্বরে গুড়ুচী—গুড়ুচীর রস বিষমজ্বরে হিতকর (চি: ১৩ অ:) (২) কামলায় গুড়ুচী :—কামলাপীড়িত মহুয়া প্রাতঃকালে গুড়ুচীর রস কিংবা শীতকষায় মধুযোগে পান করিবে (চি: ২০ অ:)। (৩) পিত্তজ্ব বমনে গুড়ুচী—পিত্তজ্ব বমনে গুড়ুচীর কাথ পান করিবে (চি: ২৩ অ:)। (৪) বাতরক্তে গুড়ুচী—গুড়ুচীর রস এবং ছুদ্দনহ যথাবিধি তিল তৈল পাক করিয়া অভ্যাস করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয় (চি: ২২ অ:)। (৫) শুষ্কশূল্যার্থ গুড়ুচী—গুড়ুচী ও সপ্তপর্ণের কাথ, শুষ্কচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির শুনহৃৎ বিত্ত্বতা প্রাপ্ত হয় (চি: ৩০ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) পিত্ত প্রবল বাতরক্তে গুড়ুচী—পিত্তপ্রবল বাতরক্তে গুড়ুচীর কাথ পান করিবে (চি: ৫ অ:)। (২) অর্শে গুড়ুচী—গুড়ুচী পেষণ পূর্বক একটি মৃৎপাত্রে অভ্যস্তর ভাগ লেপন করিয়া, ঐ পাত্রে ছুদ্দ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে। অর্শোবোগীর পক্ষে এই দধিভাত তরুপান প্রশস্ত (চি: ৬ অ:)। (৩) বাতজ্বরে গুড়ুচী—বাতজ্বর বোগী গুড়ুচীর কাথ শীতল হইলে পান করিবে (উ: ৩২ অ:)।

বাগ্ভট :—মেহে গুড়ুচী। মেহবোগী মধু প্রক্ষেপ দিয়া গুড়ুচীর রস পান করিবে (চি: ১২ অ:)।

ভাবপ্রকাশ:—(১) বলাধানার্থ গুড়চী—বজ্রপুত হৃদয় গুড়চীচূর্ণ ১০০ ভাগ, পুমান ইক্ষুগুড়, মধু ও গব্যদুগ্ধ প্রত্যেক ১৬ ভাগ। মোদক প্রস্তুত করিয়া হিতমিতাশী হইয়া অগ্নিবলান্ন-সারে সেবন করিবে। ইহা পরম বলা (মঃ খঃ ১মঃ ডাঃ)। (২) জীর্ণজ্বর গুড়চী—গুড়চীর কাথ পিপুল চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর ও কফ ধ্বংস করে (জ্বর-চিঃ)। (৩) কামলায় গুড়চীপত্র—কামলারোগী তজ্জের সহিত গুড়চীপত্র পেয়ণপূর্বক পান করিবে (কামলা চিঃ)।

চন্দ্রদন্ত:—(১) আমবাতে গুড়চী—আমবাতগ্রস্ত মহুয়া গুড়চী পেয়ণপূর্বক কিকিৎ শুষ্কচূর্ণ যোগে সেবন করিবে (আমবাত-চিঃ)। (২) জ্বররোগীর শাকার্থ গুড়চীপত্র—জ্বররোগী গুড়চীর পত্র শাকস্বরূপ ভোজন করিবে (জ্বর-চিঃ)। (৩) শ্লীপদে গুড়চী—তিল-তৈল বা কটুতৈলযোগে গুড়চীর রস সেবন করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয় (শ্লীপদ-চিঃ)। (৪) কুষ্ঠে গুড়চী—বলাহুসারে গুড়চীর রস সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে গব্যদুগ্ধের সহিত কিংবা কিকিৎ যুগ্মের (মুদগাদির) সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিত কুষ্ঠীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয় (কুষ্ঠ-চিঃ)।

বজ্রসেন:—(১) বমনে গুড়চী—গুড়চীর শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্ত-কফজ, ত্রিবিধ বমনই নিবৃত্তি পায় (হৃদ্বি-চিঃ)। (২) হৃদয়স্থিত বায়ুতে গুড়চী—বায়ু বিগুণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত হইলে অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে 'বুক ধড়ফড়' করিলে, প্রাতঃকালে পিষ্ট গুড়চী কিকিৎ মরিচচূর্ণসহ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে (বাতব্যাধি-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—গুলকের ডাঁটা হইতে tincture প্রস্তুত হয়। ইহার কাথ জ্বর ও কামোদ্দীপক। গুলকের কাথ টাটকা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরাম হয়। গুলকের রস মধুর সহিত সেবন করিলে গণোরিয়া রোগের উপশম হয়। গুলকরাটে ইহার ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে, ইহাতে কামলা রোগ আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কাথ হইতে এক প্রকার starch প্রস্তুত হয়, ইহাকে গুলক পালো বলে (Dymock)। পিপুল ও মধু মিশ্রিত গুলকের রস পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, শ্লীহা, কাস আরাম হয়। গুলক, পর্পটমূল, মুখা, চিবতা, এবং আদা প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বর আরাম হয়। হরীতকী, আমলকী, আদা, পিপুল প্রত্যেক ১ ভাগ, গুলক ভিজান জল ৪ ভাগ, জল ১৬ ভাগ, সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া উক্ত কাথের ৮ গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যাহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, শ্লীহাবিভূতি, সর্দি ও কুধাহীনতা আরাম হয় (সারকৌমুদী)। গুলকের ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বেশ খেঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া অন্ন খাচে পাক করিয়া ঘন করিলে গুলকের পালো প্রস্তুত হয়। সেবন মাত্রা ৫-১৫ গ্রেণ।

Tinture—৪ আউন্স পরিমাণ লতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ১০ আ: proof spirit-এ ৭ দিন পচাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১-২ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—১ আ: পরিমাণ উক্তভাবে লইয়া এক পাইন্ট শীতল জলে ৭ দিন রাখিবে, তৎপরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১-৩ ড্রাম (Kirtikar & Basu)।

Extract—পাকা ডাঁটা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ধোঁতো করিয়া শীতল জলে ৪ ঘণ্টা পচাইবে। তৎপরে অল্প আঁচে ছাল দিয়া কালির মত হইলে নামাইবে। মাত্রা ৫-১৫ গ্রেণ (Kirtikar & Basu)।

পালো প্রস্তুতের নিয়ম :—গুলক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধোঁতো করিবে এবং এক কড়া জলে ২১০ দিন ফেলিয়া রাখিবে। সেই জল ছাকিয়া খিতাইতে দিবে। তলায় যে সাদা জিনিষ পড়িবে উহা বোঁজে শুষ্ক করিলে পালো প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১০-৩০ গ্রেণ। এই পালো উদরাময় ও অন্ন-নিবারক। গুলকের ডাঁটার টাটকা রস মূত্রকারক, গণোরিয়া নিবারক। মাত্রা ২-৩ ড্রাম জল কিংবা দুগ্ধ বা মধুর সহিত দিবসে ৩ বার সেব্য।

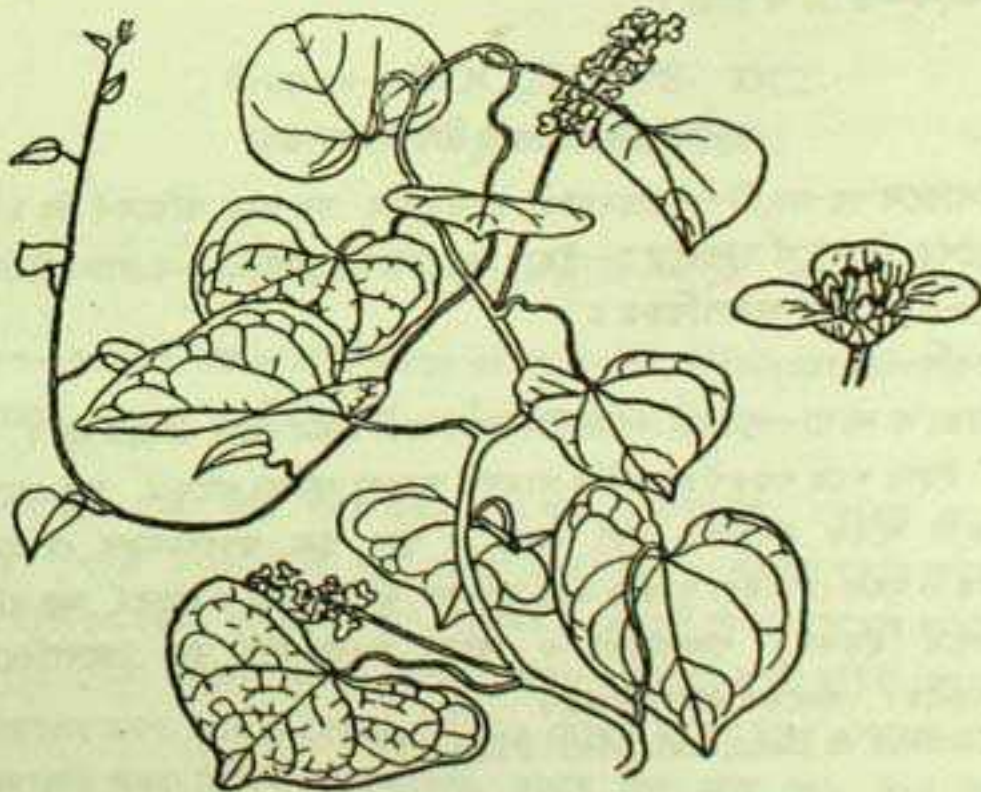
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বৃন্ত—তিক্ত, উদরাময়নাশক, সন্ততজ্বরনাশক, জ্বরবিদ্যামক। ইহার কাথ রসায়ন ও বাজীকরণ।

গুলকের চিনি—শিকড় ও ডাল হইতে উৎপন্ন গুলকের বেতসার বা পালো অতিসার ও আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

গাছের রস—প্রস্রাবকারক ও মূত্রাশয়ের দুই প্রমেহে (gonorrhoea) উপকারক।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. 21 ; Benth. & Trim. Ind. Med. Pl., t. 12.
Ref.—F. B. I., i. 97 ; B. P., i. 209 ; Watt, vi. pt. iv. 63 ; H.S., 330.



18. *Tinospora cordifolia* Miers. (গুলক)

19. *T. tomentosa* Miers. (পদ্মগুলক)

ভাষানুসারী নাম : পিণ্ডুচুচী—সংস্কৃত ; পদ্মগুলক—বাংলা ।

অন্য কন্দোভবা কন্দামুতা পিণ্ডুচুচীকা ।

বহুচ্ছিন্না বহুক্রহা পিণ্ডালুঃ কন্দরোহিণী ॥

কন্দোভবা শুড়ুচী চ কল্পকা সন্নিপাতহা ।

বিষয়ী অরভুতয়ী বলীপলিতনাশিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কন্দোভবা (কন্দ হইতে অন্নলাভ করে), কন্দামুতা, পিণ্ডুচুচী, বহুচ্ছিন্না (মধ্যপথে বহুচ্ছিন্ন হইলেও পৃথকভাবে বৃদ্ধি পায়), বহুক্রহা, পিণ্ডালু ও কন্দরোহিণী—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় : ইহা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণবীৰ্য, সন্নিপাতদোষনাশক, বিষদোষনাশক, ক্ষয় ও ভূতগ্রহদোষনাশক এবং বার্কিকাজনিত ক্ষয়রোগনাশক । অধিকন্তু সাধারণ গুলকের অন্যান্য সকল গুণই ইহার আছে ।

অঙ্গস্থান :—বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ।

বর্ণনা :—সতানে গাছ । সচরাচর গাছের উপর উঠে । ডাঁটা ও পত্র ক্ষুদ্র, লোমযুক্ত পত্র, ৩-৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্র-কিনারা তিন ভাগে বিভক্ত, ডাঁটা পত্রের সমান লম্বা । ফুলের বহির্ভাগ ৬টি, পাপড়ি ৬টি । বীজ একত্র, গোলাকার এবং বক্র । প্রত্যেক বোটার প্রায় ২টি থাকে । ফুল বর্ষাকালে ও ফল শীতকালে হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—ডাঁটা ও পাতা ।

বৈজ্ঞানিক পদ্মগুলুচীর ব্যবহার ।

চরক—রসায়নে পদ্ম-গুলুচী—রসায়নকামী পদ্মগুলুচীর রস পান করিবে (চিঃ ১ অঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ গুলকের তায় ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

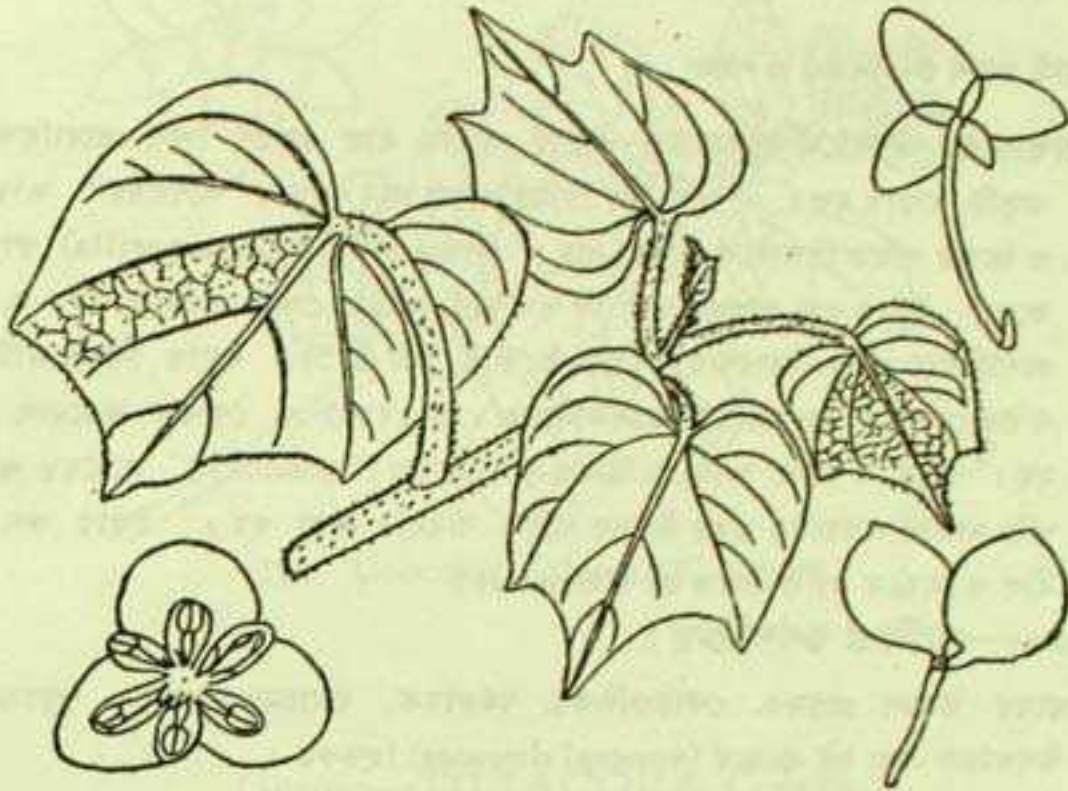
মূল বনৌষধি—রসায়ন

টাইকা পাতা ও শাখা—পুৰাতন বাতে চীন দেশে এবং টাইবিন দেশে ব্যবহৃত হয় ।

মন্তব্য : ইহার গারে পদ্মকণ্টক রোগীর গাত্রসম অনাংখ্য গুটিকা থাকে । শুষ্ক অপেক্ষা আর্দ্র গুড়ুচী অধিক ফলগ্রন্থ । ইহা গ্রহণী ও পুনঃ পুনঃ স্বরাগমনকৃত দৌর্বল্যে সেব্য । শিথ ও মূত্রল হেতু ইহা মূত্রকৃচ্ছ এবং বস্তিগত তৃষ্ণাশ্রয় কড়ক রক্তবর্ণ অল্প পরিমাণ মূত্র-নির্গমে হিতকর । পাদাপভেদী ও মধুসহ পদ্মগুলুচীর রস “গণোরিয়া” রোগে সেবনীয় । গুলকের নাল পুষ্টিকর ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 33

Ref.—F.B.I., i. 96 ; Roxb. F.L., iii. 813 ; B.P., i. 209 ; H.S., 331 ; Prain, Hooghly-Howrah, 169.



19. *Tinospora tomentosa* Miers. (পদ্মগুলক)

Genus—COCCULUS DC.

20. *C. Villosus* DC. (হয়ের)

ভাষাশাস্ত্রী নাম :—বনতিক্তিকা, বসনবল্লী, বনদানি—সংস্কৃত ; হয়ের—বাংলা ।

অবস্থান :—ভারতের উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, হগলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—সতানে গাছ, প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়। ডাঁটা লম্বা, কোমল ও সূক্ষ্মলোমাকৃত। পাতা ১-২½ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১-১½ ইঞ্চি ; ইহাতে লোম আছে। বোটা ৬ ইঞ্চি লোমযয়। ফুল ছোট, দৈর্ঘ্য সবুজবর্ণ। পুংপুষ্প পাতার গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ইহার বোটা পাতার বোটা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্ত্রীপুষ্প ২০টি করিয়া একসঙ্গে থাকে। বীজাধার মসল, কাল ও বেগুনে, ৬ ইঞ্চি ; গোড়ার নালের মত। পাতার গোড়া দৈর্ঘ্য ভিত্তিকৃতি অথবা কিকিং দ্ব্যংগিকৃতি, মাথার দিক প্রায় লম্বা, কখন কখন পাতার

শীর্ষভাগ ছুঁচাল। শিকড় বক্র ও মোচড়ানো, দেখিতে সামান্য ধূসরবর্ণ, মৃদু অথবা ফিকে পীতবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পাতা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার বাহু প্রলেপ দিলে প্রাদাহিক ফোড়া প্রভৃতি আরাম হয়। পাতার রস চিনির সহিত পান করিলে “গণোরিয়া” আরাম হয় ও জলের সহিত মিশাইলে জমিয়া যায়। শিকড় সালসার (sarsaparilla) দ্বারা কাজ করে। ইহার কাথ ছাগছড় এবং পিঁপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, বাত ও পুরাতন গণোরিয়ার যন্ত্রণা নিবারণ হয় (Roxb. F.L., iii. 815)। ইহার শিকড় নাটাবীজের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে বালকদিগের পেট-বেদনা ও পৈত্তিক অগ্নিরোগ আরাম হয়। মাত্রা ৬ মাসা, আদা ও চিনির সহিত সেবা (Dymock)। হৃদয়ের ক্ষয়নাশক শক্তি থাকায় অপরাপর ক্ষয় ঔষধের সহিত ব্যবহার করা হয়। ইহার ফল হইতে নীল ও বেগুনে কালি প্রস্তুত হয় (Brandis)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

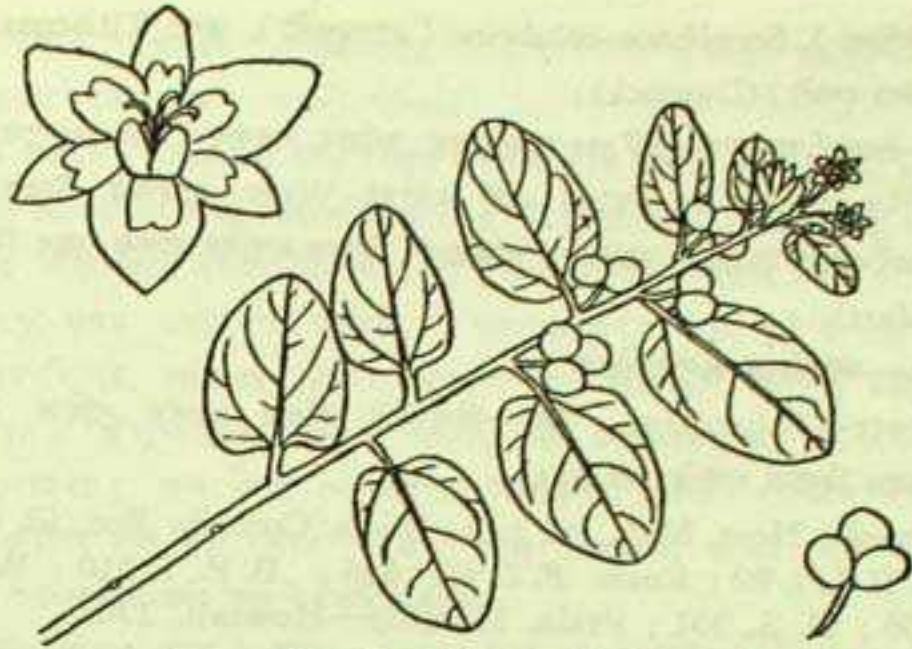
মূল—হৃদয়ের উত্তাপ প্রশমক, কোষ্ঠওদ্বিকর, ঘর্মকারক, রসায়নগুণসম্পন্ন। পুরাতন বাতে উপকারক এবং দুই প্রমেহে (venereal diseases) হিতকর।

পাতার রস—পাতার রস জলের সহিত মিশাইলে এক প্রকার ঘন জেলির (jelly) মত জিনিষ হয়। উহা দুই প্রমেহ (gonorrhoea) রোগে উপকারী। বাহু প্রলেপে বিচর্চিকা (eczema), পীড়কাসহ-চুলকনা (prurigo) বা প্রদাহযুক্ত পীড়কা (impetigo) রোগে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—কঙ্কনের বৈজ্ঞানিক ইহার ‘বনতিক্তিকা’ নাম দিয়াছেন। বাংলায় ইহা ‘ছিলিহিষ্টি’ বা ‘দই-এ-খই-এ’ নামে প্রচলিত। ভেবজরূপে ইহার ব্যবহার দাক্ষিণাত্যে বেশী। পাতার রসে বাতাস লাগিলে দইএর মত জমিয়া যায় ও বাহুপ্রয়োগে স্নিগ্ধগুণ প্রকাশ করে। গণোরিয়াতে বা গণোরিয়াজন্ত বাতের বেদনায় মরিচচূর্ণ (১ মাত্রা) ও ছাগীছড় সহ সেবা। এক পাইট প্রাতে সেবনে কোষ্ঠওদ্বিকারক ও ঘর্মকারক হইয়া উষ্ণবীর্জগুণ প্রকাশ করে (Roxburgh)। Pharma Copoeia of India মতে ইহা স্বাদে তিক্ত ও গুলফের দ্বারা সমগুণ বিশিষ্ট। সিন্ধুদেশে শিরঃপীড়াতে ইহা ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে চুলকনাজন্ত বিচর্চিকা (eczema), ফুসকুড়ি (eruption) এবং পীড়কা (impetigo) ক্ষেত্রে বহিঃপ্রয়োগে উপকার দর্শে।

Fig.—Miers. Contrib., iii. 271-73. t. 126, Kirtikar & Basu, 38b.

Ref.—F.B.L., i. 101; Roxb. F.L., iii. 814; B.P., i. 210; Watt., ii. pt. ii. 297.



20. *Cocculus villosus* DC. (হয়ের)

Genus—*TILIA*CORA Colebr.

21. *T. acumimata* (Lamk) Miers. (তিলিয়াকরা)

ভাষানুসারী নাম :—তিলিয়াকরা. ভাগলতা—বাংলা ; বগমুশদা নাগমুশদী—হিন্দি ;
কুবি—কানপুর ; টিগেমুশিদি—তেলেগু ; বাংলায় প্রচলিত নাম 'কেলেলতা'।

অন্যস্থান :—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, ককণ, উড়িষ্যা, সিঙ্গাপুর, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বহু বিস্তৃত লতা। ছাল ধূসরবর্ণ। শাখা কোমল ও লোমাকৃত, পত্র সাধারণতঃ ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত; বোটার দিক্ ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার; অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, গাঢ় সবুজবর্ণ, উজ্জ্বল। বোটা ৩ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, ছোট ছোট, নূতন পত্রের গোড়ায় জন্মে। পুংপুষ্প ৩-৭টি একসঙ্গে থাকে। ফুলের পাপড়ি ৬টি; ৩টি বাহিরে থাকে, ত্রিকোণাকার। পুষ্পে ৬টি মুক্ত পুংকেশর আছে। স্ত্রীপুষ্প এক একটি, কখন জোড়া জোড়া হয়। পাপড়ি পুং পুষ্পের ন্যায়। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, কতক পরিমাণে চ্যাপ্টা, পাকিলে ফিকে লালবর্ণ হয়। ফুল মে-জুন মাসে এবং ফল জুলাই-আগষ্ট মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ভাঁটা ও পাতা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সর্পবিষে ব্যবহার করা হয়। তেলেগু ভাষায় যে ত্রিবিধ মূলীয় উল্লেখ করেন, উহাদের মধ্যে ইহা একটি। *Strychnos-nux-vomica*

(কুঁচিলা), *Strychnos colubrina* (নাগফুলী), এবং *Tiliacora racemosa* (টিগা ফুলী) (Dymock)।

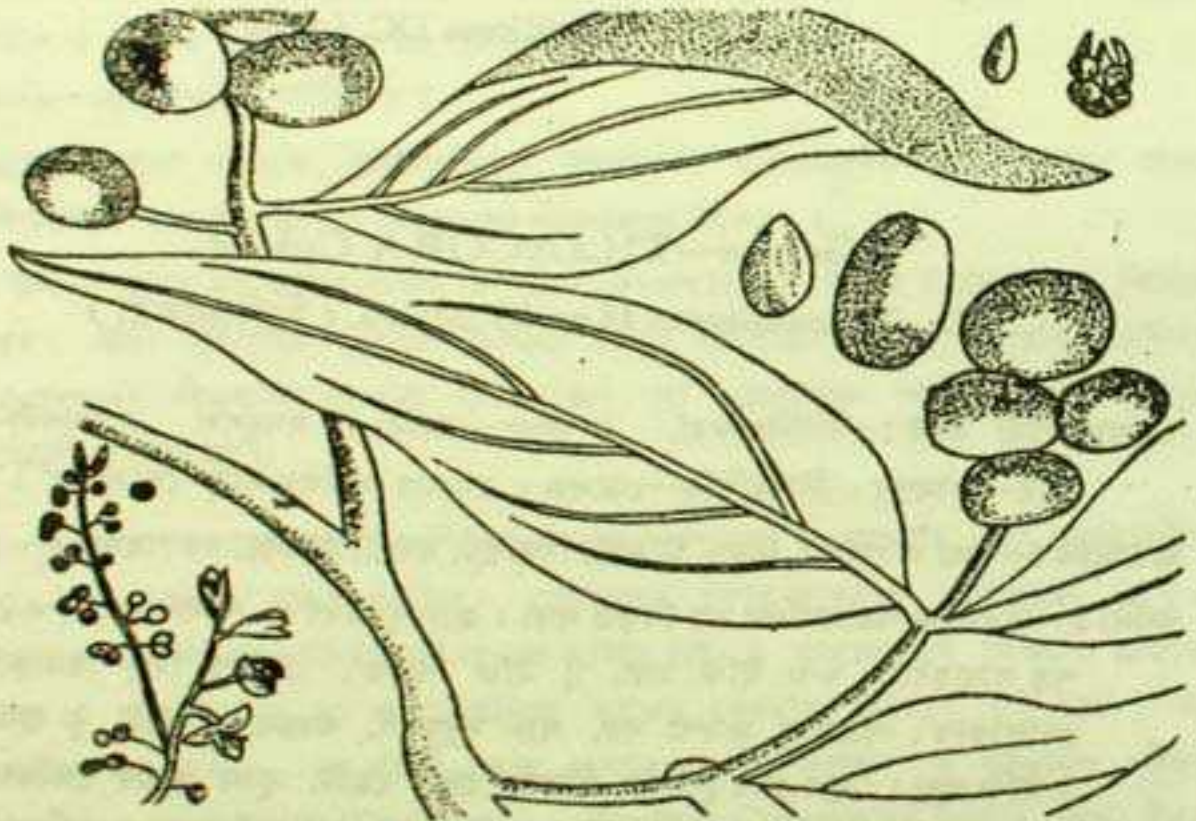
মন্তব্য :—ঔষধার্থ ব্যবহার—Watt মহোদয়ের বর্ণনার অনুরূপ Glossary-তে বর্ণিত আছে।
সর্পবিষ প্রতিষেধক গুণ ইহাতে নাই বলিয়া Watt মহোদয় উল্লেখ করিয়াছেন।
Roxburgh মহোদয় বলেন—“পার্বত্যগণ ইহার সর্পবিষ নাশক গুণে বিশ্বাসী নয়।”
(Watt).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

উপকার—Teliacorine. মূল—শিলাপিষ্ট করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া
সেবনে বিষাক্ত সর্পবিষ নষ্ট হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 3 ; Miers. Contrib. Bot., iii. t. 104.

Ref.—F. B. L., i. 99 ; Roxb. F. L., iii. 816 ; B. P., i. 210 ; Watt. vi. pt. 4.56 ; H. S., 331 ; Prain, Hooghly—Howrah, 170.



21. *Tiliacora acumimata* (Lamk) Miers. (তিলিয়াকরা)

Genus—*CISSAMPELOS* Linn.

22. *C. pareira* Linn. (একলেজা)

ভাষানুসারী নাম : লম্বুপাঠা, অখোষ্ট—সংস্কৃত ; একলেজা—বাংলা ; হাড়মোড়ী—হিন্দি ;
পদবলী—কন্নড় ; পাঠা—তেলেগু ; তেজোমারা—মালয়ালম ; টিকুরী—সিন্ধু।

অঙ্কশ্রাবণ :—বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত ভূভাগে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া।

বর্ণনা :—গাছ লতানে। পত্র ১২ ইঞ্চি বিস্তৃত ও ১-২ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণতঃ ঢালের ত্রায় কতকটা ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার বিপরীত দিকে একটির পর একটি হয়। গোড়ার দিক্ সময়ে সময়ে গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; পাতার শিরা ৭-১১টি আছে, উভয়দিকে নবম লোমদ্বারা আবৃত। পত্র-বৃন্ত কখন কখন ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফুল উভয়লিঙ্গ-বিশিষ্ট, অতিশয় ছোট। পুষ্প ক্ষুদ্র, গুচ্ছবদ্ধ। পাপড়ি ৪টি, বহির্দিকে লোমাবৃত। ঐ পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়। পাপড়ি ১টি, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পীতাক, বাহিরের দিকে লোমময়। ফল প্রায় গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, চ্যাপ্টা, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ইহার ডাঁটায় সরু সরু লোম আছে। বীজ বহুকাকৃতি, ফলের গর্ভে থাকে। ফুল বর্ষা ও শরৎকালে এবং ফল শীতকালে হয়।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, ছাল ও পাতা। মাত্রা কাষ ১-২ আউন্স। শিকড়ের গুঁড়া ১০-২০ গ্রেণ। তরল সার ১-২ ড্রাম।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর, উদরাম, বক্ত আমাশয়, অরোগ, মূত্রাশয়ের পীড়ায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। ইহার শিকড় সর্পবিষ ও বোলুতা, ভীমরুল কামড়াইলে বাহু প্রলেপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার পাতা ঘাঘের ক্ষত ও শোথরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। নিম্নলিখিত ঔষধি অঙ্গীর্ণ ও পেট বেদনায় হিতকর :—একলেঙ্গা ৪, পিপুল ৫, হিঙ্গু ৩, গুঁঠ ৬ ভাগ পেষ্ময় মিশ্রিত করিয়া মধু সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩-৫ গ্রেণ। ইহা মূত্র বলকারক এবং মূত্রকর। কথিত আছে যে, ইহা ক্রিমিনাশক (Nadkarni)। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে এবং আত্মসন্ত্রিক প্রদাহে 'চক্রদন্ত' ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ইহা বলকারক ঔষধ ও মূত্রকর বলিয়া বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (Anislie)। কোল জাতি ইহার মূল খেঁতো করিয়া দেশী মদ প্রস্তুতে ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—মূল :—তিক্ত, সঙ্কটজ্বর (antiperiodic) বিরামক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠওদিকারক এবং অগ্রিমাম্য নাশক। অঙ্গীর্ণ, অতিসার, উদরী (dropsy), শ্লেষ্মা ও মূত্রাশয়গত পীড়াতে বিশেষতঃ পক্‌মূত্রাশয় (bladder) প্রদাহে এবং সর্পদষ্ট ক্ষেত্রে উপকারক।

পাতা :—চুলকানিতে বাহুপ্রয়োগে উপকারক।

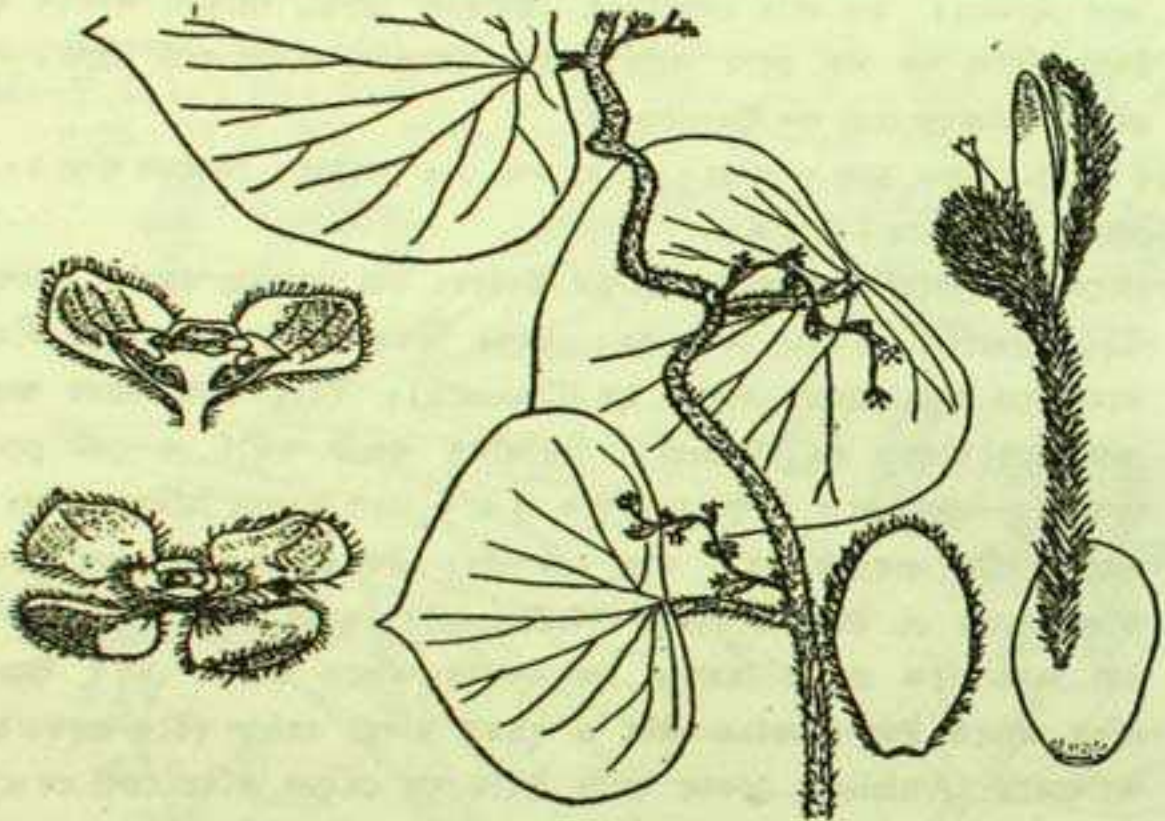
মন্তব্য :—এই ভেষজ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের এক যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন Watt, Khorry ও Roxberr মহোদয়গণের পুস্তক আশ্রয়ে—বনৌষধি দর্পণকার শ্রীবিজ্ঞানচরণ গুপ্ত মহোদয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—১৭নং এবং ২২নং ভেষজ এক গুণসম্পন্ন বলিয়া সাধারণভাবে লিখিত হইলেও ব্যবহারমূলক জ্ঞানের দ্বারা গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। কারণ Cissampelos pareira বাংলাদেশে

ব্যবহৃত 'আক্নাদি' নহে। তাহা স্ফগ্নি ও মাদু, পরে অতিরিক্ত স্বাদের অল্পভূতি হয়, আর বাংলাদেশের 'পাঠা' অতিতিক্ত।

Dymock, Hooper, এবং Warden—এই তিন মহোদয় বলিয়াছেন—এই দুই জাতীয় গাছ পাঠা বা আক্নাদি নামে পরিচিত—ইহা Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

Fig.—Bentl. and Trim. Med. Pl., i. t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 42.

Ref.—F. B. I., i. 103 ; Roxb. F.L. iii. 842 ; B.P., i. 208 ; Dymock, i. 53.



22. *Cissampelos pareira* Linn. (একলেঙ্গা)

VI. BERBERIDEAE.

Genus—*BERBERIS* Linn.

23. *B. asiatica* Roxb. (দারুহরিজা)

ভাষানুসারী নাম—দারুহরিজা, দাবী—সংস্কৃত ; দারুহরিজা—বাংলা ; দারুহন্দি, রহত হিন্দি।

অম্ভা দারুহরিজা চ দাবী পীতক্ষ পীতিকা ।
 কালেয়কং পীতদারু স্থিররাগা চ কামিনী ॥
 কটকটেরী পৰ্জম্ভা পীতা দারুনিশা শ্বতা ।
 কালীয়কং কামবতী দারুপীতা পচম্পচা ।
 স্যাৎ কৰ্কটাকিনী জেয়া প্রোক্তা সপ্তদশাহরঃ ॥
 তিত্তা দারুহরিজা তু কটুয়া ত্রণমেহনুৎ ।
 কণ্ডু বিসপ স্বগদোষ—বিষকর্ণাক্ষি দোষহা ॥

ধমন্তরি নিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ইহা অত্র প্রকার হরিজা বর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষজ বনৌষধি । দারুহরিজা, দাবী (কাঠ), পীতক্ষ (পীতকাঠ), পীতিকা (পীতবর্ণ), কালেয়ক, পীতদারু (পীতকাঠ), স্থিররাগা (পাকা হরিজাবর্ণ বিশিষ্ট), কামিনী (কাঠ হইলেও লতা সমা, জীলিত), কটকটেরী, পৰ্জম্ভা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, পচম্পচা, কৰ্কটাকিনী—এই ১৭টি নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা স্বাদে তিত্ত, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, এবং ত্রণ ও মেহনাশক । কণ্ডু (চুলকানি), বিসপ, অকুদোষ, বিষদোষ, কৰ্ণ ও চক্ষুরোগে হিতকর ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, বিহার, পরেশনাথ পাহাড়, নীলগিরি পাহাড়ের ও হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চে হয় ।

বর্ণনা :—কণ্টকময়, ৩-৬ ফুট উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত । ছাল নরম, পীত ও ফিকে ধূসর বর্ণ । উপরিভাগ কর্কের মত । পত্র ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, তলদেশ খেতবর্ণ, বোটা নরম, ইহা পাতার বিগুণ লম্বা । পাতার কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত । ফুল ছোট, বোটার সন্নিবদ্ধ অথবা একটু লম্বা দণ্ডে অবস্থিত, ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, ফিকে পীত বর্ণ । ফল বড়, ২ ইঞ্চি, লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ । ফুল বসন্তকালে ও ফল গ্রীষ্মকালে হয় । দারুহরিজা বহু প্রকারের আছে তন্মধ্যে নীলগিরি পর্বতে উৎপন্ন গাছগুলির গুণ অতি উৎকৃষ্ট ।

ব্যবহার্য অংশ :—ভাঁটা, শিকড়ের ছাল ও ফল ।

বৈজ্ঞানিক দারুহরিজার ব্যবহার ।

চরক :—ত্রণরোপণার্থ দারুহরিজা মূলত্বক—দারুহরিজার মূলত্বকের কঙ্কযোগে যথাবিধি পূৰ্ণ তৈল সেচন করিলে ত্রণরোপণ হয় অর্থাৎ কত পুরিয়া উঠে (চি: ১৩ অ:) ।

শুক্রত :—পিষ্টমেহে দারুহরিজা—হরিজা এবং দারুহরিজা কাষ্ঠের কাথ, পিষ্টমেহীকে সেবন করাইবে (চি: ১১ অ:) ।

বাগ্ভট :—(১) প্লেগ্মিক বৃদ্ধিরোগে দারুহরিজা—বাহ্য ককজ বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে

গোমূত্র পিষ্ট দারুহরিদ্রা পান করাইবে (চি: ১৩ অ:)। (২) সর্বদোষপ্রকোপজ্ঞে নেত্ররোগে দারুহরিদ্রা—৮ তোলা দারুহরিদ্রা ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বহুপূত করিবে। এই কাথ মধুযোগে চক্ষুতে সেচন করিলে সর্বদোষক্ষয় নেত্রের লোহিত্য, ব্যাধা, ক্ষীতি, জলস্রাব ও ক্লেদস্রাব নিবৃত্তি পায় (উ: ১৬ অ:)।

চক্ষুদন্ত:—(১) মুখরোগ, রক্তপ্রদর, ও নাড়ীত্বে দাবীস্বরসক্রিয়া—দারুহরিদ্রার মূলত্বকের স্বরস ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত স্থাল দিবে। এই রসক্রিয়া (ঘনীভূত কাথ বা স্বরস) মুখরোগাদি নাশক (কুষ্ঠরোগ চি:)। (২) কামলায় দাবীস—দারুহরিদ্রার ছালের রস মধুযোগে প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা বিনষ্ট হয় (পাণ্ডু চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার শিকড় চক্ষুরোগে হিতকর। ছাল বমন রোগ নিবারক। দারুহরিদ্রা, আফিং, ফটুকিরি, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী এবং অপরাপর ২১টি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয়। কথিত আছে ইহা প্রীহা ও সরলাস্ত্রের (large intestine) সঙ্কোচক। দারুহরিদ্রা জ্বরসংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং অন্ত্ররোগে হিতকর। ইহার আরক সবিরাম ও অবিরাম জ্বরে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা কুইনাইনের তুল্য গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ধিত প্রীহা ও যকৃৎ রোগে বিশেষ হিতকর (Nadkarni)। ইহার শিকড় গুঁড়া করিয়া অহিফেন, সৈন্ধব লবণ ও ফটুকিরির সহিত মিশ্রিত করিয়া চোখের পাতায় দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dutt)।

রক্ত অর্শে ইহার শিকড়ের গুঁড়া ৫-১৫ গ্রেণ মাখনের সহিত প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তি হয়। ইহার ১ ড্রাম ও আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলি ধৌত কার্কে ব্যবহার করা হয়। মাখন ও কর্পূর যোগে ইহার মলম ব্যবহার করিলে ফোঁড়া বসিয়া যায় (Watt)।

ইহার শিকড় হইতে প্রাপ্ত Rasot (রসোত) নামক ঔষধ অষ্টভ্রাম মাত্রায় পালাজ্বরে ও প্রীহা বৃদ্ধিতে ৩ দিন সেবন করিলে জ্বর আরাম হয় (O' Shaughnessy)। Rasot মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে দুষ্টকৃত আরাম হয় (Dutt)।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

মূল—কতে, জননেন্দ্রিয়ের করণশীলতাতে, খেতপ্রদরে, চক্ষুরোগে, পাণ্ডুরোগে ও জ্বরে ফলদায়ক। ইহা হইতে রসোৎ প্রস্তুত হয়।

মস্তব্য:—খেতপ্রদররোগে দাবীদি পাচনের অন্ততম উপাদানরূপে দাবীরসাজন * ব্যবহার করা হইয়াছে।

* দাবীকাথের সমপরিমাণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিয়া যে রসক্রিয়া হয় তাহা 'রসোৎ' নামে পরিচিত। উহাই আয়ুর্বেদে দাবীরসাজন নামে পরিচিত। উহা রসাজন নামেও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির (species) দারুহরিদ্রার শুষ্ক বা কাঠ হইতে এই রসাজন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে—কটকটেখাদি পাচনের অন্যতম উপাদানরূপে দারুহরিদ্রা ব্যবহার করা হইয়াছে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 45 ; Brandis, Indian Trees, 29.

Ref.—F.B.I., i, 110 ; B.P., i, 212 ; Roxb. F.L., ii. 182.



23. *Berberis asiatica* Roxb. (দারুহরিদ্রা)

Genus—**PODOPHYLLUM** Linn.

24. *P. emodi* Wall. (পাপ্রা, হংসপদী)

ভাষানুসারী নাম—পাপ বা. হংসপদী, লঘুপত্র—সংস্কৃত ; পাপ্রা হংসপদী,—বাংলা ; পাপ্রা—হিন্দি ; গুলদকাক—পাঞ্জাবী।

রক্তপাত্তপরা প্রোক্তা ত্রিপদা হংসপাদিকা।

ঘৃতমগুলিকা জ্যেয়া বিশ্বগ্রন্থিপ্রিপাদিকা ॥

বিপাদী কীটমারী চ হেমপাদী মধুশ্রবা।

কর্ণাটী তাজপত্রী চ বিক্রান্তা শুবহা তথা ॥

ব্রহ্মাদনী পদাঙ্গী চ শীতালী শূতপাত্তকা।

সঞ্চারিণী চ পদিকা প্রহ্লাদী কীলপাদিকা ॥

গোদাপদী চ হংসাজ্জির্ধাওঁরাষ্ট্রপদী তথা।

হংসপাদী চ বিজ্যেয়া নাম্না চৈষা শরাঙ্কিধা ॥

হংসপাদী কটুকা স্যাৎ বিষভূতবিনাশিনী।

জাত্যপশ্মারদোষগ্রী বিজ্যেয়া চ রসায়নী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্প টাদিবর্গঃ।

নামপৰ্যায়—বক্তৃপাদী, অগৰা, ত্ৰিপদা, হংসপাদিকা, দ্ব্যতমণলিকা, বিশ্বগ্রন্থী, ত্ৰিপাদিকা, বিপাদী, কীটমারী, হেমপাদী, মধুসৰা, কৰ্ণাটী, তাম্রপত্ৰী, বিক্রান্তা, হুবহা, ব্ৰহ্মাঙ্গনী, পদাঙ্গী, শিতাঙ্গী, হতপাঙ্গকা, সৰ্গাঙ্গী, পদিকা, গ্ৰহলাঙ্গী, কৌলপাদিকা, গোধাপদী, হংসপাদী, খাত্তৰাঙ্গপদী, হংসপাদী—এই ২৭টি নাম।

গুণপৰ্যায়—হংসপাদী—কটুৰস, উষ্ণবীৰ্য, বিষদোষ, কৃত্তগ্রহনোষ নাশক। ব্ৰাণ্টি, অপম্বাৰ দোষনাশক এবং রসায়ন।

জন্মস্থান—হিমালয় পৰ্বতের মধ্যবৰ্তী পৰ্বতমালায় ১৪০০০ ফুট উচ্চ, কাশ্মীর, সিমলা, সিকিম প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

বৰ্ণনা—গুণ্যবিশেষ। কাণ্ড ৩-১২ ইঞ্চি, সোজা ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা পেঁপে পাতার জায়। ৩-১০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ও গোলাকার। ৩-৫ ভাগে বিভক্ত, পাতার কিনারা কৰাতের জায়। পত্রের বোটা লম্বা, ফুল বেতবৰ্ণ ও ঈষৎ গোলাপী, ১-১২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, বাটের জায়। পাপড়ি ৩-৪টি, ত্ৰিখকৃতি, লম্বা, পুংকেশর ৩টি। ফল ১-১২ ইঞ্চি, লালবৰ্ণ, দেখিতে গ্ৰায় পেঁপের জায়। শাঁসের ভিতর অনেক বীজ আছে। ইহার চাষ করা বাইতে পারে ও লাভজনক হওয়া সম্ভব।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, শিকড় ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা ২ গ্ৰেণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দি আরাম হয় (Dymock)। পডোফিলাম্ সচরাচর পৈতিক জ্বরে ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে উদ্ভিজ্জ ক্যালোমেল (Calomel) বলে। পার্বত্য লোকেরা ইহার লালবৰ্ণ ফলের শাঁস খাইয়া থাকে। পডোফিলাম্ বক্তৃতের উত্তেজক ও পৈতিক মল-নিঃসারক। অর্ধ গ্ৰেণ পরিমাণ ইহার গুঁড়া এবং ৩ গ্ৰেণ পরিমাণ Hyoscyamus এর গুঁড়ায় প্রস্তুত বটিকা একটি উৎকৃষ্ট পিত্ত-নিঃসারক ও ক্লেদক ঔষধ (Nadkarni)।

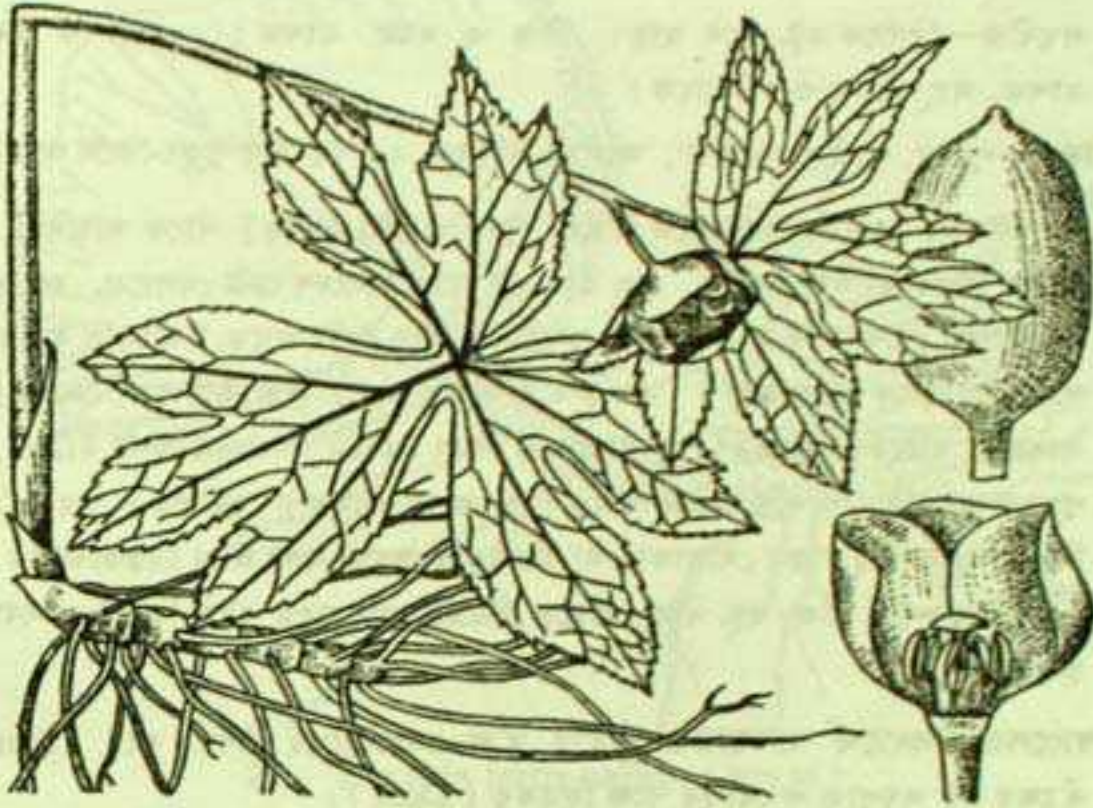
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গেঁড় ও মূল—বক্তৃরোগে হিতকারক। রসায়ন, পিত্তনিঃসারক ও কোষ্ঠতত্ত্বিকারক।

মন্তব্য :—লঘুপত্র বা পাপ্ৰা নামক সংস্কৃত নামে নিষপটুতে বা সংহিতাগ্ৰন্থে কোন বনৌষধির উল্লেখ দেখা যায় না। Watt মহোদয় তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন ইহা Pharmacophia Indica গ্ৰন্থে পাপ্ৰা বা পাপরি নামে পরিচিত। তাঁহারা মনে করেন ইহা পিত্ত নিঃসারক 'পপ্ৰি' বা 'বকু' নামে পরিচিত। পার্বত্য অঞ্চলে কুলু ও চাখাতে 'বনকুকুবি' বা 'গুলকুকুবি' নামে এই জাতীয় গাছ সমান ভাবে গুণসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত। তবে ইহার ফলগুলির বিবেচন গুণ বড় দেখা যায় না। মূল বিবেচন গুণসম্পন্ন।

Fig.—Jacq. Voy. Bot., ii. t. 9; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 46; Trans. Bot. Soc. Edinb. xvi. t. 9. (1886).

Ref.—F. B. L, i. 112 ; Dymock. Pharm. Ind. i. 69 ; H. F. and T. Fl. Ind., 232.



24. *Podophyllum emodi* Wall (পাপুয়া) ।

VII. NYMPHAEACEAE.

Genus—*EURYALE* Salisb

25. *E. ferox* Salisb. (মাথনা)

ভাষান্তরানুসারী নাম :—মাথনা—সংস্কৃত ; মাথনা—বাংলা ; মাথনা—হিন্দি ; কাটাপত্র, তথ্যেরমেন—উড়িয়া ।

পদ্মিনী নলিনী প্রোক্তা কূটপিন্যস্তিনী তথা ।

ইখং তৎ পদ্মপর্যায়নাস্তী জেয়া প্রয়োগতঃ ॥

পদ্মিনী মধুরা তিস্তা কষায়া শিথিরাপরা ।

পিত্তকুমিশোষবাস্তি ভাস্তিসস্তাপশাস্তিকৃৎ ॥

পদ্মবীজং কটু স্বাদু পিত্তজ্জ্বলিহরং পরম ।

দাহাত্রদোষশমনং পাচনং রুচিকারকম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পদ্মিনী, নলিনী, কূটপিনী, অস্তিনী—এইগুলি পদ্মলতার নাম ।

গুণপৰ্যায় :—পদ্মিনী মধুর তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট : শীতবীৰ্য, ইহা পিত্ত, ক্রিমি, শোথ, বাস্তি (পিপাসা), ভ্রম ও সন্তাপ নাশকারী ।

পদ্মবীজ—বিপাকে কটু, রসে স্বাদু । পিত্ত ও বমন নাশক । দাহ, ও রক্তদোষ নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও কচিকারক ।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, কান্দীয়, অযোধ্যা, আসাম, মণিপুর, ২৪ পরগণার পুকুর-ঝিলে জন্মে ।

বর্ণনা :—কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ, শিকড় ও গোঁড় (কন্দ) পাকে সরিষিষ্ট, পাতা জলের উপর ভাসিয়া থাকে । পত্র ১-৪ ফুট বাস, তলদেশ ঢেউ-খেলানো, বহু সোজা কণ্টকাকৃত, গোলাকার ও সবুজবর্ণ ; পাতার ডাঁটায় কাঁটা আছে, কাঁটাগুলি বক্র । ছোট পাতা উপরদিকে ভাঁজ করা । ফুল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বোটা লম্বা কাঁটায়ুক্ত, ভিতরে উজ্জ্বল লালবর্ণ ; বহির্দেশ সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল বা ঈষৎ বেগুনে । জলের উপর উঠিয়া ফুটে । পুষ্পতবক সোজা, পাপড়ি অনেক আছে । পুংকেশর অনেক । গর্ভাশয় ৮ পরদা-বিশিষ্ট, ভিতরে অবনত । ফল গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি অথবা কখন কখন বিকৃতাকার । ফলে ৪-২০টি কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়, বীজ দেখিতে মটরের স্তায় নরম শাঁস বিশিষ্ট । বর্ষাকালে ফুল হয় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ মেহরোগের উপশম করে (Roxb) । বীজের খই লঘুপাক ও রোগীর পক্ষে হিতকর (Dutt) ।

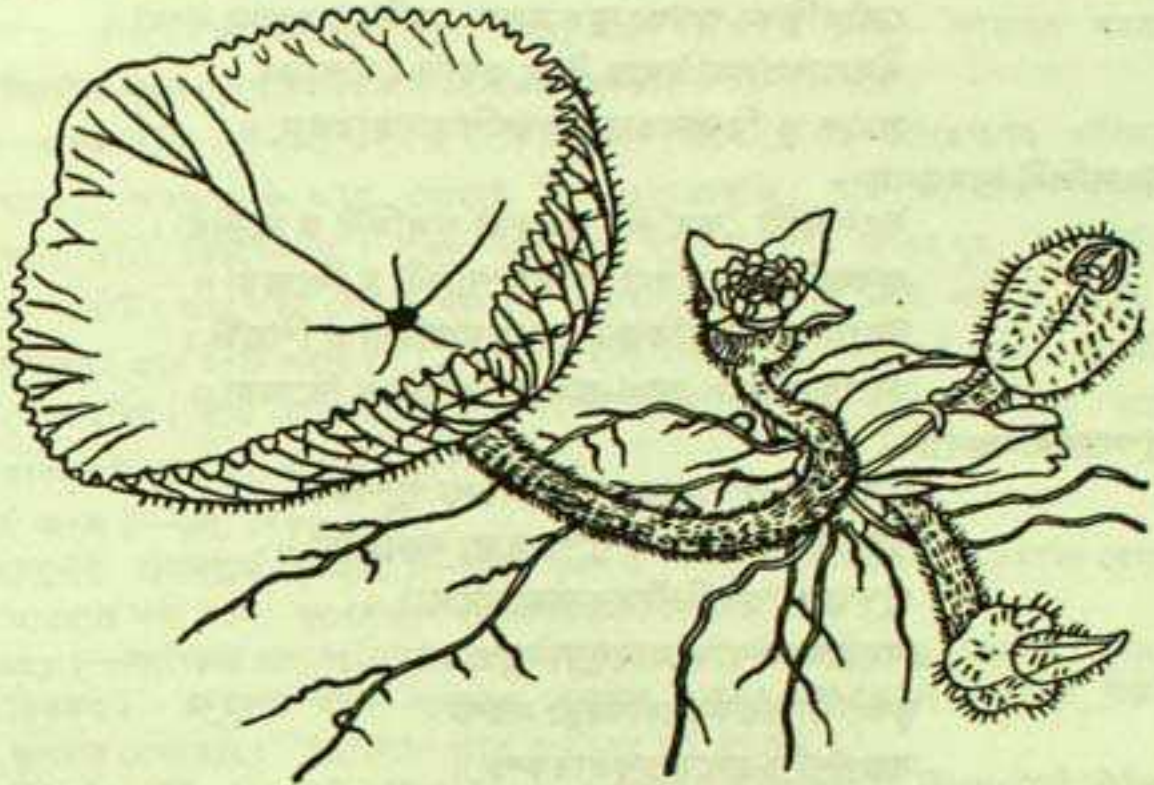
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—খাতুনৌরলো রসায়ন, সঙ্কোচক । পুকুরের জলে এবং ঝিলে সচরাচর দেখা যায় ।

মন্তব্য :—পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ ঢাকা ও মণিপুর অঞ্চলে পুকুরে, ঝিলে এই কণ্টকময় শালুকের মত জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় । শিকড় ও গোঁড় পাকে জন্মে এবং পাতা জলের উপর ভাসে । প্রচলিত ভাষায় ইহা কাঁটাপদ্ম নামেও পরিচিত । উড়িষ্যাতে কাঁটাপদ্ম নামে পরিচিত । সংস্কৃত নিঘণ্টুতে ‘মাখনা’ নামে কোন পদ্ম জাতির উল্লেখ নাই । উদয়চাঁদ দত্তের মতে Roxbergh বলেন, ইহার বীজের ভেজজগুণ বহুল পরিমাণে আছে । শুক্রমেহ জন্ত অশ্বরীযোগে ফলপ্রদ ও শরীরের বলবৃদ্ধিকারক । বীজগুলি কৃষ্ণবর্ণ মটরের মত, ভিতরে শাঁস থাকে । বীজ বালুকাতে ভাজিলে ফাটিয়া যায় তখন খোসা ছাড়ান সহজ হয় । ইহা সহজপাচ্য খাদ্য (Watt) ।

Fig.—Bot. Mag., 1447 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 50 ; Roxb. Cor. Pl., iii. t. 244.

Ref.—F. B. I. i 115 ; Roxb. F. L. 573 ; Prain, Hooghly-Howrah 171 ; H. S., 8 ; B.P.i. 214.



25. *Euryale ferox* salisb. (মাথনা)

Genus—NYMPHEA Linn.

26. *N. Lotus* Linn. (কুমুদ, শালুক)

ভাষান্তরী নাম :—শালুক, কুমুদ, তুঁদি—বাংলা ।

উৎপল সাধারণ নামগুণাঃ—

অম্লকং চোৎপলং চৈব রাত্রিপুষ্পং জলাহরয়ম্ ।

হিমাক্তং শীতজলজং নিশাকুল্লকং সপ্তধা ॥

উৎপলং শিশিরং শ্রাদ্ধ পিত্তরক্তগর্ভিদোষমুৎ ।

দাহ-ভ্রম-বমি-জ্বাতি-ক্রিমিঅরহরং পরম্ ।

ধবলোৎপল নামগুণাঃ—

ধবলোৎপলস্ত কুমুদং কল্লারং কৈরবং চ শীতলকম্ ।

শলিকান্তমিন্দুকমলং চন্দ্রাজং চন্দ্রিকাছবুজং চ নব ॥

কুমুদং শীতলং শ্রাদ্ধ পাকে তিক্তং কফাপহম্ ।

রক্তদোষহরং দাহ-ভ্রম-পিত্তপ্রশান্তিকৃৎ ॥

নীলোৎপল নামগুণাঃ—

নীলোৎপলমুৎপলকং কুবলয়মিন্দীবরঞ্চ কন্দোথম্ ।
সৌগন্ধিকং সুগন্ধং কুড্‌মলকং চাসিতোৎপলং নবধা ॥
নীলোৎপলমতিস্বাদু শীতং সুরভি সৌখ্যকৃৎ ।
পাকে তু তিক্তমত্যন্তং রক্তপিত্তাপহারকম্ ॥

উৎপলিনী নামগুণাঃ—

উৎপলিনী কৈরবিনী কুমুদতী কুমুদিনী চ চন্দ্রেষ্ঠা ।
কুবলয়িনীন্দীবরিণী নীলোৎপলিনী চ বিজ্ঞেয়া ॥
উৎপলিনী হিমতিক্তা রক্তাময়হারিণী চ পিত্তগ্রী ।
তাপকঙ্ক-কাস-তৃষ্ণা-শ্রম-বমিশমনী চ বিজ্ঞেয়া ॥

পুষ্পজবনামগুণাঃ—

পুষ্পজবঃ পুষ্পসারঃ পুষ্পশ্বেদশ্চ পুষ্পজঃ ।
পুষ্পনির্ঘাসকশ্চৈব পুষ্পাধুজঃ ষড়্‌াষয়ঃ ॥
পুষ্পজবঃ সুরভিশীতকষায়গৌল্যো
দাহশ্রমাতিবমিমোহমুখামরয়ঃ ।
তৃষ্ণার্তিপিত্তকফদোষহরঃ সরশ্চ
সস্তর্পণশ্চিরমরোচকহারকশ্চ ॥

ব্রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ও গুণপর্যায় :—সাধারণ সূঁদিফুলের নাম :—অহুঞ্চ, উৎপল, জলাস্ব, ব্রাজি-
পুষ্প, হিমাঙ্গ, শীতজলজ ও নিশাফুল—এই সাতটি নাম ।

গুণ :—উৎপল—শীতবীৰ্য, মধুররস, পিত্ত ও রক্তজন্ম রোগনাশক । দাহ, শ্রান্তি, বমি, ভ্রান্তি ও
ক্রিমিজনিত জ্বরনাশক ।

সাদা নালফুলের নাম :—ধবলোৎপল, কুমুদ, কহলার, কৈরব, শীতলক, শশিকান্ত (চন্দ্রেয়
সুহৃৎ), ইন্দুকমল (চন্দ্রকিরণে প্রস্ফুটিত হয়), চন্দ্রাঙ্গ, চন্দ্রিকাধুজ—এই নয়টি নাম ।

গুণ :—ইহা শীতবীৰ্য, মধুরবিপাক, তিক্তরস ও কফনাশক । রক্তদোষ, দাহ, শ্রান্তি ও
পিত্তনাশকারী ।

নীলনালফুলের নাম :—নীলোৎপল, উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, বন্দোথ, সৌগন্ধিক, সুগন্ধ,
কুড্‌মলক, অসিতোৎপল—এই নয়টি নাম ।

গুণ :—ইহা অতি মধুর রস । শীতবীৰ্য, সুগন্ধি ও সুখদায়ী, পাকে তিক্তরস ও রক্তপিত্তহারী ।

ছোট সূঁদির নাম :—উৎপলিনী, কৈরবিনী, কুমুদতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্ঠা, কুবলয়িনী, ইন্দীবরিণী
এবং নীলোৎপলিনী—এই কয়টি নাম ।

গুণ :—ইহা শীতবীৰ্য তিক্তরস, রক্তদোষ ও পিত্তনাশক । সস্তাপ, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও
বমি নাশক ।

পুষ্পজবের নাম :—পুষ্পজব, পুষ্পসার, পুষ্পশ্বেদ, পুষ্পাঙ্গ, পুষ্পনির্ঘাস ও পুষ্পাধুজ—এই
ছয়টি নাম ।

গুণ :—ইহা স্মৃতি, স্নিগ্ধবীৰ্য ও কষায়রূপাশক । দাঁহ, শ্ৰান্তি, অতিবমি, মূৰ্ছা ও মুখরোগনাশক, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফদোষ নাশক, কোষ্ঠতৃদ্ধিকারক তৃপ্তিদায়ক ও পুরাতন অকৰ্চিনাশক ।

জন্মস্থান :—ভারতের ও বঙ্গদেশের পুকুরে, ঝিলে, খালে বা জলায় জন্মে । ভারতের সমগ্র উষ্ণস্থান, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা ।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ । শিকড় ও গেঁড় পাকে নিমজ্জিত থাকে । পত্র জলের উপর ভাসিয়া থাকে ; ৬-১৮ ইঞ্চি ব্যাস, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; কচিপাতা লাল, কিনারা কাটা কাটা, তেঁউখেলানো । ফুল এক-একটি সাদা বা লাল রংএর হয়, ৩-১০ ইঞ্চি ব্যাস, বাটির জায় লম্বা বোটার আবদ্ধ । বহির্বাস ৪টি, পাপড়ি ১২টি, লম্বা ও বিস্তৃত । পুংকেশর প্রায় ৪০টি অবধি হয় । ফল ১ষ্ট ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, প্রায় ১৫-২০টি কোষবিশিষ্ট । বীজ ছোট ছোট । ঈষৎ লম্বাটে, গোলাকার, বীজ হইতে ধৈ হয় । প্রায় বাবমাসই, তবে বর্ষা ও শরতে বেশী ফুল হয় ।

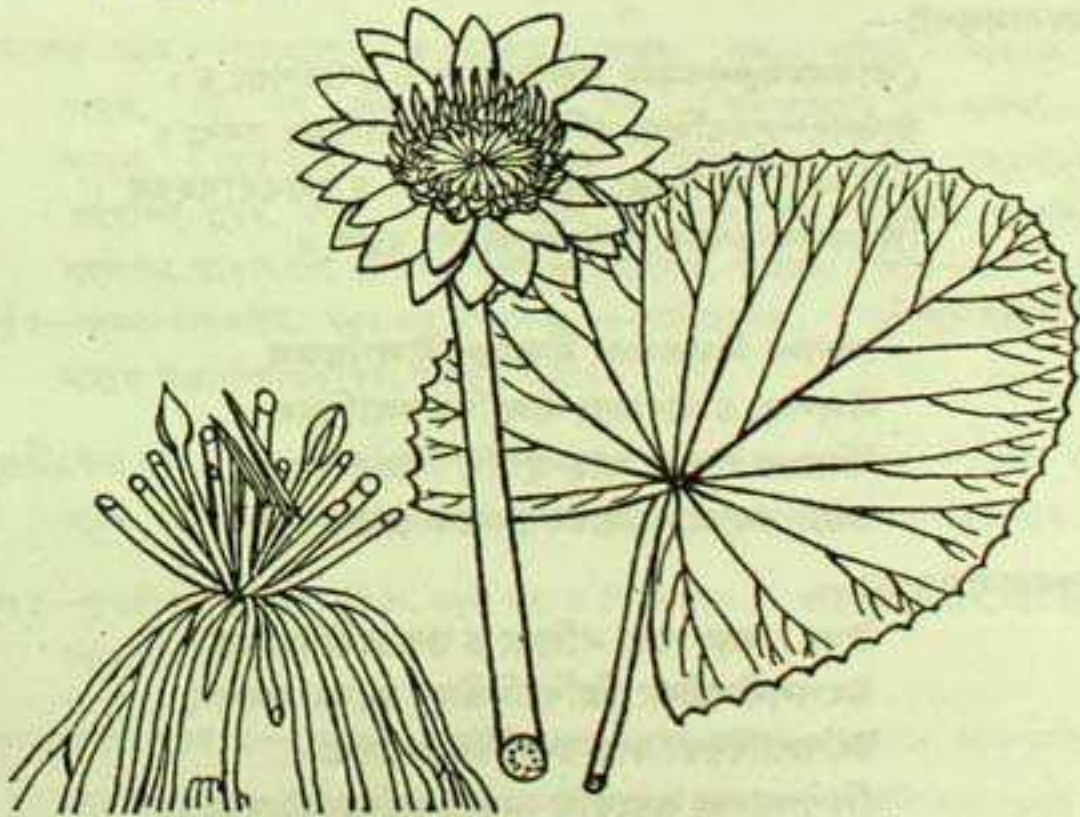
ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, শিকড় ও বীজ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার মূল ও শিকড় উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার করা হয় । ফুলের কাথ বৃক্কধড়ফড়ানি রোগে শাস্তিকর ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—চূর্ণ মূল—অগ্নিমান্দ্য, অতিসার এবং অর্শ রোগে হিতকর । ফুলের কাথ—হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় হিতকর, গরমকালে ভারতের সর্বত্র জলাতে দেখা যায় । সাপলা—লাল ও নীলের গুণ একপ্রকার ।

Fig—Wight. III., i. t. 10 ; Bot. Mag., t. 4665 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 48.

Ref.—F.B.I., i. 114; B.P. i. 213; Roxb.F.I. ii. 576 ; H.S.8; Prain, Hooghly-Howrah, 170.



26. *Nymphaea Lotus* Linn. (হুন্দ, শালুক)



Genus—NELUMBIUM Juss.

27. N. nucifera Gaertn. (পদ্ম)

ভাষানুসারী নাম :—পদ্ম, অম্বুজ, সরোজ, কোকনদ (রক্তপদ্ম), পুণ্ডরীক (খেতপদ্ম)—
সংস্কৃত ; খেতপদ্ম, রক্তপদ্ম—বাংলা ।

কমলনামগুণাঃ—

পাথোজং কমলং নভঞ্চ নলিনাস্তোজাষু জগ্নাষু জং
শ্রীপদ্মাষু রুহাজপদ্মজলজান্নাস্তোরুহং সারসম্ ।
পঙ্কেজং সরসৌরুহং চ কূটপং পাথোরুহং পুঙ্করং
বার্জং তামরসঙ্কুশেশম্বকজে কঙ্কারবিন্দে তথা ॥
শতপত্রং বিসকুসুমং সহস্রপত্রং মহোৎপলং বারিরুহম্ ।
সরসিজসলিলজপঙ্কেরুহরাজীবানি বেদবহ্নিমিতানি ॥
কমলং শীতলং স্নাত্ত্ব রক্তপিত্তশ্রমার্তিমুৎ ।
সুগন্ধি ভ্রান্তিসম্ভাপ-শাস্তিদং তর্পনং পরম্ ॥

পুণ্ডরীকনামগুণাঃ—

পুণ্ডরীকং খেতপত্রং সিতাজং খেতবারিজম্ ।
হরিনেত্রং শরৎপদ্মং শারদং শম্ভুবল্লভম্ ॥
পুণ্ডরীকং হিমং তিক্তং মধুরং পিত্তনাশনম্ ।
দাহাত্রশ্রমদোষঘ্নং পিপাসাদোষনাশনম্ ॥

কোকনদনামগুণাঃ—

কোকনদমরুণকমলং রক্তাস্তোজং চ শোণপদ্মং চ ।
রক্তোৎপলমরবিন্দং রবিপ্রিয়ং রক্তবারিজং বসবঃ ॥
কোকনদং কটুতিক্তং মধুরং শিথিরং চ রক্তদোষহরম্ ।
পিত্তকফবাতশমনং সন্তর্পণকারণং বৃদ্ধম্ ॥

নীলকমলনামগুণাঃ—

উৎপলং নীলকমলং নীলাজং নীলপঙ্কজম্ ।
নীলপদ্মং চ বাণাশ্বং নীলাদিকমলাভিধম্ ॥
নীলাজং শীতলং স্নাত্ত্ব সুগন্ধি পিত্তনাশকৃৎ ।
রুচ্যং রসায়নে শ্রেষ্ঠং কেশ্যকং দেহদাট্টদম্ ॥

ত্রিবিধকমলনামগুণাঃ—

ঈষৎ খেতং পদ্মং নলিনং চ তদ্বক্তৃমীষদারুণম্ ।
উৎপলমীষদ্রীলং ত্রিবিধমিতিদং ভবেৎ কমলম্ ॥
উৎপলাদিরয়ং দাহ-রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ ।
পিপাসাদাহ ক্ষদ্ররোগ—চ্ছর্দিমূর্ছাহরে। গণঃ ॥

মৃণালনামগুণাঃ—

মৃণালং পদ্মনালকং মৃণালী চ মৃণালিনী ।
বিসফা পদ্মতন্তুশ্চ বিসিনী নলিনীরুহম্ ॥
মৃণালং শিশিরং তিস্তং কষায়ং পিত্তদাহজিৎ ।
মূত্রকৃদ্ধং বিকারয়ং রক্তবাস্তিহরং পরম্ ॥

শালুকনামগুণাঃ—

পদ্মকন্দম্ব শালুকং পদ্মমূলং কটাহরয়ম্ ।
শালীনং চ জলালুকং স্যাদিত্যেবং ষড়াহরয়ম্ ॥
শালুকং কটু বিষ্টেষ্টি রক্ষকং রুচ্যং কফাপহম্ ।
কষায়ং কাসপিত্তয়ং তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥

কিঞ্জলুনামগুণাঃ—

কিঞ্জলুং মকরন্দকং কেসরং পদ্মকেসরম্ ।
কিঞ্জং পীতং পরাগং চ তুঙ্গং চাম্পেয়কং নব ॥
কিঞ্জলুং মধুরং রক্ষকং কটু চাহস্যত্রণাপহম্ ।
পিত্তয়ং শিশিরং রুচ্যং তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ও গুণপর্যায় :—

কমলের নাম :—পাখোজ (জলজাত), কমল, নভ, নলিন, অস্তোজ, অম্বুজমা, অম্বুজ, ত্রী, পদ্ম, অম্বরুহ, অজ, পদ্ম (জলজাতপদ্ম), জলজ, অস্তোরুহ, সারস, (সর্বোবরে জাত), পঙ্কেজ (পাককর্দমে জাত), সরসীকুহ, কুটপ, পাখোরুহ, পুঙ্কর, বার্জ, তামরস, অম্বুশ, ঈশয়কজ, কজ, অরবিন্দ, শতপত্র, বিসকুম্ব, সহস্রপত্র, মহোৎপল, বারিকুহ, সরসিজ, সলিলজ, পঙ্কেকুহ, রাজীব—এই ৩৪টি নাম ।

গুণ :—কমল—শীতবীর্ষ, মধুর রস, বক্তপিত্ত, ও প্রাণ্তিনাশক । হৃগন্ধি, ভ্রম, (মাথাঘোরা) সম্যক্ উত্তাপশান্তিকারক, পুষ্টিকর দ্রব্য ।

পুণ্ডরীকের নাম :—পুণ্ডরীক, খেতপদ্ম, সিতাজ, খেতবারিজ, হরিনেত্র, শরৎপদ্ম (শরৎকালে জাত পদ্ম), শারদ, শঙ্খবল্লভ (শিবের প্রিয়)—এই কয়টি খেতপদ্মের নাম ।

গুণ :—পুণ্ডরীক—শীতবীর্ষ, তিক্ত, মধুর রস ও পিত্তনাশক । দাহ, বক্তদোষ, প্রাণ্তিদোষ এবং পিপাসাদোষনাশক ।

কোকনদের নাম :—কোকনদ, অরুণকমল, রক্তাশ্তোজ, শোণপদ্ম, রক্তেৎপল, অরবিন্দ, রবিত্রিয়, রক্তবারিজ ও বসব (দেববিশেষের নাম) —এইগুলি রক্ত পদ্মের নাম ।

গুণ :—কোকনদ—কটু তিক্ত ও মধুর রস, শীতবীৰ্য এবং রক্তদোষনাশক । পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক, বলকারক ও রসায়ন ।

নীলকমলের নাম :—উৎপল, নীলকমল, নীলাঙ্ক, নীলপঙ্কজ, নীলপদ্ম—এই পাঁচটি নীলকমলের নাম ।

গুণ :—নীলকমল—শীতবীৰ্য, মধুররস, হৃগন্ধি, পিত্তনাশক, কচিজনক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, কেশের হিতকর ও দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক ।

ত্রিবিধকমলের নাম :—ঐষং খেতবর্ণ পুষ্প—পদ্ম নামে, ঐষং রক্তবর্ণ পুষ্প—নলিন নামে, ঐষং নীলবর্ণ পুষ্প—উৎপল নামে—এই তিন প্রকার পদ্ম ।

গুণ :—এই তিন প্রকার পদ্ম—দাহ ও রক্তপিত্তনাশক । পিপাসা, দাহ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূৰ্ছাহর ।

মৃণালের নাম :—মৃণাল, পদ্মনাল, মৃণালী, মৃণালিনী, বিস, পদ্মতন্তু, বিসিনী, নলিনীকঙ্ক—এই কয়টি নাম ।

গুণ :—মৃণাল—শীতবীৰ্য, তিক্ত ও কষায় রস, পিত্তজ্বর দাহনাশক । মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও রক্তবমন-নিবারক ।

শালূকের নাম :—পদ্মকন্দ, শালুক, পদ্মমূল, কটাহ্বর, শালীন (স্বভাবজাত), জলালুক (জলবহল গুণবিশিষ্ট)—এই ছয়টি শালূকের নাম ।

গুণ :—শালুক—কটুবিপাক, বিষ্টেজি (পেটফাঁপা উৎপাদক), রক্তত্যাগী, কচিজনক, কফনাশক, কষায় রস, কাস ও পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক ।

কিজঙ্জের (পদ্মকেশরের) নাম :—কিজঙ্ক, মকবন্দ, (পুষ্পরস বা ফুলের মধু), কেশর, পদ্মকেশর, কিঙ্ক, পীত, পরাগ, তুল, চাম্পেয়ক—এই নয়টি নাম ।

গুণ :—কিজঙ্ক—মধুর রস, রক্তত্যাগী, কটুবিপাক, মুখত্ৰণনাশক, পিত্তনাশক, শীতবীৰ্য, কচিজনক, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক ।

জল্পস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বোম্বাই, সিংহল, কাস্মীর, বঙ্গদেশ, হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা ।

বর্ণনা :—জলজ উদ্ভিদ । গেঁড় ও শিকড় পাকের মধ্যে বিস্তার করে, পাতা মন্থণ, অগ্রে উপরে বা কয়েক ইঞ্চি উচ্চে ভাসমান পাতার ব্যাস ১-৩ ফুট ; গোলাকার ঢালের মত, উপরিভাগ সাদাটে, মধ্যমলের মত । ফুল লালবর্ণ বা খেতবর্ণ বা কখন কখন পীতবর্ণ, হৃগন্ধময়, ফুলের ব্যাস ৪-১০ ইঞ্চি, ডাঁটা ৪-৬ ফুট উচ্চ ; বহির্বাস ৪-৫টি । পুংকেশর ও পাপড়ি অনেক । গর্ভাশয় অনেক ও একটি পরদাবিশিষ্ট, আল্গা, ভিতরের দিকে স্থিত । বীজাধার স্পষ্টের মত, ধূসর, পক বীজাধারে বীজ প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা হয় । বীজ

দেবং লম্বা, গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ, মন্থন। খেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, লালপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে। গ্রীষ্ম হইতে শরৎকাল অবধি ফুল ও শীতকালে ফল হয়। নীলপদ্মের উল্লেখ আছে তবে প্রকৃত নীলপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময় নীল শালুককে নীলপদ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পুংকেশব, বীজ, পত্র ও শিকড়।

বৈজ্ঞানিক পদ্মের ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে উৎপলাদিকেশব—উৎপল, কুমুদ এবং পদ্মের কেশব, ধারক ও রক্তপিত্ত প্রশমক ভব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (স্থ: ২৫ অ:)। (২) রক্তপিত্তে মৃণাল :—পদ্মের মূল মূলের স্বরস, কষ, কাথ কিংবা শীতকষায় রক্তপিত্তের হিতকর (চি: ৪ অ:)। (৩) মুত্রকৃচ্ছ, কমল—কমল ও উৎপলের কাথ, মূত্রকৃচ্ছরোগী পান করিবে (চি: ২৬ অ:)।

বাগ্‌শত :—রক্তার্শে পদ্মকেশব :—পদ্মকেশব চূর্ণ করিয়া চিনি ও নবনীতসহ সেবন করিলে, অর্শের বক্তব্যাব নিবৃত্তি পায় (চি: ৮ অ:)।

চক্রদন্ত :—গুদনির্গমে পদ্মপত্র :—কোমল পদ্মপত্রবস চিনির সহিত সেবন করিলে, গুদ-নির্গম (হারিশ্, বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (মূত্ররোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) জ্বরাতিসারে পদ্মকেশব—উৎপল, দাড়িমের খোসা এবং পদ্মকেশব চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চেলোনীর সহিত পান করিলে, জ্বরাতিসার নাশ করে। (২) শূকর-দংষ্ট্রোদ্ধৃত-জ্বরে পদ্মমূল—শূকরদংষ্ট্রোদ্ধাত জন্ন জ্বর হইলে পদ্মমূল পেয়পূর্বক গব্যাত্ত সহ পান করিবে (ম: খ: ৪ ভা:)।

হারীত :—(১) মুখপ্রবৃত্তরুদ্ধিরে পদ্মকেশব—মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে, পদ্মকেশব চিনির সহিত সেবা (চি: ১১ অ:)। (২) প্রস্ত্রাবরোধে পদ্মকন্দ :—তিলতৈলে ভর্জিত পদ্মকন্দ গোমুত্রে পেয়পূর্বক পান করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (চি: ১০ অ:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পদ্মের পুংকেশব ধারক, শিথকর, শরীরের জ্বালা-নিবারক। ইহার ব্যবহারে অনিয়মিত কতু আরাম হয়। বীজ বমন নিবারক ও মূত্রকর। ইহার ডাঁটার রস সেবনে বসন্তরোগ আরাম হয় (Dr. Emerson)। পদ্মবীজ বিষনাশক ও কৃষ্ঠরোগ নিবারক (Nadkarni)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পুষ্প—ঈতবীধ, অতিসার, বিষচিকা (Cholera), জ্বর, বক্তভের পীড়া ও কলম্বের পীড়াতে ফলদায়ক।

বীজ—বমনোদ্রেক নষ্ট করে। বালকের পক্ষে মূত্রকারক এবং শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিয়া শরীর শিথ করে। চর্মরোগ ও কৃষ্ঠরোগে হিতকর। বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক।

পুষ্পমধ্যস্থ কেসর :—কষায় রস, শীতলগুণবিশিষ্ট। মেহের জ্বালা উপশম করে। রক্তপ্রদর ও অর্শে হিতকর।

মূল :—চূর্ণ করিয়া অর্শরোগে ব্যবহারে শিথিল প্রকাশক। প্রবাহিকা (Dysentery), পেটের পুরাতন রোগে ফলপ্রসূ। চর্মরোগে এবং দক্ষরোগে হিতকারক, প্রলেপার্শ ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—পদ্মজাতীয়, শালুকযুক্ত বনৌষধির আয়ুর্বেদে শ্রেণীবিভাগ মূখ্যতঃ গুণবিচার করিয়া করা হইয়াছে। কারণ এই বনৌষধি নব্যবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে Nymphaeaceae বর্গে চারটি শ্রেণীবিভাগ করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

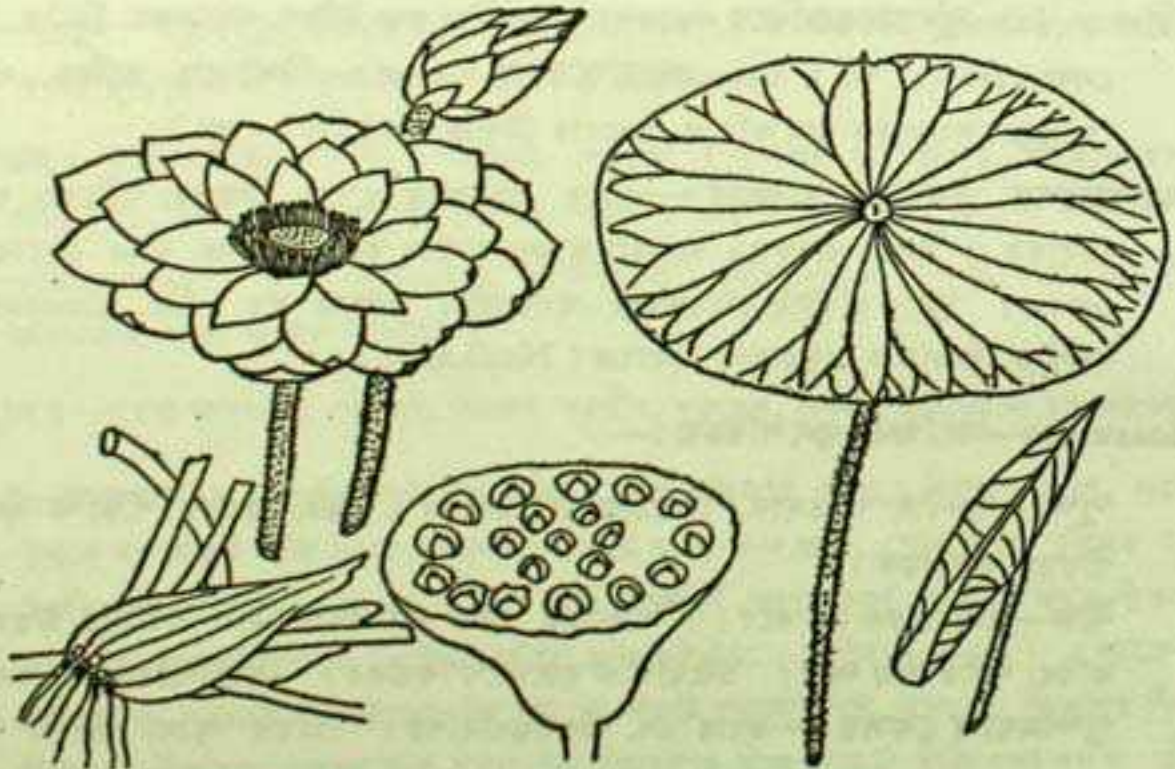
(১) পদ্মিনী। (২) কমল—সাদা, লাল ও নীল। (৩) উৎপল (সাপ্লা)—সাদা, লাল ও নীল। (৪) উৎপলিনী—কুতুপত্র বক্তপাপড়ি যুক্ত নীল হৃদী।

পদ্মের যেমন পদ্মিনী (মাধ্বনা), উৎপলের তেমন উৎপলিনী (নীলহৃদী)। পদ্ম যেমন পুরুষ জাতীয়—সাদা, লাল, নীল—তাহাদের সহচরী পদ্মিনী। আর উৎপল—তেমনি পুরুষ জাতীয় সাদা, লাল ও নীল—তাহাদের সহচরী উৎপলিনী। সকলের গুণগত সামঞ্জস্য আছে। ভেদভেদ সকলগুলির আছে। বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। নীল শ্রেণীর বড় পদ্ম দুর্লভ। তেমনি নীল শ্রেণীর বড় উৎপলও দুর্লভ। তাই বৈজ্ঞানিক নীলোৎপলের অভাবে নীলহৃদী ব্যবহার করেন। পদ্মপত্র ক্ষেত্রে লালপদ্ম বেশী পাওয়া যায়। বেতপদ্মও পাওয়া যায়। কিন্তু নীলপদ্ম দুর্লভ। উৎপলক্ষেত্রেও অল্পরূপ।

কমলপত্রে রচিত শব্দা তীক্ষ্ণরাস্তা বোগীর শয়নার্থ প্রশস্ত। নুপ্পের সিরাপ—অর্শের রক্তস্রাব, রক্তপ্রস্রাবের স্রাব, এবং অস্থ হইতে সরক্ত প্রচুর স্রব মলনির্গম প্রতিকারার্থে ও কাসে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Wight, III, t. 9 ; Bot. Mag., 23, t. 903 (1806).

Ref.—F. B. I. i, 116 ; B.P. i, 214 ; Roxb. F. L., ii, 647 ; H. S. 9 ; Ann. Bot. ii., 75 (1888-89).



27. *Nelumbium nucifera* Gaertn. (পদ্ম)

VIII. PAPAVERACEAE.

Genus—PAPAVER Linn.

28. P. Somniferum Linn. (অহিফেন)

ভাষানুসারী নাম :—অহিফেন—সংস্কৃত। অহিফেন, আফিং—বাংলা; আফিং—হিন্দী; নলমণ্ড—তৈলঙ্গ; আফিং—গৌড়; লব্ধলুপথাস্—আরব; অফুন, অফুকডরম্—মহারাষ্ট্র।

অফেনং খসুখসরসো নিফেনং চাহিফেনকম্ ।
অফেনং সন্নিপাতয়ং বৃদ্ধং বল্যং চ মোহদম্ ॥
চতুর্বিধমফেনং স্যাৎ জারণং মারণং তথা ।
ধারণং সারণং চৈব ক্রমাদ্বক্ষ্যে তুলক্ষণম্ ॥
শ্বেতঞ্চ জারণং প্রোক্তং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ মারণম্ ।
ধারণং পীতবর্ণঞ্চ কবুর্ং সারণং তথা ॥
জারণং জারায়েৎ অন্নং মারণং মৃত্যুদায়কম্ ।
ধারণঞ্চ বরং স্তম্ভং সারণং মলসারণম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—অফেন, খসুখসরস নিফেন ও অহিফেন—এই চারিটি নাম ।

গুণপর্যায় :—অফেন সন্নিপাতদোষ নাশক, বলকারক, রসায়ন এবং সংজ্ঞাহীনতা জনক (মাজাধিকো) ।

চারিটি ক্রিয়াত্বক পরিচয় ইহাতে আছে । ১। জারণ ২। মারণ, ৩। ধারণ
৪। সারণ, জারণ শ্বেতবর্ণ, মারণ কৃষ্ণবর্ণ, ধারণ পীতবর্ণ, এবং সারণ ধূসরবর্ণ ।
জারণ অর্থে—অন্নপরিপাক করে, মারণ অর্থে—মৃত্যু আনয়ন করে । ধারণ অর্থে—দেহ
ধারণ করিয়া আয়ত্ত্ব করে । সারণ অর্থে রোগ অপসারিত করে । বর্ণ পরিচয়ে—
যথাক্রমে গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ।

জন্মস্থান :—ত্রিহত, বিহার, ভারতবর্ষ, এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ; বঙ্গদেশের গোঘাটখানা ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ । কাণ্ড ৩ ফুট অপেক্ষা উচ্চ । গোড়ার ব্যাস ৫ ইঞ্চি, সরস,
গোলাকার, নিবেট, মসৃণ, ফিকে সবুজবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পাউডারে আবৃত । পাতা অনেক,
ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃন্তহীন, বিপরীত মুখী ; নিম্নের পাতা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, উপরকার
পাতা ১০ ইঞ্চি লম্বা, ক্রমশঃ বিস্তৃত ; গোড়ার দিক্ সর, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, গভীরভাবে খণ্ডিত,
পক্ষাকার পত্রাংশ সর, দাঁতবুক্ত, দাঁতগুলিতে সামান্য দাগ আছে ; উজ্জল, পুরু, ফিকে
সবুজবর্ণ, ফুল ৩—৭ ইঞ্চি, শাখার উপরে সোজা ডাঁটায় হয় । বহির্বাঁস ২টি, পাপড়ি
৪টি ; বাহিরের দুইটি লম্বা অপেক্ষা চওড়ার বেশী এবং ভিতরের পাপড়ির উপরে থাকে ।
ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে সবুজ ও পীতবর্ণ । বঙ্গ গাছের ফুল কতকটা বেগুণে (violet),
গোড়ায় কাল দাগ আছে । পুংকেশর অনেক আছে ; ৫ কিম্বা ৬টা সারিতে স্থাপিত ।

গর্ভমুখ খালার মত চেপ্টা, ব্যাস ১ ইঞ্চি। গর্ভাশয় বড়, চেপ্টা প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল প্রায় গোলাকার, চেপ্টা ১½—৩ ইঞ্চি। বীজাধার তুচ্ছ, শক্ত, ঈষৎ পীতবর্ণ, কাল দাগ বিশিষ্ট। বীজ অনেক, অতিশয় ক্ষুদ্র, খেত, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস বা আঠা, ফুলের পাপড়ি বা ফুল ও বীজ।

বৈজ্ঞানিক অহিফেনের ব্যবহার।

রসেসম্ভার সংগ্রহ :—গ্রহণীরোগে অগ্রিকুমার, লবঙ্গ ড্রাবক, জাতিফলাদি গ্রহণীকপাটরসের অন্ততম উপাদান রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অধিকন্তু গ্রহণীবোগাধিকারের 'গন্ধাধর বাটি' ও অপর কতিপয় ঔষধের সহিত ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ইউনানীমতে—ইহার ফল রক্তরোধক এবং প্রেরাবকারক। ইহা শরীরের পক্ষে রসায়ন, পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। আমাশয়, কফ, জ্বর এবং রক্তাশ্রিত উপকারক। নিদ্রাকারক এবং অবসাদজনক। মস্তিষ্কের পক্ষে অপকারক।

প্রচলিত ব্যবহার :—পোস্ত ডেঁড়ি বা ফল চীনদেশে অতিশয় ও আমাশয় এবং সর্বপ্রকার হৃষ্ট শ্রাবে ব্যবহৃত হয়। বীজগুলি শীতল জলে পিষিয়া অতিশয় ও আমাশয়ে প্রয়োগ করা হয় (Kirtikar & Basu)। ইন্দোচীনে ভাঙ্গা বীজগুলি রসায়ন ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। মস্তিষ্ক প্রদাহ ব্যতীত অন্ত যে কোন যক্ষ্মা উপশমের জন্য আকিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আক্ষেপ নিবারক ঔষধ হিসাবে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রদাহ নাশক এবং বাত, স্নায়বিক দৌলন্দ্য, কটীবেদনা, হুটাকর্দ, আত্মিকশূল শ্বাশূল ও যক্ষ্মশূল, অশ্মরী, প্রভৃতি রোগে অনিদ্ৰা নষ্ট করিয়া নিদ্ৰা আনয়ন করে। অতিরিক্ত শ্রাবাদি প্রতিহত করিতে, অতিশয়ে, আমাশয়ে, স্নায়বিক দৌলন্দ্যে এবং অপরকারণ জনিত বমিতে, অতিরিক্ত কফ নিঃসরণে, মধুমেহে এবং প্রদর রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে (R.N. Khory Part II)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় পুস্তকে অহিফেনের উল্লেখ দেখা যায় না। খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অহিফেন এশিয়ামাইনর প্রদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। ইহার পর আরব দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'অফিয়ম' নাম দিয়া থাকে। ভারতীয়েরা এবং পারস্যদেশীয় লোকেরা আরবদিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার জানিতে পারে। ভারতের দিনাজপুর হইতে হাজারিবাগ এবং গোরক্ষপুর হইতে আগ্রা এই ভূভাগের মধ্যবর্তী স্থানে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হয়। পাক্ষাবের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণ অহিফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাহোরের পূর্ব দিকে বিয়াস (Beas) উপত্যকার, ৭,৫০০ ফুট উচ্চে ইহার চাষ হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালওয়া (Malwa) এবং বিজয়পুতের অন্তর্গত নিয়ভুমিতে অহিফেন জন্মিয়া থাকে। কুলুৰ পার্বত্য প্রদেশে, নেপাল, বামপুর এবং জম্মুমহলে, মহীশূর, বেহার ও আসামে অল্পবিস্তর অহিফেন জন্মিয়া থাকে।

শেচবাচর অহিফেনে অনেক দ্রব্য ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—(১) গাছের কচিপাতা এবং উহার জলীয় অংশ, (২) ফণিমন্সা, আকন্দ ও ধূতুরার রস (৩) ভিন্ন ভিন্ন বটের আঠা, শালগাছের আঠা, বেলেচের শাঁস ও আঠা, তেঁতুলের শাঁস এবং বাবুলার আঠা (৪) ধরুর, গাবের আঠা, মহুয়া ফুল (*Bassia latifolia*), স্থপারী, বেদানার ছাল, (৫) ঘৃত, কাঠের কয়লা ও অর্ধদ্রব্য অহিফেন, গোবর, গুঁড়া ইত্যাদি প্রভৃতি (Dymock)।

খাটি অহিফেন দেখিতে বাদামী এবং মেহগনী কাঠের স্তায় রং বিশিষ্ট ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, অথবা কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অঙ্গুলির দ্বারা মর্দন করিলে ফিকে বাদামী কিংবা গাঢ় বাদামী দেখায়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নহে; ইহার উপরিভাগ উজ্জ্বল ও আঠার মত। অহিফেন প্রায়শঃ ও মস্তিষ্কের উপর কার্য করে। ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রক্ত সঞ্চালনের উত্তেজনা আনয়ন করে, নাড়ী মোটা হয় এবং দ্রুত চলে, দেহের উপরি-ভাগের চর্ম উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়। ইহাতে মস্তিষ্কের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে বেশ নিদ্রা হয়। আবার হঠাৎ নিদ্রা ভাঙিয়া যায়, শরীর অবসন্ন, অল্প মাথাধরা, মুখ শুষ্ক ও অল্প বমনের ভাব দেখা যায়। অল্প পরিমাণ অহিফেন সেবী কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার কর্মশক্তি বাড়িয়া যায় এবং যদি সে কোন বিষয় চিন্তা করে তবে তাহার চিন্তাশক্তি, কল্পনা এবং বলিবার শক্তি বাড়িয়া যায়। অহিফেন মাঝামাঝি মাত্রায় সেবন করিলে মানসিক উত্তেজনা কমিয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করে। অহিফেনের নেশা কাটিয়া যাইলে অতিশয় মাথা বেদনা করে ও ক্ষুধা নষ্ট করে। নিদ্রার সময়ে মস্তিষ্কে রক্ত থাকে না, ধমনী ও শিরা-প্রত্যানে রক্ত প্রবাহ কম হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই গভীরতম নিদ্রা আসিয়া পড়ে এবং রোগী অচৈতন্য হয়, আর চেতনা আসে না। চক্ষু এবং চক্ষুতারা সঙ্কুচিত, নাড়ীর গতি মন্দীভূত এবং ক্ষীণ হয়; অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অহিফেনের বীজকে সাধারণতঃ লোকে পোস্ত বলে। ইহা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। পোস্ত দানা, চিনি ও এলাচ যোগে খাইলে উদরাময় এবং রক্তআমাশয় দূর করে। সন্দেশের সহিত পোস্ত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে নিদ্রাহীনতা দূর করে। অহিফেন সেবনে উদরাময়, নিদ্রাহীনতা, পেটবেদনা, সরলায় প্রদাহ ও প্রাদাহিক যন্ত্রণা নিবারণ করে। ইহা হারক বলিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইহা আয়বিক বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ছবের প্রারম্ভে কিংবা অতিরিক্ত ছবে, ইহা সেবন করা উচিত নহে। বসন্ত ও সার্বাপাত্তিক ছবে ইহা সেবা। ছর ও অতিরিক্ত প্রলাপ উপসর্গে, নিদ্রাহীনতায় ও সদাই বিহ্বান হইতে উত্তিত হওয়া উপসর্গে, একোনাইটের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে রোগী শান্ত হয় এবং নিদ্রা আসিয়া থাকে (Dymock)।

ভারতে অনেক প্রকার অহিফেন আছে, তন্মধ্যে পাটনার অহিফেনে শতকরা ৭-৮ কিংবা ১০ ভাগ ও মালওয়া অহিফেনে ৩-৫ ভাগ মরফিয়া আছে। গর্তবতী শ্রীলোক, মৃত্যুদ্রব্য

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, শোধ, হাঁপানী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিফেন সেবন করা উচিত নহে।

অহিফেন বাত, ফোড়া, পুষ্করণ, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি বহুরোগ ব্যবহৃত হয়। প্রাণাহিক ক্ষত প্রভৃতিতে বাত্রে নিত্রা না হইলে, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১ গ্রেণ অহিফেন এবং উহাতে নিত্রা না হইলে ২ অথবা ৩ গ্রেণ পরিমাণ, ৪।৫ গ্রেণ কর্পূরের বটিকার সহিত সেবন করিবে। শুষ্ক ২।৩ গ্রেণ কর্পূর ৩.৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অনেকটা রোগের শান্তি হয় এবং এই প্রকার চিকিৎসায় অহিফেন নিত্রা ঘাইবার সময় দেওয়া ঘাইতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর অহিফেন সেবন করাইলে পুনরায় স্বর আক্রমণ করিতে পারে না। সর্দিগর্ভিতে ইহা সেবন করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সর্দির প্রথম অবস্থায় যখন শ্বাসনালী শুষ্ক এবং কাসিতে কষ্ট বোধ হয় তখন অহিফেন ব্যবহার করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলেরার প্রথম অবস্থায় অহিফেন মস্তকের তায় কাজ করে। স্বরের পূর্ণ অবস্থায় ইহা কর্পূর ও Antimonyর সহিত ব্যবহার করিলে বড়ই উপকার পাওয়া যায়। অতিব্রজ, অল্পব্রজ, বাধক এবং সচরাচর গর্ভাশয়ের ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় ইহা অতিশয় মূল্যবান। বহুমূত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে অহিফেন অতিশয় হিতকর, কিন্তু যদি মাথাধরে বা অপর কোন খারাপ উপসর্গ হয় তবে উহা পরিত্যাগ করিবে (Nadkarni)। বহুমূত্রে নিম্নলিখিত ঔষধটি বড়ই হিতকর : কর্পূর ও মৃগনাভি প্রত্যেক ১ ভাগ, অহিফেন ও জৈত্রী প্রত্যেক ২ ভাগ একত্র বটিকা প্রস্তুত করিয়া পানের রসের সহিত সেবা। ১০-২০ গ্রেণ অহিফেনের আরক কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে প্রসবাত্তিক বেদনার দীর্ঘ উপশম করে। কোন স্থান হইতে পতন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রক্তআমাশয়ের জ্বর গর্ভপাতক্ষেত্রে অহিফেনের আরক বিশেষ হিতকর (মাত্রা ৩০-৪০ গ্রেণ অহিফেনের আরক, দুই আউন্স কাঁজি)। অহিফেন খয়েরের সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

জায়ফস, সোহাগা, অত্র, ধুতুরা বীজ, প্রত্যেক একভাগ, অহিফেন ২ ভাগ গন্ধভাদুলিয়া (Paederia foetida) রসে মাড়িয়া ২ গ্রেণ ওজনের বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শোধ ও উদরাময় রোগে একপ্রকার বটিকা প্রস্তুত হয় ইহাকে ছুধেবটি বলে। প্রস্তুত প্রণালী :— অহিফেন ২৪ গ্রেণ, একোনাইট ২৪ গ্রেণ, জারিত লৌহ ১০ গ্রেণ, জারিত অত্র ১২ গ্রেণ, এইগুলি একত্রে ছুধের সহিত মাড়িয়া এক একটি ৪ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা ছুধের সহিত সেবা। পথ্য কেবলমাত্র ছুধ, জল ও লবণ নিষিদ্ধ (Dutt, Mat. Med., 113)।

এক ড্রাম পরিমাণ বাজারের অহিফেন, ২ আউন্স পরিমাণ নারিকেল কিংবা তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে মালিশ করিলে পুরাতন বাত, কটিবাত এবং অপরাপর শ্বাশূল, আঘাত জনিত বেদনা, আরাম হয়। ইহার সহিত সমপরিমাণ কর্পূর দিলে আরও উপকার হয়। ব্যবহারের পূর্বে ঔষধটি বেশ নাড়িয়া লইতে হইবে। সাবধান

ইহা যেন ঘা-মুখে প্রয়োগ না হয়। এই তৈল মেকনগে মালিশ করিলে ঘুড়িকানি (whooping cough) আরাম হয়।

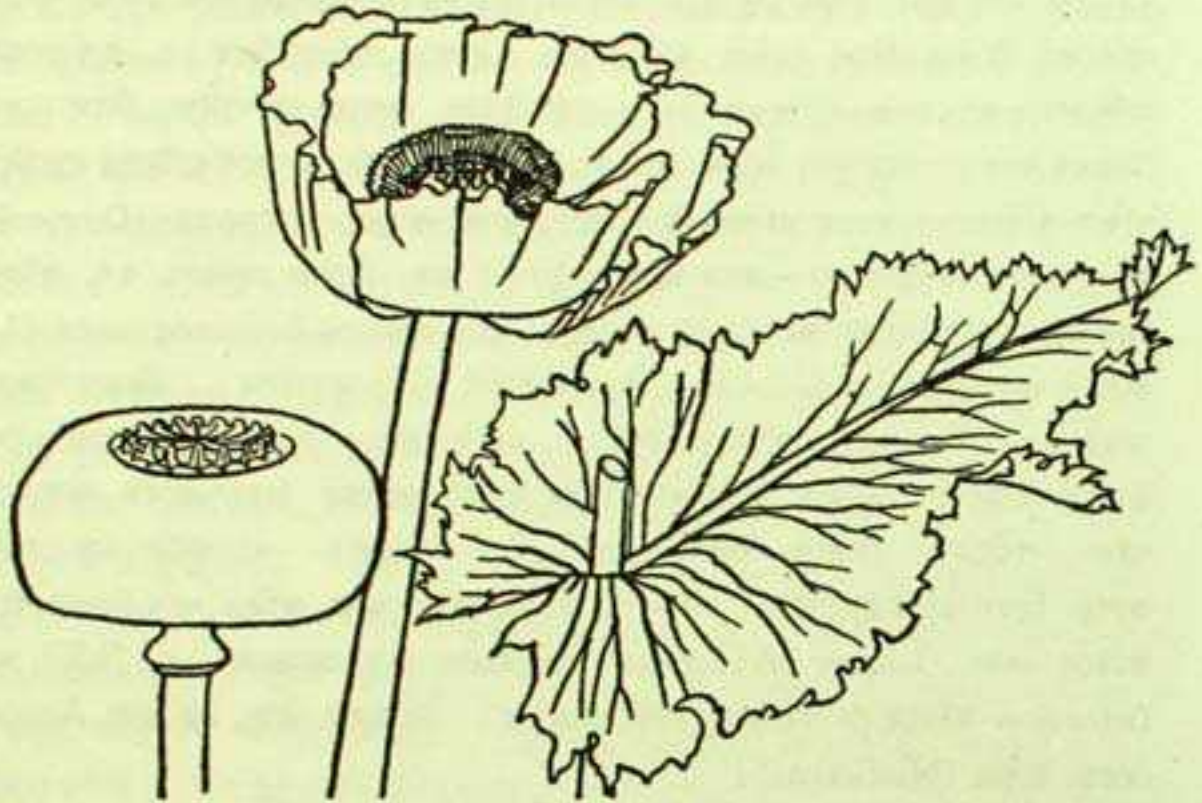
এক চামচ অহিফেনের আরক কিংবা ২ গ্রেণ পরিমাণ অহিফেন গরম জলে দিয়া তাহার ধূম চক্ষে লাগাইলে দারুণ চক্ষু উঠা রোগ আরাম হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে ১ গ্রেণ পরিমাণ অহিফেন টিপিয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় (লালা ফেলিয়া দিবে)। কর্ণ বেদনায় অহিফেনের আরক ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণ তুলার লাগাইয়া দিলে বেদনা নিবারণ করে। যেন তুলা অধিক ভিতরে না যায়। কষ্টকর অর্শে চাউলের পুলটিসের সহিত অহিফেনের আরক মালিশ দিলে অর্শের স্থালা ও ফুলা আরাম হয় (Dymock)। অহিফেন বিয়ের চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় ত্বন্তের জল, কাঠাল পাতার রস, সরিষার তৈল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ সেবন করাইবে। Potassium Permanganate (1 in 4000) এর মৃদু অরিষ্টে (solution) দিয়া পাকস্থলী ধৌত করাইবে। এইরূপ আধঘণ্টা অন্তর ১২ ঘণ্টা ক্রমাগত করিতে হইবে। বোগী বাহাতে ঘুমানিয়া না পড়ে এইজন্য উহাকে ইটাইবে ও উগ্র কফি খাওয়াইবে অথবা গুহ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে। সর্বদা শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে। গা খালি না রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। খাস ঠিক রাখিবার জন্য কৃত্রিম খাস দিবার ব্যবস্থা করিবে এবং Liquor Atropine Sulphate এর প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর Injection করিবে যে পর্যন্ত না নাড়ী ক্ষুণ্ণ হয়। উত্তেজক ঔষধ, মত্ত এবং Amonia দেওয়া উচিত (Nadkarni)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—অপক ডেড়িকল হইতে দুর্ভবং নির্ধাস নিদ্রাকারক গুণ প্রকাশক। ইহাতে Oxalic অম্ল এবং ২৫ প্রকার উপকার আছে। তার মধ্যে morphine Codeine, thebaine, narcotine, narceine প্রধান। ম্যালেরিয়া নাশে ইহার উপযোগিতা নাই। ইহা মধু মেহ (diabetis) রোগে রক্তগত চিনি (blood sugar) কমায় না। ইহা Albumine কমায়। বিভিন্ন স্থানের গাছে, তেঁড়িতে, শাখাতে, বিভিন্নমাত্রায় morphine পাওয়া যায়।

মন্তব্য :—একাদশ শতাব্দীতে 'চক্রবর্ত্ত' তাঁহার গ্রন্থে অহিফেনের উল্লেখ করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'রসেন্দ্র সার সংগ্রহ' গ্রন্থে এবং ষোড়শ শতাব্দীর 'ভাবপ্রকাশ' এবং সপ্তদশ শতাব্দীর "রাজনিবন্ধ" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীস দেশীয়গণ ইহার প্রথম আবিষ্কারক হইলেও আরবদেশীয় গণের মধ্য দিয়া ইহা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসদেশীয় তৎকালীন নাম—'Opeum thebaicum' নামের সহিত অহিফেনের নামের সাদৃশ্য এবং আরবদেশীয় 'খস্খস্' নামের সহিত সকল প্রদেশের এমন কি সংস্কৃত নাম 'খস্খস্ রস' নামের সাদৃশ্য এই উক্তির পক্ষে যথেষ্ট প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। মধ্য এশিয়ার 'অফিয়স্' চীনদেশের 'ইয়াপিয়েন' হিন্দি 'আফিম্' এই কথাই বুঝাইয়া দেয়। মাত্রা—এক রতি। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

Fig :—Bently & Trim. Ind. Med. Pl., i. t, 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 53.

Ref :—F.B.I., i, 117 ; B.P., i. 215 ; Roxb. F.I., ii. 571 ; Watt. vi. pt. 1. 17 ; Prain, Hooghly-Howrah, 171 ; H. S., 5.



28. *Papaver somniferum* Linn. (অহিষেন)

Genus—ARGEMONE Linn.

29. *A. mexicana* Linn. (শেয়ালকাঁটা)

ভাষানুসারীনাম :—ব্রহ্মণ্ডী—সংস্কৃত ; শেয়ালকাঁটা—বাংলা ; ভেরবন্দ—হিন্দী ; শেয়ালকাঁটা—গোড় ; চিকণিকেরভেহু—কর্ণাট ; পিংবলা খোতরা—বোম্বাই ; ব্রহ্মণ্ডীবিরহ—তামিল ; পিনোরাভেহু—মহারাষ্ট্র ।

স্বর্ণকীরী স্বর্ণদুহা স্বর্ণালবা কুস্মিনী তথা ।
 সুবর্ণা হেমদুহী চ হেমকীরী চ কাকনী ॥
 স্বর্ণকীরী হিমা তিস্তা ক্রিমিপিত্তকফাপহা ।
 মূত্রকৃদ্ধাঙ্গুরী-শোক—দাহজ্বরহরা পরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পৰ্প টাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—স্বর্ণকীরী, স্বর্ণদুহা, স্বর্ণালবা, কুস্মিনী, সুবর্ণা, হেমদুহী, হেমকীরী ও কাকনী—এই গুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা শীতবীৰ্য, তিক্তরস, ক্রিমি, পিত্ত ও কফনাশক। মূত্রকৃদ্ধ, অশ্মরী (পাথুরী), শোথ, দাহ ও জ্বরনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ, হুগলী ও হাওড়ার পতিত জমি। আদিম উৎপত্তিস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—পাতা ডেউ খেলান, লম্বা, ধার অল্প ঋণ্ডিত, কাঁটামুক্ত, সাদা ও সবুজ বর্ণে চিত্রিত। দেখিতে কতকটা অহিফেন গাছের মত, গাছের রস পীতবর্ণ। ফুল পীতবর্ণ। বহিচ্ছদ ২-৩টি। পাপড়ি ৪-৬টি। পুংকেশর, বহু। গর্ভাশয় একটি কোববিশিষ্ট। ফল টু-১২ ইঞ্চি লম্বা, বীজ কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে কাল সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ। একটি ফলে বহু বীজ থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—টাটকা রস, বীজের তৈল, শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতীয়েরা ইহার রস ক্ষতরোগে ব্যবহার করে। শিয়ালকাঁটা গাছের রস, গন্দন (*Aristolochia bracteata*) গাছের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গণোরিয়া ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। কখন দেশে ইহার রস দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কৃষ্টরোগে প্রয়োগ করে। আধুনিক চিকিৎসকদের মতে ইহার তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা পরিমাণ রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠায় ক্ষত নিবারণ করিবার শক্তি আছে। বোল্ডা ও ভীমকল কামড়াইলে ইহার মূল প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার হয় (R.N. Khory, ii, 40)। বীজের তৈল সরিষার তৈলে পাক করিয়া পাঁচড়া ও চুলকণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠা মূত্রকর বলিয়া শোথ, কামলা, উপদংশ, গণোরিয়া ও কৃষ্টরোগে ব্যবহার হয়। কথিত আছে যে, ইহার রস একতোলা পরিমাণ প্রাতে খালিপেটে সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে উক্ত রোগ আরাম হয় (Nadkarni)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—প্রধানতঃ চর্মরোগে রসায়ন।

বীজ—কোষ্ঠওদ্বিকারক, বমনকারক, কফ নিঃসারক এবং শরীর ত্রিষ্টকারক।

গাছের হরিজাবর্ণের রস :—উদরী (dropsy), পাণ্ডু (Jaundice) এবং চর্মরোগে হিতকর।

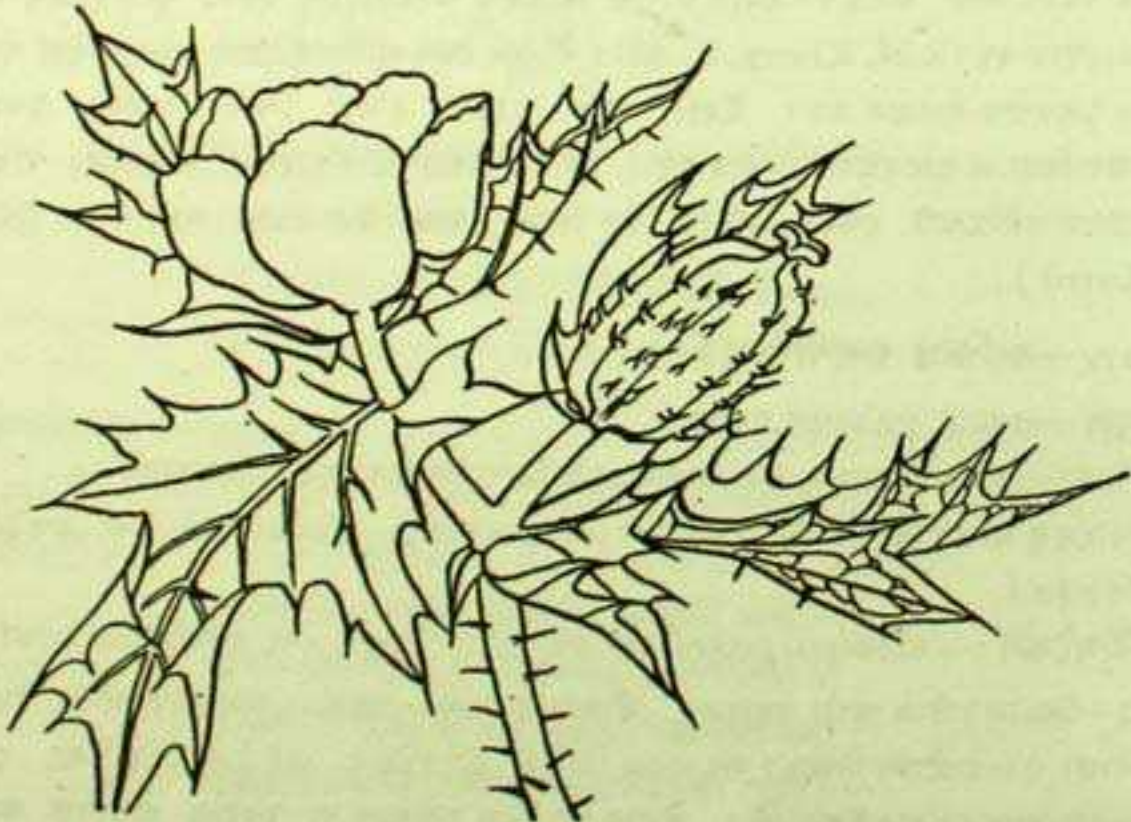
বীজতৈল :—সারক (purgative) এবং চর্মরোগে হিতকর এবং সর্পদষ্টক্ষেত্রে উপকারক।

মন্তব্য :—শিয়ালকাঁটার আঠা রসায়ন। বীজজাত তৈল—রেচক ও অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাঁজা ও এরওতৈল উভয়ের গুণ একত্র মিলিত রহিয়াছে। এই তৈল বিষচিকা, শোথ ও বাতশূলে সেবনে উপকারী। ইহার পুলটিসে রক্তমূত্র বা মূত্রকৃদ্ধ প্রদর্শিত করে। এই গাছটি বহিরাগত। হুতরাং রাজনিষট্টু বর্ণিত ব্রহ্মদত্তীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃত ব্রহ্মদত্তীর Latin নাম *Tricholepis Glaberrema*। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার তিক্তরস বিশিষ্ট, কণ্টকময় পত্র ও ফল বিশিষ্ট

‘ব্রহ্মদত্তী’ পাওয়া যায়—তাহাই নিষট্কার বর্ণিত ‘ব্রহ্মদত্তী’। পত্র ও ফলের কণ্টকযুক্ততা থাকায় “শিয়ালকাঁটাকে” ব্রহ্মদত্তী নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে। তাহা Watt মহোদয়ের গ্রন্থে এবং Glossaryতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লোকব্যবহারে বাংলাদেশে এই গাছ যেখানে সেখানে জন্মে। সরিষার তৈলে ভেজাল দেওয়ার জন্য ইহার বীজ বহুস্থানে ভুট্টে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে এবং ইহার বিষাক্ত গুণ সরিষার তৈলে প্রকাশ পায়। বীজও দেখিতে অনেকটা সরিষার মত। আয়ুর্বেদোক্ত ব্রহ্মদত্তীর আভ্যন্তর প্রয়োগ দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট হয়—কিন্তু শিয়ালকাঁটার আভ্যন্তর প্রয়োগ যে নিরাপদ নয় তাহা Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তৈল প্রদীপে পোড়াইবার জন্য সাওতালেরা ব্যবহার করে। আভ্যন্তর প্রয়োগে অহিফেন (morphia) জাতীয় ঔষধের দ্বারা বিক্রিয়া প্রকাশের কথা Watt মহোদয়ের পুস্তকে আছে। ভুলক্রমে চক্ষুরোগে ইহার প্রয়োগে দারুণ যন্ত্রণার কথা Watt মহোদয় লিখিয়াছেন। ক্ষেত্রবিশেষে আভ্যন্তর প্রয়োগে উগ্র অতিসারের লক্ষণ দেখা যায়। মোটের উপর আভ্যন্তর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা আদৌ নির্ভরযোগ্য বনৌষধি নহে।

Fig.—Wight III. Ind. Bot. i., t. II ; Bot. Mag. t. 243 ;

Ref.—F.B.I. i. 117 ; B.P. i. 216 ; Roxb. F.I. ii. 571 ; Watt. pt. ii. 306 ; Prain, H.H., 171 ; Voigt, H.S., 6.



29. *Argemone mexicana* Linn. (শিয়ালকাঁটা)

IX. FUMARIACEAE.

30. *Fumaria parviflora* Lamk. (বনশুল্কা)

ভাষানুসারীনাং :—বনশুল্কা—বাংলা ; শীতপাপড়া—হিন্দি ; শীতপারা—বোঘাই ; পিত্ত-পাপড়া—মহারাষ্ট্র ; পর্পটক—কর্ণাট ; ক্ষেপাপড়া—গৌড় । সহ-তারা—উর্দু ।

জন্মস্থান :—গঙ্গাতীরবর্তী সমতল ভূমি, হিমালয় প্রদেশের নিম্নভূমি, নীলগিরি পর্বত, বঙ্গদেশের আবাদী জমিতে শীতকালে দেখা যায় । হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায় সাধারণতঃ দেখা যায় ।

বর্ণনা :—বিহীন বর্ষজীবী গুল্মবিশেষ । পত্র বর্ণাকৃতি, ঘন সবুজবিশিষ্ট ও সরু । ফুল ঠু-ঠু ইকি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে গোপালফুলের স্থায়, ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে বং বিশিষ্ট । অস্তঃস্থবক কুত্র । ফল দ্বিবং গোলাকার । শীতকালে ধাতুক্ষেত্রে দেখা যায় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ।

মূলপ্রশাস্ত্রশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্কগাছ সামান্য জ্বরে হিতকর । পাচড়া রোগে রক্ত-ধারাপ হইলে ইহার কাথ সালসার স্থায় কাজ করে (Baden—Powell) । কম্পজ্বরে গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর সারিয়া যায় (Rayle) । ইহা মূত্রকর, সংশোধক, মূত্র বিব্রেক এবং প্রেম্যানিবাহক (Dymock) ।

এই গাছের কাথ (1 in 20) পরিমাণ ১ হইতে ২ আউন্স মাত্রায় মূত্রকর, ক্রিমিনাশক, ঘর্মকর বলিয়া কথিত আছে ও কুষ্ঠ এবং উপদংশ রোগে হিতকর (Nadkarni)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক বর্নৌষধি—ক্রিমিনাশক, প্রস্রাব কারক, ঘর্মকারক । শূল্যযুগে জ্বর নাশক এবং চন্দ্র রোগে রক্তপরিষ্কারক ।

মন্তব্য :—Watt মহোদয় দুই প্রকার পর্পটক এর উল্লেখ করিয়াছেন । একটির ফুলের বং বেগুনে (violet) এবং দ্বিতীয়টির ফুল—সাদা । বস্তুতে ব্যবহৃত ভেদ্য পারস্প্র দেশ হইতে আসে, অপরাধি ভারতে জন্মে । দুইটির গুণগত সাদৃশ্য আছে । ইহা কোষ্ঠকৃৎসি কারক, মূত্রকারক, বলকারক, ঘর্মকারক ও জ্বর ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট । ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং হেকিমি চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করেন । সর্বভারতীয় সন্দিগ্ধ ভেদ্য সংস্থা এই ঔষধটিকে পর্পটকের ক্ষেত্রে ব্যবহারের নিষিদ্ধ করিয়াছেন । এই ঔষধি বিহার অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায় ।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 58 ; Wight. III. Ind. Bot. i. t. IIa, 1840.

Ref—F. B. L. i. 128 ; B. P. i. 217 ; Roxb. F. L. iii. 217 ; Prain, H. H. 171 ; Voigt. H. S. 7 ; Trans. Bot. Soc. Edinb. i, t. 35 ; 1840.



30. *Fumaria parviflora* Lamk. (বনতুলকা)

X. CRUCIFERAE.

Genus—BRASSICA Linn.

31. *B. campestris* Linn. Var. *Sarson*. (খেত সরিষা)

ভাষানুসারী নাম :—খেত সরিষা—সংস্কৃত ; সরিষা, খেত সরিষা, রাই সরিষা—বাংলা ; রাই, লাই, সফেদ-সরসো—হিন্দি ; রায়া, মোহরী খেতশিরম্—মহারাষ্ট্র ; শরশব—গুজরাট ; অতালু—তামিল ; কদাত—তেলেগু ।

কটুঞ্চং রাজিকাপত্রং ক্রিমিবাতকফাপহম্ ।
কণ্ঠাময়হরং শ্বাস্ত্র বহ্নিদ্দীপনকারকম্ ॥
সার্ষপং পত্রমভ্যুক্ষং রক্তপিত্তপ্রকোপমুৎ ।
বিদাহি কটুকং শ্বাস্ত্র শুক্রহৃৎচিদায়কম্ ॥

রাজনিঘণ্টঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

গুণপৰ্যায় :—সরিষাপত্র—বিপাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক, কঠরোগনাশক, মধুর রস ও অম্লাস্বাদীপক ।

সাধারণ সরিষাপত্র—অতি উষ্ণবীৰ্য, রক্তপিত্ত প্রকোপক, বিদাহ গুণসম্পন্ন, বিপাকে কটু, মধুর রস, শুক্ল, হৃদ ও কচিৎজনক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ।

বর্ণনা :—বর্ণজীবী, ১-৩ ফুট উচ্চ । পাতা বড়, গাছের গোড়ায় বেশী হয়, প্রায় ১-১½ ফুট লম্বা ও ভাঁটায় দুইভাগে বিভক্ত, পাতার অগ্রভাগ কতকটা ত্রিভুজাকৃতি ও ঈষৎ ঢেউ খেলান । ফুল বড়, গাছের অগ্রভাগে কতকটা গুচ্ছবদ্ধ, বেত কিম্বা পীতবর্ণ, শুঁটী ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা । ভারতবর্ষে Brassica অনেক জাতীয় আছে । তন্মধ্যে B. Campestris (বেতরাই), B. Juncea (বড় রাই), B. Napus (সরিষা), B. botrytis (ফুলকপি), B. oleracea (বাঁধাকপি), B. gongylodes (গুলকপি), B. campestris. Var. Rapa (শালগম) এইগুলি প্রধান ।

সরিষাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ; যথা—(১) উষ্ণে শুঁটীযুক্ত (নাতুয়া), (২) নিম্নে শুঁটীযুক্ত (উলটি) ।

এই দুই প্রকার সরিষা আবার শতাধিক প্রকারের আছে ; তাহাদের মধ্যে কাহারও শুঁটীতে দুই সারি সরিষা ও কাহারও শুঁটীতে চারি সারি সরিষা থাকে । নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধানগুলির নাম প্রদত্ত হইল ।

নাম	উৎপত্তি স্থান	পরিচয়
ভাটা সরিষা টেপা	মুন্সিরাবাদ সিংহভূম, বর্ডমান ।	উষ্ণে শুঁটী, ৪ সারি বীজ । বেতবর্ণ ও দুসরবর্ণ, ২ সারি শুঁটী ।
ধমা শুঁটী সরিষা বা বেতী	ত্রিপুরা ও নোয়াখালি । বাকুড়া ও ছোটনাগপুর ।	বেতবর্ণ, ২ সারি বীজ । বহু শাখা- প্রশাখা বিশিষ্ট ।
কাঁজলি বা কাল সরিষা	বংপুর, শিলিগুড়ি হগলী ও ২৪ পরগণা ।	বীজ দুই সারি, বং কাল, গাছ লম্বা, ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ।
মাষি সরিষা	বংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা কবিবপুর, যশোহর ।	গাছ ছোট, ফল ঈষৎ হয় ।

নাম	উৎপত্তি স্থান	পরিচয়
মেড়ি সরিষা	মেদিনীপুর।	গাছ বড়।
মগলাই	মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা।	গাছ বড়।
পাহাড়ী	সিকিম।	কপি পাতার ছায় পাতা।
সাদা রাই	মেদিনীপুর।	সোজা, ৪ সারি বীজ।
তেড়া সরিষা	সাঁওতাল পরগণা।	৩টা উৰ্দ্ধমুখী, ৪ সারি বীজ।

ভাঙ্কার গ্রেন্ সাহেবের মতে বঙ্গদেশীয় সরিষাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) রাই সরিষা, *B. juncea*. (২) মধ্য বঙ্গদেশের শ্বেতী সরিষা। ইহার গাছগুলি বড় হয় এবং দেখিতে (Turnip) গাছের ন্যায়। (৩) টৌরী সরিষা (*B. Napus*), ইহার চাষ সমগ্র বঙ্গদেশে হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও চার প্রকার সরিষা আছে তাহাদের পার্থক্য বিশেষ না থাকায় এ স্থলে দেওয়া হইল না।

টৌরী সরিষা এবং ভারতীয় রেপ সরিষা বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে চাষ হইয়া থাকে। ইহা রাই সরিষার গাছ অপেক্ষা ছোট এবং ডাঁটার সহিত পাতা গুলুভাবে বাহির হয়। সরিষাগুলি রাই অপেক্ষা আকারে বড়, খোসা বেশী মন্থন নহে।

রাই সরিষা সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ডাঁটার সহিত গুলুবদ্ধ ভাবে থাকে না, ইহার দানা ধূসরবর্ণ ও দৈর্ঘ্য লাল, আকারে টৌরী অথবা বেপ সরিষা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

শ্বেতী সরিষা অথবা উড়িয়ার গন্ধাটৌরিয়া, বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহার ডাঁটার সহিত পাতা গুলুভাবে না থাকায় রাইসরিষা হইতে এবং উপবিভাগে গুলু গুলু অনেক ফুল হয় ও গাছগুলি বড় হয় বলিয়া টৌরী সরিষা হইতে ভিন্ন করা যাইতে পারে। বীজগুলি সাদা হয় এবং যে জাতীয় ধূসরবর্ণ হয় তাহা রাই সরিষা অপেক্ষা আকারে বড় এবং খোসা মন্থন বলিয়া টৌরী হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ফুল

বৈজ্ঞানিক শ্রেণী সরিষার ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে সার্বপ তৈল—সার্বপ তৈল কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চি: ৭ অ:)।

শুক্রত :—(১) উরুতন্তে সর্বপ—করকফলবীজ এবং সর্বপ গোমুদ্রযোগে পেষণপূর্বক উরুতন্তে প্রলেপ দিবে (চি: ৫ অ:)। (২) শ্লীপদে সর্বপ তৈল—শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তির জন্য সর্বপ তৈল পান করিবে (চি: ১২ অ:)।

হারীত :—(১) অপশ্মার উদ্যাদিরোগে খেত সর্বপ—ডহরকরকবীজ এবং খেতসরিষা ছাগীমূত্রে পেষণপূর্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা মধু যোগে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন করিলে অপশ্মারাদি ব্যাধির আক্রমণ নিবৃতি পায়। সন্নিপাতজ্বররোগীর সংজ্ঞাজননার্থও ইহার অঞ্জন প্রশস্ত (চিঃ ১২ অঃ)। (২) দন্তরোগে সর্বপ :—সর্বপচূর্ণ ও লবণ একত্র করিয়া দন্তমাড়ি ঘর্ষণ করিবে। ইহা দন্তমাড়ির ক্ষীতি ও রক্তস্রাব নিবারণ করিতে পারে (চিঃ ৪৫ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—সন্নিপাতজ্বরীর কর্ণমূলশোধে সর্বপ—শজিনার মূলত্বক এবং সরিষা জলের সহিত পেষণপূর্বক কর্ণমূলশোধে প্রলেপ দিলে শোধ নিবৃতি পায়।

বঙ্গসেন (১) বাতরক্তে খেত সরিষা—খেত সরিষার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবৃতি পায় (বাতরক্ত চিঃ)। (২) চর্মদলে রাইসরিষা—গুড় এবং সৈন্ধব লবণ সহ রাইসরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিয়া, বিড়ালের চর্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলে চর্মদল বিনাশ পায় (কুষ্ঠ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সরিষার পুষ্টি বাতের বেদনা এবং শরীরের কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয় হইলে সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে আরাম হয়। অল্প পরিমাণে সরিষার গুড়া ভক্ষণ করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। গোটা সরিষা খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণ করে, এই কারণে অল্পরোগে ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহার ব্যবহার হয় (Watt)।

খাঁটা সরিষার তৈল মাখিলে গলা বেদনা, রক্তসঞ্চয়, পুরাতন বাত আবেগ্য হয় (Surgeon D. Basu)। সরিষা তৈল পায়ে তলায় মাখিলে ও নালিকার মধ্যে প্রবেশ করাইলে এক রাত্রির মধ্যে সর্দির অল্প মতক ভাব ও সর্দি আরাম হয়। বালকদিগের বৃকে সর্দি বসিলে সরিষার তৈলে মাখ কলাই ফুটাইয়া বক্ষে মালিশ করিলে সর্দি সম্বর আরাম হয়। সাধারণ গলার ঘায়ে সরিষার তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় (Surgeon K.D. Ghose)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ইহার কম্ব জাতীয় মূল শরীরের প্রাণশক্তি (Vitamin) বৃদ্ধিকারক। হইতেই ইহার তৈল ব্যবহার করা হয়। জলের সহিত মিশাইয়া বাহ্য প্রলেপে প্রতিদাহজনক ক্রিয়া (Counter-irritant) সৃষ্টি করে। কর্পূর সহ মিশাইয়া প্রয়োগে পেশীগত বাত ফলদায়ক হয়। ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত বাতরোগে ইহার প্রলেপ হিতকর। বাত শ্লেষ্মা (bronchitis) রোগে এবং ভেবুজের বৃকে বা পিঠে বধাক্রমে উত্তর্জন করা হয়। হলুদের মত পিষিয়া লাগাইবার নাম উত্তর্জন। অগ্নিমান্দ্যরোগে ইন্দোচীনে ব্যবহৃত হয়। নিমটুগ্রে সরিষা-পত্রের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

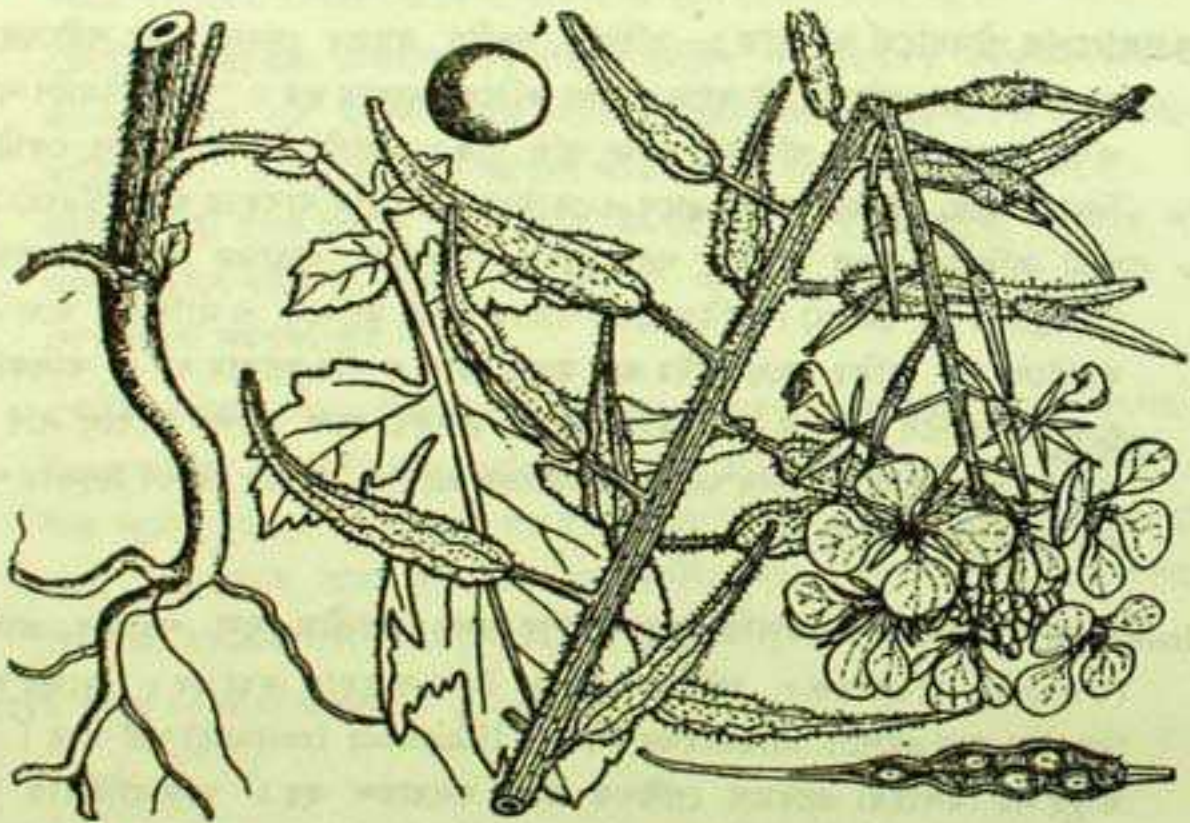
মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে সর্বপের গুণগত বিচার করিয়া জাতিভেদ করা হইয়াছে। একপ্রকার খেত সর্বপ (সিদ্ধার্থ), অল্পপ্রকার সাধারণ সর্বপ, আকারে কিছু বড় ও পিঙ্গলবর্ণ।

বীজ প্রলেপার্থ এবং পাতলাক পাচক গুণের প্রকাশক। তৈল বৃদ্ধি-কারী ও ভেজগুণের প্রকাশক। সমভাগ আটা মিশাইয়া প্রলেপ (Mustard plaster) জল সহ মিশাইয়া প্রলেপে ১০।১৫ মিনিটে শোথযুক্ত লাল হইলে দাহ হয়। অথবা ছোট পীড়কা হয়। তখন কর্পূর সহ মাখন মিশাইয়া প্রলেপে দাহের শাস্তি হয়। স্থানিক শোথ বা শূলে উপকারক।

বাতশ্লেষ্মজ্বর—(Influenza) পদতল গরম হলে ডুবাইয়া পরে সরিষার তৈল মর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বর বা সর্দির কিছু শাস্তি হয় এবং প্রতিজ্ঞায় রোগে নাসারন্ধ্র হইতে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গম্যে নাকের চারিদিকে সর্বপ তৈল মর্দন করিয়া নশ্র লইলে রোগের উপশম হয়। ফুসফুসের সঞ্চিতশ্লেষ্মা মর্দন ও অল্প বেদদ্বারা আংশিক নির্গত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 64 ; Shyme. Engl. Bot. i. t. 89.

Ref.—F. B. I. i. 156 ; B. P. i. 220 ; Roxb. F.I iii. 117 ; Prain, H. H. 172 ; H. S. 71.



31. *Brassica campestris* Linn. Var. Sarson. (শ্বেত সরিষা)

Genus—RAPHANUS Linn.

32. R. sativus Linn. (মুলা)

ভাষামুসারী নাম :—মূলক—সংস্কৃত ; মুলা—বাংলা ; মূলি, মুরোই—হিন্দি ; মুলা, মিষ্টি—নেপাল ; মূলি—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; মুলা, মুরো—বোম্বাই ; মালা, মুরা—গুজরাট ; মূলি-নখি—তামিল ; মূলদী—ভেলগু ; ফুগিল, বোকেন—আরব ; তারব—পারস্য ; মুলা—মহারাষ্ট্র ; মুরি—সিন্ধুদেশ ; তর-মির, মূলি, মুনতা—পাঞ্জাব ।

মূলকং নীলকণ্ঠক মুলাহরং দীর্ঘমূলকম্ ।

ভুষ্কারং কন্দমূলং স্যাদ্ধস্তিদস্তং সিতং তথা ॥

শঙ্খমূলং হরিৎপর্ণং রুচিরং দীর্ঘকন্দকম্ ।

কুঞ্জরক্ষারমূলক মূলসৈতে জয়োদশ ॥

মূলকং তীক্ষ্ণমূক্ষক কটুঞ্চং গ্রাহি দীপনম্ ।

দুর্নামি-গুণ-জয়োগ বাতঘ্নং রুচিদং গুরু ॥

অপিচ

আমং সংগ্রাহি রুচ্যং কক্ষপবনহরং পকমেতৎ কটুঞ্চং

ভুষ্কং প্রাগ্ভক্ষিতং চেৎ সপদি বিতম্বুতে পিত্তদাহাত্মকোপম্ ।

ভুষ্ক্যা সাধু স্তু জঙ্ঘং হিতকরবলকং বেষাবারেণ তচ্চেৎ

পকং জয়োগমূল-প্রশমনমুদিতং শূলরুক্ষং হারি মূলম্ ॥

অথ বালমূলকগুণাঃ

(বালমূলকম্) সোষ্ণং তীক্ষ্ণং চ তিক্তং মধুরকটুরসং মূত্রদোষাপহারি
খাসার্শঃ কাসগুণ-ক্ষয়নয়নরুজা-নাভিশূলাময়ত্মম্ ।

কণ্ঠ্যং বল্যং চ রুচ্যং মলবিকৃতিহরং মূলকং বালকং স্যাৎ

উষ্ণং জীর্ণং চ শোষ-প্রদমুদিতমিদং দাহপিত্তাজ্ঞদায়ি ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মূলক, নীলকণ্ঠ, মুলা, দীর্ঘমূলক, ভুষ্কার, কন্দমূল, হস্তিদন্ত, সিত, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক এবং কুঞ্জরক্ষারমূল—এই তেরটা নাম ।

গুণপর্যায় :—মূলক—তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, উষ্ণবীৰ্য, কটুরস, বিপাকে উষ্ণবীৰ্য, কোষ্ঠবদ্ধতাকারক অগ্রদীপক, অর্শ, গুল্ম, জয়োগ এবং বায়ুনাশক, রুচিকারক এবং গুরুপাক । কচি মুলা মলবদ্ধতাকারক, রুচিজনক, রক্ষন করিয়া খাইলে কফ ও বায়ুনাশক ; কটুরস, উষ্ণবীৰ্য । কাঁচা মুলা খালিগেটে খাইলে ক্রুত পিত্ত, দাহ এবং রক্তজ যোগ বিস্তার করে । কিন্তু ঘৃত সহ পাক করিয়া মোদকবৎ অগ্নের সহিত খাইলে, বিশেষতঃ স্থপিষ্ট করিয়া গুড় ও ঘৃত সহ মোদকের মত পাক করিয়া বেষাবার বাবহার করিলে

• কচিমুলা পিষিয়া গুড় ও ঘৃত সহ মোদকের মত পাক করিয়া পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ যোগে—বেষাবার প্রস্তুত হয় ।

হিতকর ও বলকারক হয়। পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ক্ষত্রোগ ও শূলরোগ দমন করে।

কচি মুলার বিশেষ গুণ বধা :—ইহা উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, তিক্ত-মধুর ও কটুরস, মূত্রদোষনাশক, বাস, অৰ্শ, কাস, গুল্ম, ক্ষয়, চক্ষুরোগ এবং নাভিশূলনাশক। ইহা কঠোরোগে হিতকর, বলকারক, কঠিকারক, মলবিকৃতি নাশক। পাকা মূলা উষ্ণবীৰ্য, শোধকারক, দাহ, পিত্ত, এবং রক্তগত রোগ সৃষ্টিকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়, এমন কি হিমাচল প্রদেশের ১৬ হাজার ফুট উচ্চেও চাষ হইয়া থাকে। হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ইহার পাতা লম্বা, কিনারা কাটা কাটা, পাতার মধ্যশিরা হইতে প্রান্তদেশ সমানভাবে উভয় দিকে বিস্তৃত। পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ অথবা বেগুনে। ফুল বড়, পীত অথবা শ্বেত বর্ণ। ইহার শুঁটী সরিষার জায় তবে সরিষা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে মোটা। ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অভ্যন্তরে দুই সারি অথবা এক সারি বীজ থাকে। বীজ সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু সরিষার জায় গোল নহে। ভাবপ্রকাশ মতে মূলা দুই প্রকার—লঘু মূলক ও নেপাল মূলক। গৃজনক নামক মূলকে গাজর বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, পুষ্প, বীজ ও মূল। মাত্রা শুষ্ক মুলার কাথ ৫-১০ তোলা। কাঁচা মুলার রস ২-৪ তোলা। পুষ্প চূর্ণ ১-৪ আনা।

বৈজ্ঞানিক মূলকের ব্যবহার।

চরক (১)—শুষ্কার্শে মূলক :—শুষ্ক মূলক জলে বা কাঁজিতে পেষণপূর্বক উষ্ণ করিবে—ইহা পোটলীবদ্ধ করিয়া তদ্বারা শুষ্কার্শে অর্থাৎ যে অর্শের বলি হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাতে স্বেদ দিবে (চি: ২ অ:)। (২) অর্শে শুষ্কমূলক—অর্শরোগীকে শুষ্কমূলকের যুগ্ম কিম্বা ছাগমাংসের যুগ্মের সহিত শুষ্কমূলক যুগ্ম মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে (চি: ২ অ:)। (৩) প্রবাহিকায় মূলক—আম পরিপক হইলেও বাহার কুশ্বন এবং বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অন্ন অন্ন বারংবার আম নির্গত হয় তাহাকে মূলকযুগ্মের সহিত পথ্য দিবে (চি: ১০ অ:)। (৪) গ্রন্থিবিসর্পে মূলক—শুষ্কমূলক জলের সহিত পেষণ করিবে। ইহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া এতদ্বারা গ্রন্থিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে (চি: ১১ অ:)। (৫) শোথে গৃজনক—গৃজনক নামক (গাজর নামে প্রচলিত মূলক বিশেষের নাম গৃজনক) মূলকবিশেষ শোণরোগীর পক্ষে শাকার্থ প্রশস্ত (চি: ১৭ অ:)। (৬) কফশোথে মূলক—কফজশোথরোগীর শোধযুক্ত অঙ্গে শুষ্ক মূলকের কাথ সেচন করিবে (চি: ১৭ অ:)। (৭) হিক্কাখাসে শুষ্কমূলক—শুষ্ক মূলকের যুগ্ম হিক্কাখাস নিবারণ করে (চি: ২১ অ:)। (৮) বাতজকাসে মূলক—বাতকাস রোগীর পক্ষে মূলক প্রশস্ত। (চি: ২২ অ:)।

সুশ্রুত :—কর্ণশূলে মূলক—মূলকের দৈর্ঘ্যক বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয় (উ: ২১ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) বাতকফায়ক জ্বরে মূলক :—বাতজ্বরে জ্বররোগীর পক্ষে কৃত্র মূলকের ব্যবহিতকর (অব—চি)। (২) সিন্ধে (চর্মরোগ বিশেষ) মূলক বীজ—অপামার্গের মূলের বসে মূলক বীজ পেয়ণপূর্বক সিন্ধে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয় (কৃষ্ণ—চি:)। (৩) শীতপিত্তে শুষ্কমূলকের যুগের সহিত অন্নাদি ভোজন করিতে বলিবে (শীতপিত্ত—চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—‘গাজরং গৃহনং প্রোক্তম্।’

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূলায় বীজ ও শাক মুদ্রকারক, রেচক ও অশ্মরী নিবারক। মুদ্রবস্ত্রের পীড়ায় ইহার সকল অংশই ব্যবহৃত হয়। এমন কি মূলা ব্যবহার করিলে অশ্মরী রোগ সারিয়া যায় (R. N. Khori, ii, 63)। গাজর মূলতুল্য গুণবিশিষ্ট, ইহার কাথ বিলম্বিত ক্ষতৃ কিম্বা রক্তোদ্যোথে ব্যবহৃত হয়। গাজরবীজ গর্ভস্রাবকারী বলিয়া অভিহিত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কচিমূলায় সবুজ পাতার রস—প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠতৃদ্ধিকারক।

বীজ—শ্লেষ্মানিঃসারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠতৃদ্ধিকারক ও বায়ুনাশক।

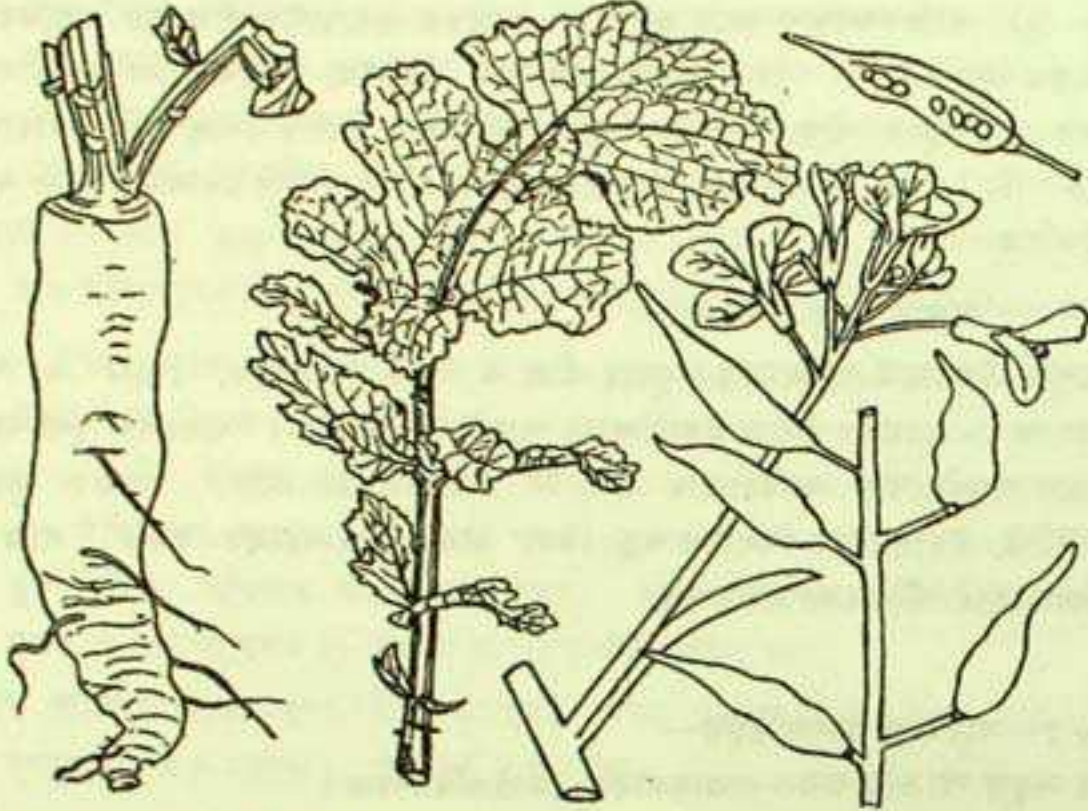
কন্দ—মূত্রাশয়ের পীড়া প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। অর্শোরোগে এবং অন্নপিত্তজন্য বেদনাতে হিতকর।

মন্তব্য :—‘চরক’ বাতরোগের চিকিৎসায় একাধিক ক্ষেত্রে মূলকের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন। হিকাখাসে চরক গৃহনক রস নস্ত্রার্থে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন।

‘ভাবপ্রকাশ’—গাজর ও গৃহন একই দ্রব্য বলিয়াছেন। অতএব গৃহনক ও গাজর যে একই জাতীয় মূলক সে সন্দেহে সন্দেহের ক্ষেত্র নাই। ‘দ্বন্দ্বতরীয় নিঘণ্টুতে’ মূলক, চানাখামূলক পিওমূল, গৃহন, গৃহর—এই পাঁচ প্রকার মূলক জাতীয় কন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর গৃহনক ও গাজর চরকের যুগ হইতে উর্দ্ধে অধরবেদের যুগ এবং সংহিতার যুগে আয়ুর্বেদীয় ভেষজ ও পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্বেদে মূলক ও গাজরের ব্যবহার খুব প্রাচীন, তবে গুণগত বৈশিষ্ট্য ভাবপ্রকাশ ও নিঘণ্টুতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন—‘গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি বক্তপিত্তার্শো গ্রহণী কফবাতজিৎ’। অর্থাৎ গাজর মধুর রস, তীক্ষ্ণগুণসম্পন্ন, তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্ন্যুদ্বীপক, লঘুশক্তি, কোষ্ঠবৃদ্ধতা আনে। অর্শ, বক্তপিত্ত, গ্রহণী ও কফবাত নাশ করে।

Fig.—Lam, Ill, t. 566 . Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 68,

Ref.—F. B. I, i, 166 ; B. P. i, 224 ; Roxb. F. L iii, 126 ; Watt vi, lb, 393 ; Prain, H. H. 173 ; H. S. 72.



32. *Raphanus sativus* Linn. (মূলা)

Genus—*LEPIDIUM* Linn.

33. *L. Sativum* Linn. (হালিম)

ভাষানুসারী নাম :—চন্দ্রশূর, চন্দ্রিকা—সংস্কৃত ; হালিম—বাংলা ; হালিম, চান্দুই—হিন্দি ; হালিম, হলু—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; শারগুতি, হালিম—পাঞ্জাব ; অসালি—বোম্বে ; অহলিড্—মহারাষ্ট্র ; অসালিও, হালিম—গুজরাট ; আলি-ভেরাই—তামিল ; আমেলি, আদিয়ালু—তেলেগু ; বেসাদ্—আরব ; টুবা-টিজা—পারস্য ।

চন্দ্রিকা চর্মহরী চ পশুমেহনকারিকা ।
নন্দিনী কারবী ভজা বাসপুষ্পা সুবাসরা ॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিকা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ।
অনুগ্ বাতগদধেধি বলপুষ্টিবিরুদ্ধনম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—চন্দ্রিকা, চর্মহরী, পদ্মেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাস্তপুশা ও
স্বাসরা—এই কয়টি নাম।

গুণপরিচয় :—চন্দ্রশূর-বলকারক, পুষ্টিজনক, হিকা, বাতশ্লেষ্মা ও অতিসাররোগে হিতকারক
এবং বাতরক্ত রোগে অহিতকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ও তিব্বত দেশে চাষ হয়, ২৪ পরগণা হুগলী, বাঁকুড়া মেদিনীপুর,
বীরভূম ও হাওড়ার স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গাছ গুল্মাকৃতি ও ঘনসন্নিবিষ্ট, পত্র বিকল্প, ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পুষ্পের বহিস্কৃত
ছোট : পাপড়ি ২-৪ কিংবা • ; পুংকেশর ৩, ৪ কিংবা • ; বীজকোষ ত্রিভুজাকৃতি,
লোমযুক্ত ; বহিস্কৃত নৌকাকৃতি। বীজ প্রত্যেক গহ্বরে একটি থাকে। বীজকোষ
বর্গুলাকার। পত্র পক্ষাকার, ২ ভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ যুগ্ধিকাসির মহৌষধ ও বিবেচক।
আরবদেশীয় লোকেরা ইহার বীজ গ্ৰীহাবোগ নিবারক বলিয়া নির্দেশ করে।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ—শ্বাসকাস, রক্তারবোগ এবং শ্লেষ্মাজন্ম রোগে হিতকর।

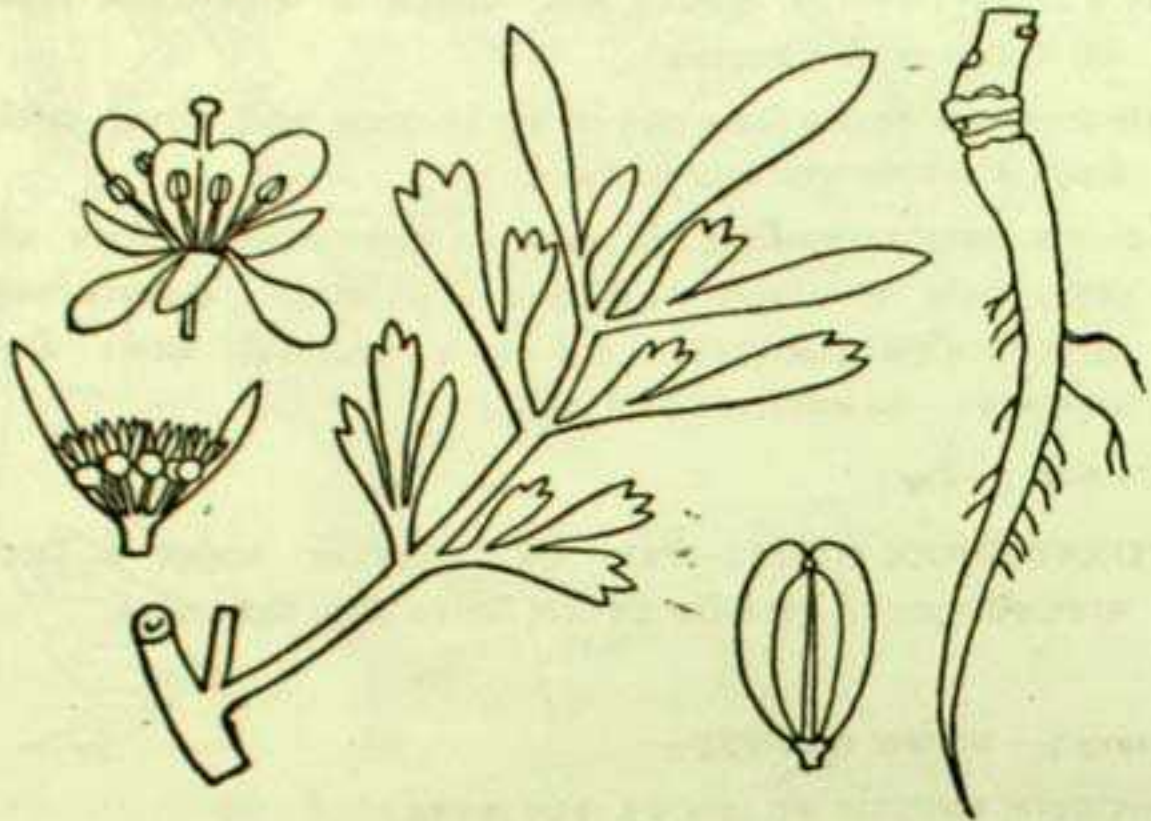
বীজ—তন্দ্রহৃৎকৃৎকারক এবং হৃৎসহ সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগে গর্ভপ্রাবকারক। বহুণা এবং আঘাত
জনিত প্রদাহে পুন্টিস্ রূপে ব্যবহার্য। বিবন্ধনাশক (aperient)

পাতা—রসায়ন, প্রস্রাবকারক এবং স্বাভিযোগে (পুষ্টির অভাবজনিত চর্মরোগে—Scorbutic
diseases) ফলপ্রদ।

মূল—পরস্পরাগত গর্মরোগে (secondary syphilis) এবং পেট কামড়ানিতে (tenesmus)
হিতকর।

মন্তব্য :—এই বনৌষধি আরব, পারস্ত, আলাবনিয়া, তিব্বত, সিরিয়া, গ্রীস, মিশর, আবিসিনিয়া
প্রভৃতি দেশে ঔষধরূপে দীর্ঘকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভাবপ্রকাশ
'চন্দ্রশূর'—ইহার নামকরণ করিয়াছেন। ইহার 'হালিম' নাম ভারতের বহু প্রদেশে
প্রচলিত। হেকিমি চিকিৎসকগণ—ইহার ব্যবহার বেশীরকম করেন। উদারময় এবং
রসায়ন ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। (Ainslie)। আমাশয় (dysentery)
এবং আমাশা জন্ম অতিসারে (dysentric diarrhoea) ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়।
শ্বাসকাস, শ্লেষ্মা এবং অর্শোরোগে ইহার ব্যবহার পাওয়াবে আছে। ইহার বীজ হইতে
সরিষার তৈলের মত তৈল প্রস্তুত হয়। বীজের মাত্রা :—১-২ ইঞ্চি ড্রাম। এই মাত্রা হইতে
কাথ করিয়া ব্যবহার করা চলে। ১-৩ আউন্স মাত্রায় দিনে ৩/৪ সেবা (Mooden
Sheriff)

Fig.—Wight III. ii, t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 67;
Ref.—F. B. I i, 159 ; B. P. i, 223 ; Dymock, Pharm. Ind. i, 120 ; Prain.
H. H. 173 ; H. S. 73.



33. *Lepidium sativum* Linn. (হালিম)

XI CAPPARIDEAE.

Genus—*CAPPARIS* Linn.

34. *C. sepiaria* Linn. (কাঁটা শুড়কামাই)

ভাষানুসারী নাম :—কাকাদনী, অহিংসা—সংস্কৃত ; কাঁটাশুড়কামাই, কালিগাছা—বাংলা ;
কটি-কণলি—উড়িয়া ; কষাব—গুজরাট ; মেলা-উপি—তেলেগু ; হিউন্-গব্বনা-হিউন্—
পাঠাব ।

কাকাদনী কাকপীলুঃ কাকশিখী-চ বস্ত্রলা ।
কাকাদনী বস্ত্রশল্যা দুর্মোহা বায়ুসাদনী ॥
কাককুণ্ডী কাকাদনী বায়ুসী কাকদন্তিকা ।
কাকদন্তীতি বিজ্ঞেয়ান্নিষেদ দশ-চাতিধাঃ ॥
কাকাদনী কটুকা চ তিক্তা দিব্যরসায়নী ।
বাতদোষহরা কচ্যা পলিতপ্তস্তিনীপরা ॥

রাজনিষেদুঃ । শুড় চ্যাদিবিধাঃ ॥

35. *C. horrida* Linn. (বাখনাই)

ভাষানুসারী নাম :—ইহারা—সংস্কৃত ; বাখনাই—বাংলা ; অরদন্দ—হিন্দী. সিকুদেশ : চিস্, কহুভিলা, হিউন্, গৰ্গা—পাঞ্জাব ; অসরিয়া—সাঁওতাল , ওসেবা—উড়িষ্যা , কাটালি-কই অদণ্ডা—তামিল ; অরুভণ্ড—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে ও গঙ্গানদীর পশ্চিম কিনারার জেলায় প্রায় দেখা যায় । চট্টগ্রাম, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে ।

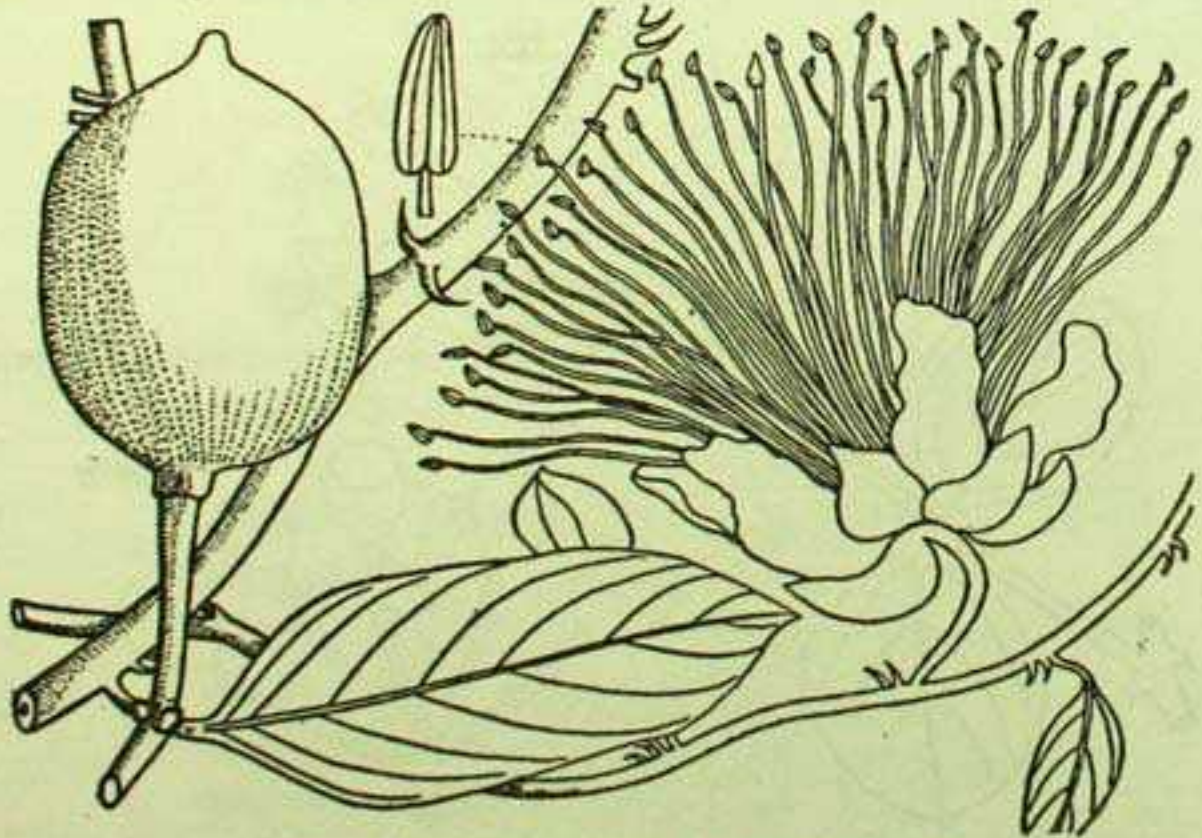
বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় বৃক্ষবোহী উদ্ভিদ । শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত । পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ লম্বা, মোটা ও মন্থণ, বোটা ছোট । ডাঁটার কাটা নিম্নদিকে বক্র । ফুল ১৫ ইঞ্চি, এক একটি কিছা ২।৩টি একত্র হয় । ফুলের বোটা ২-৩ ইঞ্চি, ফুল বড় ও খেতবর্ণ । পুংকেশর ফুলের পাপড়ি অপেক্ষা লম্বা । ফল ১৫ ইঞ্চি মোটা; প্রত্যেক ফলে অনেক বীজ হয় । ফুলের পাপড়ি খেতবর্ণ, পুংকেশর বক্রবর্ণ । গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও শিকড়ের ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পশ্চিম ভারতে ইহার পাতা ফোড়ায়, অর্শে এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে পুল্টিস্ দেয় (Atkinson) । মাত্রাজে ইহার পাতার কাথ উপদংশ রোগে (Syphilis) প্রয়োগ করে (Watt. ii. 132) । শিকড়ের ছাল শিথকর, পেটের ব্যথা নিবারক । ক্ষুধা বৃদ্ধিকর । ইহা ঘর্মনিবারক । ইহার পত্র ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক (Moodeen Sheriff) । ছোটনাগপুরের লোকেবা ইহার ছাল মদের সহিত দিয়া কলেরা রোগে প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell) ।

Fig.—Wight. Ic. Pl. Ind. Ori. i. t. 173 ; Talbot. For. Fl. Bombay.

Ref.—F.B.Li, 178 ; B.P.i, 226 ; Roxb.F.Lii, 567 ; Prain, H.H. 173 ; H.S. 74.



35. *Capparis horrida* Linn. (বাখনাই)

36. *C. zeylanica* Linn. (কালকেরা)

ভাষানুসারী নাম :—কালকেরা—বাংলা ; অউথুঙ-কই—তামিল ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, কর্ণাট ও মালবার প্রদেশে ; হগলী জেলার পশ্চিম অংশে এবং মেদিনীপুর জেলায় ।

বর্ণনা :—বহুশাখাবিশিষ্ট ও কাটাযুক্ত উদ্ভিদ । পত্র ১২-৩ ইঞ্চি লম্বা ; ২-১২ ইঞ্চি বিস্তৃত পাতার উপর দিক্ উজ্জ্বল । ফুল ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, যেতবর্ণ, এক একটি অথবা কখন একসঙ্গে ২-৩টি হয় । ফুলের নীচের পাপড়ি পীতাম্ব, পরে রক্তিমাত্ত হয় । গর্ভাশয় লম্বা, ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও মন্থন । ফলের বীজ চক্কাকারে স্থাপিত । পাতা আকৃতিতে অনেকটা কদম পাতার ন্যায় । গ্রীষ্মকালে ফুল এবং বর্ষায় ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরের শান্তিকর ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

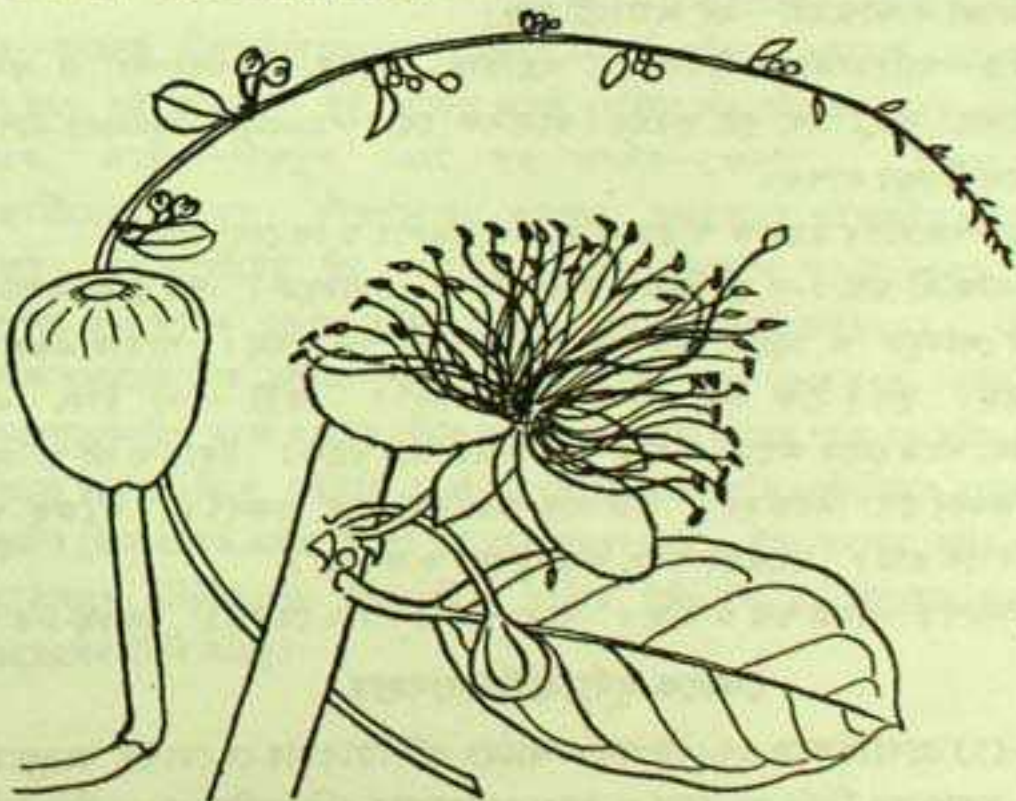
মূলের ছাল—প্রিডগুণ প্রকাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, শোধনাশক, তিক্তরস, পিত্ত-নিঃসারক । কলেরা রোগে পিত্ত নিঃসারকের কাজে সহায়তা করে ।

পত্র :—প্রদাহস্থানে অন্তরূপ প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া (Counter-irritant) কার্যকরী হয় ।

এই কারণে ফোঁড়া, ফুলা এবং অর্শোরোগে পুল্টিস্ হিসাবে ব্যবহারে উপকার দর্শে ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t, 74 ; Talb. For. Fl. Bombay i, 54.

Ref.—F.B.I. i, 174 ; B.P. i, 226 ; Roxb. F.I. ii, 566, Prain. H.H. 173 ; H.S. 74 ; Dymock. i, 136,



36. *Capparis zeylanica* Linn. (কালকেরা)

Genus—CLEOME Linn.

37. C. viscosa Linn. (ছড়ছড়িয়া)

ভাষানুসারী নাম :—সূর্য্যাবর্ত, আদিত্যভক্তা—সংস্কৃত ; ছড়ছড়িয়া—বাংলা ; বনশলুতে কানফুটি, ছড়ছড়—হিন্দী ; ছড়ছড়িয়া, হল্লল, কানফুটি—বোম্বে ; নহি—কুন্দঘু, নাইভেলা—তামিল ; কুখাআভালু, কুকাভমিন্টু—তেলেগু ।

আদিত্যভক্তা বরদাহর্কভক্তা সূর্যচলা সূর্য্যালতাহর্ককান্তা ।
মণ্ডুকপর্ণী সুরসম্ববা চ সৌরিঃ সুরভেজোহর্কহিতা বরীষ্টা ॥
মণ্ডুকী সপ্তনাম্নী সান্দেবী মার্ত্তণ্ডবল্লভা ।
বিক্রান্তা ভাক্বরেষ্টা চ ভবেদষ্টাদশাহবয়া ॥
আদিত্যভক্তা শিশিরা সতিক্তা কটুস্তথোগ্রা কফহারিণী চ ।
হৃদ্যোষকণ্ড্রণকুষ্ঠভূত-গ্রহোগ্রণীতজ্বরনাশিনী চ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

মামপরিায় :—আদিত্যভক্তা, বরদা, অর্কভক্তা, সূর্যচলা, সূর্য্যালতা, অর্ককান্তা, মণ্ডুকপর্ণী, সুরসম্ববা, সৌরি, সুরভেজা, অর্কহিতা, বরীষ্টা, মণ্ডুকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্ত্তণ্ডবল্লভা, বিক্রান্তা ও ভাক্বরেষ্টা—এই আঠারটি নাম ।

গুণপরিায় :—আদিত্যভক্তা—শীতবর্ষ্য, অল্পতিক্ত, কটুরস, উগ্রগুণসম্পন্ন ও কফনাশক, চর্মদোষ, কণ্ড্র, ত্রণ, কুষ্ঠ, কৃতগ্রহ (মানসিক রোগ=mental disease) নাশক এবং প্রবল শীতল্যর নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের মাঠে ও পতিত জমিতে ও স্থবকীর তুল্পে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গুল্ম, ১-৩ ফুট উচ্চ, কাণ্ড নরম । লোমযুক্ত । পত্র কুন্তের সমান অথবা ক্ষুদ্র লোমযুক্ত ও চট্টচটে, প্রত্যেক ডাঁটায় ৩টি পত্র আছে । পাতায় একপ্রকার গন্ধ আছে । ফুল ২ ইঞ্চি লম্বা, শীতবর্ণ ও বেতবর্ণ । শুঁটী ২-৩ ইঞ্চি, একেবারে সরল, গায়ে লোম আছে । বীজ ক্ষুদ্র শুঁটীর মধ্যে থাকে । ইহার ডাঁটা ভাঙিলে ঈষৎ রক্তিমবর্ণ রস নির্গত হয় । বীজ গাঢ় পীত কিংবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ । বীজের খাদ প্রায় সরিষার স্থায় । বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গুল্ম ও বীজ । মাত্রা—পত্ররস ১-২ তোলা । মূলকঙ্ক-১-৪ আনা ।

বৈজ্ঞানিক সূর্য্যাবর্তের ব্যবহার ।

চরক :—(১) প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্তনাক—আমের পরিণতাবস্থায় যে রোগীর বহুকুশনে পিচ্ছিল ও অগ্নায় মল নির্গত হয় তাহাকে ছড়ছড়ের শুকনাক দধি, দাড়িম রস ও তিল তৈল যোগে

সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে (চি: ১০ অ:)। (২) শোথে শাকার্ব সূর্যাবর্ত—
হুড়হুড়ে শাক শোথরোগীর শাকার্ব প্রশস্ত (চি: ১৭ অ:)। (৩) বাত-পিত্তাশ্মগত শ্বাসে
সূর্যাবর্ত—হুড়হুড়ের রসে দুগ্ধ, গব্যদুগ্ধ এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া,
শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। ইহা বাতপিত্তাশ্মগত শ্বাসরোগে হিতকর
(চি: ২১ অ:)।

চক্রদন্ত :—কর্ণশুলে সূর্যাবর্ত—হুড়হুড়ের পাতার রসে মধু, তিল তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত
করিয়া বিন্দু বিন্দু কর্ণাত্মকরূপে প্রদান করিলে কানকটকটানি নিবৃত্তি পায় (কর্ণরোগ-চি:)।

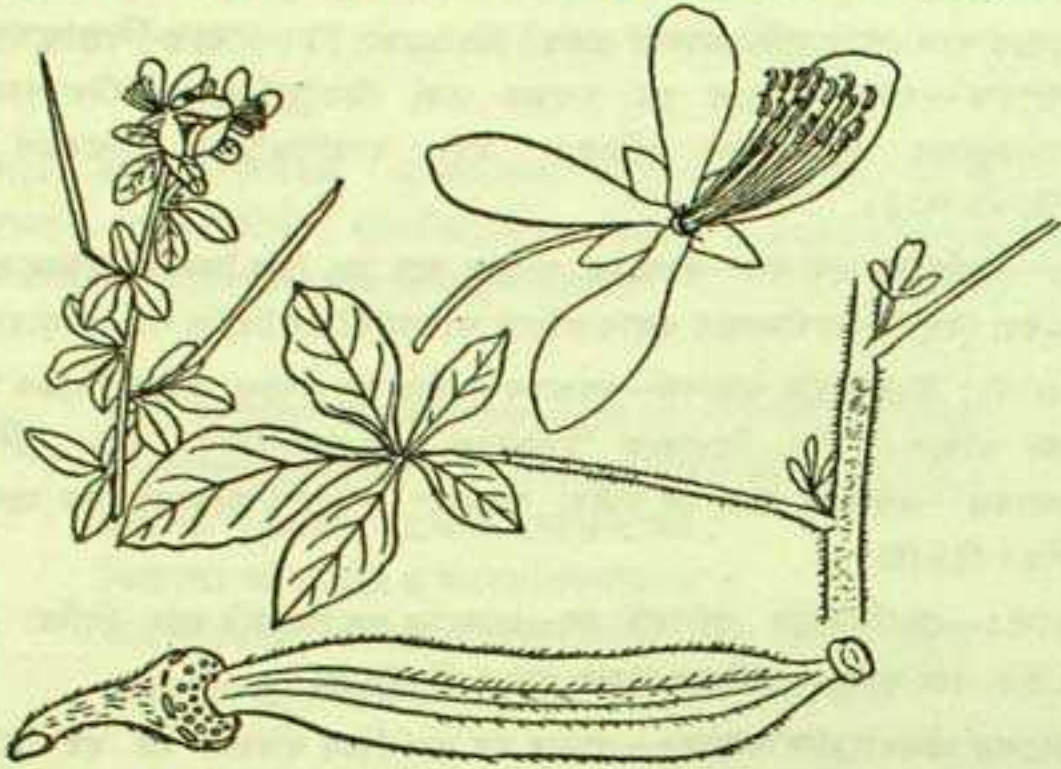
বজ্রসেন :—(১) উরোগ্রাহে সূর্যাবর্ত—হুড়হুড়ের পাতার রস ঈষদ্রুক্ষ করিয়া কিকিৎ হিঙ্গুযোগে
পান করিবে। ইহা উরোগ্রাহে হিতকারক (উরোগ্রাহ-চি:)। (২) বৃশ্চিকবিশেষে
সূর্যাবর্ত—হুড়হুড়ের পাতা রস্‌ড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকামড়ানির যত্না নিবৃত্তি
পায় (বিষ-চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—ঘোনিদাহে সূর্যাবর্ত মূল—হুড়হুড়ের মূল চেলোনি জলে পিষিয়া চেলোনির
সহিত পান করিলে ঘোনিদাহ নিবৃত্তি পায় (জ্বীরোগ-চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস কর্ণে দিলে বধিরতা নষ্ট হয় (Rheede)।
ইহার রস তৈলের সহিত পাক করিয়া কানে দিলে কানের পূজ্ঞ আরাম হয়
(Nadkarni)। হুড়হুড়ে পাতার প্রলেপ দিলে প্রলিণ্ড স্থান লালবর্ণ হয় এবং ফোঁড়া
উঠে (Dymock)। শিশুর পেট ঠাণ্ডা ও অতিসারে ও জিমি নির্গত করিবার জন্য
ইহার বীজ সেবা। ইহার বীজের কাথ কীটর ও দুর্ব্যারোগ্য ক্ষতের পক্ষে হিতকর।

মন্তব্য :—সুশ্রুত বীরতর্কাদিগণে ও বাতসংশমনবর্ণে বসির (সূর্যাবর্ত) পাঠ করিয়াছেন।
হুড়হুড়ে দুই জাতীয়। দুই জাতীয় গাছই দেখিতে অনেকটা একপ্রকার এবং দুর্গন্ধযুক্ত।
এক জাতীয়—নীতপুষ্প এবং অন্য জাতীয়—বেতপুষ্প। তন্মধ্যে বেতপুষ্প
জাতীয়ের দুর্গন্ধ কম। নীতপুষ্প অন্ন লোমশ। বাংলাদেশে দুইজাতীয় হুড়হুড়েই পাওয়া
যায়। দুই জাতীয়ের গুণ একপ্রকার। তবে নীতপুষ্প জাতীয় হুড়হুড়ে অধিক গুণ-
সম্পন্ন এবং অধিক ফলপ্রসূ বলিয়া Watt মহোদয় মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি ঠাঁহার
এক হুড়হুড়ের বীজ কৌচো-জিমি নির্গত করার জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন।
বালকদের পক্ষে মাত্রা ৩ রতি হইতে দুই আনা। পূর্ববয়স্কের পক্ষে ১৫ রতি হইতে তিন
আনা মাত্রায় দিনে দুইবার সেবা। দুইদিন উপর্যুপরি এই নিয়মে ব্যবহার করিয়া
তৃতীয় দিনে প্রাতে এরও তৈলের বিবেচন লওয়া বিধি। ইহা বসায়ন, দ্রুত, মীহা এবং
গর্মিরোগে (Syphilis) উপকারী। পাতার রস জল না মিশাইয়া কানের মধ্যে
প্রয়োগের বিধি আছে।

Ref.—F.B.I. i, 170 ; B. P. i, 225; Roxb. F.I. iii, 128; Watt, ii, pt. 21, 370.



37. *Cleome Viscosa* Linn. (হাড়হাড়িয়া)

Genus—CR TA EVA Linn.

38. *C. religiosa* Forst. (বরুণ বৃক্ষ)

ভাষানুসারী নাম :—বরুণ, অশ্বরীষ—সংস্কৃত ; বরুণ, তিক্তশাক—বাংলা ; বরুণা, বরুণ, বিলাসি, বিলা, বিলিয়ানা—হিন্দি ; কুম্ভা, কদম্ব—বোধে ; মরলিঙ্গম, মরুভিঙ্গিল—মহাভল—তামিল ; উসিয়া, উসিকি—তেলেগু ।

বরুণঃ শ্বেতপুষ্পাচ্চ তিক্তশাকঃ কুমারকঃ ।

শ্বেতক্রমঃ সামুদ্রিকঃ তমালো মারুতাপহঃ ॥

বরুণঃ কটুরক্ষাচ্চ রক্তদোষহরঃ পরঃ ।

শীর্ণবাতহরঃ স্নিগ্ধো দীপ্যো বিদ্রবীবাতজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভঙ্গাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—বরুণ, খেতপুস্প, তিক্তশাক, কুমারক, খেতফল, সাধুবৃক্ষ, তমাল, মারিতাপহ,—
এইগুলি ইহার নাম।

গুণপরিচয় :—বরুণ—কটু, রস, উষ্ণবীৰ্য, রক্তদোষনাশক, শীর্ণবায়ুনাশক, শিথিলগুণসম্পন্ন
অগ্নীপক, বিদ্রুহি এবং বায়ুরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—মালাবার, কানাড়া (কর্ণাট), বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা।

বর্ণনা :—ছাল, ধূসরবর্ণ, স্বাদ তিক্ত। পত্র ৩-৬ ভাগে বিভক্ত। বিভক্ত পত্র লম্বা, বর্ষাকৃতি,
মসৃণ, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজ, নিম্নভাগের রং ফিকে; পত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি
বিস্তৃত। পাতা রগড়াইলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়। স্বাদ তিক্ত ও কির কির করে।
ফুল বেগুনে রং এর ২-৩ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি। বীজ অনেক
থাকে। আকৃতিতে ইহার পত্র বিষ পত্রের মত ত্রিপত্র বিশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ছাল।

বৈজ্ঞানিক বরুণের ব্যবহার।

চরক :—অর্শে বরুণপত্র—রোগী অর্শের বেদনায় পীড়িত হইলে তাহাকে তিলতৈল
মাখাইয়া বরুণপত্রের কাথে অবগাহন করাইবে (চি: ২ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) বিষসংস্রষ্ট অজ্ঞানদোষে বরুণত্বক—বিষহৃষ্ট অজ্ঞান ব্যবহার করিলে অজ্ঞান
জন্মিতে পারে। ইহার প্রতীকারার্থ বরুণত্বকের রস দ্বারা কঙ্কাল প্রস্তুত করিয়া অজ্ঞান
দিবে (ক: ১ অ:)। (২) পুতনাপ্রতিষেধার্থ (পুণ্ড্র পাণ্ডুরা) বরুণত্বক—
পুতনাগ্রহাভিভূত শিশুকে ঈষৎ বরুণত্বকের কাথে স্নান করাইবে (উ: ৩২ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অশ্মরীরোগে বরুণত্বক :—বরুণত্বকের কাথে বরুণমূলত্বকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া
পান করাইবে (অশ্মরীচি:)। ইহা সঞ্চিত অশ্মরীর (পাথুরীর) ভেদক এবং অশ্মরীসঞ্চয়
নিবারক। (২) গণ্ডমালায় বরুণমূলত্বক—বরুণমূলত্বকের কাথ, প্রচুর মধুসহ
একবারমাত্র পান করিলেই বহুকালের গণ্ডমালা অচিরে প্রশমিত হয় (গণ্ডমাল চি:)।
(৩) বিদ্রুহিরোগে বরুণমূলত্বক—খেতপুস্পের মূল এবং বরুণমূলের ত্বক সমভাগে
লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ পান করিলে অপক বিদ্রুহি জ্বর করা
যায় (বিদ্রুহি চি:)। শরীরাত্মকরে যে কোন স্থানে জ্বাত ফোড়াকে বিদ্রুহি বলে।
লিভার গ্র্যাব্‌সেসও একপ্রকার বিদ্রুহি। (৪) বান্ধে বরুণত্বক :—ছাগী ছুড়ে উত্তম
রূপে পিষ্ট বরুণত্বকের প্রলেপ দিলে বান্ধ (মেচেতা) বিনষ্ট হয় (ক্ষুদ্ররোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—বাতজবেদনায় বরুণত্বক—ধাত্যানে (কাঞ্জিভেদ) সজ্জিনা ও বরুণছাল
পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে বায়ুজন্য বেদনা অবশ্য প্রশমিত হয় (ম: খ: ২ ভা:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাথে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, পিত্তনিবারক ও মূত্রবৃদ্ধির
পীড়া নিবারক। ছালের কাথ শুড়ের সহিত ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ গোম্বর
(Tribulus terrestris) ও আদার কাথে দ্বন্দ্বের ও মধু প্রয়োগে পানীয় কাথ
প্রস্তুত হয়। বরুণ ছালের গুড়া পাকবস্ত্র, মূত্রবৃদ্ধি ও গর্ভাশয়ের রোগ নিবারক (চক্রদত্ত)।
ইহার পাতা পায়ের তলা ছালা ও ফুলা নিবারণ করে। পাতার রস বাতবেদনা,

নিবারণ করে। মাত্রা ১০ আনা—১ তোলা ঘূতের সহিত ব্যবহার্য। ছাল ও পাতা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে বাধিয়া সেক (foment) দিলে বাত আরাম হয়। বকুণের ছাল হইতে বকুণাচ ঘূত ও বকুণাচ তৈল প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপর্যায় :—

ত্বক—শৈত্যগুণসম্পন্ন, অগ্নীপীপক, বিবক্কাশক, প্রস্রাবকারক, ক্ষয়, রসায়ন এবং অশ্মরী রোগে হিতকর এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় হিতকর। সর্পদংশন ক্ষত বিধে ব্যবহৃত হয়।

টাট্কা পাতা ও মূলের ছাল :—চর্ম লাল প্রদাহ সৃষ্টি করিয়া পর্বে ফোঁসা উৎপন্ন করে।

মস্তব্য :—চরক ক্রিমরীচ চিকিৎসায় বা মধ্যম মার্গরোগে (mesodermic diseases) অর্থাৎ বন্তি, কৃমি জ্বরে প্রভৃতি রোগ চিকিৎসায় বকুণের উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথক ব্যবহার দেখা যায় না।

শুশ্রূতসংহিতা, বাগ্ভট (অষ্টাঙ্গ হৃদয় ও মূলগ্রন্থ) সংহিতায় অশ্মরী রোগে ও বিব্রন্ধিতে (হৃষ্ট ব্রণ) বকুণাদিগণের ব্যবহার করিয়াছেন।

বৃন্দকৃত (সিদ্ধযোগ) গ্রন্থ এবং চরক সম্বন্ধী ও বিব্রন্ধিতে বকুণের ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রাম্য ব্যবহারে গবাদি পশুর ক্ষতে ক্রিমি জ্বলে বকুণ পাতার ব্যবহারে ক্রিমি নাশ করে। ইহা গ্রাম্য 'মাষ্টারভ' বলিয়া ডাকার মূদেন শেরিফ বলেন—বিদেশী মাষ্টার্ড (mustard) চূর্ণ অপেক্ষা ইহার পাতা অধিক গুণসম্পন্ন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে তাজা পাতা বাড়িয়া প্রলেপে ফোঁসা সারিয়া যায়। প্রাচীন কবিরাঙ্গণ বকুণের কাথ প্রয়োগ করিবার পূর্বে জিহ্বায় ঘূত প্রলিপ্ত করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, iii, t. 42 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t., 71.

Ref.—F. B. I, i, 172 ; B. P. i, 227 ; Roxb. F. I. ii, 571 ; Prain, H. H. 274 ; H. S. 75 ; Watt. Vol. II. Pt. II, 583.



38. *Crataeva religiosa* Forst. (বকুণ বৃক্ষ)

Genus – GYNANDROPSIS DC.

39. *G. pentaphylla* DC. (শ্বেত ছড়ছড়িয়া)

ভাষানুসারী নাম :—ব্রহ্মবর্ষলা—সংস্কৃত ; শাদা ছড়ছড়িয়া—বাংলা ; তাইতেল, তেলাই—
তামিল ; হসহল—হিন্দি ; ভামিন্টা, ভেলাকুয়া—তেলেগু।

ব্রহ্মবর্ষলা তিক্তা কষায়োক্ষা সরা রক্ষা লঘুঃ কটুঃ।

নিহন্তি কফপিত্তাশ্র-খাসকাসাকৃচিহ্নান্।

বিশ্ফোটকুষ্ঠমেহাত্র-যোনিরুদ্ধ-ক্রিমিপাত্তাঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। শুভ্রচ্যামিবর্ণঃ।

নামপরিচয় :—ব্রহ্মবর্ষলা।

গুণপরিচয় :—ইহা তিক্ত কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য, সারক, ক্ষক, লঘুলাক, বিপাকে কটুরস। কফ
রক্তপিত্ত, খাস, কাস, অকৃচি এবং ছুর নাশক। বিশ্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, ব্রহ্মবর্ষ, ক্রিমি ও
পাতুবোগ প্রশমক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে প্রচুর দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেন, হুগলী ও
২৪ পরগণা।

বর্ণনা :—পত্র হস্তাকুলিবৎ বিভক্ত। একটি পত্রদণ্ডে ৫টি পত্র থাকে। ছল শাদা, কিংবা ঈষৎ
লাল বা বেগুনে। পুংপুষ্প লম্বা ও বেগুনে। ফল ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে দুইটি ঘর
আছে। বীজের বং কৃষ্ণবর্ণ। হরিত্রাবর্ণের ছড়ছড়িয়ার জায় ইহা সচরাচর দেখা যায়
না। বর্ষা শেষ হইলে শরৎকালের প্রারম্ভে পতিত জমিতে ও তৃণময় উর্বরা ভূমিতে ক.
বাগানের ধারে ২-১ টি গাছ দেখা যায়। বর্তমান জেলার অন্তর্গত পাল্লারোড ঠেশের
নিকটে অনেক শ্বেত ছড়ছড়িয়া দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলেই ইহা প্রায় দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গুল্ম ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস খাইবার চামচের ১ চামচ দিলে
বিকারের রোগীর খেঁচুনি কমিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের লোকে ইহার পাতা কাটিয়া
ফোড়ায় দেয়, ইহাতে ফোড়ায় পুঁজ হইতে পারে না, ফোড়া বসিয়া যায়। পাতা ছেঁচিয়া
শরীরের কোনস্থানে দিলে ফোড়া হয় (Voigt)। এই গাছের অপরাপর গুণ ছড়ছড়ির
জায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল ও ছালের কাথ—ছুরে ব্যবহার্য

পাতা—বাত্রে প্রলেপে প্রদাহজনক হয় এবং ফোঁড়া পড়ে।

পাতার রস—কর্ণ বেদনায় উপকারী।

বীজ—ক্রিমিনাশক, প্রলেপে প্রদাহজনক।

গাছ—কাঁকড়া বিছার বিষ ও সর্প বিষে উপকারী।

Fig.—Rheede. Hort. Mal. ix, t, 34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 70 B.

Ref.—F. B. I. i, 171; B. P. i, 225; Roxb. F. I. iii, 126; Watt, ii, pt. ii, 370; Prain, H. H. 173; H. S. 73.



39. *Gynandropsis pentaphylla* DC. (খেত ছড়হড়িয়া)

XII. VIOLACEAE.

Genus—IONIDIUM Vent.

40. *I. suffruticosum*. Ging. (শুন্‌বোড়া)

ভাষান্তরী নাম :—চায়াটা—সংস্কৃত ; শুন্‌বোড়া—বাংলা ; রতন-পুরুষ—হিন্দি ; ওরিলাইট-টমরই, ওরিলয়া মায়া—তামিল ; পুরুষ-রত্ন, নীল-কোবরি, স্বর্ধাকান্তি—তেলেগু ; বীর-স্বর্ধামুখী—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—ভারতের বৃন্দেলখণ্ড ; বঙ্গদেশের সর্বত্র তৃণময় ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পত্র ভাঁটায় ছোড়া ছোড়া হয়, কখন কখন একটির পর আর একটি হয়। ফুল গোলাকার, লালবর্ণ কিংবা বেগুনে। ফুলের পাপড়ি ৫টি। গর্ভকেশর দীর্ঘ বক্র। ফলে ৩টি ঘর বা পৰদা আছে। বীজ বড়লাফায়।

ব্যবহার্য অংশঃ—শিকড়, পত্র ও কাণ্ড।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—বালকদিগের শাঙ্খস্রের পীড়ায় সীতালেরা ইহার শিকড় ব্যবহার করে (Campbell)। ইহার কাণ্ড বায়ু, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, মেহরোগ নিবারক এবং মূত্রস্রের দোষনাশক (Mooden Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

গাছ—রসায়ন, প্রসারকারক।

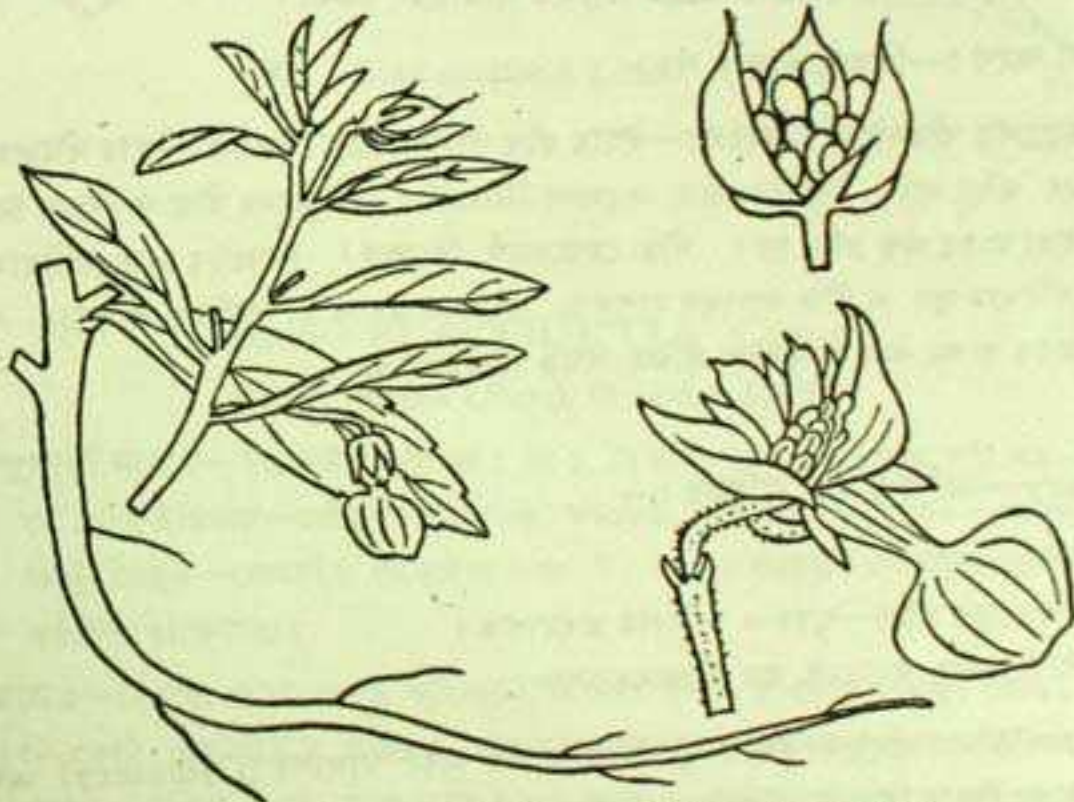
পাতা ও কচি ডগা—শিথল কর।

মূল—বালকদিগের পেটের পীড়ায় উপকারী।

ফল—কাকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্যঃ—Anislie মহোদয়ের মতে ইহা দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত বনৌষধি—সংস্কৃত নাম 'চাবাটি'।* শরীর শিথলকারক ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার বেশী। গণোরিয়া বা দূষিত-প্রমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্র পিষিয়া তিলতৈল সহ মিশাইয়া মাথায় বাহ প্রলেপ (liniment) মস্তিষ্কের শিথলতা আনে। মূলের কাণ্ড প্রমেহ রোগে দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও অঞ্চলে প্রচলিত।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind Med, Pl. t. 8; Wight. III. Ind. Bot. i t. 19; Wight, Pl. Ind. Orient. i. t. 380;
Ref.—F.B.I. i. 185; B.P. i., 228; Prain, H. H., 174; H. S. 77.



40. *Ionidium suffruticosum* Ging. (হুনবোড়া)

*বাগ্‌ভটের উত্তরতন্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ও ৩৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। চক্রদত্তের উগ্গাদ রোগে মহাপৈশাচদ্বয়ে ইহার ব্যবহার বলা হইয়াছে।

XIII. BIXINEAE.

Genus—BIXA Linn.

41. B. orellana Linn. (লট্‌কন্)

ভাষানুসারী নাম :—লট্‌কন্, লট্‌খন—বাংলা ; লট্‌কন্—হিন্দী : কিস্বি, কেস্বি, কেশ্বি—
বোখাই ; জাক্‌বা ছেট্টু—ভেলেণ্ড ; জাক্‌ব-নরম্—তামিল ।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান আমেরিকা । বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, কখন কখন জঙ্গলে
জন্মে ।

বর্ণনা :—ইহা আমেরিকা দেশীয় উদ্ভিদ ; ব্রেজিলে বহু পরিমাণে জন্মে । পাতার শিরাগুলি
বক্র । পাতার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার কম, দেখিতে লম্বা পাতার ছায়া । ফুল শ্বেতবর্ণ
ও লালবর্ণ । ফুলের গাপড়ি ৫টি, বহুসংখ্যক পুংকেশর আছে । গর্ভাশয় একপত্রদা
বা ঘর বিশিষ্ট । গর্ভকেশর লম্বা ও বক্র । ফলের গবুদা দুটি ; বীজ অনেক আছে ।
ফল দেখিতে নাট্য বা কিল্লকের মত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে । লট্‌কন গাছ দ্বিবিধ,
একটির ফুল গাঢ় লালবর্ণ, অপরটি সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, বীজ ও পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাষ কামলাযোগে হিতকর । ইহার বীজের গায়ে
যে গুঁড়া থাকে, ইহা উত্তেজক ও ভেদক (Roxb) । লট্‌কনের বীজ ও শিকড় উত্তেজক
ইহা রংএর জন্ত চাষ হয় । বীজ মেহরোগে হিতকর । শিকড়ের ছাল, অবিরাম জ্বর,
সবিরাম জ্বর ও বীজ কাম্পজ্বর নাশক । লট্‌কনে কাপড় রং করিয়া ব্যবহার করিলে
মশক দংশন করে না বলিয়া কথিত আছে (Dymock) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—কষায়রস, বিরেচক ।

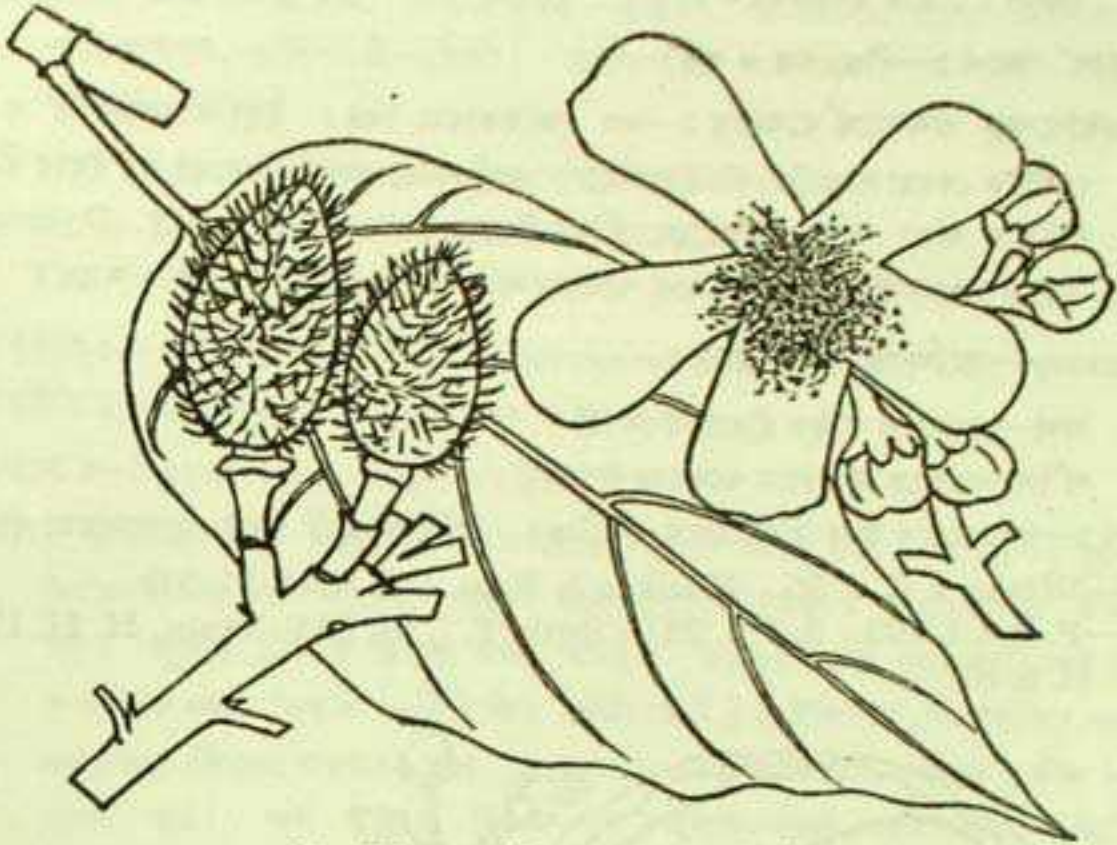
শিকড়ের ছাল—জ্বর ও অবিরাম জ্বরনাশক ।

বীজ—জ্বর, কষায়রস, জ্বর ও প্রমেহনাশক ।

মন্তব্য :—Watt মহোদয় ইহার মূত্র বিরেচক গুণ এবং আমাশয় (Dysentery) এবং মূত্র
যন্ত্রের পীড়ায় হিতকর বলিয়াছেন । ইহা কষায়রস ও জ্বর (Linlay) ।

Fig.—Rumph. Herb. Amb. ii. 19 ; Bot. Mag. xxxv. t. 1456 ; Kirtikar
& Basu, Ind. Med. Pl. t. 83.

Ref.—F. B. I. i. 190 ; B. P. i, 230 ; Roxb. F. I. ii, 581 ; Watt. Pt. ii, 454.



41. *Bixa orellana* Linn. (টলটকন্)

Genus—FLACOURTIA Comm.

42. *F. indica* (Burn. f) Merr. (বৈঁচ)

ভাষানুসারী নাম :—স্বাহকটক—সংস্কৃত ; বৈঁচ, বৈঁইচি—বাংলা ; কটোর, কটি, বজ—হিন্দি ; বোঁচ, বঁইচিগাছ—গোড় ; নক-নবেণ্ড, কহুবেণ্ড, পদ্ম-কনক—তেলেগু ; ভেকল, পহব, তষট, কৈকুন—বোঘাই ; হলমাইকা—কর্ণাট ; বণচুড়ি—উৎকল ; কুকোয়া—পাঞ্জাব ; কঠাই—দাক্ষিণাত্য ।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, হগলী, হাওড়ার সাধারণ জঙ্গল ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ । পত্র নরম, আত্মরাসী ও ফেত্ররাসী মাসে পাতা পড়িয়া যায় । এপ্রিল ও মে মাসে নতুন পাতা জন্মে । মার্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল মে মাসে ফল হয় । এই গাছ বনজঙ্গলে প্রচুর দেখা যায় । বকল ঈষৎ খেত ও ধূসর বর্ণ । গাছে লম্বা ও ছোট কাটা জন্মে । পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় কিছু কম ; ত্রিভুজাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, শিরাগুলি ডাঁটা হইতে দুইদিকে বিস্তৃত, পাতার কিনারা কবাতের দাঁতের

ফুল ছোট। ফল গোলাকার, বাস ২ ইঞ্চি। ফল লাল কিংবা পাংশুবর্ণ, পাকিলে
কৃষ্ণবর্ণ। বীজ ৪-৬টি থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল হৃদয়কারক, মিষ্ট। ইহা কামলাবোগী ও স্নীহা
রোগীকে দেওয়া যায় (U. C. Dutta.)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রসবের পর ইহার বীজ ও
হরিতার গুঁড়া একত্র বাটিয়া বাতের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Dymock)।
ইহার বহুল বাটিয়া গায়ে মাখিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

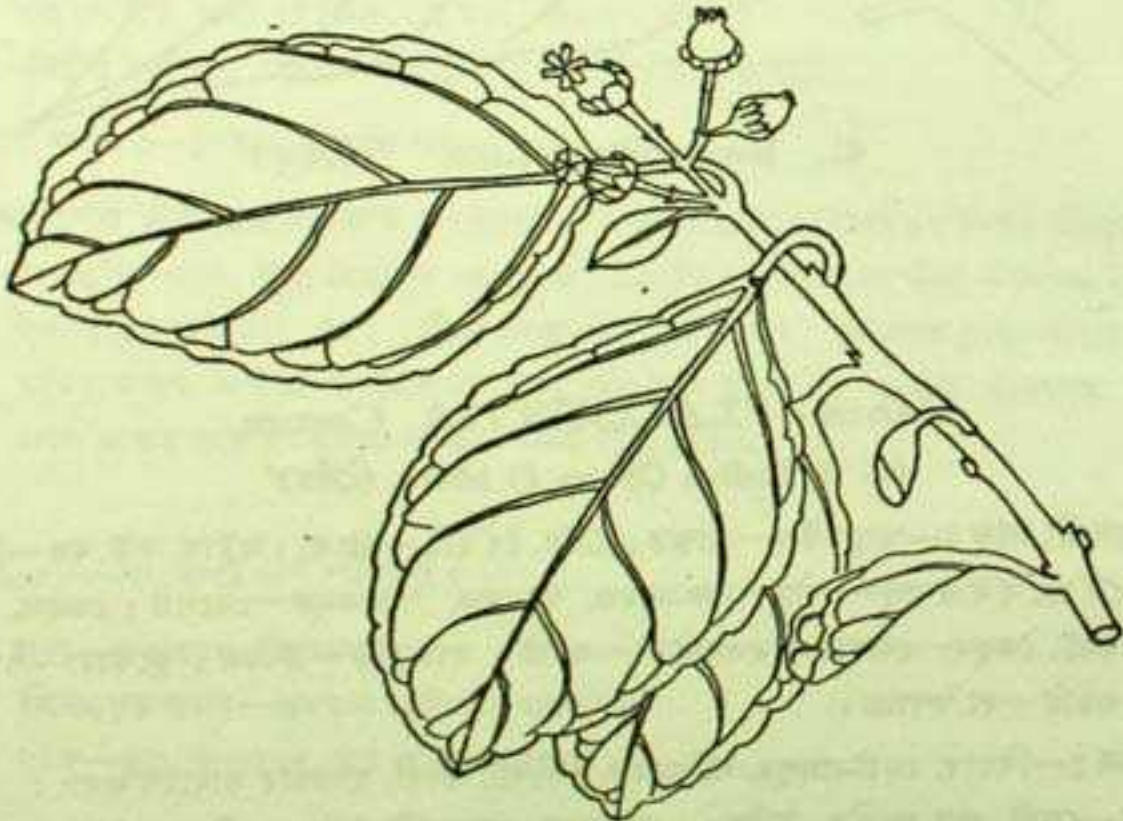
ফল—কমলা ও বর্ধিত স্নীহায় উপকারী।

শাসি—অস্ত্রান্ত্র উপাদানে কলেরায় উপকারী।

মন্তব্য :—বাংলাদেশে ইহা 'বুঁজ' নামে পরিচিত। পাকিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খায়।

Fig.—Wight. I. C. t. 85 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. 84b.

Ref.—F. B. I. i. 193 ; B. P. i. 231 ; Roxb. F. I. iii, 835 ; Prain, H. H. 174 ;
H. S. 83.



42. *Flacourtia indica* (Burn. f.) Merr. (১৪৫)

43. *F. jangomas* (Lour) Raeusch. (পানিমালা)

ভাষানুসারী নাম :—তালিশ, প্রাচীনামলক—সংস্কৃত ; পানিমালা, তালিশপত্রী—বাংলা ; পানিআমলক, তালিশপত্রী—হিন্দী ; তালিশপত্রী—তামিল ; তালিশপত্রী—তেলেগু ; জাবন্ব—আরব ।

প্রাচীনামলকং লোকেপানিআমলকং শ্রুতম্ ।

প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়শ্চিরযাতি চ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । আত্মানিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—প্রাচীনামলককে লোকে পানিআমলক বলিয়া বর্ণনা করে ।

গুণপরিচয় :—প্রাচীনামলক—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরহর ।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম ।

বর্ণনা :—মাত্রারি উদ্ভিদ । বোটানিক গার্ডেনে যে গাছটি আছে উহা প্রায় ১৫-১৬ ফুট উচ্চ । কাণ্ডে অসংখ্য কীটা আছে । গাছের ছাল ধূসর বর্ণ, মসৃণ ; গাছে বিস্তর ডালপালা হয় । গুড়ির নিকটস্থ ডালে কীটা আছে । উপরের ডালে প্রায় কীটা নাই । পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃতি ১-১½ ইঞ্চি । বোটা ছোট ঠু-ই ইঞ্চি লম্বা, ত্রিভুজাকৃতি । অগ্রভাগ লম্বা সূচ, কিনারা কবাতের দ্বারা ; সবুজবর্ণ । ফল ফুলের দ্বারা বেগুনে ; বীজ ৮-১২টি দেখা যায় । ফল থাইতে মিষ্ট । ফুল জুলাই-আগষ্ট মাসে ও ফল অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে হয় ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, ডাল, ছাল ও ফল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল পিত্তদমনকারী ও তেজ নিবাহক (Dymock) । ইহার পত্র উদরাময় নিবারণে ব্যবহৃত হয় (Watt) । শুষ্কপত্র হাঁপানী, ক্ষয়রোগ ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয় । ইহার টাইকা পত্রের রস এবং কচি শাখার অগ্রভাগ বালকদিগের জ্বরে বিশেষ হিতকর । (মাত্রা শুষ্কজলের সহিত ৫-১০ ফোটা) বঙ্গদেশে প্রায়বেগ পর বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় । ইহার ছালের রস স্বরক্ত রোগে হিতকর (Nadkarni) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—পিত্ত বিকৃতি ও যকৃতের বেদনায় উপকারী ।

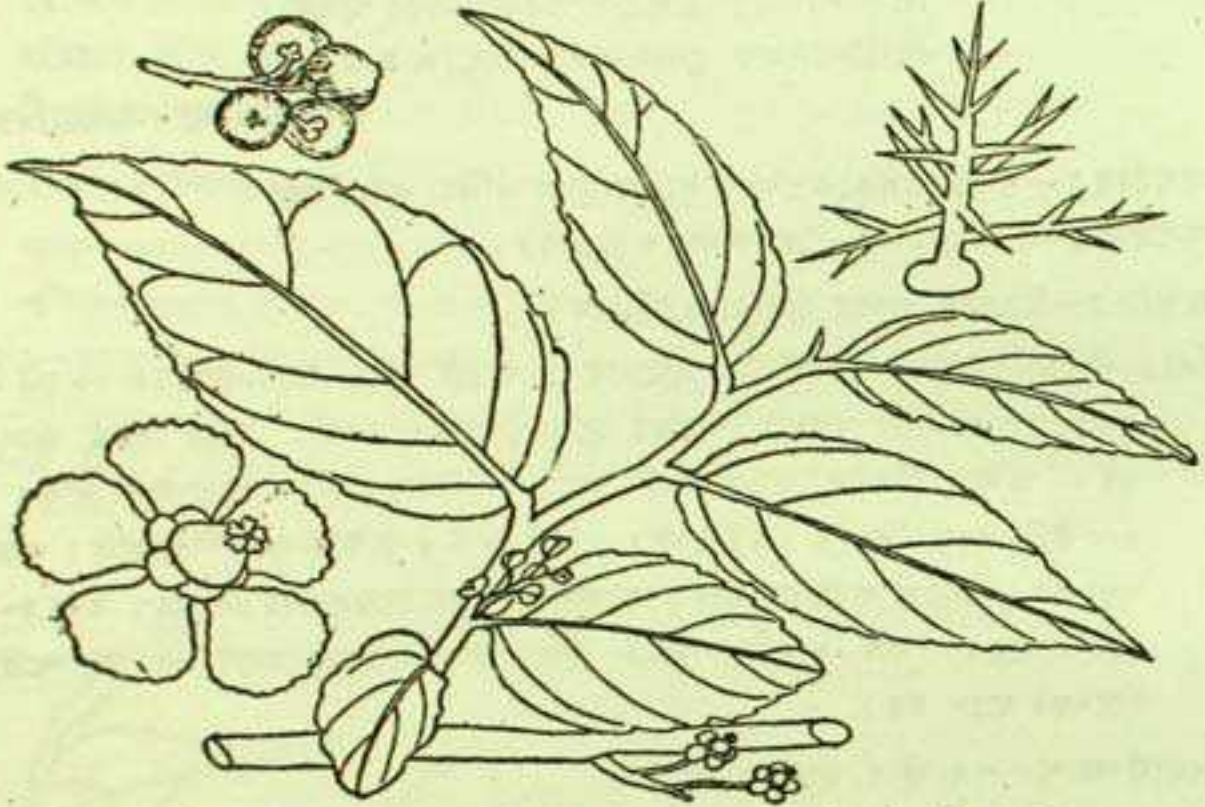
পাতা—অতিসার নাশক, ঘর্মকারক ।

ছালের কাথ—পিত্ত বিকৃতিতে উপকারী ।

মন্তব্য :—বাংলাদেশে আয়ুর্বেদে এই তালিশপত্র ব্যবহৃত হয় না । উহা এই পুস্তকের 564নং বনৌষধিতে উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই । তবে নিষট্টকার ইহা অজীর্ণনাশক, বিবক্রিয়ানাশক, জীর্ণকারক এবং পিপাসানাশক বলিয়াছেন । ইহা ত্রিদোষনাশক হইলেও প্রধানতঃ বায়ুপিত্ত প্রশমন করে । ইউনানি মতে ইহার পত্র ও বৃক্ষরস ঈষৎ অম্লবান । অতিসারে, অর্শরোগে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতার,

দস্তমাজী হইতে রক্তস্রাবে, দাঁতের ঘষণায়, অজীর্ণ রোগে এবং অতিসার রোধের পক্ষে উপকারী। ইহার ছালের কাথ স্বরভেদে প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফল পিত্তজ্বরিকারে ফলদায়ক বলিয়া Dymock বর্ণনা করিয়াছেন (Watt)।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. pl. t. 84 a ; Rheede, Hort. Mal. v.t. 38.
Ref.—F. B. I. i. 193, B. P. i. 231 ; Roxb. F. I. iii, 834 ; Prain, H. H. 172



43. *Flacourtia jangomas* (Lour) Raeusch. (পানিরাঙ্গা)

44. *F. sepiaria* Roxb. (বৈচ)

ভাষানুসারী নাম :—বিকঙ্কত—সংস্কৃত ; বৈচ—বাংলা ; কন্দাই—হিন্দি ; তখট্ট—এটোনা—
বোখাই ; কজম্, কালুবেণ্ড—ভেলগু ; বৈচ—মধ্যপ্রদেশ ; খটাই, শেরওয়ানী—পান্জাব।
বিকঙ্কতো ব্যাঘ্রপাদো গ্রন্থিলঃ স্বাত্তুকণ্টকঃ ।
কণ্ঠপাদো বহুকলো গোপঘোণ্টো অ্রবক্রমঃ ॥
মুহুকলো দন্তকার্ঠো যজ্ঞায়ো অ্রজপাদপঃ ।
পিণ্ডরোহিণকঃ পুতঃ কিঙ্কিনী চ ত্রিপঞ্চধা ॥
বিকঙ্কতোহন্নমধুরঃ পাকেহতিমধুরো লঘুঃ ।
দীপনঃ কামলাশ্রয়ঃ পাচনঃ পিত্তনাশনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শ্রোতদ্রোণিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বিকঙ্কত, ব্যাঘ্রপাদ, গ্রন্থিল, স্বাত্তুকণ্টক, কণ্ঠপাদ, বহুকল, গোপঘোণ্টা, অ্রবক্রম,
মুহুকল, দন্তকার্ঠ, যজ্ঞায়, অ্রজপাদপ, পিণ্ডরোহিণক, পুত এবং কিঙ্কিনী—এই পনেরোটি
নাম।

গুণপৰ্যায় :—বিককত—অন্নমধুর রস, পাকিলে অতি মধুর রস, লঘুপাক, অগ্ন্যুদীপক পাচক।

কামনা নাশক এবং রক্তবোধক, পাচক ও পিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ব বাংলায় সচরাচর জন্মে। হৃন্দরবনে প্রচুর জন্মে।

বর্ণনা :—ছোট কাঁটায়ুক্ত গুল্ম। ছাল দৈবৎ পীতবর্ণ ও লাল। কাঁঠ ফিকে লাল ও শক্ত। কাণ্ড হইতে অনেক শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। ডালে লম্বা লম্বা ধারাল কাঁটা আছে। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বোটার দিকে সরু। পাতার কিনারা কবাতের দাঁতের দ্বায়। ফুল পীতাক, খুব নরম, একত্র কিম্বা একটু পৃথক পৃথক থাকে। পুষ্পগুচ্ছ পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পের বহিভাগ স্থূল। ফল মটরের দ্বায়, একটু লম্বাকৃতি গোল, ৩ ইঞ্চি, মসৃণ, বেগুনে, পাকিলে অন্নমধুর। প্রায় কাঁটার গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ও শিকড়ের কাঁটা রস সর্পবিষের প্রতিবেধক। ছাল তিল তৈল যোগে মালিশ করিলে বাত আশ্রাম হয় (Wight & Rheede)।

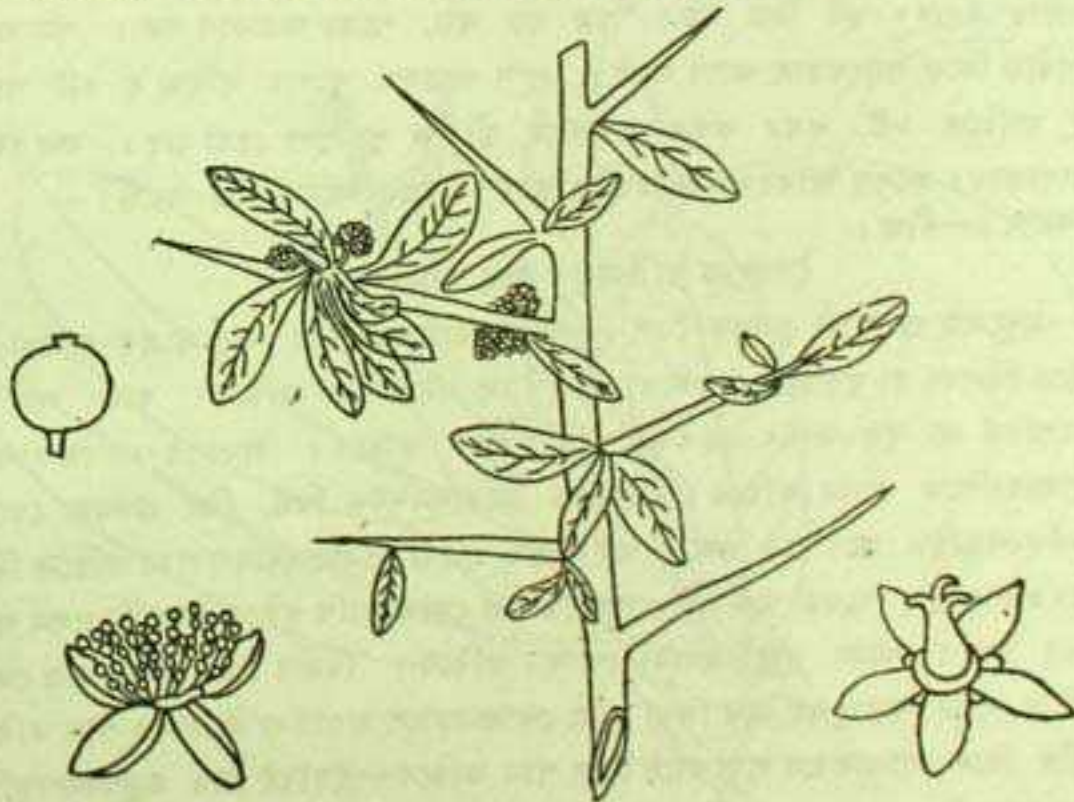
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—পত্র ও মূলের স্বরস—সর্প বধে উপকারী।

ত্বক্—তিল তৈল সহ উত্তমরূপে মিশাইয়া বাতে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—এটিও বাংলাদেশে “বুঁজ” জাতীয় গাছ। বাংলায় বৈজ্ঞানিক বৃন্দের মধ্যে বৈচের বীজের প্রলেপের ব্যবহার দেখা যায়। গরম জল সহ বীজ বাটিয়া সাময়িক মুচ্কে যাওয়ার আঘাতে ব্যবহার করা হয়।

বৈচের পাতার সিদ্ধ জলে দাঁতের মাড়ির ফুলা কমায়; এবং দূষিত পুঁজ জমিতে থাকিলে ঐ জলের ফুলকুচি করার জন্য প্রয়োগ করা হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. V. t. 39; Talb. For Fl. Bombay. i, t. 78.
Ref.—F.B.I. i, 194; B. P. i. 231; Roxb. F.I. iii. 835.



44. *Flacourtia sepiaria* Roxb. (বৈচ)

Genus—TARACTOGENOS King.

45. T. Kurzii king. (চাউলমুগ্গা)

ভাষানুসারী নাম :—চাউলমুগ্গা—বাংলা ; চাউলমুগ্গা, কালাওবিন্—হিন্দি ; মেম্‌টম্—আসাম । টক-পাক—বর্মা ।

বৃক্ষাস্তবরকা যে তু পশ্চিমার্ঘব-ভুমিসু ।
বীচিভরঙ্গবিক্ষেপ মারুতোভূত-পল্লবাঃ ।
তেষাং ফলানি গৃহীয়াৎ সুপকাচ্ছদাগমে ॥
মর্জ্জানঃ তেভ্যোহপি সংস্কৃত্য শোষণিত্বা বিচূর্ণ্য চ ।
তিলবৎ পীড়য়েৎ ভ্রাপ্যং আবয়েদ্বা-কুস্থস্তবৎ ॥
... ..
মহাবীৰ্য্যাস্তবরকঃ কুষ্ঠমেহাপহঃ পরঃ ।

(সুশ্রুতঃ । চিকিৎসাস্থান—১৩ অঃ) ।

বাংলা অনুবাদ :—পশ্চিম সমুদ্রের তটভূমিতে (মালাবার অঞ্চলে) ভুবরক বৃক্ষের পল্লব সর্বদা বায়ুর দ্বারা দোহলামান হয় । বর্ষাকালের অষ্টে কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করিয়া তাহা শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তিলের মত তৈল বাহির করিয়া ব্যবহার্য, কিংবা কুস্থস্ত ফলের দ্বারা ব্যবহার্য । (প্রদীপের তৈলরূপেও ব্যবহৃত হয় ।)

গুণপর্যায় :—ইহা বীৰ্যবান রসায়ন এবং কুষ্ঠ ও মেহরোগ বিনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

জন্মস্থান :—ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, লুসাইপাহাড়, বর্মা, মান্দালয়, পেঙ, মারওই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, পূর্ববঙ্গ ।

বর্ণনা :—গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয় । পত্র বড় বড়, পত্রের অগ্রভাগ সরু । পত্র ডালের বিপরীত দিকে সমান্তরাল ভাবে জন্মে । পুষ্প গুচ্ছবৎ, পুষ্পের বহির্ভাগ ৪টি পাপড়ি, দুই সারিতে ৮টি, কখন কখন একগাছে স্ত্রী ও পুং পুষ্প দেখা যায় । ফল বড় ও গোলাকার । ফলের আবরণ শক্ত কাষ্ঠের দ্বারা । মধ্যে অনেক বীজ আছে ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ।

বৈজ্ঞানিক চাউলমুগ্গার ব্যবহার ।

সুশ্রুত :—মধুমেহ ও কুষ্ঠে ভুবরক তৈল :—সুপক চাউলমুগ্গার ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তিলবৎ বা কুস্থস্তবৎ (মানকাডনা) তৈল নিষ্কাশিত করিবে । যাবৎ জলীয়াংশ নিঃশেষিত না হয় তাবৎ এই তৈল অগ্নিতে পাক করিবে । অতঃপর একপক্ষকাল শুষ্ক গোময়রাশিতে স্থাপন করিবে । পক্ষান্তে উত্তোলনপূর্বক স্নিগ্ধ, স্থির হৃতমল বোগীকে চতুর্ভক্তাস্তবিত রূপে শুভ দিবসে এই তৈল যোগ্য মাত্রায় যথাবল পান করিতে দিবে । চতুর্ভক্তাস্তবিত শব্দের অর্থ এই—পক্ষান্তে শুষ্ক গোময়রাশি হইতে তৈল উত্তোলন করিয়া প্রথম দিবসে প্রাতঃ সায়াং যথাবৎ ভোজন করিবে । দ্বিতীয় দিনে প্রাতে মাত্র ভোজন করিবে, সায়াং অমুক্ত থাকিবে কিংবা সায়াং ভোজনকালে ফলস্র ও উফোদক পান করিবে । তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে লঘুকোষ্ঠে তৈল পান করিবে—ইহাৱই নাম চতুর্ভক্তাস্তবিত । সায়াংকালে ঈষৎস্নেহ ও লবণাশ্রিত দীতস যথাগু পান করিবে । পাঁচ দিন এইরূপে তৈল

পান করিবে। এক পক্ষকাল মুগের ফুঁবের সহিত অন্নভোজন করিবে এবং ক্রোধানি পরিহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর স্বরভঙ্গ, চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গ বিশীর্ণ ও ক্রিমিভক্ষিত, তাহাকে চাউলমুগ্‌রার তৈলের ত্রিগুণ খদির কাষ্ঠের কাথযোগে চাউলমুগ্‌রার তৈল পাক করিয়া এই তৈল যোগ্যমাত্রায় এক মাস পান ও গাত্রে মর্দন করিবার ব্যবস্থা দিবে। কিম্বা চাউলমুগ্‌রার তৈল ঘৃত ও মধু যোগে খদির কাষ্ঠের কাথের সহিত পান করিতে দিবে। তৈল সেবন কালে পক্ষিমাংস যুষপান করিতে দিবে। চাউলমুগ্‌রার তৈলের নশ্ত রসায়ন। চাউলমুগ্‌রার ফলমজ্জাও একই গুণবিশিষ্ট (চি: ১৩ অ:)।

বাগ্‌ভট—কুষ্ঠে চাউলমুগ্‌রার মজ্জা—রসায়নবিধিতে অর্থাৎ মাত্রার ত্রাসবুদ্ধি ক্রমে চাউলমুগ্‌রার ফলমজ্জা সেবনে কুষ্ঠ প্রশমিত হয় (চি: ১২ অ:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। এই তৈল পাঁচড়া ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার তৈলকে প্রকৃত চাউলমুগ্‌রার তৈল বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। (American Journ. Pharmacy, pp. 473, 483, 1915)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার্য। Dr. Jones ক্ষয়কাশ, গালগলাফুলা রোগে ৬ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে তিনবার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। কুষ্ঠ ও চর্মরোগে ইহা সংশোধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৬ গ্রেণ—দিবসে তিনবার সেবা। (Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—বীজ হইতে চাউলমুগ্‌রার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা কুষ্ঠরোগে এবং বহুপ্রকার চর্মরোগে ব্যবহার্য।

Fig.—Agric. Ledger, xii, t, 73; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 88.
Ref.—B.P. i, 232; Agric. Ledger, xii, 73; Journ. Asiat. Soc, Bengal, Vol. lix. 121.



45. Taractogenos Kurzii King. (চাউলমুগ্‌রার)

Genus—GYNOCARDIA R. Br.

46. *G. odorata* R. Br. (চাউলমুগ্‌রা)

ভাষাভাস্যসারী নাম :—চাউলমুগ্‌রা—বাংলা ; চালমুগ্‌রা, ছলমুগ্‌রা—হিন্দি ; কাছ — নেপাল ; তুফু—লেপ্‌চা ; চাউলমুগ্‌রা—বোম্বে ।

জন্মস্থান :—সিকিম, বাসিয়াপাহাড়, চট্টগ্রাম ।

বর্ণনা :—মধ্যমাকার উদ্ভিদ । ডাল ঈষৎ অবনত । ছাল ঠে ইকি পুরু, ধূসর বর্ণ, কাঠ শক্ত ও পীতবর্ণ । কাঠের মধ্যভাগ বেতবর্ণ । পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু অথবা কতকটা বর্শা ফলকের জায় । বোটা ক্ষুদ্র ; বড় পাতা ৬-১০ ইকি লম্বা এবং ১-৪ ইকি বিস্তৃত । পুষ্পের মনোরম গন্ধ আছে, দেখিতে পীতবর্ণ, ফুল কখন কখন এক একটি অথবা একসঙ্গে অনেকগুলি ডালের গাত্র হইতে বাহির হয়, ব্যাস ১-২ ইকি । স্ত্রীপুষ্প বড়, পুষ্পের বহির্ভাগ বাটির জায়, পাপড়ি ৫টি । ফলবড় ও মোটা মোটা ডালে জন্মে । গোলাকার, ব্যাস ৩-৫ ইকি, শক্ত ও পুরু । বীজ ১ ইকি লম্বা ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুষ্ঠ, বাত ও পাঁচড়ায় ইহার তৈলের ব্যবহার হয় । ইউরোপে ইহার তৈল হইতে Gynocardic acid এবং তৈল প্রস্তুত করে । ইহা চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt) । ইহা সর্দি নিঃসারক এবং ব্যবহারে সর্দি উঠিয়া যায় (Dr. W. Murrel) ।

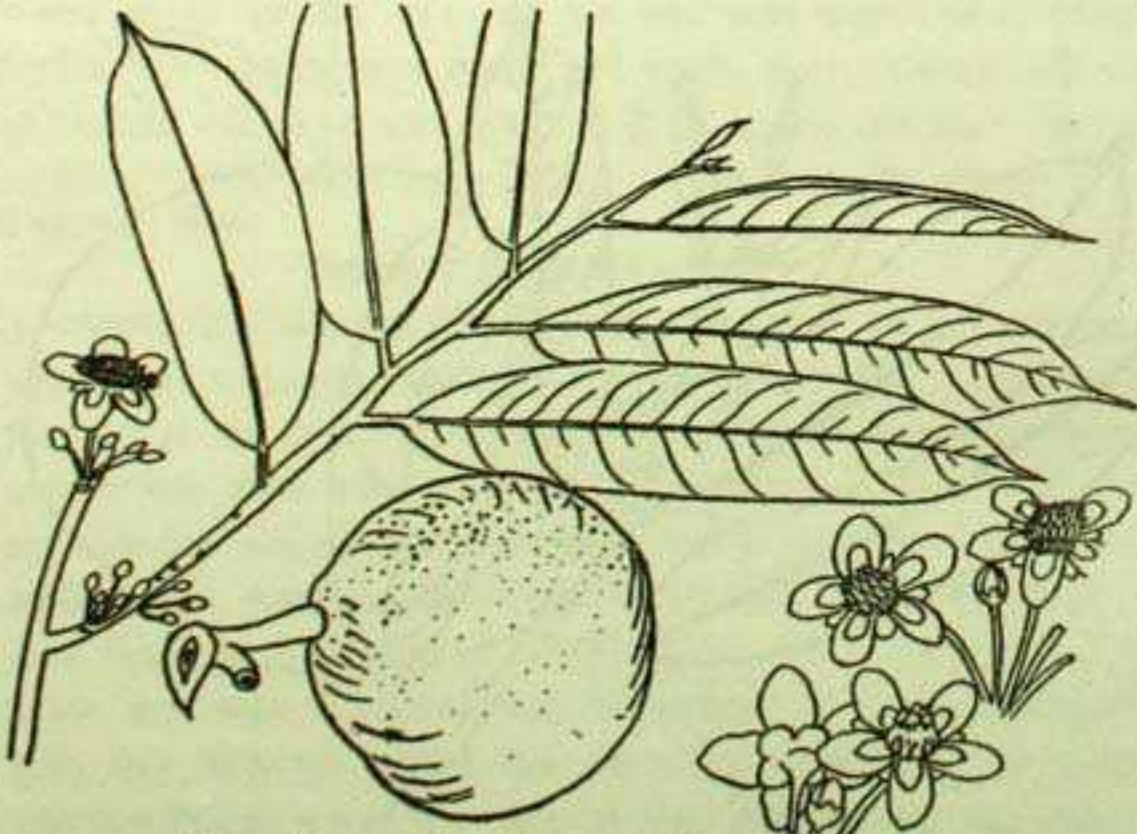
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজের তৈল—কুষ্ঠ এবং অন্যান্য চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় ।

ফল—মংগের পক্ষে বিধিক্রিয়া জনক ।

Fig.—Bentl & Trim ; Med. Pl. i t. 28 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 86 ; Watt, IV, Pt. I. 192.

Ref.—F. B. I. i. 195 ; E.D. Ca. 761 ; Pflanzenfam. iii. vi. A. 22 (1893).



46. *Gynocardia odorata* R. Br. (চাউলমুগ্‌রা)

Genus—HYDNOCARPUS Gaertn.

47. *H. laurifolia* (Dennst) Sleumco (চাউল মুগ্গা, প্রকৃত)

ভাষানুসারী নাম :—কুষ্ঠবৈরী—সংস্কৃত; চাউলমুগ্গা—বাংলা; চাউলমুগ্গা—হিন্দি; নিরেদি—ভিটলু—তেলেগু; নিরাদিথুট, মব্ভেটি—তামিল; মুকুল—সিদ্ধম, কোটি, কাভা, কেউটি—বোম্বাই; কোটি, কেহ কো—কেভট্—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ বঙ্গ হইতে সমুদ্র তীরবর্তী পার্বত্য প্রদেশ, সিংহল দ্বীপ।

বর্ণনা :—উচ্চবৃক্ষ, প্রশাখাগুলি পাংশুবর্ণ ও কোমল। পত্র ৪-২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি, বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, চামড়ার স্থায় শক্ত। কিনারা করাতের স্থায় দাঁতবিশিষ্ট। কুন্তর দিকে দ্বিগুণ গোলাকার বোটা ১-১ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প একক কিংবা একবৃন্তে অধিক হয়, খেতবর্ণ বহিঃস্থ সবুজবর্ণ ও নরম। পুংকেশবের গোড়ার দিক ঘন ও লম্বা লোমাবৃত। ইহা পাপড়ির সমান লম্বা। গর্ভাশয় ঘন নরম লোমাবৃত। ফলের ব্যাস ২-৪ ইঞ্চি, ছোট কোমল লোমাবৃত, বক্রাকৃতি। পুষ্প দেখিতে অনেকটা আকন্দ (*Calotropis gigantea*) ফুলের মত। ইহার বীজ *Gynocardia odorata* এবং *Taractogenos Kurzii* অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল কুষ্ঠরোগের একটি বিশেষ মহৌষধ। ইহা *G. odorata* এবং *T. Kurzii* অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। মাত্রা ৫ ফোঁটা হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩০ ফোঁটা পর্যন্ত। কুষ্ঠরোগে ইহা পৈশিক ও শৈবিক ইন্ডেকসনে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। কেহ কেহ ইহার বীজের গুঁড়া, নারিকেল, আদা ও গুড় সহযোগে পিষ্ট করিয়া ক্ষত ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মাত্রা—ইহার তৈল ১০ ফোঁটা প্রাতে এবং পিষ্টক ২০ গ্রেন পরিমাণ সম্ব্যাকালে ব্যবহার্য।

ডাঃ হুথামস ঘোষ বলেন যে Sodium salt of Hydrocarpic acid কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ (Ind. Journ. Med. Research, Oct. 1920)। তিনি বলেন যে *H. Wightianum*-এর তৈল *T. Kurzii* এর অপেক্ষা অধিক শুলভ। অপরপক্ষে প্রথমোক্তটিতে শতকরা ১০ ভাগ এবং দ্বিতীয়টিতে ৫ ভাগ Hydrocarpic acid আছে। অতএব *H. Wightianum* কুষ্ঠরোগে ব্যবহারের পক্ষে অতিশয় শুলভ। এই তৈলের সহিত চুনের জল মিশাইলে যে মালিশ হয় উহা কুষ্ঠরোগ, গেটেবাত ও মাথার ঘায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার তৈল ক্ষয়রোগে শারীরিক উত্তেজ ও চর্মরোগের মালিশ রূপে ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ ইহার বীজ ও বনভেবেণ্ডার (*Jatropha Curcas*) বীজের সহিত গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ১ ভাগ এবং নেবুর রস

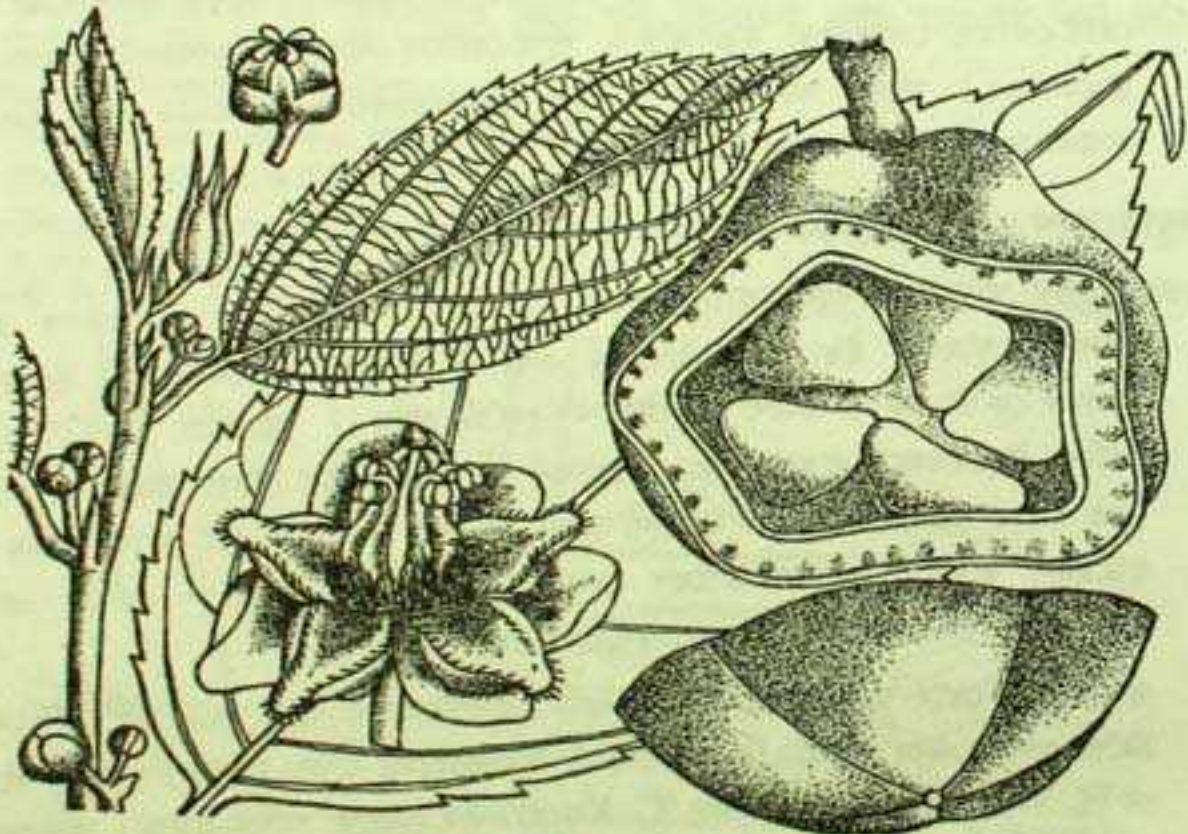
১০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের টাটকা বন গণোরিয়ায় ইন্ডেক্সানরূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্কত বলেন যে চাউলমুগ্‌রা তৈলের সহিত খদির মিশ্রিত করিলে উহার শক্তি বাড়িয়া যায়। আয়ুর্বেদীয় মতে চাউলমুগ্‌রা তৈল এবং গোমূত্র উভয় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং ক্ষতে লাগাইলে কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—বীজ ও তৈল-কুষ্ঠ এবং চর্মরোগে ব্যবহার্য ও মৎস্তবিষ।

মন্তব্য :—শুষ্কতের যুগে প্রাচীনকালে মালাবার অঞ্চল হইতে ইহা আনীত হইয়া বনৌষধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। পরবর্তীকালে সম্ভ্রাতীয় ফল বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে বা তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। নেপাল ও আসাম হইতে এই ফলের তৈল আমদানি হইতে দেখা যায়। মালাবার অঞ্চলে প্রদীপে পুড়াইবার তৈলরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal. i. 65, t. 36 ; Wight III i. t. 16.

Ref.—Dalz & Gibs. Fl. Bombay II. ; Hook. F. B. I. i. 196 ; Watt. IV. Pt. I. 308.



47. *Hydnocarpus laurifolia* (Dennst) Sleumco. (চাউলমুগ্‌রা)

XIV. POLYGALACEAE. Genus—POLYGALA Linn.

48. *P. chinensis* Linn. (মেঝাড়ু)

ভাষানুসারী নাম :—মেঝাড়ু—বাংলা ; মেঝাড়ু—হিন্দি ; নেগ্‌লি—মহারাষ্ট্র ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে প্রায় সকল স্থানে বাস্তার কিনারায় ও তৃণক্ষেত্রে দেখা যায় ; পেণ্ড, পাঞ্জাব, ছোটনাগপুর ।

বর্ণনা :—নরম, বর্ষজীবী উদ্ভিদ । পত্র অসমান, ঠে—২ ইঞ্চি লম্বা, সরু, এলাচ পাতার জায় ; অগ্রভাগ নিম্নে অবনত, লোমযুক্ত । প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে লাল ফুল হয় । পুষ্প দেখিতে মটর ফুলের জায়, ঠে—৪ ইঞ্চি লম্বা । ফল সবুজবর্ণ, পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ সরু । ফুলের বোটা ছোট । বীজ লোমময় । বর্ষাকালে ফুল হয় ও আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফল পাকিয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরের লোকে ইহার শিকড় জ্বরে ও মাথাঘোরা রোগে ব্যবহার করে (Campbell) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—জ্বর এবং শিরোধূর্ন (মাথাঘোরা) রোগে উপকারী ।

Fig.—Engler, Pflanzenfam. iii. IV. pp. 331. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 91 ; Bose, Man. Ind. Bot. 186 (1920).

Ref :—F. B. I. i. 204 ; B. P. i. 235 ; Roxb. F. I. iii. 218 ; Prain, H.H. 174 ; H. S. 235.



48. *Polygala chinensis* Linn. (মেঝাড়ু)

49. *P. crotalarioides* Buch. Ham. en. Dc. (নীলকণ্ঠ)

ভাষানুসারী নাম :—নীলকণ্ঠ—বাংলা ; নীলকণ্ঠ—সাঁওতাল ।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, সিকিম, থাসিয়া পাহাড় ।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, গাছের গায়ে ঘন ঘন লোম আছে । গাছের কাণ্ড পুরু, ছোট এবং নরম । শাখা লম্বা ও বিস্তৃত । পত্র ডিম্বাকৃতি, পাতার গায়ে লোম আছে । বোটা ২-২ ইঞ্চি লম্বা । ফুলের বোটা ছোট, বেগুনে । ফল জুংপিণ্ডের দ্বারা আকৃতি বিশিষ্ট । বীজ লোমযুক্ত, দুইভাগে বিভক্ত ও ডিম্বাকৃতি ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও শিকড় ।

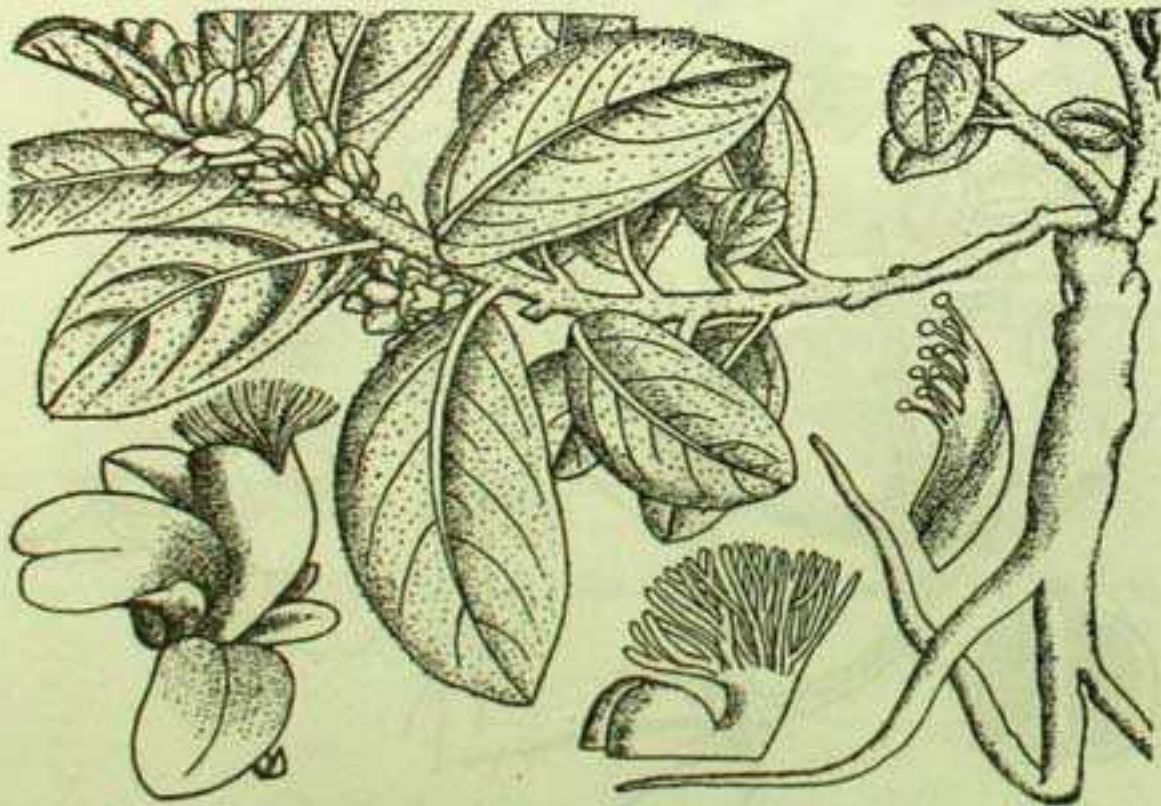
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেগীয় লোকে এই গাছ সর্দি নিবারণের জন্য ব্যবহার করে । হিমালয় প্রদেশের লোকেবা সর্পবিষে ইহার আরোগ্যকর গুণ আছে বলিয়া বাঢ়িয়া খায় (Royle) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—চিৰাইয়া কিংবা গুঁড়া করিয়া জলের সহিত পান করিলে গলায় শ্লেষ্মা বাহির করে । কাসি বৃদ্ধি করে । সর্প দংশনে উপকারী ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 90 ; Rheede, Hort. Mal. t. 67 ; Royle. III. Bot. Himal, t. 19.

Ref.—F. B. I. i. 201 ; B. P. i. 234.



49. *Polygala crotalarioides* Buch. Ham. en. Dc. (নীলকণ্ঠ)

XV. CARYOPHYLLACEAE.

Genus—SAPONARIA Linn.

50. *S. Vaccaria* Linn. (সাবুনী)

ভাষানুসারী নাম :—সাবুনী—বাংলা ; মুননা—হিন্দি ; মুননা—সাঁওতাল ।

জন্মান্বান :—ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় । হগলী জেলার শীতকুত্রে মাঠে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ছোট বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১২-২৪ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ৬-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ সরু, শিরা লম্বা । পাতার বোটা ছোট, গোড়ার দিক গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি । ফুলের পাপড়ি ছোট ও লালবর্ণ । পুংকেশর ১০টি, গর্ভকেশর ২টি । বীজ বড় এবং কৃষ্ণবর্ণ । গাছের স্বাদ তিক্ত ও লবণযুক্ত ।

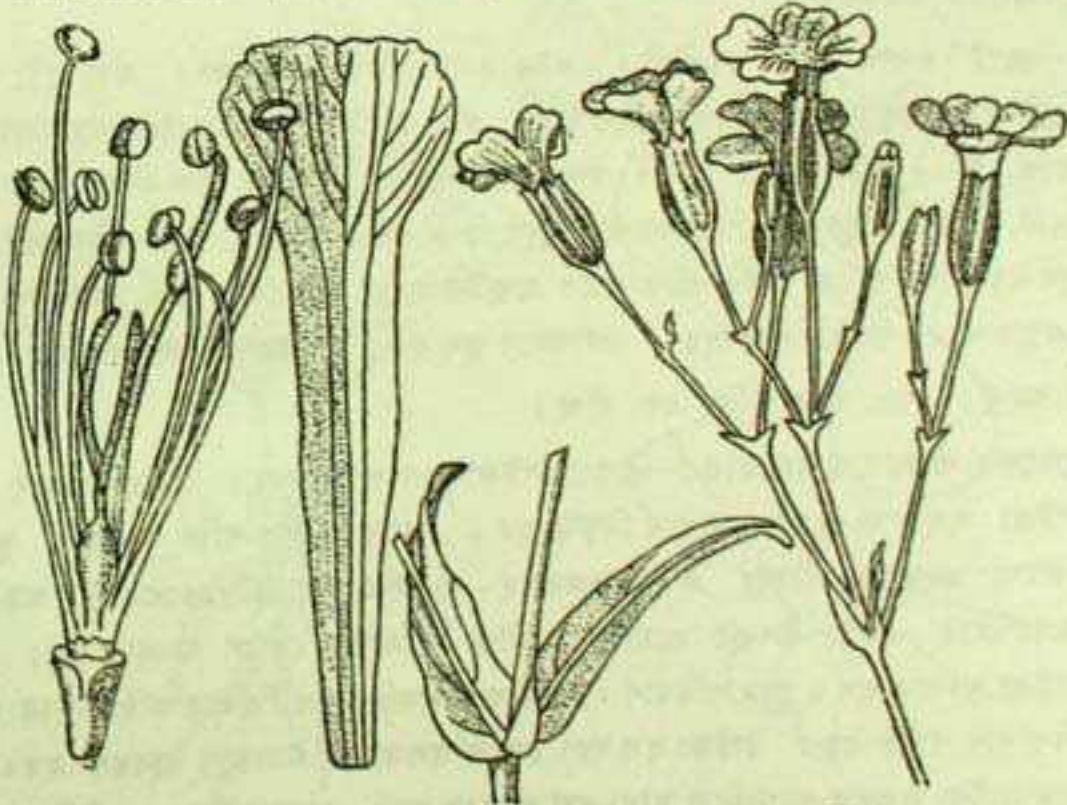
ব্যবহার্য অংশ :—রস ও শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্রিনি বলেন যে, ইহার শিকড় কামলা, কফ, গ্ৰীহা, বকৃত ও হাঁপানী রোগে হিতকর । ইহার গর্ভাশয়-সংশোধক গুণ আছে । ইহা ভেদক এবং সামান্য জরে বলকারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় (*S. Arjun*) । ইহার কাথ ঘর্মনিবারক । বাতব্যাধিতে ইহা অতিশয় হিতকর । গাছের আঠা পাচড়ায় দিলে আরাম হয় (*Murray*) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—গাছ—পাচড়ায় উপকারী ।

গাছের নির্ধাস :—জ্বর এবং দীর্ঘদিনের পুরাতন শ্বস্মজরে বলকারক ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 93 ; Bot. Mag. xlix. t 2290 (1922)
Ref.—F. B. I. i. 217 ; B. P. i. 237 ; Roxb. F. I. ii, 445.



50. *Saponaria Vaccaria* Linn. (সাবুনী)

XVI. PORTULACACEAE.

Genus—PORTULACA Linn.

51. P. oleracea Linn. (বড়-হুনিয়া)

ভাষানুসারী নাম :—লোণিকা, লোণি, লেন-আমলা ও লুনিয়া—সংস্কৃত; বড় হুনিয়া—বাংলা ।
 পুষ্কনিশাক—উড়িয়া ; ভুইখলি—মহারাষ্ট্র ; লেনিয়া, য়ুন্চা, লুনিয়া, কাফ'৷, মূজ, খুয়সা,
 খুয়ফা, কুল্ফা, লুনক—হিন্দি ; মোটা-উরিক—সাঁওতাল ; লঙ্—সিন্ধু ; ঘোলু—
 মধ্যভারত ; কুয়ফা—বোম্বে ; পৰুপু—তামিল ; পাভিলি-কুৰু—তেলেগু ; চিরা, কৈবী—
 মালয় ।

বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা

ঘোটিকাম্মা সরা চোক্ষা বাতক্কুৎ কফপিত্তক্কুৎ ।

বাগ্‌দোষত্রণগুন্ময়ী শ্বাসকাস-প্রমেহগুৎ

শোথে লোচনরোগে চ হিতা তজ্জৈরুদাহতা ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বৃহল্লোণী, ঘোটিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—বৃহল্লোণী—মদ্রবস, সারক, উষ্ণবীৰ্য, বায়ুকারক, কফপিত্তনাশক । বাগ্‌দোষ,
 ত্রণ ও গুন্ম নাশক, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ নাশক । শোথ, চক্ষুরোগে হিতকর ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা,
 বোটানিক গার্ডেন ।

বর্ণনা :—ছোট বনাল গুল্ম, বর্ষজীবী । কাণ্ড ৮-১২ ইঞ্চি ও বক্রবর্ণ । গাছ হইতে ছোট
 ছোট সরু, লালচে বনাল ডাল বাহির হয় । পত্র ডাঁটার বিপরীত দিকে সমান্তরালভাবে
 জন্মে, ষ্ট-১২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের মস্তক গোলাকার ; বোটার দিক ক্রমশঃ সরু । ফুল
 ছোট, বৃহদহীন, পাতায় লাগিয়া থাকে । পাপড়ি ৪-৫টি । পীতবর্ণ, প্রায় বহির্বাসের সমান,
 ফুল নরম, শীঘ্র পড়িয়া যায় । প্রাতঃকালে প্রফুটিত হয় । বীজকোষ বক্র, অগ্রভাগ স্থচল,
 কোষে অনেক কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয় । বর্ষাকালে ফুল হয় । শীতকালে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, সমগ্র উদ্ভিদ এবং বীজ ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার টাটকা রস স্বাদে অম্ল । ইরিসেপেলাস্‌ বোগে
 টাটকা রস বাহু প্রয়োগে ঘ্রণার নিবৃত্তি হয় । রসের মূত্রকর শক্তি আছে । মূত্রথল্লের
 বোগে, কৃন্দ্রথল্লের পীড়ায় ও পিত্তপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Dymock) । বড় হুনিয়া
 গণোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ । বীজ আমাশয় বোগে ব্যবহৃত হয় । ইহার
 টাটকা পাতার রস ১ ড্রাম পরিমাণ ২ আউন্স পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে
 পিপাসার শান্তি হয় । টাটকা রস বক্র বোগে বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় । এই
 গাছ বাটিয়া কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরাম হয় । খুখুর সহিত বক্র উঠিলে ইহার

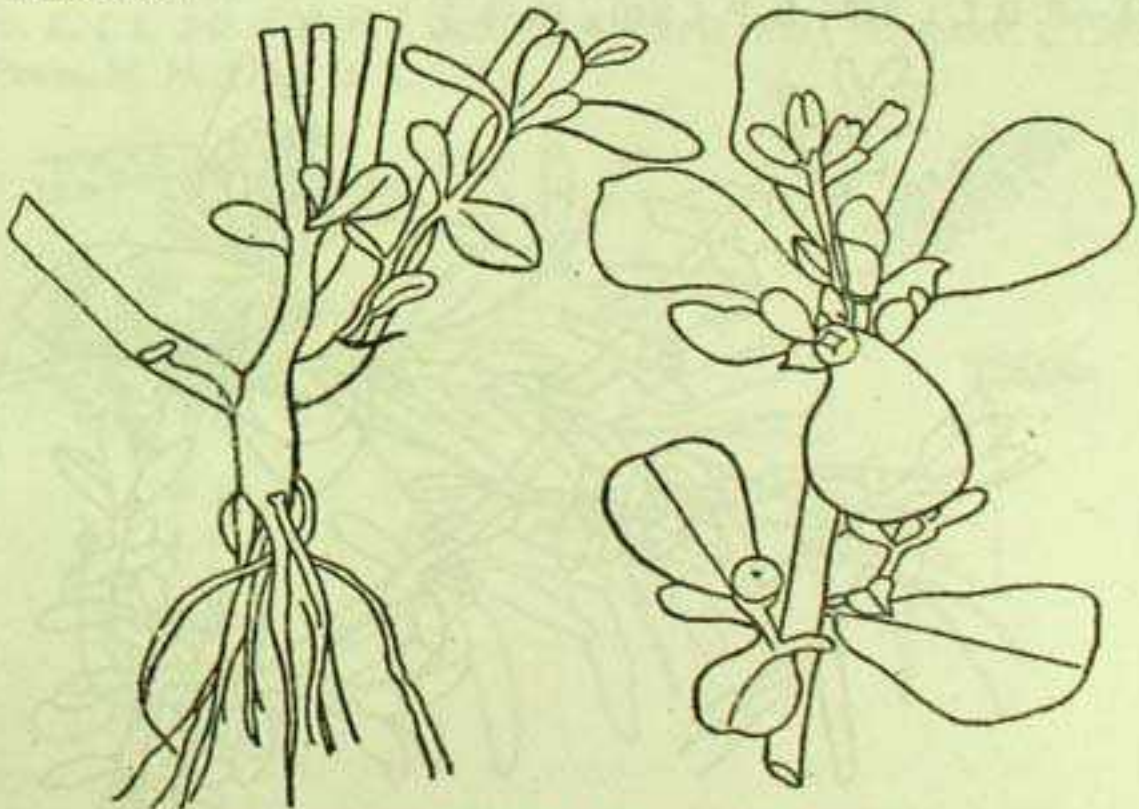
রস হিতকর। সমগ্র গাছ ও বীজ মূত্রদ্বয়ের পীড়া, গণোরিয়া এবং রক্তদ্বয়ের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। বীজ ঝিঙ্কর ও মূত্রকর। ইহার রস হৃদয়ের জ্বায় বলিয়া ইহার Portu (to carry) and lac (milk) নাম হইয়াছে। বীজ উদয়নয় নিবানক (Moodeen Sheriff)। যকৃত ও কাভিরোগে প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রস হস্তে পড়ে মাথিলে হাত পায়ের জ্বালা নিবারণ হয়। বীজ কুমিনাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—ঝিঙ্কর, রসায়ন। কাভিরোগে (পুষ্টির অভাবজনিতরোগে) এবং যকৃতরোগে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের রস হাত পায়ের জ্বালায় মাথিলে জ্বালা কমিয়া যায়।

মন্তব্য :—বাংলাদেশের বাজারে ছোটছনিয়া বেশী পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে তাত্ত্বিক বৈদ্যেরা ইহার ব্যবহার করিতেন। নিম্নলিখিত ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বাংলাদেশে গৃহস্থেরা ব্যঞ্জন ইহার পাতা এবং শাক রূপে সমস্ত গাছ ব্যবহার করেন। গাছের রসের মাত্রা ১ চামচ হইতে ২ চামচ পর্যন্ত। দিনে ২ বার সেবা। গরমকালে ইহা পাওয়া যায়। 'ভাবপ্রকাশে' ছোট ও বড় ছনিয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে, এজন্য 'তু' এই অব্যয় শব্দ ব্যবহার করিয়া 'কিন্তু' কথা বুদ্ধান হইয়াছে। বড় ছনিয়া ও ছোট ছনিয়ার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x. t. 36 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 95.
Ref.—Dymock, i. 150 ; F. B. I. i, 246 ; B. P. i, 240 ; Prain, H.H., 175 ; H.S. 173.



51. *Portulaca oleracea* Linn. (বড় ছনিয়া)

52. P. quadrifida Linn. (ছোট হুনিয়া)

ভাষানুসারী নাম :—উপাড়াইকি, লঘুলোণিকা—সংস্কৃত ; ছোট হুনিয়া—বাংলা ; লোনিয়া, চৌনুলাইয়ি—হিন্দি ; ঘোলা—বোম্বে ; লুনি—গুজরাট ; পমোলি—কিরাই-তামিল ; সম্মা-পাপু, সম্মা-পাভিলি—তেলেগু ।

লোণা লোণী চ কথিতা ।

লোণী রুম্মা শ্বতা গুর্বা বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ ।

অর্শোয়ী দীপনী চায়া মন্দাঘ্রিবিষনাশিনী ।

নামপর্যায় :—লোণা, লোণী ।

ভাবপ্রকাশ :। শাকবর্গঃ ।

গুণপর্যায় :—লোণী—কষ, স্মারক, গুরুপাক, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, অর্শ নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, অম্লরস, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের দ্বান্তার কিনারায় এবং অকর্ষিত স্থানে দেখা যায় । ছগলী, হাওড়া, ২৪-পদগণা বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—ছোট ঘন শাখাবিশিষ্ট লতানে বর্ষজীবী গুল্ম । ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয় । পত্র ঠু-ঠু ইকি লম্বা, বিপরীতমুখী, সমান্তরাল ; অগ্রভাগ বর্শাকৃতি । বোঁটা ছোট, ফুল এক একটি হয় । ফুলের বহিঃস্থ ৪টি, লোমময় । পাপড়ি ৪টি, পীতবর্ণ ; পুংকেশর ১২টি, বীজকোষ বক্র । বীজ ছোট ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুল বড় হুনিয়ার দ্বায় ।

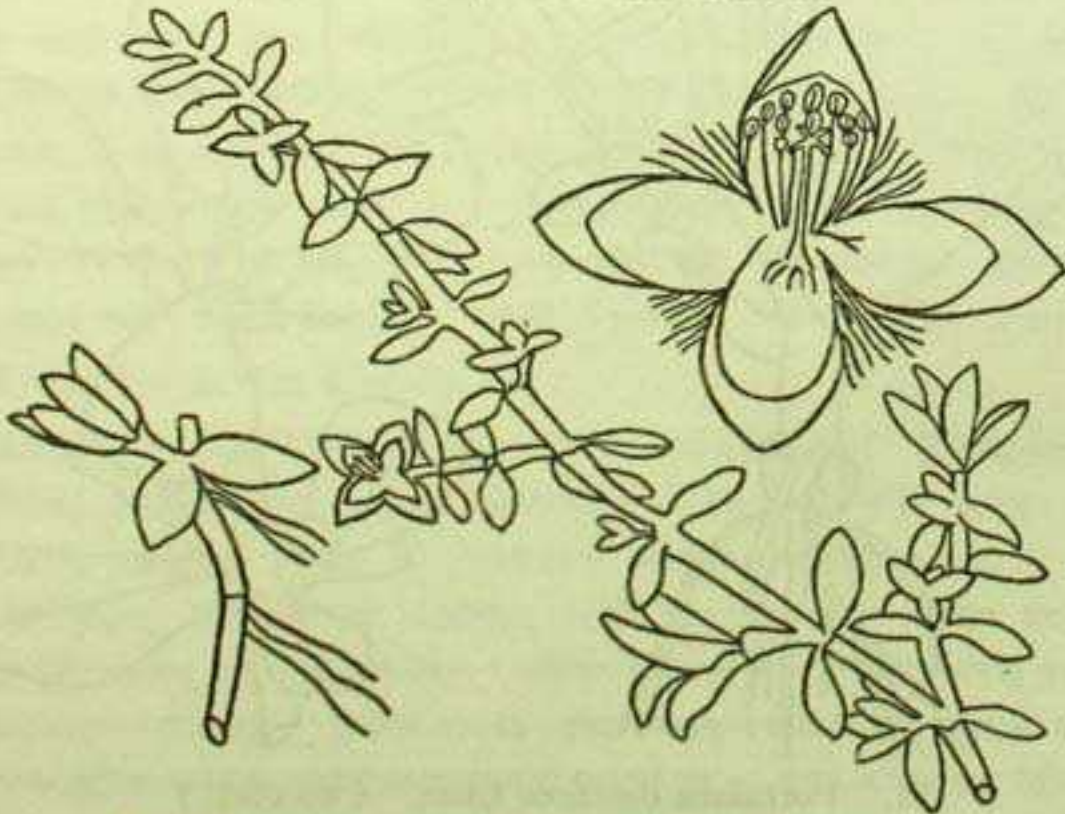
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

টাটকা পাতা—খোঁতো করিয়া বিসর্পে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় ।

গাছের স্বরস—মূত্রকারক এবং মূত্রযন্ত্রের রোগে উপকারক ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. x. t. 31 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 96.

Ref.—F. B. I. i. 247 ; B. P. i. 240 ; Roxb. F. L. ii. 463.



52. *Portulaca quadrifida* Linn. (ছোট হুনিয়া)

XVII. TAMARICACEAE

Genus—TAMARIX Linn.

53. *T. gallica* Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

ভাষানুসারী নাম :—সডক, ঝোবুক—সংস্কৃত ; ঝাউ, বনঝাউ—বাংলা ; ঝাউ—হিন্দী ; জবহ-ঝাউ—বোঘে ; জবহ-ঝাউ—গুজরাট ; লিরা-সডুক—তামিল ; ইরা-সাক, পড়ি—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায় । ভারতের ত্রিহত ও বিহার ; হংলী, হাওড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

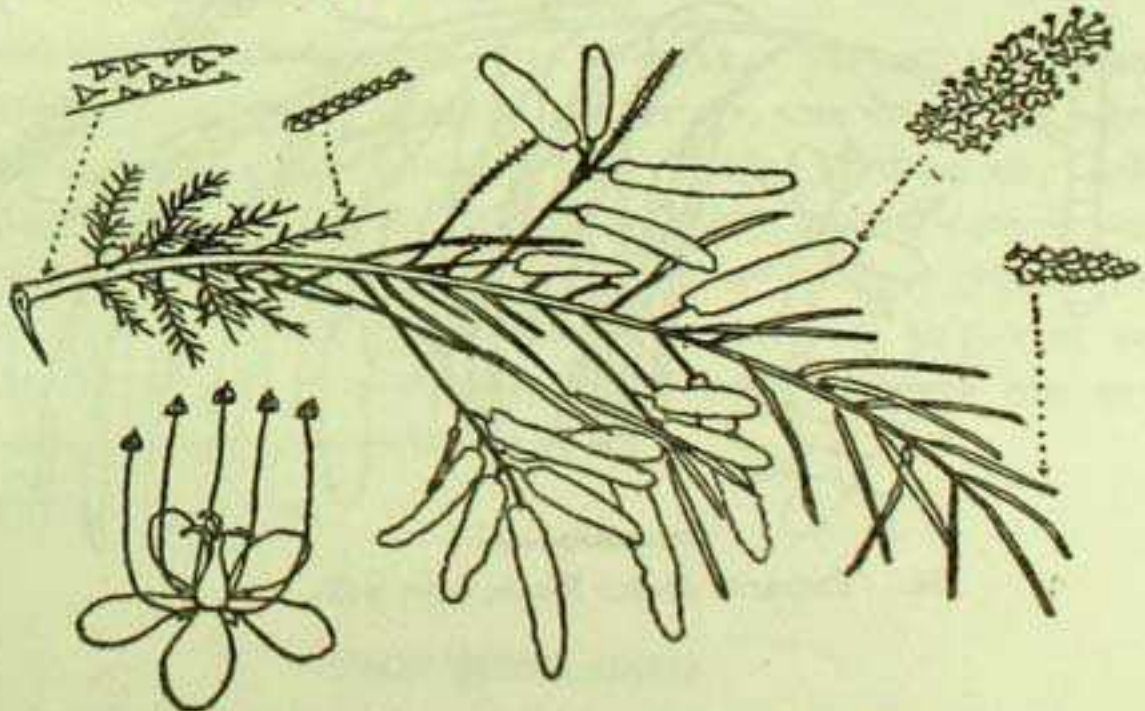
বর্ণনা :—গাছ ছোট অথবা গুল্ম । শাখা লাল আভাষুক্ত বাদামী, গায়ে ছোট সাদা দাগ আছে । পত্র সরু, অগ্রভাগ ছোট ও সরু । পুষ্প স্বেতবর্ণ কিংবা লালবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ হয় । গর্ভাশয় ক্ষুদ্র । গাছের Gall ত্রিকোণাকার এবং গ্রন্থিযুক্ত । বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—Gall—গাছের আবের মত পদার্থ, manna আঠা ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আঠা মুত্ৰবিবেচক ও ধারক । খোরাসান দেশে জুলাই মাসে এই গাছ হইতে আঠা বাহির হয় । আঠা ঔষধের দোকানে পূর্বে আট আনা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইত । Gallগুলি ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় (Dymock) ।

Fig.—Wight, III. Ind. Bot. i, t. 24 A ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 97.

Ref.—F. B. I. i, 248 ; B. P. i, 242 ; Roxb. F. ii, 100 ; Dymock, i, 159 ; Prain, H. H. 176 ; H. S. 179 ।



53. *Tamarix gallica* Linn. (ঝাউ, বনঝাউ)

54. *T. dioica* Roxb. (লাল ঝাউ)

ভাষানুসারী নাম :—পিকুলা—সংস্কৃত ; লাল ঝাউ—বাংলা ; ঝাউ—হিন্দী ; ঝাউ, লই, লেই, হাবওয়ান্—পাঞ্জাব ।

অঙ্গস্থান :—বঙ্গদেশের নদীর কিনারায় ; হৃন্দবনে, সিদ্ধুগ্রদেশে ও পাঞ্জাবে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম, ছাল ফাটা ফাটা, ভিতরের ছাল লালবর্ণ। আঠা তিক্ত ও মিষ্ট (Gamble)। পত্র গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, ঘেঁষা-ঘেঁষিভাবে আবদ্ধ, কিনারা খেঁতবর্ণ। পুষ্প একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বেগুনে কিম্বা ফিকে লালবর্ণ। পুংকেশর ৫টি, উপরিভাগ নরম ও সরু। স্ত্রীপুষ্পের কেশর ৫টি, সরু ও লম্বা। বীজকোষ ঠোঁট ইকি লম্বা ।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের Gall এবং ফেঁকড়ী ।

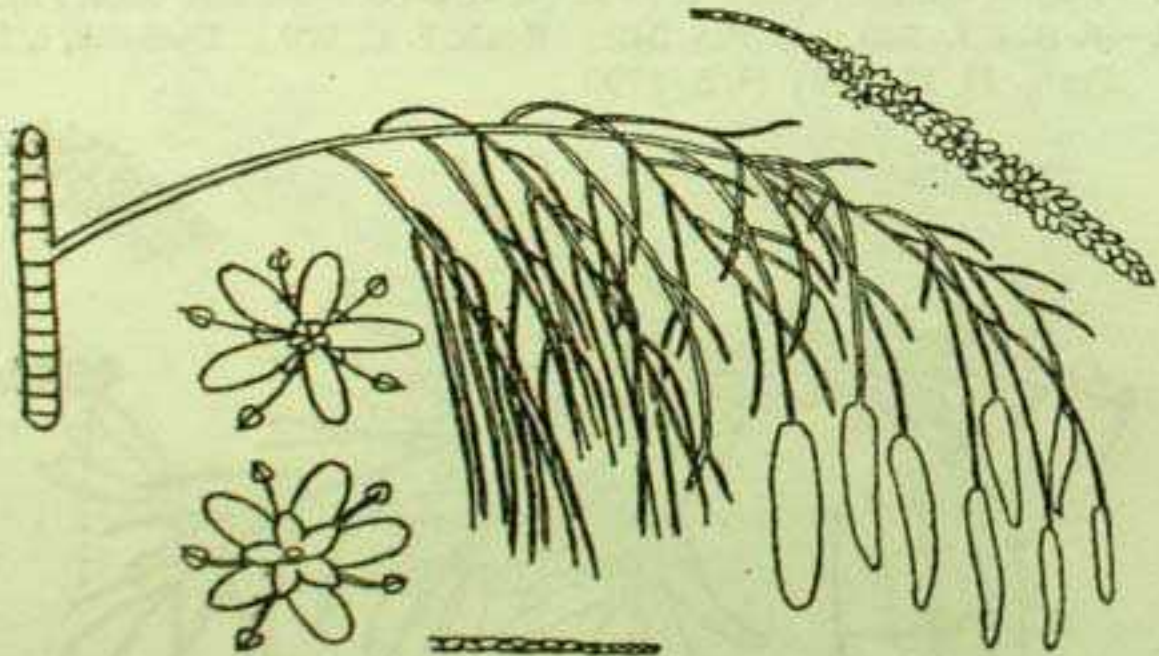
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার gall এবং ফেঁকড়ীগুলি ধারক (Stewart) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের চট্‌লা ও ছোট ছোট ডাল—দেশী সংকোচক ।

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat. t. 577 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 98.

Ref.—F. B. I. i. 249 ; B.P. i. 242 ; Roxb. F. I. ii. 101 ; Prain, H. H. 176 ; H. S. 179.



54. *Tamarix dioica* Roxb. (লাল ঝাউ)

XVIII. CUTTIFERAE

Genus—CALOPHYLLUM Linn.

55. C. inophyllum Linn. (পুষ্কাগ)

ভাষানুসারী নাম :—পুষ্কাগ—সংস্কৃত ; পুষ্কাগ—বাংলা ; ইলতান—চম্পা, ইলপন, ইলপক—
হিন্দি ; পোলাগ, পুষ্কাগ—উড়িষ্যা ; উদি, উন্দি—বোখাই ; উন্ডগ, পুমান—মহারাষ্ট্র ;
পুষ্কাগ—তামিল ; পুষ্কাবিতুল, পুনা, পোনা—তিউলু—তেলেগু ; বেতাল—মালয় ।

পুষ্কাগঃ পুরুষস্তনঃ পুষ্যমা পাটলঃ পুমান্ ।

রক্তপুষ্পো রক্তরেণুরকরণোহরং নবাহবয়ঃ ॥

পুষ্যাগো মধুরঃ শীতঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তনাশকঃ ।

ভূতবিজ্ঞাবগৈশ্চৈব দেবতানাং প্রসাদনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পুষ্কাগ, পুরুষ, তুল, পুষ্যমা, পাটল, পুমান্, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ—এই নয়টি
নাম ।

গুণপর্যায় :—পুষ্কাগ—মধুর রস, শীতবীৰ্য, স্নিগ্ধবৃক্ক, পিত্তনাশক । ভূতগ্রহনাশক এবং দেবতার
পূজার্থে ব্যবহৃত হয় ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল, সিংহল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের অনেকে বাগানে
রোপণ করিয়াছে ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত সুন্দর বৃক্ষ, ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয় । গাছের ছাল ধূসরবর্ণ । কাণ্ড
লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও বেতবর্ণ । পত্র ত্রিভুজাকৃতি, পত্রের শীর্ষভাগ গোলা ও ঠিক
বসা বা চাপা ; ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত । বোটার দিক ক্রমশঃ সর, বোটা
২-১১ ইঞ্চি লম্বা । পত্রের উভয় দিক মসৃণ, উপবিভাগ গাঢ় সবুজ ও চক্চকে, শিরা
অনেক আছে । ফুলের হুঁড়ি ছোট, উপবিভাগ খোলা, পুষ্প সৌগন্ধযুক্ত, বেতবর্ণ, ব্যাস
১-১ ইঞ্চি । বহির্বাঁস ৪টি, পুংকেশর বহু, গর্ভণ্ড পুংকেশর অপেক্ষা বড় । পাকা ফল
নীলবর্ণ, গোলাকার ; ব্যাস ২-১ ইঞ্চি, মসৃণ । বীজ হইতে ছালানি তৈল হয় ।
প্রাণ মাসে ফুল হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—তৈল ও বীজ ।

বৈজ্ঞানিক পুষ্কাগের ব্যবহার ।

চক্রবর্তী :—কুস্তম্ব নামক নেত্ররোগে পুষ্কাগপত্র :—পিট পুষ্কাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল

নেত্রে সেচন কৰিলে কুহুম ('ফুলিপড়া') ৰোগ বিনষ্ট হয় (নেত্রবোগ চিঃ)। চক্ৰদত্তেৰ টীকাৰ শিবদাস এই পাঠেৰ ব্যাখ্যা লিখিছে "পুৰাণত নাগকেশৱত"—পুৰাণ ও নাগকেশৱ পৃথক্ বৃক্ষ। কোন শ্ৰামাণ্য নিঘণ্টু এখে নাগকেশৱৰ্থে পুৰাণ শব্দেৰ প্ৰয়োগ দৃষ্ট হয় না। অমৰকোষেৰ টীকাৰ ভাষ্যজি দীক্ষিত পুৰাণ শব্দেৰ অৰ্থান্তৰ নিৰ্দেশেৰ প্ৰস্তাবে লিখিছে—"পুৰাণত সিতোংপলে। জাতীয়লৈ নবশ্ৰেষ্ঠে পাণ্ডুনাগে জন্মাহবে।"

চক্ৰক :—'দশেমানি' তে বেদনাস্থাপনৰ্গে পুৰাণেৰ প্ৰতিশব্দ হিচাবে 'তুঙ্গ' ব্যৱহাৰ কৰিছে।

অশ্ৰুত :—এলাদিবৰ্গে পুৰাণেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে।

ৰাজনিঘণ্টুতে—পুৰাণেৰ পৰ্যায়, এমন কোনও শব্দ নাই, ঘৰাৱা পুৰাণেৰ তৈলফলত প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

ধনুস্তৱীনিঘণ্টুতে—পুৰাণেৰ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

মূলগ্ৰন্থাংশেৰ ঔষধাৰ্থে ব্যৱহাৰ :—ইহাৰ তৈল বাত ও দুৰাৰোগ্য ক্ষতৰ মহৌষধ (Pharm. Indica)। গাছেৰ আঠা, ছাল ও পত্ৰ জলে সিদ্ধ কৰিলে যে তৈল ভাসিয়া থাকে উহা চক্ৰ ক্ষতে ব্যৱহৃত হয়। তৈল মেহ ও বাতে ব্যৱহৃত হয়। বীজ খেঁতো কৰিয়া অগ্নিৰ উত্তাপে গৰম কৰিলে, যে আঠাৰ মত পদাৰ্থ হয় উহা গোটো বাতে লাগাইলে বাত সাৰিহা যায়। সামান্য পৰিমাণ তৈল মেহৰোগী ও ধাতুৰোগগ্ৰস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে অৰ্ধ ঘণ্টাৰ মধ্যে উক্ত ৰোগেৰ উপশম হয় (Moodeen Sheriff)। আয়ুৰ্বেদ মতে ইহাৰ ছাল ধাৱক ও আভ্যন্তৰীণ ৰক্তশ্ৰাৱেৰ বিশেষ শক্তিকৰ (U.C. Dutt)। ভাৰতীয়েৰা ইহাৰ তৈল বাতে মালিশ কৰে (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—

বীজেৰ তৈল—চৰ্মৰোগে বিশেষ উপকাৰী, বাতে মালিশ হিচাবে ব্যৱহৃত হয়।

গাছেৰ ছাল—সঙ্কোচক, আভ্যন্তৰীণ ৰক্তশ্ৰাৱে উপকাৰী।

গাছেৰ আঠা—বমনকাৰক, বিৰেচক।

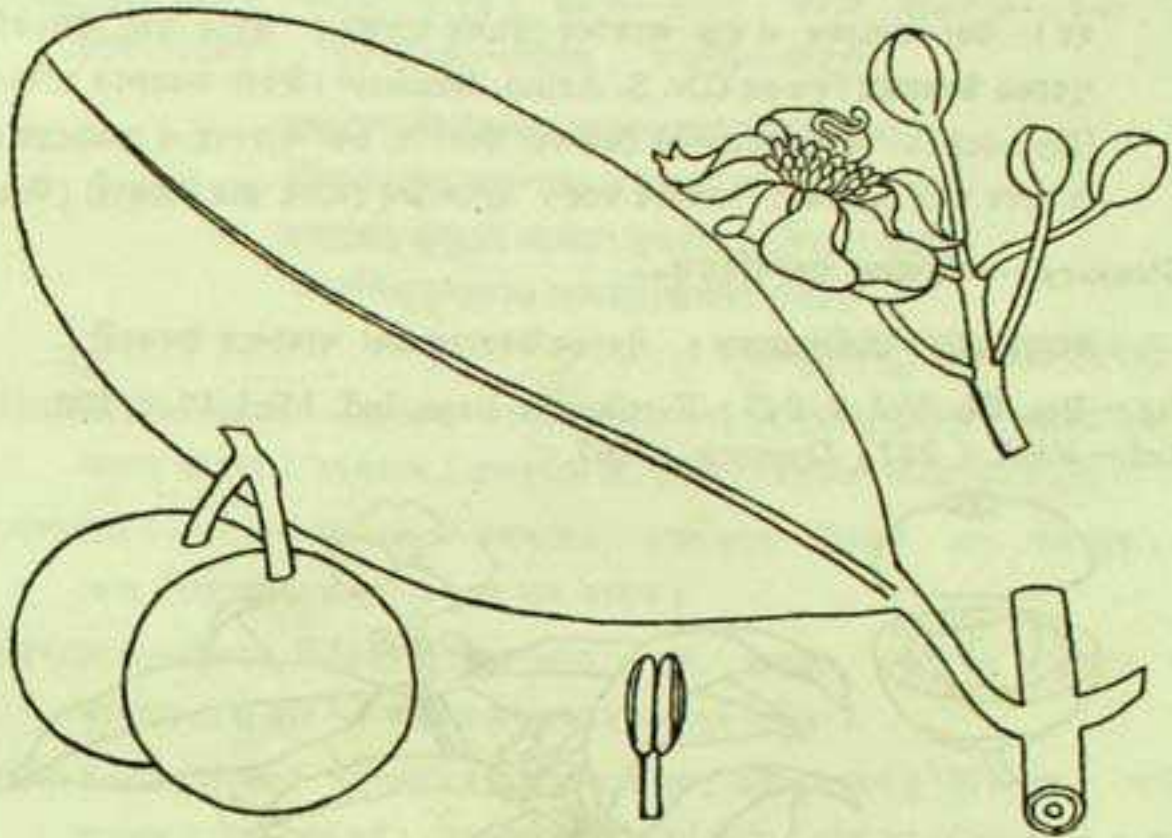
গাছেৰ ৰস—বিৰেচক।

গাছেৰ পাতা—মন্তবিষ।

মন্তব্য :—পুৰাণেৰ তৈল পীতবৰ্ণ, তিক্ত ও হৃগন্ধি। উড়িষ্যাৰ 'দেৱায়তন' ও 'ভাগবৎধৰ' আলোকিত কৰিবাৰ জন্ত 'পুৰাণতৈল' ব্যৱহৃত হয়। এই তৈল ক্ষত (ঘা) ড্ৰেছিং (dressing) কৰাৰ জন্ত ব্যৱহৃত হয় (Watt)। এই গাছ বা ইহাৰ ফল ছিত্ৰ কৰিলে যে ৰস বাহিৰ হয় উহা বমনকাৰক ও বিৰেচক গুণসম্পন্ন (Rheede)।

Fig.—Wight, III, i, 128 and lc. t. 77; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t 106.

Ref.—F.B.I. i. 273 ; B.P. i, 246 ; Roxb. F.I. ii, 606 ; Prain, H.H. 176 ; H.S. 87.



55. *Calophyllum inophyllum* Linn. (পুন্নাগ)

Genus—*GARCINIA* Linn.

56. *G. mangostana* Linn. (ম্যাঙ্গোস্টিন্)

ভাষানুসারী নাম :—ম্যাঙ্গোস্টিন্—বাংলা ; ম্যাঙ্গোস্টিন্—হিন্দি ; ম্যাঙ্গুঠা—মালয় ,
মুলমুলি—তামিল ।

জন্মস্থান :—মালয়, টেনসেরিম, চীন, জাভা (দাবা), সিঙ্গাপুর । গরম জলবায়ুতে এবং শুষ্ক
দেশে ইহার জন্ম ।

বর্ণনা :—গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয় । ছাল কয়লাব মত কৃষ্ণবর্ণ, ভিতরের ছাল পীতাক । কাঠ
লালবর্ণ । পত্র পুরু, ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা । ২ই-৪ই ইঞ্চি বিস্তৃত । এক গাছে দুই প্রকারের
ফুল হয় । পুংকেশর অনেকগুলি, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয়ে ৪-৬টি ঘর (cell) আছে । পাকা
ফল কমলালেবুর মত লবঙ্গ লাল ও গোলাকার । বোটা ছোট ও মোটা । ফলের রং
পীতবর্ণ । বীজ বড়, চেপ্টা ও বেতবর্ণ । ফলের উপরে শাঁস বড়ই তৃপ্তিগ্রহ । পুষ্প
নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে হয় ; মে ও জুন মাসে ফল পাকিয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফলের ছাল, ফল, গাছের ছাল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুক ফল ও ইহার ছাল সিদ্ধাপূর্ব হইতে এদেশে আনীত হয়। উহা উদরাময় ও রক্ত আমাশয়-রোগের মহৌষধ। ইহার ছাল বালকদিগের পুরাতন উদরাময়ে হিতকর (Dr. S. Arjun, Bombay)। ইহার জরনাশক শক্তি আছে (Dymock)। ম্যাকাসর দেশীয় লোকেবা উদরাময়, রক্ত আমাশয় ও জননযন্ত্রের রোগে ও মুখের ঘায়ে ষৌতীকরণে ব্যবহার করে। ম্যানোষ্টিন্ বেলের গ্ৰায় উপকারী (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফলের ছাল—পেশীসঙ্কোচক। পুরাতন উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Bot. Cb. Vol. 9, 845 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 102.

Ref.—F.B.I. i, 247 ; Dymock, i. 167.



56 *Garcinia mangostana* Linn. (ম্যানোষ্টিন্)

57. G. Xanthochymus Hook. (তমাল)

ভাষানুসারী নাম :—তমাল—সংস্কৃত ; তমাল—বাংলা ; তমাল, দাম্-পেল—হিন্দী ; দাম্-পেল—বোধে ; চিতকম্বু—তেলেগু ; মাতাউ—ত্রিপুরা ।

তমালো নীলতালঃ শ্রাৎকালক্ষতমালকঃ ।

নীলধ্বজশ্চ তাপিষ্টঃ কালতালো মহাবলঃ ॥

তমালো মধুরো বল্যো বৃষ্যশ্চ শিশিরো গুরুঃ ।

কফপিত্ততৃষাদাহ শ্রমজ্ঞাস্তিকরঃ পরঃ ॥

রাজনিম্বষ্টুঃ । প্রভাদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—তমাল, নীলতাল, কালকক্ষ, তমালক, নীলধ্বজ, তাপিষ্ট (তাপ্তীনদীর তীরে জন্মায় বলিয়া), কালতাল (কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ বিশিষ্ট), মহাবল—এই কয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—তমাল—মধুরবস, বলকারক, বাজীকরণ, শীতবীৰ্য, এবং গুরুপাক । ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম এবং শ্রম কারক ।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, মিকিম, খাসিয়াপাহাড়, বম্বে, বঙ্গদেশ, হুগলী ও হাওড়ার অনেক বাগানে দেখা যায় । আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ।

বর্ণনা :—চির সবুজবর্ণ পত্রাচ্ছাদিত মধ্যমাকার বৃক্ষ, ত্রক ধূসরবর্ণ ঠোঁট ইহা পুরু । কাষ্ঠ শক্ত, গাঢ়ের মাইজ বেত বর্ণ । গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা নির্গত হয় (Gamble) । পত্র গাঢ় সবুজবর্ণ ও উজ্জ্বল । পত্র নিম্নদিকে অবনত, ৮-১৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতার বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পাতার শিরা সমান্তরাল । পুষ্প বেতবর্ণ, পুরু ও বস্খসে । পত্রবৃন্ত ১ ইঞ্চি, পাপড়ি ৩ ইঞ্চি, পুংকেশর ৫টি, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট । গর্ভাশয়ে ৫টি ঘর আছে । ফল গাঢ় পীতবর্ণ, গোলাকার, দেখিতে আপেলের মত । ফলের নিম্নদেশ একটু স্ফুটন । বীজ ১-৪টি, লম্বাকৃতি, দেখিতে কাঠাল বীজের মত । ডালের অগ্রভাগ ৪টি পল বিশিষ্ট । বসন্তে ফুল হয় এবং গ্রীষ্মে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ ও ছাল ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল অন্ন ও মিষ্ট । ইহা হইতে একপ্রকার আমশূল, তৈয়ারী হয় । এক আউন্স আমশূল, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, আদা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পিত্ত প্রকোপ আরাম হয় (Dymock) । ইহার নরম ডাল জলে পেষণ করিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আরাম হয় (Watt) ।

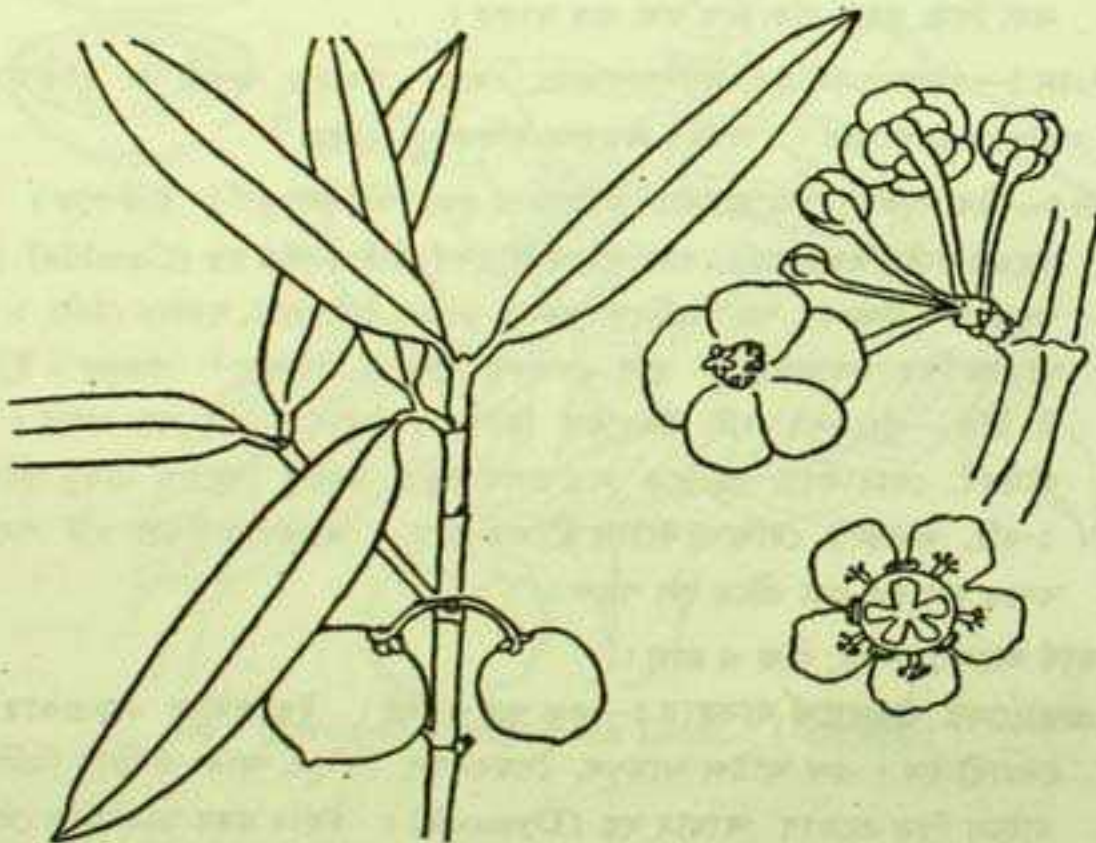
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফল—কাষ্ঠি রোগে (পুষ্টির অভাবজনিত রোগে) উপকারী, শিথিলতা সম্পন্ন, পিত্ত নিঃসারক, শৈত্যগুণ সম্পন্ন, বেদনা শান্তিকারক ।

মন্তব্য :—ইহার ফল হইতে একপ্রকার অন্ন পানীয় প্রস্তুত হয় । তাহা পিত্তবিকার জন্ত রোগে শরীর শিথিলকারক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় । ইহার ছাল—সঙ্কোচক । ইহার কচিপাতা কলাপাতায় বাধিয়া মুক্তিকালিপ্র করিয়া অগ্নিতে সেকিয়া নিংড়াইলে যে বস

বাহির হয় তাহা আমাশয় রোগে হিতকর। ইহার বীজ শুক করিয়া চূর্ণ করিয়া জলে মদন করিলে 'মাখনের' মত একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে "কোকমননী" (Kokam butter) বলে—তাহার স্থানীয় নাম 'আমশুল'। এই মাখন হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা দক্ষিণ ভারতীয়গণ 'পা-ফাটা'তে ব্যবহার করেন। 'কোকমননী' অন্ন মাত্রায় ভাতের সহিত মিশাইয়া 'আমাশয়' রোগে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কঙ্কণে তেঁতুলের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হয়। বোম্বাইতে ইহা ডেবজরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের পাকাফল স্থানীয় লোকে সুস্বাদু বলিয়া ভক্ষণ করে। দক্ষিণ ভারতে তাপ্তী নদীর তীরে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া ইহার অন্ততম নাম—'তাপিহ'। কাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণের 'কালতাল' নামের সার্থকতা প্রকাশ করে।

Fig.—Roxb. Cor. Pl. ii. 51., t., 196; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 104.

Ref.—F. B. I. i, 269; B. P. i, 247; Roxb. F. I. ii, 633; Watt., iii. pl. ii. 478.



57. *Garcinia Xanthochymus* Hook (তমাল)

Genus—MESUA Linn.

58. M. ferrea Linn. (নাগেশ্বর)

ভাষান্তরী নাম :—নাগেশ্বর, কেশর—সংস্কৃত; নাগেশ্বর, নাগকেশর—বাংলা; নাগেশ্বর—হিন্দি; নাহোর—আসাম; নাগেশ্বর—পাঠাব; নাগচম্পা, খোয়লাচম্পা—বোম্বে; নাগ-চম্পা, নাগ-চাপা—মহারাষ্ট্র; নান্গল, ম্যালেনান্গল, শিবা-নাগান্গু—তামিল; নাগ-কেশর, নাগ-কেশরম, গেজা-পুশম্—তেলেগু; বেহেট্ট-চম্পাগম্—মালয়।

কিঞ্জলং কনকাহরং চ কেশরং নাগকেশরম্ ।

চাম্পায়ং নাগকিঞ্জলং নাগীয়ং কাঞ্চনং তথা ।

সুবর্ণং হেমকিঞ্জলং রুক্যং হেমং চ পিঞ্জরম্ ।

ফণিপুন্নাগযোগাদি কেশরং পঞ্চভূহরম্ ॥

নাগকেশরমন্তোষং লঘু তিস্তং ককাপহম্ ।

বস্ত্রিবাতাময়ং চ কণ্ঠশীর্ষরূজাপহম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিঙ্গল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কিঞ্জল, কনক, কেশর, নাগকেশর, চাম্পায়, নাগকিঞ্জল, নাগীয়, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল, রুকা, হেম, পিঞ্জর—এইগুলি নাম । ইহার ফুল, কল, ছাল, পাতা, ফুলের কুঁড়ি—পাঁচ প্রকারের অঙ্গ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

গুণপর্যায় :—নাগেশ্বর—মৃদু উষ্ণবীর্য, লঘুপাক, তিস্তবস, কফনাশক । বস্ত্রি রোগ এবং বাতরোগ নাশক । কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, আসাম, ত্রিবাঙ্কুর, ককণ, কানাজা ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—চির সবুজবর্ণ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ । গাছের ডাল অতিশয় নরম । ছাল ৩ ইঞ্চি পুরু । লালের আভাযুক্ত বাদামী । গাছের পুর্বানো ছাল আপনা আপনি উঠিয়া খসিয়া পড়ে । গাছের ভিতরের কাঠ লালবর্ণ । গাছ হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির হইয়া লম্বালম্বি ভাবে থাকে, যেমন বাবুলাব আঠা বাহির হয় । ছোট ফেঁকুড়িগুলি উজ্জল লালবর্ণ, উক্ত লালবর্ণ ক্রমশঃ সবুজবর্ণে পরিণত হয় (Brandis) । পত্র ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১৩-১৫ ইঞ্চি বিস্তৃত । পত্র নিম্ন দিকে অবনত, বর্ষাকৃতি, শিরা সরু । পত্রের কুন্ত ঠে—৩ ইঞ্চি । পুষ্প স্বগন্ধ যুক্ত, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি । ইহার দল বড় টগর ফুলের দলের মত । ফুলের বহিঃস্থ ৪টি, ছুই সারিতে বিভক্ত, পাপড়ি একেবারে খেতবর্ণ, পুংকেশর বহু, সোনালী পীতবর্ণ, গর্ভাশয়ে ২টি শুভা আছে । গর্ভকেশরের মস্তক ঢালের দায় । ফল ১-১৫ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোচার দায় । ফল ফুলের বহির্বাস দ্বারা আবদ্ধ । ফল হইতে একপ্রকার আঠা বাহির হয় । বীজ ১-৪টি, শক্ত, ধূসরবর্ণ ও উজ্জল । ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল ধরে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, বীজ, ফল ও পত্র । মাত্রা ১-১ তোলা পুষ্প ও পরাগ ।

বৈজ্ঞানিক নাগকেশরের ব্যবহার ।

চরক :—রক্তাশে' নাগকেশর—নাগেশ্বর ফুলের পরাগ, শর্করা ও নবনীতের সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব প্রশমিত হয় (চি: ২ অ:) ।

ভাবপ্রকাশ :—শ্বেতপ্রদরে নাগকেশর—নাগেশ্বরের পুষ্প তন্ত্রের সহিত পেষণপূর্বক পান করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয় । ঔষধ সেবন কালে ভজ্ঞাদন পথা করিতে হইবে (ম: খ: ৪ ভাগ) ।

বঙ্গসেন :—রক্তাতিসারে নাগকেশর—চিনির সহিত নাগকেশরের ফুলচূর্ণ সেবন করিলে অতিসারের রক্তস্রাব বোধ করে ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল ধারক । পাকযন্ত্রের পীড়া নিবারক । পিষ্টফল পায়ের তলায় প্রলেপ দিলে অর্শের জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt) । ফুল ও পাতা সর্প বিষের প্রতিষেধক (O' Shaughnessy) । ইহার ছাল ধারক ও সামান্য উগ্র (Dymock) । বীজের তৈল বাত-নিবারক (Ph. Ind. 32) । ইহার ফুল উত্তেজক এবং পেট কঁপা নিবারণ করে এবং অন্ন ও অর্শ যোগের শাস্তিকর (Moodeen Sheriff) । গাছের শুষ্ক ফুল স্বগন্ধবুল্ল বালিয়া কবিরাজেরা ইহা হইতে স্বগন্ধি তৈল প্রস্তুত করেন । ইহার পত্র দ্রব ও নারিকেল তৈল যোগে মাথায় পুল্টিস্ দিলে মাথাধরা ও সর্দি আরাম হয় (Rheede) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—ফুল—সঙ্কোচক, পরিপাকযন্ত্রের পীড়া নিবারক । ফুল—কফ নিঃসারক । মাখন ও চিনিসহ মিশাইয়া প্রলেপে অর্শের রক্ত বন্ধ করে । পা-জ্বালা নিবারক ।

ফুলের কুঁড়ি :—আমাশয় যোগে উপকারী ।

অপক ফল :—স্বগন্ধি, ঘর্মকারক ।

ছাল :—পেশী সঙ্কোচক, স্বগন্ধি, আদার সহিত ব্যবহারে ঘর্মকারক ।

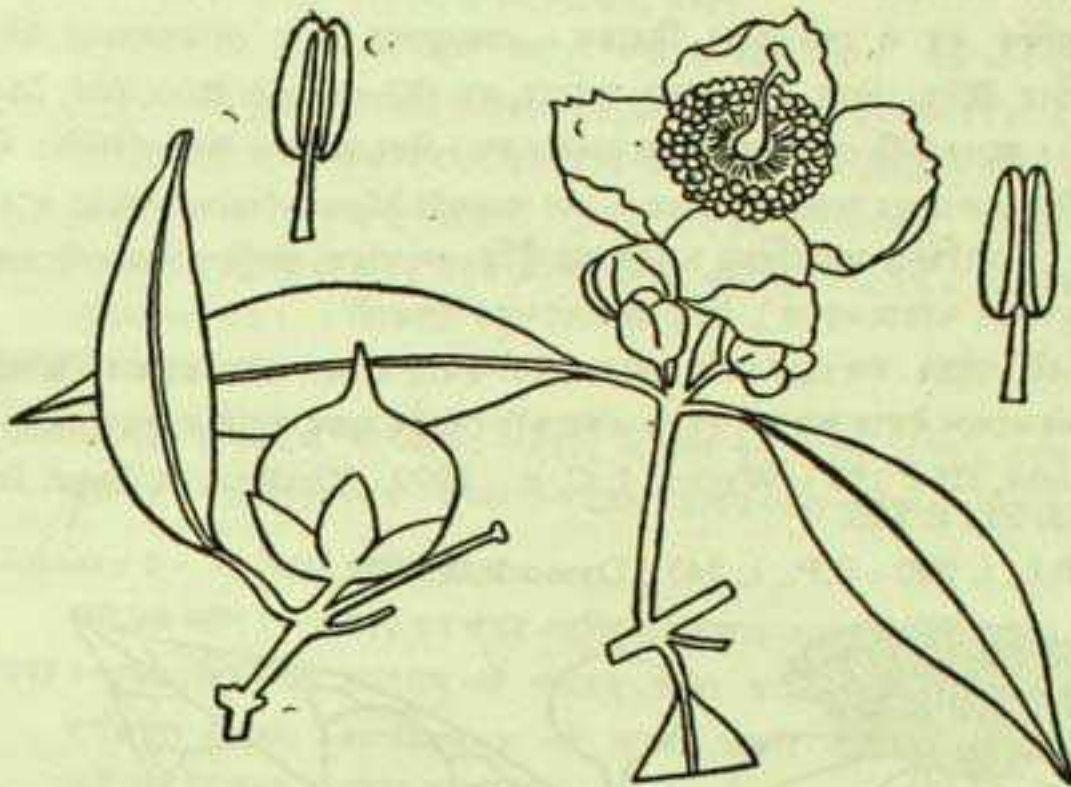
পাতা ও ফুল :—সর্প বিষ এবং কঁকড়াবিছের বিষে উপকারী ।

অপক ফুল :—কটু, উষ্ণ এবং বিরেচক ।

ইহার তৈল সন্ধিগত বাতে অভ্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করা হয় । ঔষধার্থে ব্যবহার পুষ্পের মাত্রা ১১. তোলা হইতে ১ তোলা ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. iii. 53 ; Wight. III. t. 127 ; and 1c. t. 118 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 108.

Ref.—F.B.L i. 277 ; B. P. i. 246 ; Roxb. F. L. ii. 605.



58. *Mesua ferrea* Linn. (নাগকেশর)

Genus—OCHROCARPUS Thouars.

59. *O. longifolius*, Benth & Hook. F. (নাগকেশর)

ভাষানুসারী নাম :—নাগকেশর—সংস্কৃত ; নাগকেশর—বাংলা ; নাগ-কেশর-কি-ফুল—হিন্দি ;
 হুরিদি, তাম্ব্র নাগকেশর—বোম্বে ; পুমাগ, হুরিদি, তাম্ব্রা-নাগকেশর—মহারাষ্ট্র ;
 নাগাপ্প, নাগেশরপু—তামিল ; হুরা-পুমা—তেলেগু ; হুরদি—কর্ণাট ; হুরাম্পুমা—
 মালয় ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, খুরদা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট, কানাডা, কম্বোজ ।

বর্ণনা :—বড় গাছ । শাখাগুলি গোলাকার । ছাল ধূসর লাল ও ধূসর বর্ণ, ঠেঁ ইকি পুরু ।
 পত্র ৫-২ ইকি লম্বা, ২-২½ ইকি বিস্তৃত । পাতা দেখিতে সবুজবর্ণ, বোটার দিক
 গোলাকার, মধ্যশিরা শক্ত । বোটা শক্ত, ঠেঁ ইকি । ফুলের কুঁড়ি গোলাকার ও
 অগন্ধযুক্ত ; উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাস ৬ ইকি, পুষ্পবৃন্ত ১ ইকি । ফুলের পাপড়ি ৪টি,
 অগ্রভাগ অচাল, ফুল দেখিতে পীতাল লাল অথবা কমলালেবুর রঙের । বহু পুংকেশর
 আছে, গর্ভকেশরের মস্তক পেচকাকৃতি, মাথা চওড়া । ফল একটু লম্বাকৃতি, দেখিতে
 বকুল ফলের দায়, নিম্নদিক সূক্ষ, ১ ইকি লম্বা । ফলে একটি বীজ থাকে । ফল
 জাহ্নয়ারী হইতে মার্চ মাসে হয় ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুলের কুঁড়ি ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি, উত্তেজক, অগন্ধযুক্ত, উদরাময়

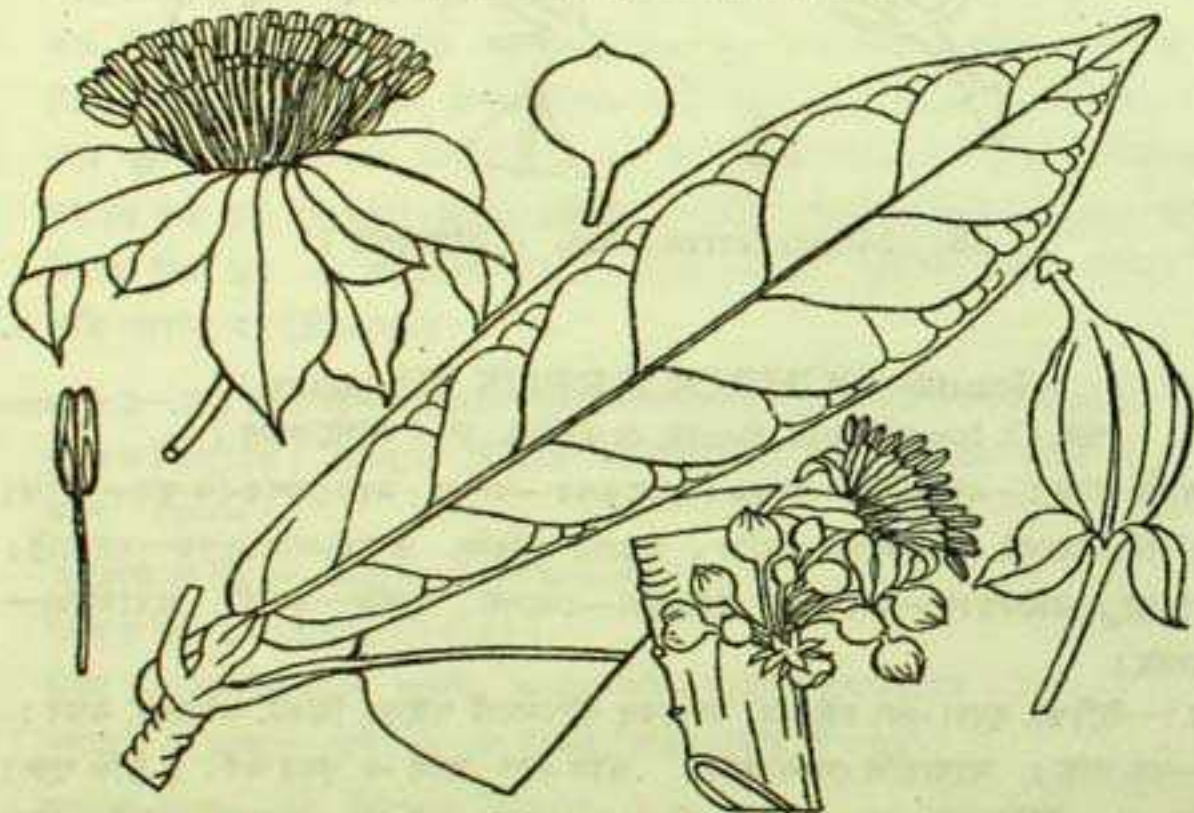
নিবারক এবং ধারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এলাচ ও লবঙ্গ-যোগে পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয় ও পেট-বেদনা নিবারক। শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় (Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.). ফুলের কুঁড়ি বেশয়ে রং করায় ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক ও উগ্রগুণবিশিষ্ট। বীজ কাটিলে একপ্রকার আঠা বাহির হয়। গুণ অনেকটা *Mesua ferrea* গাছের স্থায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফুলের কুঁড়ি—সকোচক, হৃগন্ধি। ফল—উত্তেজক, বায়ুনাশক (আত্মান নাশক), উদরাময় এবং অর্শে উপকারী।

মন্তব্য :—এই গাছের ফল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বস্তাহু বলিয়া খাইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শুষ্ক ফুল হইতে একপ্রকার বেগুণে রঙের হৃগন্ধি প্রস্তুত হয়।

Fig.—Wight, III i. 130 ; Wight, I. C. t., 1999, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 105.

Ref.—F.B.I., i, 270 ; B.P., i, 245 ; Dymock, i. 172.



59. *Ochrocarpus longifolius*, Benth & Hook. F. (নাগকেশর)

XIX. TERNSTROEMIACEAE.

Genus—*SCHIMA* Reinw.

60. *S. wallichii* Choisy. (মাক্‌ড়ীশাল)

ভাষানুসারী নাম :—মাক্‌ড়ীশাল—বাংলা; চিলাউনি, মাক্‌শাল, মাক্‌রিয়া—হিন্দি; মাক্‌শাল—আসাম; চিলাউনি—নেপাল; থেট্টা, অ-নন্-ফো—ব্রহ্মদেশ।

অবস্থান :—চট্টগ্রাম, পূর্ব-হিমালয়, ভূটান, আসাম, বর্মা।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড লালবর্ণ, শক্ত। পত্র ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পাতার অগ্রভাগ সরু, উপরের শিরা দীর্ঘ লালবর্ণ। বোটা ৩ ইঞ্চি, ডালের গায়ে বহুসংখ্যক আবেব ছায় দাগ আছে। ফুলের বোটা ৩ ইঞ্চি, ব্যাস ১৩-২ ইঞ্চি, পাপড়ি খেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত। পুষ্পের বহিঃস্থ ৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পের পীতবর্ণ। ফলের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, প্রথম অবস্থায় নরম। ফল এপ্রিল মাসে হয়; নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের রস গায়ে লাগিলে চুলকাইয়া থাকে। ছালের রস ক্রিমিনাশক। মাত্রা ১-৩ গ্রেণ, রেড়ির তেল বাইবার পর বাইতে হয়।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের ছাল :—ছালের রস গায়ে লাগিলে, চুলকাই এবং লাল হয়। ইহা ক্রিমিনাশক।
মস্তব্য :—উত্তরবঙ্গে এবং আসামে এই গাছের তরু বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়।
 দাঙ্গিলিং এর বহু Tea-factory এই গাছের তরুর প্রস্তুত। সেতু প্রস্তুতের জন্য এই কাঠের বহুল ব্যবহার আছে।

Fig.—Griffith, Notul. iv, 562, t. 600 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 109.

Ref.—F. B. I., i, 289 ; B. P., i, 249 ; Roxb., F. I., ii, 572.



60. *Schima wallichii choisy*. (মাকড়ীশাল)

XX. DIPTEROCARPEAE.

Genus—DIPTEROCARPUS Gaertn.

61. *D. turbinatus* Gaertn. (ধুলিয়া গর্জন)

ভাষানুসারী নাম :—গর্জন—বাংলা ; গর্জন—গুজরাট ; পাকান্ধইন্—ব্রহ্মদেশ ।

জন্মস্থান :—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ববঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশ ।

বর্ণনা :—উচ্চ চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ । কাষ্ঠ নরম, গাছের আঠা শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লাল এবং ধূসর বর্ণ ; পত্র ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ বর্শাকৃতি, পত্রের গোড়ার দিক্ গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, প্রধান শিরাগুলি ১৪-১৮ ছোড়া । বৃন্ত ১½-৩ ইঞ্চি । ফুলের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, ফুলের পাপড়ি লাল আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ । বীজ লম্বা, পক্ষবিশিষ্ট । ফুলের সময় ডিসেম্বর, ফলের সময় এপ্রিল ।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা ক্ষতবোগে ও বড় ক্রিমিতে (Tape-worm) ব্যবহৃত হয় (Watt) । ইহার আঠা মূত্রাশয়ের বোগে হিতকর, মূত্রকর ও গণোরিয়া বোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে (Ph. Ind. 32) । ইহা কুষ্ঠরোগনাশক (Dymock) । গণোরিয়া এবং মেহবোগে ইহার তৈল পদম হিতকর । কুষ্ঠবোগে ইহার তৈল অদ্বিতীয় ঔষধ । গর্জন তৈলের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রাথমিক কুষ্ঠবোগে বড়ই হিতকর, কিন্তু উহার উপকারিতা বাড়াইতে হইলে ৫-১০ ফোটা চাউলমুগ্‌রার তৈল, এক ড্রাম পরিমাণ এই তৈলের সহিত মিশাইতে হয় । গর্জন তৈলের সহিত চাউলমুগ্‌রার তৈল মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠবোগে প্রয়োগ করিলে বেশী উপকার পাওয়া যায় (Moodeen Sheriff) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের আঠা—ক্ষতবোগে এবং কৈচো ক্রিমিতে ব্যবহৃত হয় । চর্মবোগে উপকারী । মূত্রকারক এবং গণোরিয়া বোগে উপকারী ।

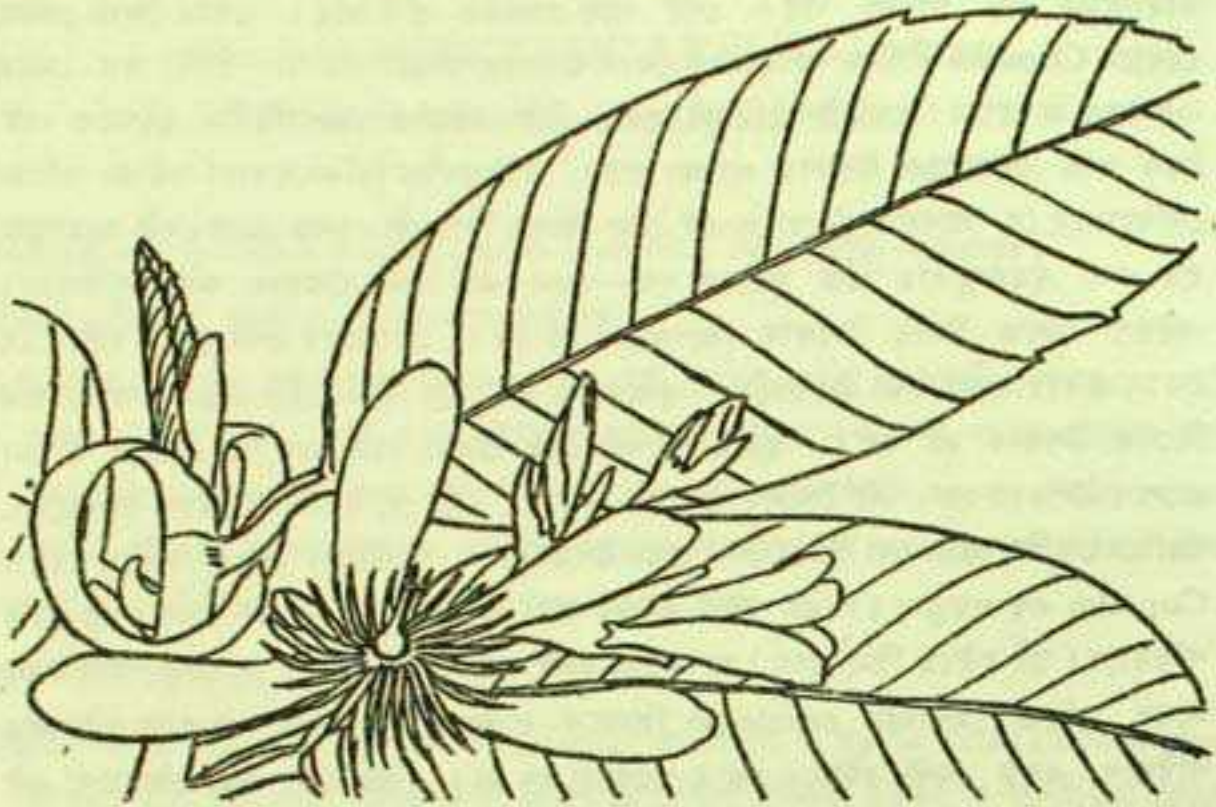
মন্তব্য :—Watt মহোদয় তাঁহার পুস্তকে এই গাছ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন । আসামের গর্জন তৈলের রং ঈষৎ ধূসর বর্ণের । বেঙ্গলের গর্জন তৈলের রং অল্প বেগুনে রঙের । কিন্তু সাধারণ বাজারের তৈল বেগুনে রঙের । ইহার গন্ধ—Balsam Copaiba এর মত । এই তৈল গণোরিয়া, মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রবোধ এবং মূত্রবাহের যে কোন বিকারে দক্ষিণ আমেরিকার বিশিষ্ট ঔষধের তুল্য গুণসম্পন্ন । ১০-৩০ ফোটা গর্দ ভিছান জল, দুগ্ধ এবং ভাতের আমানি—একত্রে পাতলা লেহবৎ করিয়া দিনে ৩ বার এবং

প্রয়োজনে আরো বেশীবার ব্যবহার করা যায়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রস্রাবে টারপিনের গন্ধ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে প্রস্রাবও বৃদ্ধি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে *Copaiba* দীর্ঘদিন ব্যবহারেও কোন উপকার পাওয়া যায় না—সেই সব ক্ষেত্রে এই তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়াও, যন্ত্রণাবিহীন দুইফতে এই তৈল বাহ্য প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, 'গণোরিয়া' রোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। যখন রোগ বেশী মারাত্মক হয় এবং মূত্রক্ৰান্তার জন্ত মূত্ররোধ হয়—তখন এই তৈল ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার উপকার বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। বেতপ্রদর এবং যোনি হইতে যে কোন প্রকার ক্ষরণে ইহা উপকারী। কুষ্ঠরোগে এই তৈল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। 'কুষ্ঠরোগে' এই তৈল শুকনা মাটি, জল সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপে উপকার হয়। এই তৈলের ঔষধগত বিশেষত্ব এই যে, ইহা গণোরিয়া, মূত্রক্ৰান্তা, বহুদিনের দূষিত ক্ষত এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকারী। গণোরিয়া এবং মূত্রক্ৰান্তা রোগে *Copaiba* এর সমতুল্য। এই দুইটি ঔষধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এই তৈল একটু বেশী পরিমাণে (দুই হইতে তিন ড্রাম) ব্যবহারে একই ফল পাওয়া যায়। যে হেতু গর্জন তৈল গর্দের সহিত মিশাইয়া emulsion হিসাবে ব্যবহার করা যায়—সে কারণে তৈলের পরিমাণ একটু বেশী হইলেও কোন অসুবিধা হয় না। 'দুইফতে এবং কুষ্ঠরোগে' এই তৈলের সমতুল্য অন্য কোন স্থানীয় উপকারী ঔষধ দেখা যায় না। প্রকৃত 'কুষ্ঠরোগে' এক ড্রাম গর্জন তৈলের সহিত ৫ হইতে ১০ কোটা 'চাউলমুগ্‌রার' তৈল মিশাইয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই তৈল জলে কিংবা alcohol এ সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া যায়। গর্দের সহিত মিশ্রিত করিয়া 'গণোরিয়ায়' ব্যবহার্য। সমপরিমাণ তৈল এবং চূণের জল মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিয়া চার ডাম পর্যন্ত মাত্রায় দিনে ৩ বার 'কুষ্ঠরোগে' প্রযোজ্য। প্রকৃত 'কুষ্ঠরোগে' ইহা বিশেষ উপকারী। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে তৈল ১ ভাগ, চূণের জল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া যে কোন পুরাতন 'চর্মরোগে' এবং 'কুষ্ঠরোগে' উপকারী। গর্জন তৈল 'ক্যাসুবার্জি কুষ্ঠরোগে' (Tubercular Leprosy) বিশেষ উপকারী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সকলপ্রকার চর্মরোগে এই তৈল উপকারী।

এই গাছের কোন অংশ কাটিয়া গর্ত করিয়া পরে বিধিবদ্ধভাবে গাছে আগুন লাগাইলে সেই তাপে তৈল গর্ভে জমা হয়। সেই তৈল ঔষধার্থ প্রযোজ্য। এই দেশীয় গাছটি হইতে তৈল সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii. 10, t. 213 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110A.

Ref.—F. B. I., i, 295 ; B. P., i, 252 ; Dymock, i, 172.



61. *Dipterocarpus turbinatus* Gaertn. (খুলিয়া গর্জন)

62. *D. incanus* Roxb. (গর্জন)

ভাষানুসারী নাম :—গর্জন—বাংলা ।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, পেশা ।

বর্ণনা :—পত্র ত্রিভুজাকৃতি, পাতার গোড়ার দিক স্থলকোণী এবং নরম । পত্র ৪ই-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি কাটা কাটা, ডাল ও পাতার ডাঁটা লোমযুক্ত, বোটা ২ ইঞ্চি লম্বা । ফুলে বহুসংখ্যক পুংকেশর আছে । পাপড়ি ৫টি । নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় । এপ্রিল মাসে ফল পাকে ।

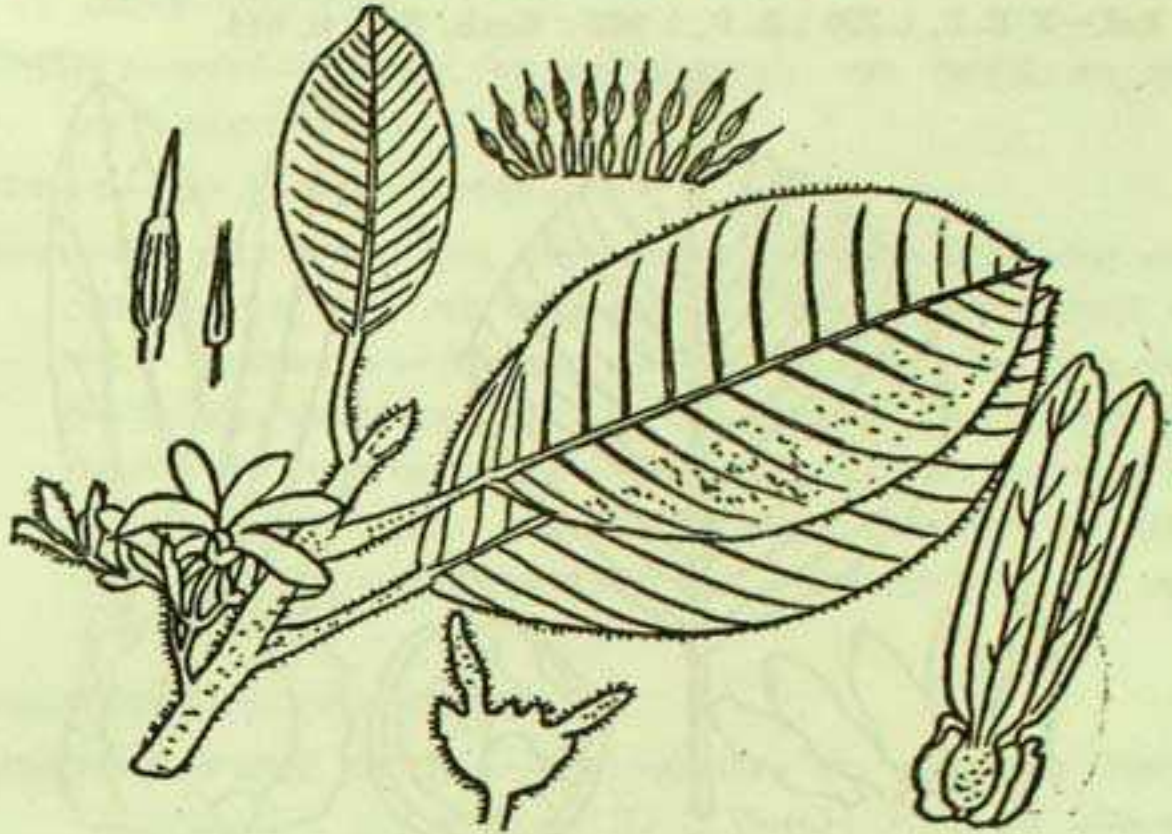
ব্যবহার্য অংশ :—আঠা (ধূনা)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—খুলিয়া গর্জনের স্কায়া ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় : বাতব্যাধিতে এই তৈলের ব্যবহার আছে ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 112.

Ref.—F. B. L, i. 298 ; B. P. i. 252 ; Roxb, F. L, ii, 614.



62. *Dipterocarpus incanus* Roxb. (গর্জন)

63. *D. alatus* Roxb. (তেলিয়া গর্জন)

ভাষানুসারী নাম :—তেলিয়া গর্জন—বাংলা ।

অঙ্গস্থান :—চট্টগ্রাম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসরিম্, মালয় ।

বর্ণনা :—ধূসরবর্ণ ছালবিশিষ্ট গাছ। উপরের কাঠ বেতবর্ণ, ভিতরের কাঠ লাল আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও শক্ত (Gamble)। পাতার শিরা ১২-১৫ ছোড়া, পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটার নরম লোম আছে। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় ও এপ্রিল মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা (Resin)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ অপরগুলির ত্রায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

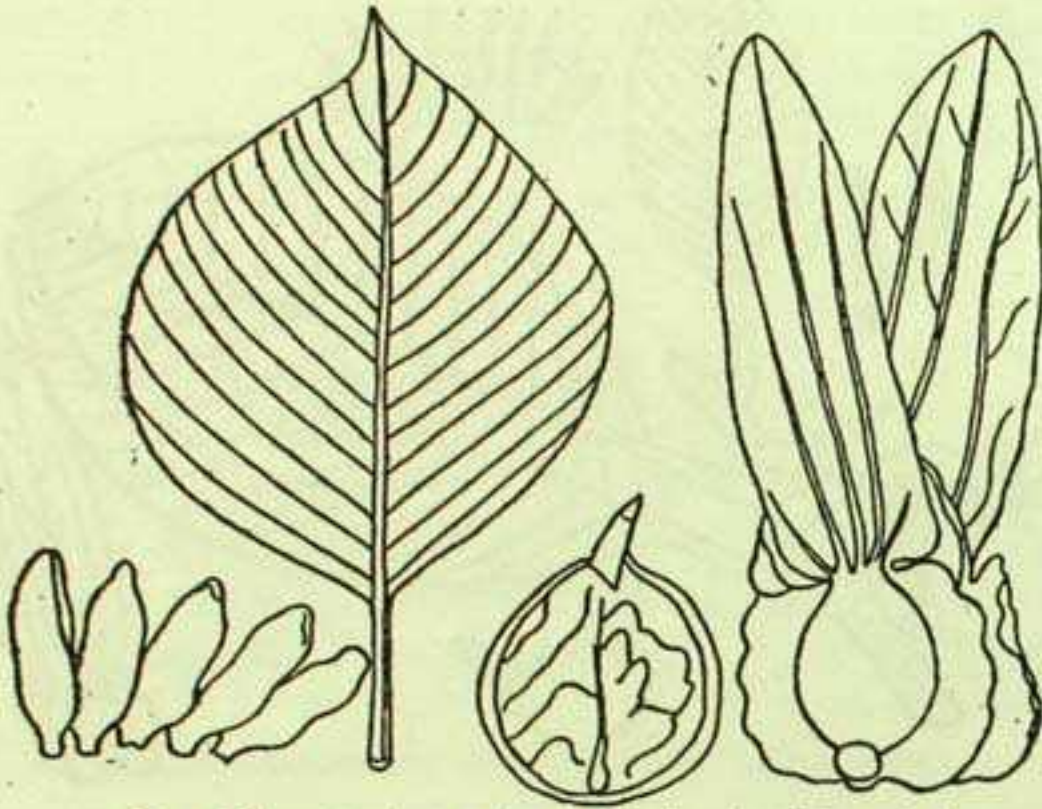
গাছের আঠা (গঁদ)—Copaiba এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। গণোষিয়ার বাহু প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

তৈল—ক্লেময়ুজ কতে উপকারী।

ছাল—রসায়ন, শ্বোতপথ শুদ্ধিকারক। বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 110 B.

Ref.—F. B. I., i. 298 ; B. P., i. 292 ; Roxb., F. I., ii, 614.



63. *Dipterocarpus alatus* Roxb. (তেলিয়া গর্জন)

Genus—SHOREA Roxb.

64. *S. robusta* Gaertn. (শাল)

ভাষানুসারী নাম :—অর্থকর্ণ, কোশিক—সংস্কৃত ; শাল—বাংলা ; শালু, শাল, শামু—হিন্দি ; শল, হল—বোম্বে ; হল, গুলিনু—মহারাষ্ট্র ; হল—গুজরাট ; কুডিলিয়ম্—তামিল ; গুলিম্—তেলেগু ; কৈকর—আরব ।

অরুণজমে'হ'অর্থকর্ণস্তাক্যঃ প্রসবন্ত শাস্ত্রসংবরণঃ ।

ধন্যন্ত দীর্ঘপর্ণঃ কুশিকতরুঃ কোশিকশ্চাপি ॥

অর্থকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ গ্রিহঃ পিত্তাত্রনাশনঃ ।

অরবিন্ধোটকণ্ডুঃ শিরোদোষাভিকৃন্তনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভঙ্গাদিবর্ণঃ ।

নামপর্যায় :—স্বরূপক্রম, অধকর্ণ, তাক্ষ্য প্রদর্শন, শব্দসংবরণ, ধ্বজ, দীর্ঘপর্ণ, কুশিকতরু ও কৌশিক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—অধকর্ণ—কটুতিক্রম, স্নিগ্ধ, ২কৃপিত নাসক। ছত্র, বিস্ফোট, কণ্ডু নাসক এবং শিবোবোগ শাস্তিকর।

জন্মস্থান :—ত্রিভুজ, উত্তরবঙ্গ, হোটনাগপুর।

বর্ণনা :—অতি লম্বা সরলবৃক্ষ। গাছে ফলন মাস ব্যতীত প্রায় সবসময়েই পাতা থাকে। ছোট গাছের ছাল মসৃণ। বড় গাছের ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু। আবড়ো-খাবড়ো ফাটা ফাটা। পত্র উজ্জল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, বোটা ১ ইঞ্চি, পত্রের গোড়ার দিক ত্রিভুজাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। ফুল খেতবর্ণ, নরম ও লোমযুক্ত, পাপড়ি যিকি পীতবর্ণ, ২ ইঞ্চি লম্বা ও সর, বর্ণাকৃতি ও লোমশ উগাটি অর্ধবৃত্তাকার; ফল লম্বা ২ ইঞ্চি, সূক্ষ্মকোণী, খেতবর্ণ ও নরম। কক্ষ ৫টি, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, গোড়ার দিক সর, পাকিলে ধূসরবর্ণ, অসমান, ১০-১২টি সমান্তরাল শিরা আছে। মার্চ মাসে ফুল হয় এবং মে-জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং আঠা (ধূনা)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠা দারক এবং রক্তআমাশয় নিবারক। আঠা অগ্নিতে দিলে স্ফগন্ধ বাহির হয় (U. C. Dutt.)। শালের ধূনা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্তআমাশয় নিবারিত হয় (Sakharam Arjun)। দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার আঠা অন্ন ও মেহরোগে ব্যবহার করে। ছুঁড়িফের সময় বস্ত্র জাতিয়া শালগাছের বীজ মহড়া ফুলের পরিবর্তে খাইয়া থাকে। পাইন গাছের ধূনা ও প্রকৃত শাল গাছের ধূনা প্রায় সমান গুণসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। (Bengal Dispensatory)।

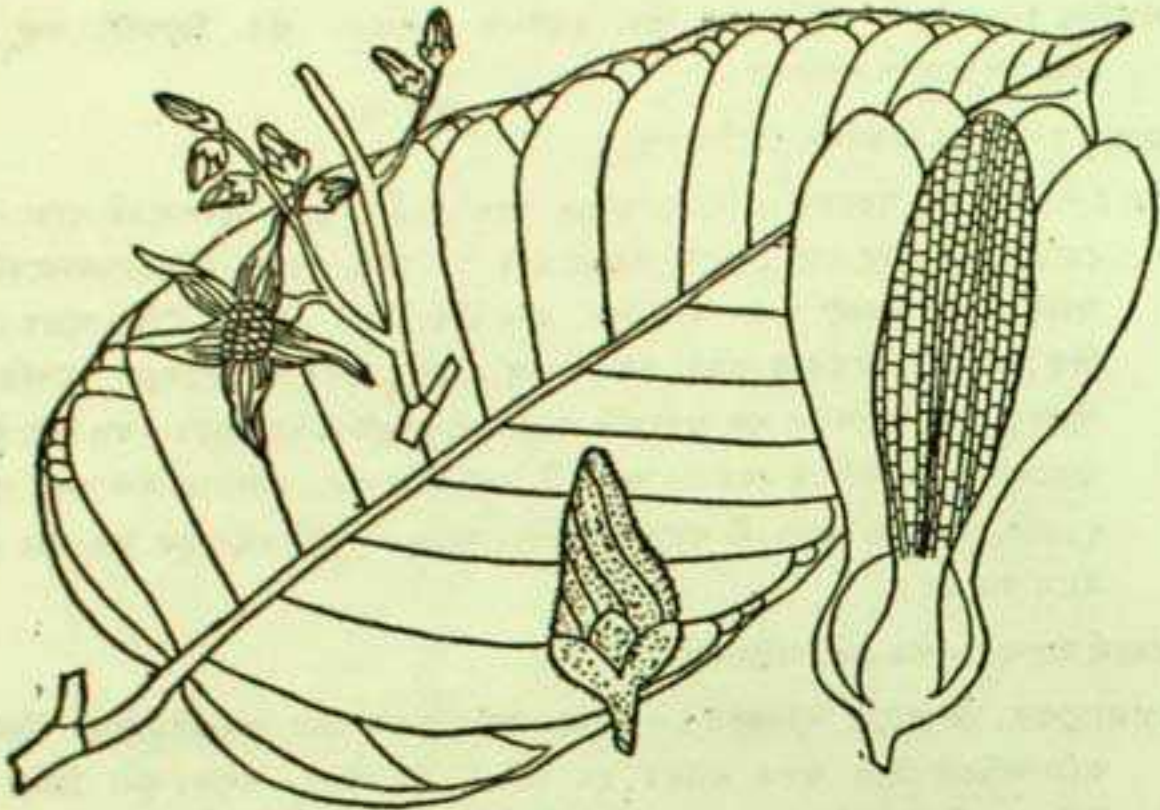
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের আঠা—সঙ্কোচক। স্রোতগুদ্ধিকারক এবং রক্ত আমাশয়ে উপকারী। ধূমগ্রহণ এবং প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়। পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার উৎকর্ষসাধনে উপকারী। গণোরিয়া রোগে এবং বাজীকরণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মস্তব্য :—বাজীকরণ ঔষধ হিসাবে ১০ রতি অতিসূক্ষ্ম ধূনা প্রত্যহ প্রাতে ১/১০ সের জুড়ের সহিত পান করিতে হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 113 ; Roxb., Cor. Pl., iii.t. 212 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 4.

Ref.—F. B. L., i. 306 ; B.P., i. 154 ; Roxb., F.L., ii. 615 ; Watt, vi. pt. ii. 673.



64. *Shorea robusta* Gaertn. (শাল)

XXI MALVACEAE.

Genus—*ABUTILON* Gaertn.

65. *A. indicum* (Linn) Sweet emend. Hochr. (পেটারি)

ভাষানুসারী নাম :—অতিবলা—সংস্কৃত ; পেটারি—বাংলা ; কঙ্ঘলি, কামলি, কঙ্ঘী—হিন্দি ; মিক-বহ—সাঁওতাল ; চক্র-ভেল, কাম্বোয়ী, কাম্বোই—বোম্বে ; ডাবলি—গুজরাট ; টুটা, উবন্—মালয় ; পেরুন-টুটি—তামিল ; টুটুবা-বেনা, জুগু-বেনা, টুটিবি-চেটু—তেলেগু ; বোন্-বই, থা-মা-চোক—ব্রহ্মদেশ ।

বলিকাঅতিবলা বল্যা বিককতা বাট্যপুস্পিকা ঘন্টা ।

শীতা চ শীতপুষ্পা সুরিবলা বৃক্ষগন্ধিকা দশধা ॥

ভিক্তা কটুশ্চাতিবলা বাতরী ক্রিমিনাশনী ।

দাহতৃকাবিষজ্জর্দি ক্রেদোপশমনী পরা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বলিকা, অতিবলা, বলা, বিককতা, বাটা/পুলিকা, খটা, ঝটা, ঝটপুলা, ভুবিবলা, বৃদ্ধগন্ধিকা—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—অতিবলা—কটুতিক্তরস, বায়ুনাশক ও ক্রিমিনাশক। দাহ, কৃমি, বিষদোষ, বমি এবং ত্রেননাশক।

জন্মস্থান :—পৃথিবীর সমগ্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে, সমগ্র ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশে, হগলী, হাবড়ার সাধারণ আগাছা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। শাখা সরু। পত্র ১-১ ইঞ্চি লম্বা, জংপিণ্ডাকৃতি বা পানের দ্বায়, অগ্রভাগ সরু, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, অতিশয় নরম। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ও ফুলের বোঁটা অবনত। ফুল হরিত্রাবর্ণ বা কমলালেবুর রং, অপরাহ্নে ফুটিয়া থাকে, পুঙ্কেশর বহু থাকে। ফুলের বহির্ভাগ ৫টি, পাপড়ি ৫টি। ফলের গাত্র কাটা কাটা, বীজকোষে বীজ ১৫-২০টি থাকে, পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ ছোট ছোট প্রত্যেক গহ্বরে একটি কিছা অধিক থাকে। ইহার বীজকে বাজারে 'বলা' বীজ বলে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল, পত্র, ফল এবং বীজ।

বৈজ্ঞানিক পেটারির ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—রসায়নার্থ পেটারি :—'কুটি প্রবেশ' পূর্বক যোগ্য মাত্রার পেটারি মূলত্বক্ ঔষধক্ জলের সহিত পান করিবে এবং পেটারি সেবনকালে যে প্রকার আহাৰবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই অচ্যুতরূপে করিতে হইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। কন্দকার গৃহে বাস পূর্বক বস্ত্রদ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিয়া যে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহাকে 'কুটিপ্রবেশ' বলে। ঔষধ জীর্ণ হইলে হৃদ ও দ্ব্যুত যোগে অজ্ঞানোজ্ঞন করিবে।

চক্রদত্তঃ—মূত্রকৃচ্ছ্রে, অতিবলা মূল :—অতিবলার মূলত্বকের কাথ পান করিলে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় (মূত্রকৃচ্ছ্র চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ কামোদীপক, পাতার কাথ দস্তরোগ ও গণোরিয়া নিবারক, ছাল মূত্রকর। বীজ সর্দি-নিবারক ও স্ফটিকাজর-নাশক। ইহা জ্বর ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়ার ব্যবহৃত হয়। পাতার রস ১ তোলা, দ্ব্যুত ১ তোলা, প্রবল পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। দাঁতের বেদনা এবং মাড়ির বেদনার ইহার কাথ ব্যবহৃত হয়। ইহার ভাঁটা গরম জুড়ে দিলে জুড় জমিয়া যায় এবং জুড়ের অবশিষ্ট জলীয় অংশ হাকিমেরা রক্তস্রাবের উপশমার্থে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন (Emerson)। প্রদর রোগে পেটারি মূলের ছাল, চিনি ও মধুর সহিত সেবা।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—দ্রিঘতাকারক।

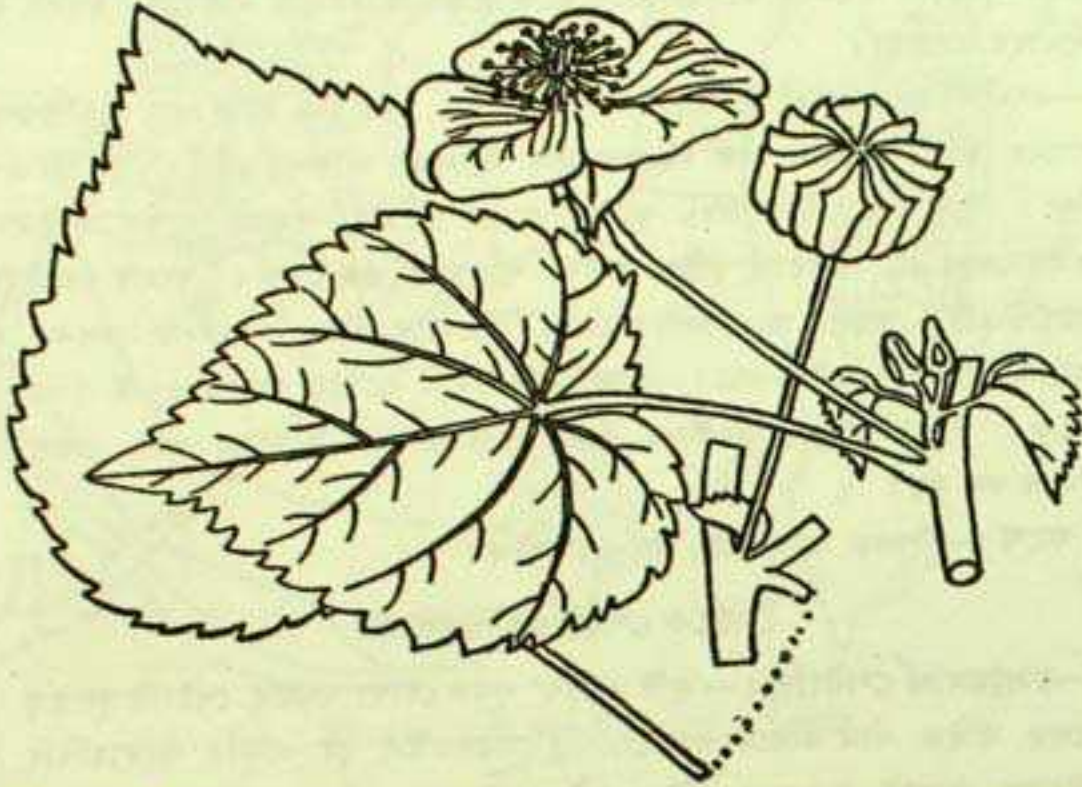
ছাল—শেণীসঙ্কোচক ; প্রস্রাবকারক।

মূলের রস—জ্বরে উপকারী।

বীজ—বাল্মীক ৫৭, বিরেচক এবং বেদনানাশক।

Fig.—Wight. I. C., t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 123.

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 260 ; Roxb., F. L., iii. 179 ; Prain, H. H., 177 ; H. S., 114.



65. *Abutilon indicum* (Linn) Sweet emend Hochr. (পেটাবি)

66. *A. avicennae* Gaertn. (জয়া)

ভাষানুসারী নাম :—জয়ন্তী—সংস্কৃত ; জয়া—বাংলা।

জন্মস্থান :—সমস্ত বঙ্গদেশ, ঢাকা, সিদ্ধেশ্বর, কান্দীর, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বর্ণনা :—সোজা বঙ্গার গাছ, পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, দ্ব্যপিত্তাকৃতি, মজ্জা লোমযুক্ত। কিনারা কবাতের দ্বারা কাটা কাটা। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেশর দণ্ড দৃঢ়। বীজাধার লম্বা, বিকৃত, অগোল ও দুইটি শৃঙ্গবিশিষ্ট। মার্চ এপ্রিল মাসে ফুল ও জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ, শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস জ্বরনাশক (Ainslie)। দন্তে বেদনা হইলে পাতার কাথে কুলি করিলে বেদনা আরাম হয়। কাথ গণোরিয়া ও মূত্রাশয়ের রোগে হিতকর (Dymock)। ইহার শিকড়ের কাথ হৃৎকের ও বীজ সর্দির উপশম

করে। বীজ গণোরিয়া ও মেহ দমন করে (Moodeen Sheriff)। ইহার বস ১ তোলা ও ঘৃত ১ তোলা, সর্দিতে ও পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সিদ্ধতাকারক।

ছাল—সঙ্কোচক, প্রস্রাবকারক।

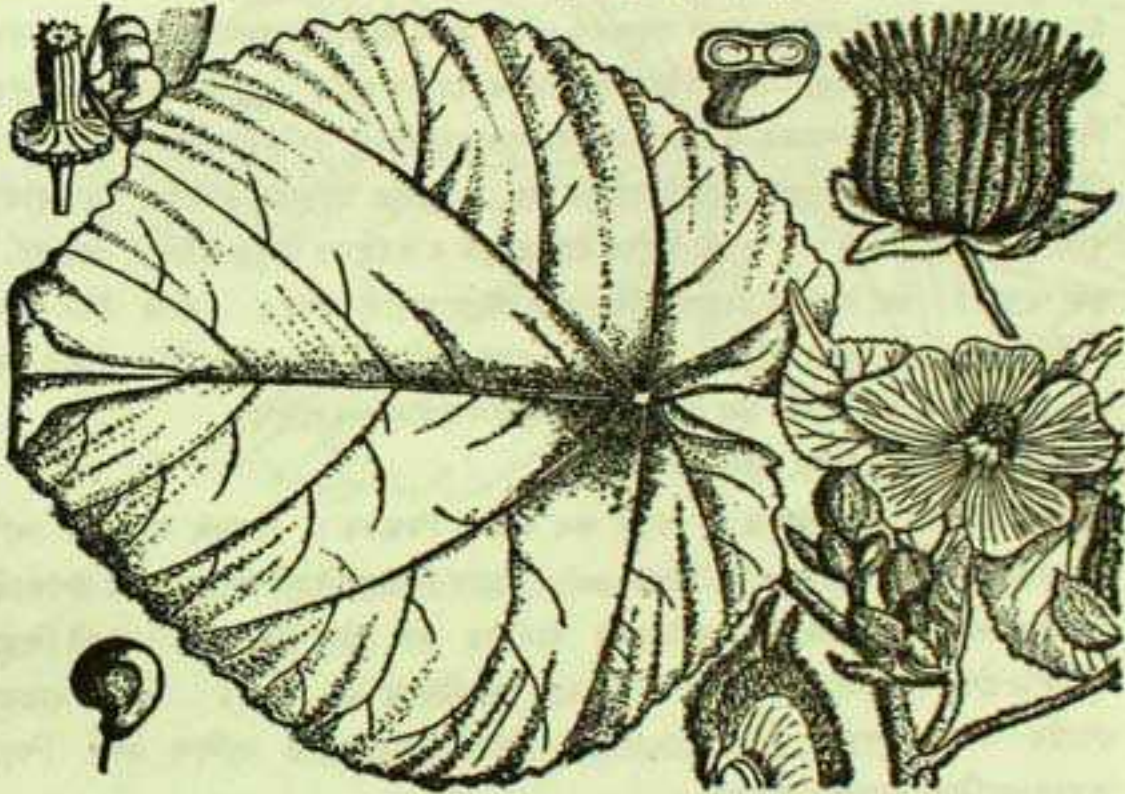
মূল—জ্বরে উপকারী।

বীজ—বিবেচক, সিদ্ধতাকারক।

মন্তব্য :—‘অয়াব’ সংস্কৃত নাম ‘অয়স্বী’—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অয়স্বীর family, Leguminosae এবং Botanic নামে Sesbania aegytiaca Pers।

Fig.—Rumph., Amb. iv., 31.t. ii ; W.S. Dipt. Agric. Fibre. For. Report No. 6. t. 3.

Ref.—F. B. I., i. 327 ; B. P. i. 260 ; Roxb., F. I., iii. 178.



66. *Abutilon avicennae* Gaertn. (অয়া)

Genus—ERIODENDRON DC.

67. *E. anfractuosum*. DC. (খেতশিমূল)

ভাষানুসারী নাম :—ধব—সংস্কৃত ; খেতশিমূল—বাংলা ; হাতিয়াল, কট্টন, শফেস শিমূল—

হিন্দি ; ইলাভাম্—তামিল ; বৃক্গ-পূব, বৃক্গ-মায়ী—তেলেগু ; পছারি, সত্বর—
মহারাষ্ট্র ; বিন্-বাউলি—ব্রহ্মদেশ ।

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ শ্বিরো গোঁরো ধুরক্ষরঃ ।

ধবঃ শীতঃ প্রেমোহর্ষঃপাণ্ডু পিত্তকফাপহঃ ॥

মধুরস্ববরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্ ।

ভাবপ্রকাশঃ । বটাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ধব, ঘট, নন্দিতরু, শ্বির, গোঁর ও ধুরক্ষর—এই ৬টি নাম ।

গুণপর্যায় :—ধব—শীতবীৰ্য্য, মধুর কষায় রস, প্রেমোহ, অর্ষঃ, পাণ্ডু, পিত্ত এবং কফনাশক ।

উহার ফল অন্ন মধুর রস ।

জন্মস্থান :—ইহা পূর্ব-এশিয়ার গাছ । ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান জঙ্গলে বহুপরিমাণে দেখা যায় ।

(শিবপূর্ব) বোটানিক গার্ডেন, হুগলী, হাবড়া ।

বর্ণনা :—অতি বৃহদাকার কণ্টকাকৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শরৎকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায় ।

ছাল ধূসরবর্ণ, ছোট গাছের ছাল সবুজবর্ণ, কাণ্ড সরল, ডাল লম্বাভাবে চারিদিকে বাহির হয় । পত্র ঘনসম্মিবদ্ধ, ডাল হইতে চারিদিকে বাহির হয় । হস্তাঙ্গুলির স্থায় বিভক্ত ও বিদ্ধত ; পত্র ৫-৬টি, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বোটা ২ ইঞ্চি লম্বা । ফুল ১১-২ ইঞ্চি বিভক্ত, ডালের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয় । ফুলের বহিস্ফুট ২ ইঞ্চি, ঘন লোমযুক্ত, পাপড়ি ১ হইতে ৩টি । ফুলটি উহার বাটির মত বহির্বাসের উপর স্থাপিত, খেতবর্ণ, অন্ন গন্ধ আছে । ফল লম্বা ও কয়েকটি শিষায়ুক্ত, কাঁচাকলার স্থায় । বীজ দ্বৈত কৃষ্ণবর্ণ, চারিদিকে তুলার দ্বারা আবৃত । গাছের গাত্র হইতে উজ্জল আঠা বাহির হয় । জাহ্নবায়ী-ক্ষেত্রায়ী মাসে ফুল হয় ও মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, শিকড়, পাতা ও আঠা ।

মূলপ্রাধান্যের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা ফল ধারক, স্নিগ্ধকর । পত্ররস ব্যবহার করিলে গণোষিয়া আরাম হয় (Surg. Thomas) । ইহার শিকড় শিমূল গাছের স্থায় উপকারী । শিমুলের আঠা বালকদিগের মূত্রহীনতায় ব্যবহার হয় (Sir Ratton) । ছোট শিমুলের সর্বাঙ্গীন শোধে উপকারী । ইহার আঠাকে হাতীদ্যান গঁদ বলে । ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক (Dymock) । খেত শিমুলের তুলার বালিশ লাল শিমুলের তুলার বালিশ অপেক্ষা মূল্যবান ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

আঠা—বলকারক, রসায়ন, সঙ্কোচক, বিরেচক, পেটের পীড়ায় উপকারী ।

কটিপাতা—স্নিগ্ধতাকারক ।

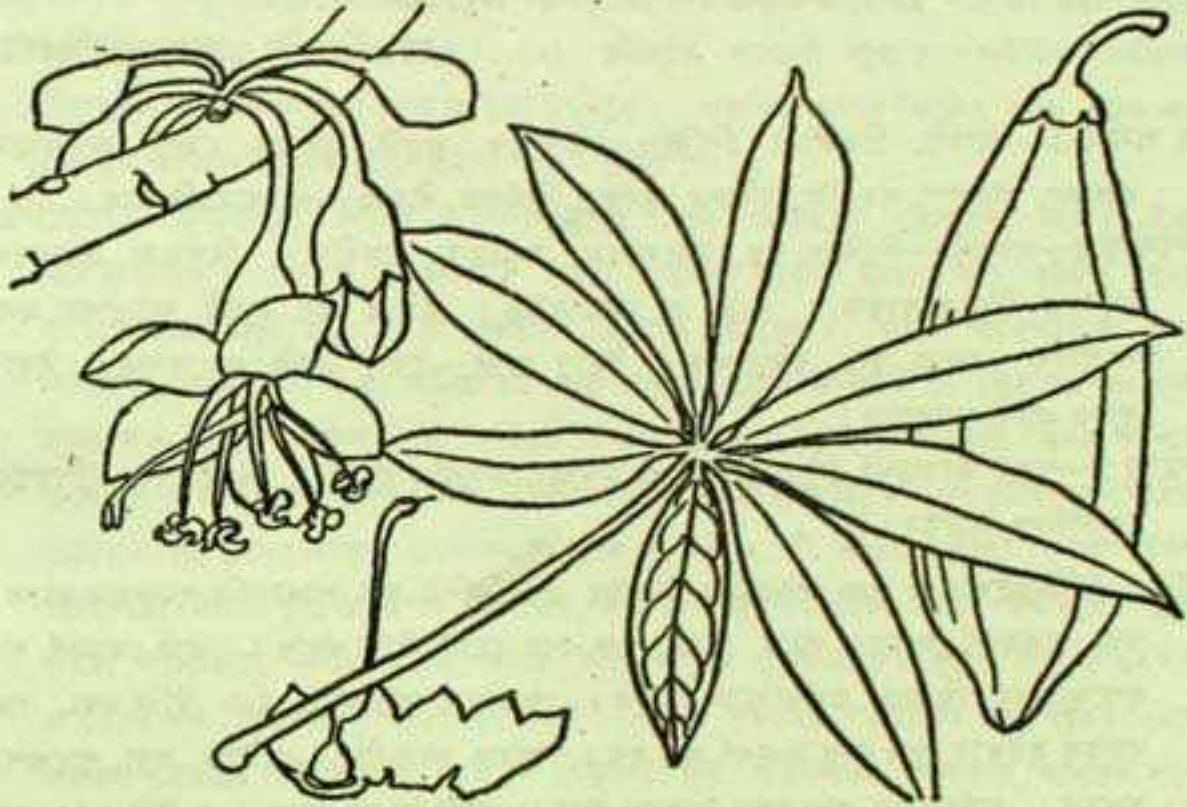
মূল—প্রস্রাবকারক, কীকড়াবিছা দংশনে উপকারী ।

অপক ফল—পেশীসঙ্কোচক, বেদনানাশক ।

মূলের রস—বহুমূত্রে উপকারী ।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 143 ; Rheede, Hort, Mal, iii. t. 49-54 ; আধুনিক নাম-করণের নিয়মাক্রমে—ইহার নাম—*Ceiba pentandra* (L) Gaertn. বলা বিধেয়।

Ref :—F.B.L, i. 350 ; B. P., i. 271 ; Roxb. F.I., iii. 165 ; Prain, H.H. 190 ; H.S., 105.



67. *Eeriodendron anfvactum* DC (শ্বেতশিমূল)

Genus—*SALMALIA* Linn.

68. *S. malabarica* (Dc.) Schott. & Endl. (রক্তশিমূল, লালশিমূল)

ভাষানুসারী নাম :—শাল্মলী, মোচা—সংস্কৃত ; রক্তশিমূল, লালশিমূল—বাংলা ; শিমূল, শেমূল, শেখল, শেমুর—হিন্দি ; শিমুরী—উড়িয়া ; শেমূল, শেখল, সাউর, সায়েব—বোম্বাই ; সাতর শিমুলো, শমর, শভর—মহারাষ্ট্র ; বতো, শিমুলো, শিমুলো, শিমূল—গুজরাট ; মুল্লা, বুবাগা-চেট্টু—তেলেগু ; পুল্লা, মুল্লাক—তামিল ; মুল্লিলা, বুলা—মালয় ; লেটপন্, দিকু—ত্রিপুরা ।

শাম্বলিচিরজীবী স্যাং পিচ্ছিলো রক্তপুষ্পকঃ ।
 কুঙ্কটী তুলবৃক্ষম্চ মোচাখ্যঃ কণ্টকক্রমঃ ॥
 রক্তফলো রম্যপুষ্পো বহুবীৰ্য্যো যমক্রমঃ ।
 দীর্ঘক্রমঃ শূলফলো দীর্ঘায়ুস্তিথিভিমিতঃ ॥
 শাম্বলী পিচ্ছিলো বৃহ্যো বল্যো মধুরশীতলঃ ।
 কষায়ম্চ লঘুঃ স্নিগ্ধঃ শুক্রশ্লেষ্মবিবৰ্জনঃ ॥
 তদ্রসস্তদুণ্ণো গ্রাহী কষায়ঃ কফনাশনঃ ।
 পুষ্পং তৎবৎচ নির্দিষ্টং ফলং তস্য তথাবিধম্ ।
 রাজনিঘণ্টুঃ । শাম্বল্যাদিবর্গঃ ।

নাম পর্যায়ঃ—শাম্বলী, চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্তপুষ্পক, কুঙ্কটী, তুলবৃক্ষ, মোচ, কণ্টকক্রম, রক্তফল, রম্যপুষ্প, বহুবীৰ্য্য, যমক্রম, শূলফল, দীর্ঘক্রম, দীর্ঘায়ু, এই পনেরটি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—শাম্বলী—পিচ্ছিল, বৃহ্য, বলকারক, মধুররস, শীতবীৰ্য্য । বিপাকে কষায়রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধতাকারক, । শুক্র ও শ্লেষ্মাবৰ্জনক । ইহার রস একই গুণসম্পন্ন, মল-সংগ্রাহক, কষায় রস, কফনাশক । ইহার পুষ্প—এরূপ একই গুণ সম্পন্ন । ইহার ফলও একই গুণসম্পন্ন ।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা ও হুমান্ডা, হগলী, হাবড়া, ২৪ পরগণা, (শিবপুর) বোটানিক গার্ডেন ।

বর্ণনাঃ—অতি বৃহদাকার শক্ত কণ্টকাকৃত বিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, শাখাগুলি লম্বভাবে থাকে । ত্বক্, ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে ছোট, শক্ত এবং মোটা কাঁটা থাকে । কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, পত্র হস্তাঙ্গুলিৰ্য বিস্তৃত, চারিদিকে বিস্তৃত । অগ্রভাগ বর্ষাকৃতি, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্র বাহির হইবার পূর্বে লাল রক্তবর্ণ ফুল হয় । ফুলের পাপড়ি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর অনেক ; গর্ভকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা । পাপড়ি বা ফল ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা শক্ত, ভিতরে ৫টি বিভাগ আছে । বীজ ফলের মধ্যস্থ তুলার মধ্যে থাকে । বীজ ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, একটি ফলে অনেক বীজ থাকে । শিমুলের বীজ হইতে তৈল বাহির হয় । শীতের শেষে ফল হয়, বসন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশঃ—আঠা, শিকড়, বীজ ছাল ও ফুল ।

বৈজ্ঞানিক শাম্বলীর ব্যবহার ।

চরকঃ—ত্রণ নির্বাপণে শাম্বলীত্বক্ :—শিমূল ছালের প্রলেপ দিলে ত্রণের দাহ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৩ অঃ) ।

শুশ্রূতঃ—পঞ্চাতিসারে শাম্বলী বৃন্তঃ—যে প্রবাহিকা রোগী বিবন্ধ বাতবিট্, শূল ও তৃক্ষ সমন্বিত তাহাকে শাম্বলী বৃন্তের শীত কষায় পান করাইবে (উঃ ৪০ অঃ) ।

হারীতঃ—তদ্রসঃ শাম্বলী বৃন্তের মূল শুক্রবৃত্তিকর বস্তুর অন্ততম (চিঃ ১০ অঃ) ।

টক্ৰদন্ত :—(১) .**রক্তপিত্তে শান্দলী পুষ্প :—**রক্তপিত্তী শিমূলফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে (রক্তপীত চি:) ।

অগ্নিদগ্ধ ত্রণে (২) শিমূল মূল :—জলনিয়মিত বালুকা ও শিমূল মূল একত্রে পেষণপূর্বক অগ্নিদগ্ধ ত্রণে লেপ দিবে (ত্রণ শোধ চি:— (৩) **ব্যঞ্জে শান্দলীকণ্টক—**কেবল গব্য ছুন্ডের সহিত পিষ্ট শান্দলীকণ্টক মুখে তিনদিন লেপন করিলে মুখের ব্যঙ্গ (মেচেতা) নিবৃত্তি পাইয়া মুখ পদ্মোপম হয় (ক্ষুদ্রবোগ—চি:) ।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **প্রদরে শান্দলী পুষ্প—**শিমূল ফুল গব্যায়ত ও সৈন্ধব সহ ভাজিয়া সেবনে হৃ:সাধ্য প্রদরও প্রশমিত হয়। (২) **প্ৰীহায় শান্দলী পুষ্প :—**পূর্বদিন রাতিতে শিমূলফুল জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্বপ তৈল সহ ভোজন করিলে প্ৰীহার বুদ্ধি বিনাশ পায় (প্ৰীহা চি:) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিমূলের শুষ্ক আঠাকে মোচরস বলে। ইহা কামোদীপক। শিকড় উত্তেজক। ছোট গাছের শিকড় ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিলে কামোত্তেজক হয়। ইহা ক্ষয়জনক রোগের মহৌষধ। আঠা আমাশয় ও রক্ত-আমাশয়, আর্দ্র বায়ু বা অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি রোগে উপকারী। শিমূলের শুষ্ক ফুল, ছাগছুন্ড ও চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া ২ ড্রাম পরিমাণ দিবসে তিনবার সেবন করিলে রক্তস্রাব ও অর্শ আরাম হয় (Dr. Taylor) । ইহার আঠা ২০-৩০ গ্রেণ সমপরিমাণ চিনির সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয় (Sur. T. Anderson)। সৰু শিকড় গণোরিয়া এবং রক্তআমাশয় নিবারণ করে। পাতা ছেঁচিয়া কিম্বা বগুড়াইয়া ফুলা গালে লাগাইলে বীচির স্থায় ক্ষীতি আরাম হয় (Watt) শিমূলের পাপড়ি মূত্রকর, কামোদীপক, মূত্রযন্ত্রের পীড়া নিবারক। ছাল মূত্রকর, শিথিলকারক এবং ধারক, ছোট শুষ্কফল মূত্রযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। শিমূলের ফুল জননযন্ত্রের দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। শিমূল গাছে পোকা ধরিলে মোচরস (আঠা) বাহির হয় কিন্তু কোন স্থান চিহ্নিয়া দিলে উহা বাহির হয় না। শিমূল অপেক্ষা কোন ঔষধই কামোত্তেজকের পক্ষে অধিক গুণসম্পন্ন নয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফুল—উত্তেজক, রসায়ন। ইহার মূল হইতে এক প্রকার বাজীকরণ ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার নাম 'মূলশা শিমূল'। ইহা তাহার প্রধান উপাদান। ক্ষয়জনক রোগে উপকারী।

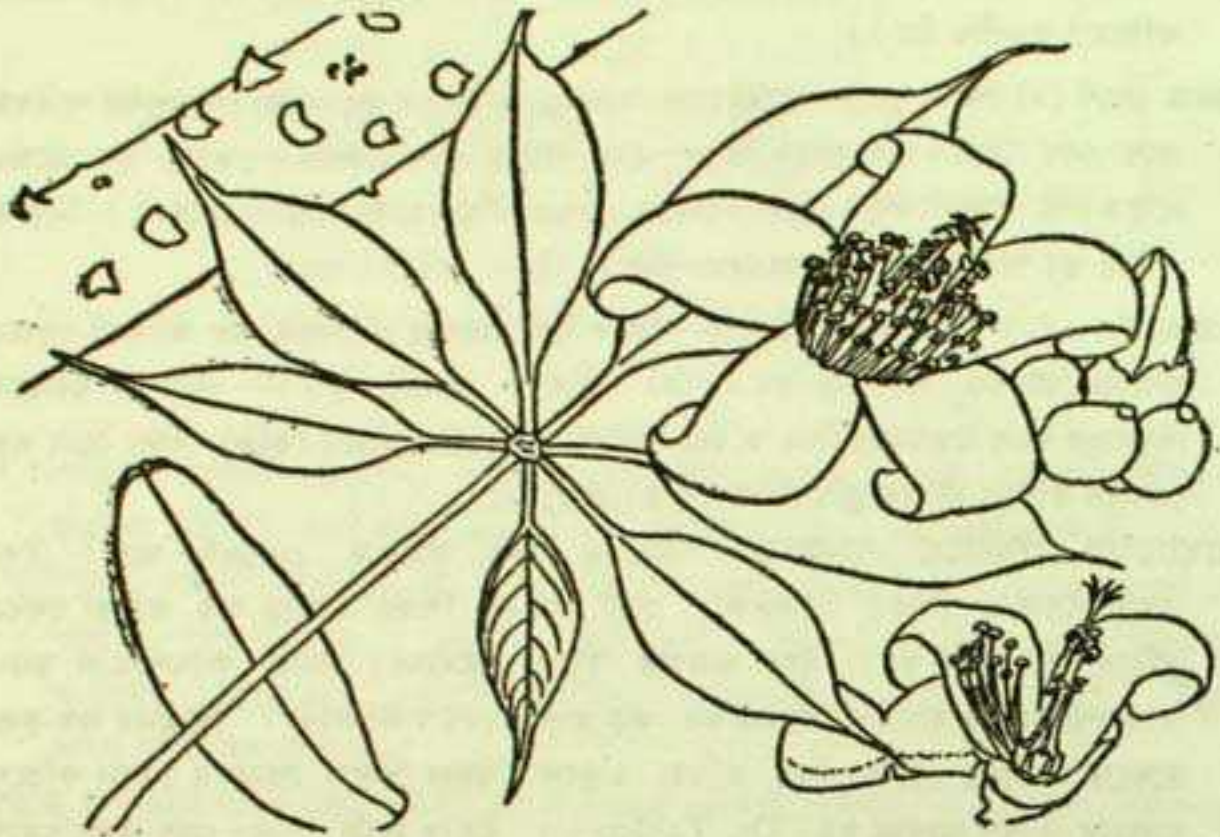
মূল ও ছাল—বমনকারক।

আঠা :—কামোদীপক, শিথিলকারক। রক্তস্রাব নিবারক স্ফোটক, বলকারক, রসায়ন, উদরাময় ও আমাশয় এবং প্রচুর রক্তস্রাবে উপকারক।

—সর্ববিধে উপকারী।

Fig.—Kirtikar Basu, Ind. Med. Pl., t. 142 ; Rheede, Hort. Mal. iii. t. 52 ; Wight III. Ind. Bot. i. t. 29A, 29B.

Ref.—F.B.L i. 349 ; B.P.L. 270 ; Roxb, F. I. iii. 167 ; Watt, I. Pt. 2. 487.



68. *Salmalia malabarica*, (Dc.) Schott. & Endl. (বরুশিমূল, লালশিমূল)

Genus—GOSSYPIUM Linn.

69. *G. herbaceum* Linn. (কাপাস)

ভাষানুসারী নাম :—কাপাসী—সংস্কৃত ; কাবাস, তুলা—বাংলা ; কাপাস, কই, বিনোলা—
হিন্দি ; প্রান্তি, পরিত, এড়ুতি—তেলেগু ; পারতি, ভান-পারতি—তামিল ; ওয়া—
ত্রক্ষদেশ ; কুট্টম্ উহল—আরব ; পাম্বা—পারস্ত ।

কাপাসী সারিণো চৈব চব্যা ন্মূলা পিত্তস্তথা ।

বদরী বাদরশ্চৈব গুণ সূত্রত্বিকেরিকা ।

মরুত্বা সমুদ্রান্তা জেয়া একাদশাভিধা ॥

কাপাসী মনুরা শীতা স্তন্যা পিত্তকফাপহা ।

ভৃকাদাহ শ্রম জাতি মূৰ্ছাস্তদ্বলকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ—শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—কাৰ্পাসী, সাৰিণ, চৰ্যা, তুলা, পিচু, বদৰী, বাদৰ, গুণপু, তুণিকৈৰিকা, মৰুঙা সমুদ্রান্তা—এই এগাবটি নাম।

গুণপৰ্যায় :—কাৰ্পাসী—মধুৰ রস, শীতবীৰ্য্য শুষ্কত্ববৰ্দ্ধক। পিত্ত ও কফ নাশক। তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, ভ্ৰান্তি, ও মূৰ্ছা নাশক এবং বলকারক।

অন্নস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম।

বৰ্ণনা :—১০-১২ ফুট উচ্চ গাছ। কোমল ও ক্ষুদ্রলোমযুক্ত। পত্র ক্ষুদ্রপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ ভাগে বিভক্ত। অগ্রভাগ সরু ও দীর্ঘাকৃতি। ফুল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, কখন কখন শ্বেতবর্ণ ও বেগুনে, পুষ্পস্তবক লোমময়। ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি। বীজকোষ গোল, লম্বাকৃতি। ভিতরের কোষের প্রত্যেক ভাগে ৫-৭টি বীজ থাকে, দৈর্ঘ্য পীতবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ। বৎসরের সকল সময়েই ফুল ও ফল দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, বীজ, ফুল ও শিকড়ের ছাল।

বৈজ্ঞানিক কাৰ্পাসীর ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে কাৰ্পাসী ত্বক ও পুষ্প—কাপাসের মূলত্বক ও পুষ্প পেষণ পূৰ্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চি: ৭ অ:)।

শুশ্রূষ :—কর্ণশ্রাবে কাৰ্পাসী ফল:—সজ্জকত্বকূর্ণ ও মধু সংযুক্ত কাপাসের ফলের (ভবন মতে অথবা কাপাসের ফলের) রস, কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশ্রাব (কান হইতে জল বা পুঁজ পড়া) প্রশমিত হয় (উ: ২১ অ:)।

বৃক্ষ :—কফজ্ঞাতিসারে কাৰ্পাসী মূলত্বরস—কাপাস মূলের রস মধুযোগে কফাতিসারী পান করিবে (অতিসার—চি:)।

চক্রদন্ত :—(১) শ্বেতপ্রদরে কাৰ্পাস মূল—শ্বেতপ্রদরগ্রস্তা নাৰী কাপাসের মূল (মূল কাঠগর্ত হইলে মূলত্বক) তত্তুলোদকের সহিত পেষণ পূৰ্বক পান করিবে (অঙ্গলব—চি:)।
(২) শুষ্কবৰ্দ্ধনার্থ অথবা কাৰ্পাসী মূল—বনকাপাস ও ইক্ষুর মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূৰ্বক পান করিলে, প্রসূতির শুষ্কত্বাব বৰ্দ্ধিত হয় (স্ত্রীযোগ—চি:)।

বজ্রসেন :—অপচিতে অথবা কাৰ্পাস মূল—অথবা কাপাসের মূলত্বক উত্তমরূপে পেষণ পূৰ্বক, তত্তুলযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক গব্যদুগ্ধে ভাজিয়া সেবন করিলে, অপচী বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালাদি—চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তুলা ক্ষত বাধিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। পোড়া তুলা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত সাৰিয়া যায়। তুলা-বীজ গুঁড়া করিয়া আদা এবং জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অণুকোষ-প্রদাহ নিবারিত হয়। ইহার বীজ মুহুরিবেচক ও কামোত্তেজক। পাতার রস আমাশয় আৰাম করে। ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক। তুলার শিকড় মূত্রকর ও পিণাসা নিবারক। ইহার সিদ্ধ পাতা জ্বর ও উৰ্য্যাময়ের মহৌষধ (Atkinson)। তুলার বীজ গৰ্ভশ্রাব-কারক ও ক্ষতনাশক। কাৰ্পাস গাছের কাণ্ড ৫ আউন্স, ২ পাইন্ট জলে জালিয়া ১ পাইন্ট থাকিতে নামাইয়া ২ আউন্স পরিমাণ ২০-৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়। প্রসব কার্যে ইহা আর্গট অপেক্ষা অল্প তেজস্কর (Ind. Mel. Gaz. 1884)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

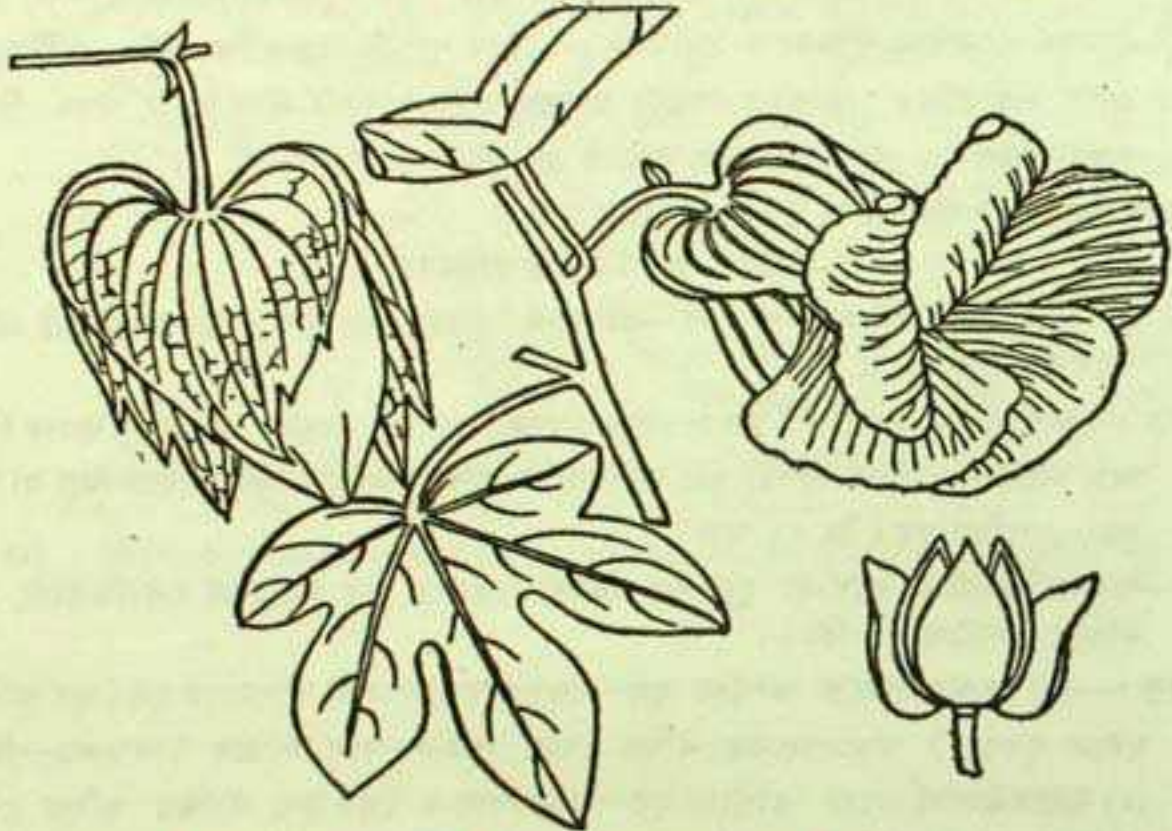
বীজ—বিষতাকারক, বিবেচক, কফনিঃসারক, শুষ্কহৃদ্বৰ্দ্ধক, বায়ুকরণ, গর্ভপ্রাবকারক, শ্বাসবিক দৌল্ল্য নাশক, বসায়ন, মাথা ব্যাথার ঔষধ।

মূল ও ছাল—কৃত্ত্রপ্রাব কারক। শুষ্কহৃদ্বৰ্দ্ধক।

পাতার রস—কাকড়াবিছা দশঃনে এবং সর্পবিষে উপকারী।

Fig. Kirtikar Basu, Ind. Med. Pl. t. 137.

Ref. F. B. I., i. 340 ; B. P., i. 269 ; Prain, H. H., 179 ; H. S., 121.



69. *Gossypium herbaceum* Linn. (কাপাস)

Genus—HIBISCUS Medik.

70. *H. abelmoschus* Linn. (লতাকস্বরী)

ভাষাভুসারী নাম :—লতাকস্বরী, জটাকস্বরী—সংস্কৃত ; কালকস্বরী লতাকস্বরী—বাংলা ; মুসক্-দানা, মুসক্-ভিদি—হিন্দি ; মিস্ক্-দানা, মুসক্-ভেন্দি-কি-বীজ—বোঘে ; মুসক্-দানা—গুজরাট ; কটুক্-কস্বরী—তামিল ; কস্বরী-বেণ্ডা ভিট্টুলু—তেলেগু।

লতাকস্বরী রিকা ভিক্তা আদী বৃক্ষা হিমা লঘুঃ।

চক্ষুশ্চাছেদিনী শ্লেষ্মতৃক্ষাবস্ত্যাস্যরোগহৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ কপূরাদিবর্ণঃ।

নামপর্যায় :—লতাকস্বরিকা।

গুণপর্যায় :—লতাকস্বরিকা—তিক্রমধুর রস, শুষ্কবৰ্দ্ধক, শীতবীৰ্য, লঘুপাক, চক্ষু হিতকর, ছেদক, শ্লেষ্ম, তৃক্ষানাশক, এবং ক্রান্তিগত রোগ ও মূখরোগ নাশক।

জন্মস্থান :—উত্তর নেপাল, চট্টগ্রাম, হুগলী। হাবড়ার জমলের ধারে কখন কখন দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ২।০ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটা শক্ত ও পশমময়, বৃন্ত পত্র অপেক্ষা লম্বা। পত্র ক্ষুদ্রপিণ্ডাকৃতি ও ৩-৫ অংশে বিভক্ত, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কাটা কাটা, পত্রের উভয় পৃষ্ঠ লোমাক্ত। ফুল-৩-৪ ইঞ্চি, ভালের অগ্রভাগে জন্মে, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, মধ্যস্থল বেগুনে, বোঁটা শক্ত ও বক্র। ফুলের বহির্দেশে সবগুলি সমান ও বলের মত। ফল ২½-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ নুচাল ও লোমময়। বীজ বক্র, মূদ্রাশয়াকৃতি, ইহার গাত্রে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা আছে। গন্ধ দুগন্ধি। গন্ধের স্রাব। জুন হইতে জাহুয়ারী মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

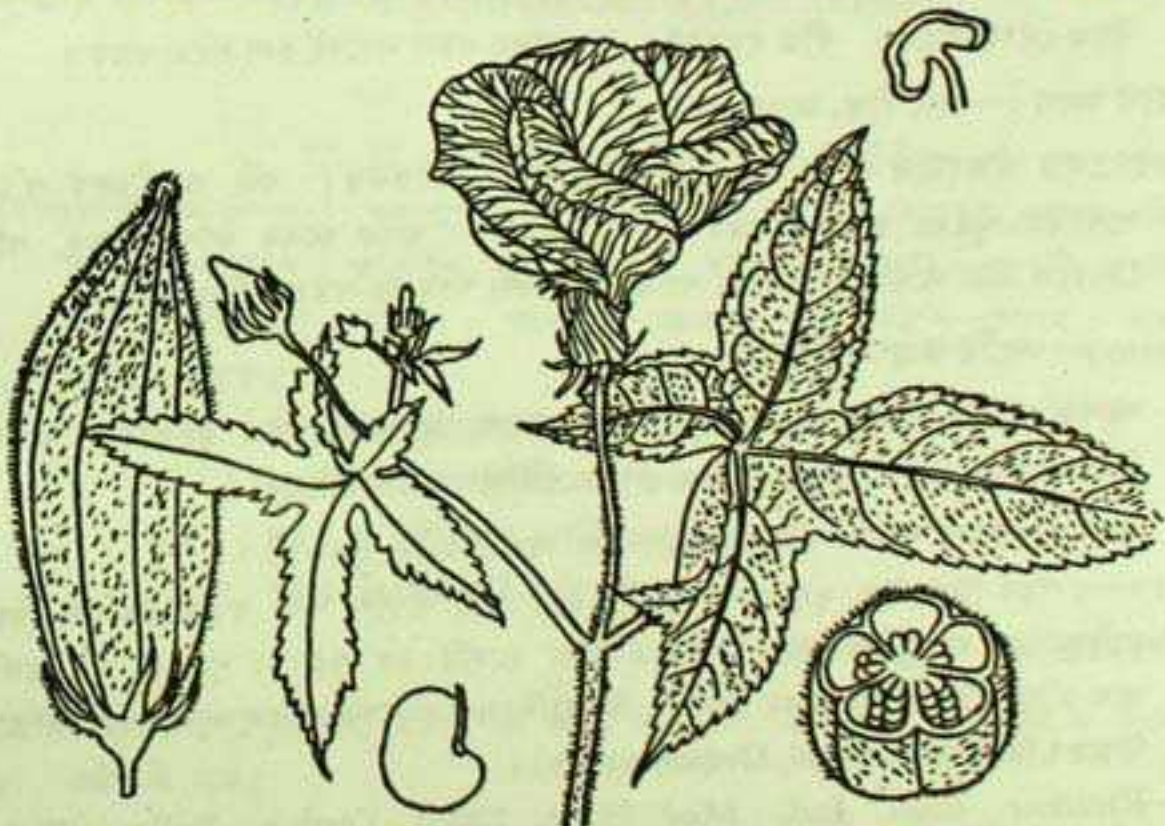
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ পেট-কাপা নিবারক। মূল ও পাতার রস গণোরিয়া নিবারক। বোম্বাই অঞ্চলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া ছুঁড়ের সহিত মিশাইয়া পাচড়ায় দেয় (Dymock)। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপের লোকে ইহার বীজ খাওয়াইয়া অথবা গুঁড়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া সর্পবিষের চিকিৎসা করে (Watt)। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইহার বীজ হৃগচ্ছিন্ন বা প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসী দেশে বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইহার গুণ দুগন্ধি।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উত্তেজক, বিষদোষ নাশক। অগ্ন্যুদ্দীপক, শিথ্যতাকারক, রসায়ন, উদ্বাস্থান-নাশক, বাজীকরণ, ছুঁড়ের সহিত ফেনাইয়া প্রলেপে 'দাদু' সারিয়া যায়। সর্পবিষে উপকারী।

Fig—Wight, I.C, t-399 ; Kirtikar Basu. Ind Med. Pl, t. 131.

Ref—F. B. I., t. 343 ; B. P. i, 265 ; Roxb., F. L, iii. 202 ; Watt, Vi, 229.



70. *Hibiscus abelmoschus* Linn. (.লতা কতরা.)

71. *H. esculentus* Linn. (ঢেঁড়স)

ভাষানুসারী নাম :—ভিঙিশ, গন্ধমুলা—সংস্কৃত ; ঢেঁড়স, হাম-টোরডি—বাংলা ভিন্দি ;
বণ্‌তুরি, হাম-টুরডি—হিন্দি ; ভেন্না, চেন্‌ডি—বোম্বে ; ভেণ্ডা—মহারাষ্ট্র ; ভিণ্ডু—
গুজরাট ; ভেণ্ডি—তামিল ; ভেণ্ড-কায়া—তেলেগু ; ভেণ্টক-কয়—মালয় ।

ভিঙিশো রোমশকলো মুনিনির্মিত ইত্যপি ।
ভিঙিশো কুচিকৃৎভেন্দী পিস্তুল্লেন্নাপহঃ স্মৃতঃ ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মুহুরলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ ।

নামপর্যায় :—ভিঙিশ, রোমশকল ও মুনিনির্মিত—এই গুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ভিঙিশকল—কটিকারক, ভেদক, পিত্তর, কফনাশক শীতবীৰ্য, বায়ুবর্জক, রুক্ষ,
মূত্রবর্জক এবং অশ্মরীরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতের গরম দেশে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বৎসবজীবী গাছ গায়ে লোম আছে । পত্রের বোটা ৬ ইঞ্চি লম্বা । পত্র খসখসে
দাতযুক্ত । ফুল পীতবর্ণ, মধ্যদেশ রক্তবর্ণ । ফল ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা । ১-১ ইঞ্চি চওড়া ।
ফলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম । ফলে কয়েকটি শিরা আছে, ফল—৫-৬টি বীজপূর্ণ ।
বীজে লোম আছে । বীজ ধূসরবর্ণ । বৎসরের সকল সময়েই চাষ হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, ফলের খোসা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ঢেঁড়স কফের শান্তিকর । ফল ও বীজের শাঁস,
গণোরিয়া, মূত্রাশয় ও অনন্যযন্ত্রের রোগনিবারক । অপক ফলের কাথ, মূত্রকর, সর্দি
নিবারক এবং গণোরিয়া রোগের শান্তিকর বলিয়া আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ।

Glossary—সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :—

অপক ফলের কাথ—বেদনানাশক, শৈত্যকারক, মূত্রকৃচ্ছ রোগে মূত্রকারক, মূত্রের
উগ্রগন্ধনাশক, মূত্রাশয়ের পীড়ানাশক এবং গণোরিয়া রোগে উপকারী ।

ফল ও বীজের শাঁস—প্রিত্ত্যকারক এবং গণোরিয়াতে উপকারী ।

মন্তব্য :—ঢ্যাঁড়শ প্রিত্ত, শীত, মূত্রকর ও বৃদ্ধ । ইহা গলা 'ধুলধুল' করা কাসে, ঐচ্ছিক মেহ,
মূত্রকৃচ্ছ এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয় । (ফেরি ২য় খণ্ড ২১ পৃঃ) । রসায়নবর্ণের
মতে ঢ্যাঁড়শ উৎকাসির উত্তম ঔষধ । উৎকাসিতে ঢ্যাঁড়শের লগ্নেজুন ব্যবহার করিতে
উপদেশ দিয়াছেন (Bengal Dispansatory) ।

Fig—Kirtikar Basu. Ind. Med Pl, t. 132 ; Duthie, Fuller, Field
Gard. 8Crop. 1.6.

Ref—F. B. L, i. 343; B. P., i. 265; Roxb. F. I. iii. 210; Watt, VI. 237; Prain, H. H. 178; H. So. 118.



71. *Hibiscus esculentus* Linn. (চাঁড়ল)

72. *H. rosa sinensis* Linn. (জবা)

ভাষান্তরানুসারী নাম :—জপা, জবাপুশ্প—সংস্কৃত; জবা—বাংলা; বোড়ফল, জাহ্নু—হিন্দি; কাস্তাও—বোম্বে; জাসবিন্দ, দসিন্দ-চা-ফুল—মহারাষ্ট্র; জহতা—গুজরাট; দাসনল—কর্ণাট; মগট-টুঙ্গু—তামিল; ভাসানা—তেলেগু; অম্বরা-হিন্দি—আরব; অদায়া-হিন্দি—পারস্য।

জপাখ্যা চোড়কাখ্যা চ রক্তপুস্পী জবা চ সা।

অর্কপ্রিয়া রক্তপুস্পী প্রাতিকা হরবল্লভা ॥

জপা তু কটুরক্ষা শ্রাদিস্তল্লগুণকনাশকং।

বিচ্ছর্দিজন্তুজননী সূর্য্যারামনসাধনী ॥

রাজনিঘণ্টু :। করবীরাদিবর্গ : ॥

নামপরিচয় :—জপা, ওড়কা, রক্তপুস্পী, জবা, অর্কপ্রিয়া, রক্তপুস্পী, প্রাতিকা, ও হরবল্লভা এইগুলি নাম।

গুণপরিচয় :—জপা—কটুরক্ষা, উষ্ণবীৰ্য্য, মাথার টাক নাশক। বিষমোহ, সর্দিমোহ, ক্রিমিরোগ কারক, এবং সূর্য্য পূজার উপাদান।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে বাগানে চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, চাণ্ডা, বোটানিক গার্ডেন (শিবপুর)।

বর্ণনা :—জবা গাছ অনেক প্রকারের আছে। গাছগুলির বহু শাখা হয়। পাতা ডিম্বাকৃতি পাতযুক্ত, পাতার অগ্রভাগ সরু। ফুল অনেক প্রকারের। এক ও দুই বা বহু পাপড়ি বিশিষ্ট লাল, নীল, পীত ও বেতবর্ণ; ফুল সারা বৎসর ধরিয়া ফুটিয়া থাকে, দেখিতে কতকটা ঘণ্টার দ্যায়, ২-৪ ইঞ্চি চওড়া। বীজকোষ গোলাকার এবং ইহাতে অনেক বীজ থাকে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়। কখন কখন জবার পাপড়ির রসে চিনিতে রং করে এবং ফুল জুতা কাল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, পাতা এবং শিকড়।

বৈজ্ঞানিক জবার ব্যবহার।

চক্ষুদান্ত :—কেশ কৃষ্ণীকরণে জবাপুষ্ণ—দুই ও জবামূলের রস ৮ সের এবং যষ্টিমধু কঙ্ক ৮ তোলা সহ এক সের তিল তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) আর্দ্রবলাভার্থ জবাপুষ্ণ—জবাপুষ্ণ কাঁজিতে পেষণ পূর্বক পান করিলে নারীর ঋতুলাভ হয়। ইহা রজঃ ক্লম্ব, রজোরোধ এবং বিলম্বিত ঋতুতে (অর্থাৎ অধিক বয়স পর্বন্ত ঋতুদর্শন না হইলে) প্রযোজ্য।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস শ্লিষকর। ফুল ভাজিয়া খাইলে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। কুঁড়ি খাতুদৌর্বল্য রোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড়, সর্দির পক্ষে হিতকর। জবার শিকড়ের গুঁড়া, পদ্মের শিকড় এবং বেতশিমূলের ছাল প্রত্যেকটি সমপরিমাণে সেবন করিলে অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিবারিত হয়। মাত্রা ৬ মাষা পরিমাণ (Dymock)। টাটকা পাতার রসে সমপরিমাণ জলপাইয়ের (olive) তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া তৈলাবশেষ নামাইয়া সেই তৈল মাখিলে মাথার কেশ বহুত হয় (Moodeen Sheriff)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—কাসিতে উপকারী।

পাতা—শ্লিষ্যতাকারক।

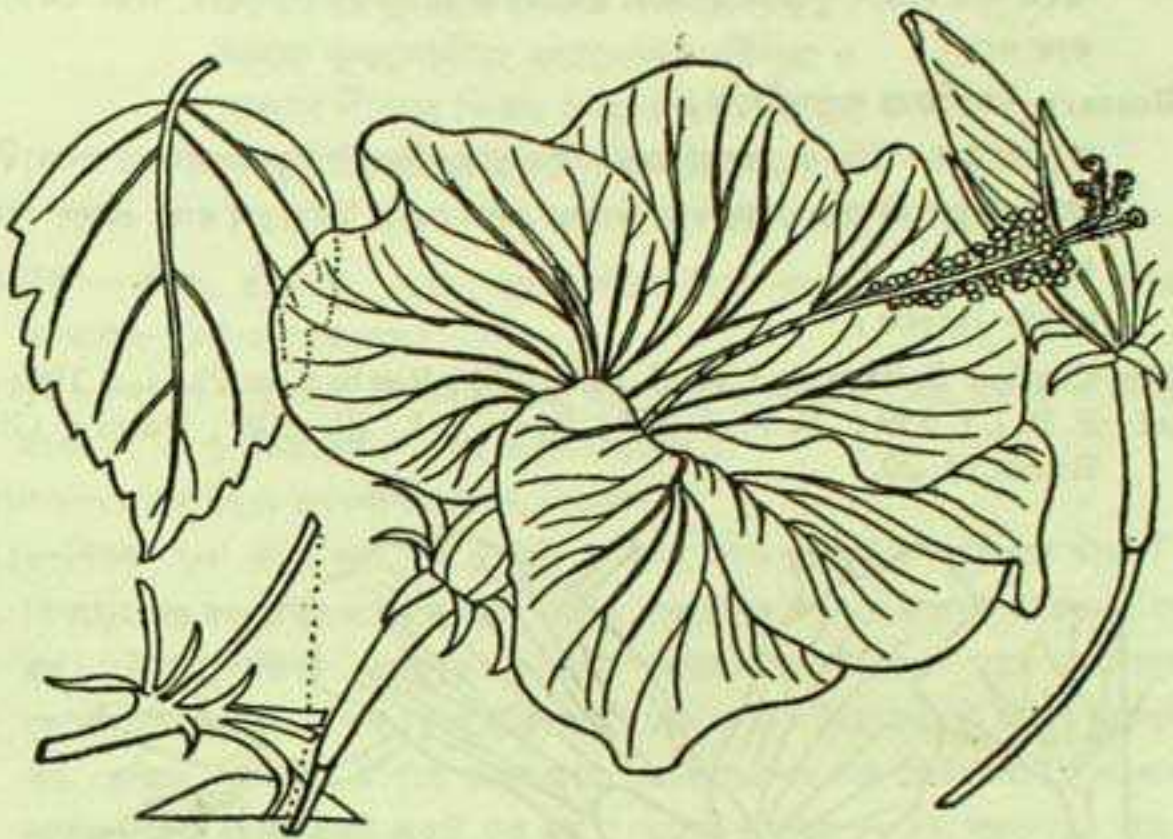
ফুল—শ্লিষ্যতাকারক।

ফুলের কুঁড়ির রস—দুবে বেদনানাশক ও জ্বরনাশক।

মন্তব্য :—জবামূল—শ্লিষ্য, শীত ও পিচ্ছিল। ইহার কাথ জ্বর, কাস এবং মুত্রক্লেচ্ছ শ্লিষ্য-পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। দুই, চীন ও জীবার সহিত 'গণোবিয়া' রোগে সেবা পদ্মকন ও শিমূল মূলের সহিত সেবন করিলে প্রচুর আর্দ্রবল্যাবে হিতকারী হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের পর এই বৃক্ষটির পরিচয় ভারতে দেখা যায়। সংহিতা যুগে এবং তারও পূর্ব যুগের বৈজ্ঞানিক এ বৃক্ষের পরিচয় সূত্র পাওয়া যায় না।

Fig—Rheede. Hort Mal, ii. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 134A.

Ref—B. I., i. 344 ; B. P. i. 268 ; Roxb. F. L. iii. 194 ; Watt IV pt. I. 242.



72. *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. (জবা)

73. *H. cannabinus* Linn. (মেস্তাপাট)

ভাষানুসারীনাং :—নালী—সংস্কৃত ; মেস্তাপাট—বাংলা ; অম্বাবি, পাটসান—হিন্দি ; কহুরিয়া—উড়িষ্যা ; অম্বাবি—বোম্বে ; অম্বদ—মহারাষ্ট্র ; পুলিমুক্তি, পুলিচি—তামিল. গোনকুর—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—ত্রিহট্ট, বিহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবীগাছ । প্রতিবৎসর চাষ হয় । ডাঁটার মূল লোম আছে । গাছের নীচের পাতা অবিকৃত, ছংপিণ্ডাকৃতি, করাগুলিবৎ, পত্রের কিনারা করাতেষ দ্বায় দীর্ঘত্বক । ডাঁটার কাটা আছে । পুষ্পস্তবক বিস্তৃত ও বড়, পাশড়ি পীতবর্ণ, মধ্যস্থল লালবর্ণ । ফল লোমযুক্ত, ডগাটী কাটার দ্বায় সৰ্ব্ব । বীজ মন্থ, লোমযুক্ত । শরৎ ও শীতে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পাতা ও রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ কামোদ্দীপক। কোন স্থান ভাঙিয়া বাইলে ইহার বীজ বাহ্যগ্রন্থোগরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুলের রস ১ তোলা পরিমাণ চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পুরাতন পৈত্তিক অন্নরোগ আরোগ্য হয়। ইহার পাতা মোলাপের কাছ করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

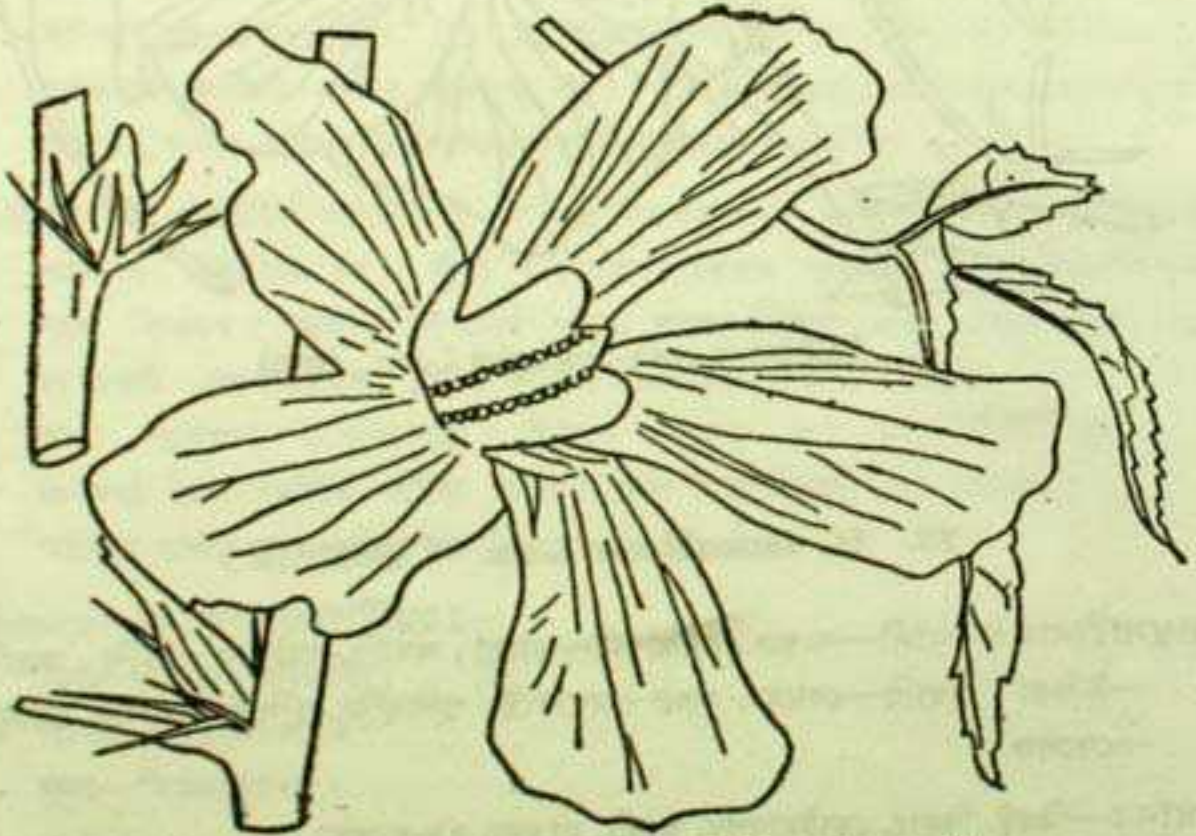
ফুলের রস—চিনি ও গোলমরিচের সহিত পান করিলে পৈত্তিক অন্নরোগে উপকারী।

বীজ—কামোদ্দীপক, কোন স্থান ভাঙিয়া গেলে বেদনা নিবারণার্থ বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতা—বিরেচক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 130 ; Roxb. Cor. Pl., i. t. 190.

Ref—F. B. I. i. 339 ; B. P., i. 267 ; Roxb. F. L., iii, 208 ; Daltz ; Gibso Bomb, Fl. 20.



73. *Hibiscus cannabinus* Linn. (মেস্তাপাট)

Genus—PAVONIA Willd.

74. *P. odorata* Willd. (বালা)

ভাধানুসারীনাম :—বালক, হীবেব—সংস্কৃত ; বালা—বাংলা ; অগন্ধবালা, বালা—হিন্দি।

বালা—বোধে ; কালা-ভালা—মহারাষ্ট্র ; পরমুটি, মূজি, পুলাগম্—তামিল ; এরা-কুটি—তেলেগু ; বাল-বাল্লদী-গিঙ্গ—কাণপুর।

বালকং বলিপৰ্য্যায়ৈরুক্তং হ্রীবেবকং তথা ।

কেশ্যং বজ্রমুদীচ্যক পিঙ্গল ললনাগ্রিয়ম্ ।

বালঞ্চ কুন্তলোশীরং কচামোদং শশীন্দ্রম্ ॥

বালকং শীতলং তিক্তং পিত্তবান্ধিত্বাপহম্ ।

অরকুষ্ঠাতিসারয়ং কেশ্যং শিথিলপ্রণাপহু ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বালক, হ্রীবেবক, কেশ্য, বজ্র, উদীচ্য, পিঙ্গ, ললনাগ্রিয়, বাল, কুন্তল, উশীর, কচামোদ—এই এগারটি নাম ।

গুণপর্যায় :—বালক—শীতবীৰ্য্য, তিক্তরস, পিত্ত, বমন ও তৃফা নিবাহক । অর, কুষ্ঠ ও অতিসার নাশক । কেশ্য বুদ্ধিকারক । শিথ ও ব্রণ নিবাহক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, সিন্ধুদেশ ।

বর্ণনা :—শিকড় ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা, বক্র ৬ ইঞ্চি । ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ । কাঠ শক্ত পীতবর্ণ । শিকড়ের গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের স্তায় । ইহার কন্দ হইতে সৰু সৰু কৃষ্ণবর্ণ শিকড় বাহির হয় । উহা অতিশয় হৃগন্ধযুক্ত । ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ । গায়ে আঠাযুক্ত কোমল পশম আছে । পত্র ১৫-৩ ইঞ্চি, দ্ব্যপিকাকৃতি, ৩-৫টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, পত্র দেখিতে অনেকটা কার্পাস পত্রের স্তায়, পত্রের অগ্রভাগ সৰু, বোটা লম্বা । প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে একটি একটি ফুল হয় । ফুলের বহিঃস্থ ১০-১২, লম্বাকৃতি, ফুলের পাপড়ি ৬টি । পুষ্পের অন্তর্বাস লালবর্ণ বা গোলাপী । পুষ্পের বহু, গোলাকারভাবে থাকে । ফুলের বোটা পাতার বোটার অর্ধেক । ফলের ভিতর ২টি বিভাগ আছে । প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বীজ থাকে । বীজ ছোট মটবের স্তায়, ধূসরবর্ণ, বীজে তৈল আছে । অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাসে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ; মাত্রা ৫—২৫ আনা ।

বৈজ্ঞকে বালার ব্যবহার ।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে বালা :—রক্তচন্দন সহ বালার কষ, ফাণ্ট, শীতকষায় বা কাথ সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ) । (২) অতিসারে বালা :—বালা ও তর্কের কাথ অতিসার হইলে পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ) । (৩) বিসর্পে বালা—বালা পেষণ পূর্বক কিঞ্চিৎ ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ) । (৪) মদাত্যয়ের পিপাসায় বালা—মদাত্যয় হোণীর পিপাসা থাকিলে, তাহাকে ঝড়প পরি-ভাবাহুসায়ে প্রস্তুত বালার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ) । (৫) বমনে বালা—তপ্তুলোদকে পিষ্ট বালা বমনের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৩ অঃ) ।

বাগ্‌ভট :—শিথ্রে বালা—বালা অল্পমদ সহ করিয়া বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিথ্রে লেপন করিলে তদঙ্গ গাত্রসর্বভা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০ অঃ) ।

বঙ্গসেনঃ—(১) পিত্তার্শে বালা :—বালা ও তুঠের কাথ পিত্তার্শ নাশক। (২) শিশুর অতিসারে বালা—বালা, চিনি ও মধু, তুলুলোদকের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায় (বালরোগ—চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—শিকড় হসফযুক্ত, উগ্র, ইহা জ্বর ও প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (U.C. Dutt)। দাহ শক্তির জন্য বালা, আমলকী, রক্তচন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠের গুঁড়া এক বালুতি জলে মিশ্রিত করিয়া গ্ৰহণ করাইলে দাহের শক্তি হয়। বালা যোগে যড়ঙ্গ (Shadanga Paing) পানীয় প্রস্তুত হয়। ১ ড্রাম পরিমাণ আমলকী, মুখা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া গাছের শিকড় ও শুষ্ক আদা ২ সেৱ জাল দিয়া ১সেৱ থাকিতে নামাইলে এই ঔষধ দ্বারা দাহের শাস্তি হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

মূল—স্ফোচক, বসায়ন, আমাশয়ে উপকারী। শ্লিষ্টতাকারক, উদারাদ্বাননাশক এবং জ্বরগ্র।

মন্তব্যঃ—বালা উষ্ণ বেদনাহর, স্তম্ভিকারক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ষোৎপাদক এবং বৃদ্ধ। পূর্ণ মাত্রায় সেবিত হইলে ইহা হৃদয়ের গতিবৃদ্ধি ও শারীরোদ্গার মাত্রাধিক্য জন্মায় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মনোবিকার উপস্থিত হয়। অত্যধিক মাত্রায় ভুক্ত হইলে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং আমাশয় ও অস্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইয়া বিবমিষা (গা বমি বমি করা), বমন, অতিসার, পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগেচ্ছা এবং মুত্রসহ অশ্রুপী পতিত হইয়া থাকে।

বালক শব্দের অর্থপ্রকাশক সংজ্ঞা বালার বিভিন্ন নাম পর্দায়।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. pl, t, 128 ; Wall, Cat. 1886.

Ref :—F.C.I. t, 331 ; B.P., i. 261 ; Roxb., F.I., iii. 214.



74. *Pavonia odorata* Willd. (বালা)

Genus—URENA Linn.

75. U. lobata Linn. (বন ওক্‌ড়া)

ভাষাভূসারী নাম :—বছাককোটকী—সংস্কৃত ; বন ওক্‌ড়া—বাংলা ; ব্যাকিটি—হিন্দী ; বন-ভেও—মহারাষ্ট্র ; ভিদিজনেলেট—সাঁওতালী ; পট্টপিলি—সিংড়ম ; কট-সেই নাই—ব্রহ্মদেশ ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বহুস্থানে ; জলের ধারে ও হাঙ্গার ধারে জন্মে ।

বর্ণনা :—ঘন-শাখা সম্বলিত গুল্ম, গাছের গায়ে ছোট ছোট লোম হয় । পত্র ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ছংপিণ্ডাকৃতি, গোলাকার এবং কণ্ঠিত । পত্র ৫-৭ ভাগে বিভক্ত, শিরা ৫-৭টি আছে, বোটা ছোট । ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক-বদ্ধভাবে হয় । ফলে সরু সরু কাঁটা আছে । গাছের ফল ছাগল, গরু ও অন্যান্য লোমশ জন্তুর গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে ফলগুলি তাহাতে আটকাইয়া যায় । ইহার ফুল বর্ষাকালে ও শীতকালে জন্মে । বীজে কোন আব্বা নাই ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ছোটনাগপুর প্রদেশে বাতের বেদনায় ব্যবহৃত হয় (Campbell) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়

মূল—প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক, বাতের বাহ প্রলেপনার্থ ব্যবহৃত হয় ।

Fig :—Rhumph. Amb.vit. 25 Fig 2 ; Kritikar & Basu, Ind. Med Pl., t.125.

Ref :—F. B. I., i. 329 ; B. P., i. 261 ; Roxb, F. I. iii. 182 ; Prain, H. H. 178 ; H. S. 112.



75. Urena lobata Linn. (বন ওক্‌ড়া)

Genus—THESPESIA Corr.

76. T. populnea Corr. পরাশপিপুল

ভাষানুসারীনাম :—পারিশা—সংস্কৃত; পরাশ পিপুল, পরাশ—বাংলা; পরাশ পিপাল, পোন্ধ-ভেতি, পুছিপু-পিপুল—হিন্দি; পারশ-পিপুল—বোম্বে; বোতি। ভোতি, বান্ ভেতি—মহারাষ্ট্র; বেতি, ভেতি—গুজরাট; পরসং, পেরিস্, পুস্মা—তামিল; গদ্বায়েণ্ গদ্বাভি, পুস্মা, পুস্মান্—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে এবং হুন্দরবনে বহু পরিমাণ জন্মে। অপরাপর স্থানে বিশেষতঃ হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে বা বাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—বড় গাছ, গাছের ভিতরের কাঠ দৃশ্য বেগুনে নীল, হুগন্ধযুক্ত। পত্র দেখিতে অথথ পত্রের মত, ৩-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডাকৃতি, মসৃণ, তলায় ধূসর আঁশ যুক্ত। ভাঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, শাখা প্রশাখা ক্ষুদ্র। ফুল বড় ও দেখিতে হুন্দর; বহির্ভাগ ছোট, ৫টি দীর্ঘযুক্ত। পাপড়ি ৫টি, লম্বাকৃতি; পুংকেশব অনেক আছে, একটি নলের মধ্যে আবদ্ধ। বীজাধার সরু আচ্ছাদনে আবৃত, ৪-৫টা বীজ থাকে। বীজ পশমময়, দেখিতে মটরের মত। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে। গাছের কাঠ শক্ত বলিয়া গরুর গাড়ী নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বহুল, শিকড় এবং ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল হইতে পীতবর্ণ রস নির্গত হয়, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ছালের কাথে পাঁচড়া ধৌত করে (Watt), কোন স্থানে পোকায় কামড়াইলে ইহার পত্র বোঁটা হইতে পীতবর্ণ আঠা বাহির করিয়া নষ্ট স্থানে লাগাইলে যক্ষ্মা নষ্ট হয়। কখন দেশে ইহার ফুল পাঁচড়ার ঔষধে ব্যবহার করে। শরীরের কোনস্থানের এষি ফুলিলে ইহার পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

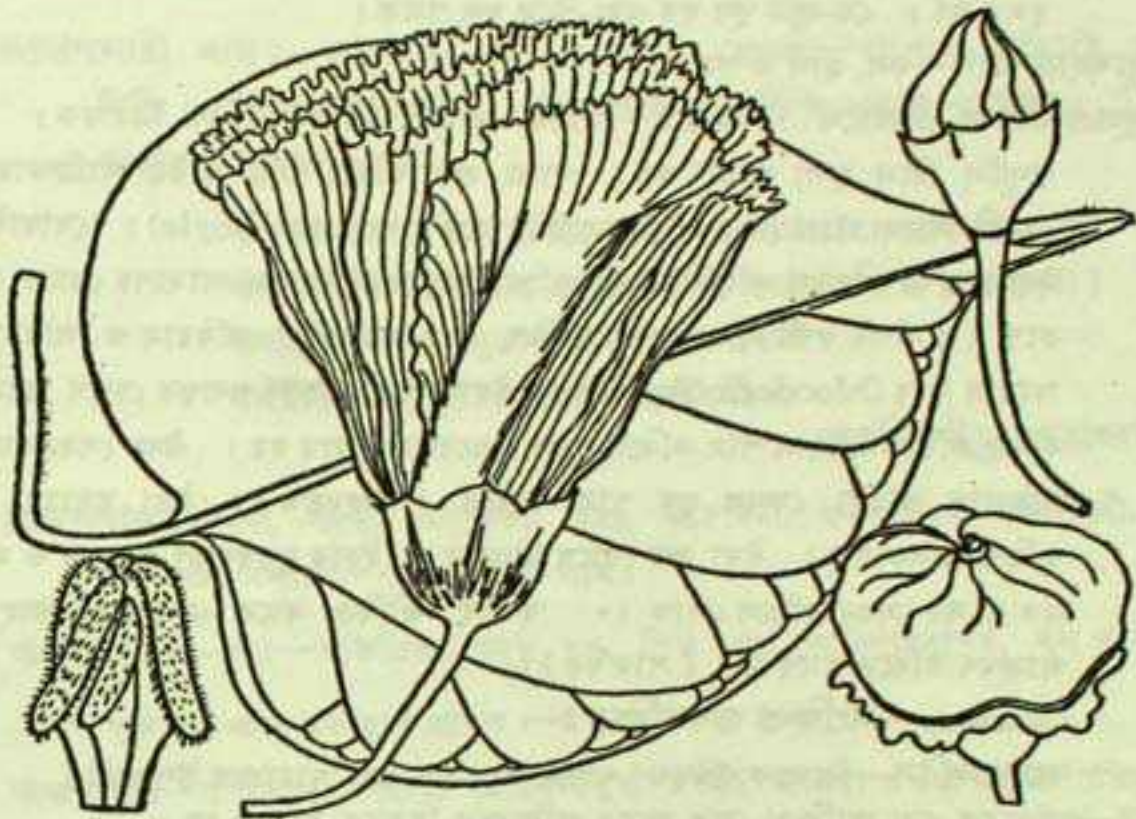
ফুল, পাতা ও মূল :—চুলকানি, দূষিত চর্মরোগ (psoriasis) এবং চর্মরোগে বাহ প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

মূল—রসায়ন।

ছাল—সঙ্কোচক, আত্যন্তরীণ ব্যবহারে রসায়নের কাজ করে।

Fig :—Wigt. I. C. t. 8 ; Bedd., Sylv. t. 63 ; Kirkitar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 136 ;

Ref :—F. B.L, i. 345 ; B.P., i, 270 ; Roxb., F.L iii, 191 ; Prain, H.H., 179 ; H.S., 120.



76. *Thespesia populnea* Corr. (পরাশ-লিপুল)

Genus—ADANSONIA Linn

77. *A. digitata* Linn. (গোরক্ষ আমলি)

ভাষানুসারী নাম—গোরক্ষ-আমলি, গোরক্ষ চাকুলে—বাংলা ; গাধেককী—সংস্কৃত ; নাগবলা, কল্লবৃক্ষ ; গোরক্ষ আমলি, গোরক্ষ-আমলি ; গোর-আমলি—চোর—হিন্দি ; গোরক্ষ-চিন্চ, কোয়ারি—চিন্চ—বোম্বে ; গোরক্ষ-আমলি—গুজরাট ; অনাই-পুলি, পাপ-রা-পুলি—তামিল ।

অঙ্কশ্রাণ—ভারতের সকল স্থানে বাগানে রোপণ করা হয় । বিশেষতঃ মুসলমান ফকিরদের গোরস্থানে ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে ।

বর্ণনা—কাণ্ড স্থূল, বৃহৎ বৃক্ষ, বৃক্ষ ৬০-৭০ ফুট লম্বা হয় । নীচের দিকে অতিশয় ক্ষীণ । পত্র হস্তাঙ্গুলিযং এবং ক্ষুদ্র লোমযুক্ত আচ্ছাদিত । ৬-৭টি ভাগে বিভক্ত, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু । শীতে পাতা পড়িয়া যায় ও মে-জুনে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মে । ফুল খেতবর্ণ, এক একটি প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি অবনত । গর্ভাশয় ৫-১০ টি গম্বীরযুক্ত । ফল ঝুলিয়া থাকে ; ঈষৎ সবুজবর্ণ, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, খোলা শক্ত, পাতলা, উপরিভাগ পালকের দ্বায় পদার্থে আচ্ছাদিত ।

ফল অন্নশীসে পরিপূর্ণ, এই শীস শুকাইলে খেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। বীজ এক একটি ফলে শক্ত খোলায় আচ্ছাদিত। বীজ প্রায় ৩০টি হয়। মৃত্যুসময়ের দ্বায় আকৃতি, ধূসর বর্ণ। মে-জুনে ফুল হয় এবং শীতে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—গোরক্ষ আমলি আমাশয়-রোগ নিবারণক। পাতার পুষ্টি দিলে ফুলা আরাম হয়। পাতা শুক করিয়া শুঁড়া করিয়া আফ্রিকার লোকে উহাকে লালো (Lalo) বলে, ইহা ঘর্মনিবারণে ব্যবহৃত হয় (Royle)। বোম্বাই দেশে ইহার শীস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরাময় এবং রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (বনৌষধি দর্পণ)। ইহার ছালের কাথ দুয়ারোগ্য সবিরাম ও অবিরাম শ্বস আরাম করে (Moodeen Sheriff)। ইহার মূলের শুষ্কচূর্ণ গব্যায়ুত ঘোণে ক্রমে মাত্রা বদ্ধিত করিয়া একমাস পান করিলে দারুণ ক্ষয়রোগ আরাম হয়। ঔষধ সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে (রাজবল্লভ)। ইহা রসায়ন, বৃদ্ধ ও অতিশয় বলকারক। ইহা ক্ষয়-রোগে হিতকর। ইহার মূলশুকপূর্ণ গব্যায়ুত ও মধুদোণে এক বৎসর সেবন করিলে লোক ১০ বৎসর জীবিত থাকে এবং জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না (শাঙ্গর্ধর)।

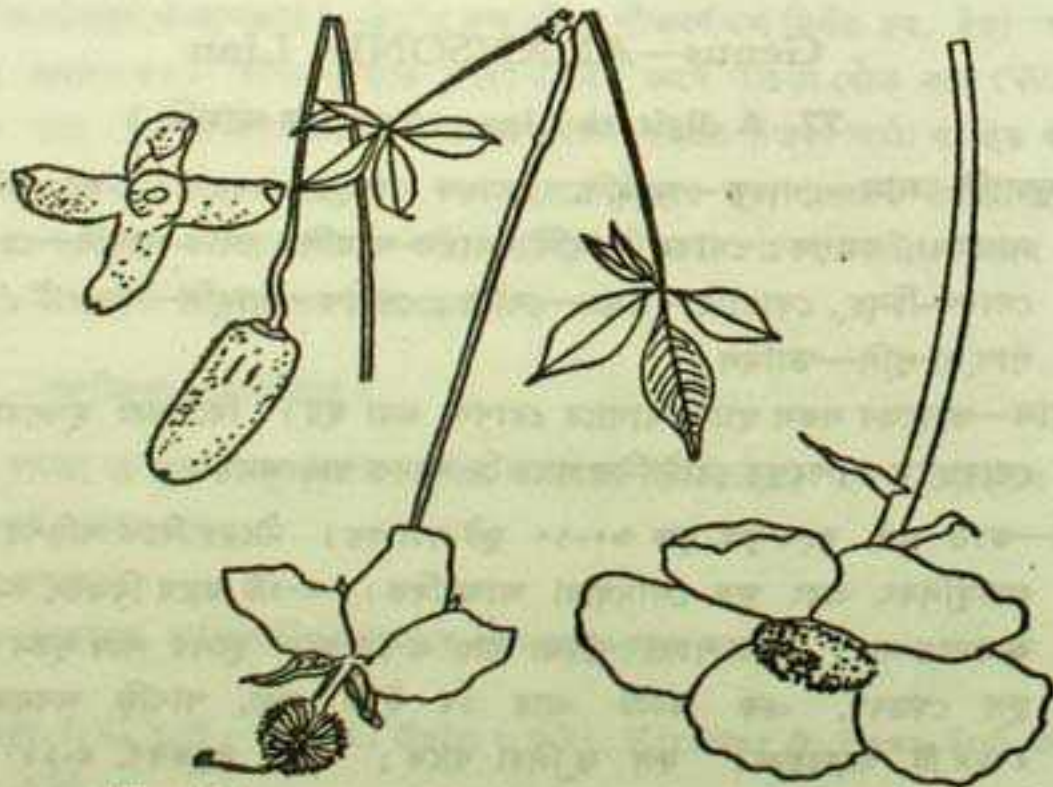
Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

ফলের শীস—বিরেচক, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, সঙ্কোচক এবং আমাশয়ে উপকারী।

পত্র—ঘর্মকারক এবং আফ্রিকা দেশে জরের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig—Bot. Mag. Iv. t. 2791-92 (1828).

Ref—F. B. L i, 348 ; B. P. i. 270 ; Roxb., F. L. iii. 165.



77. *Adansonia digitata* Linn. (গোরক্ষ আমলি)

Genus—SIDA Linn.

78. S. cordifolia Linn. (বেড়েল)

ভাষানুসারী নাম :—বাট্যালক, বলা—সংস্কৃত ; বেড়েলা—বাংলা ; ধারোতি, কুড়াই—হিন্দি ; চিকাল—মহারাষ্ট্র ; ডেলা-আস্টিন, চিরি—বেণ্ডা—তেলেগু ; সিমাক—পাঠাব ; বেড়েলা—গৌড় ।

বলা সমজোদকিকা চ ভদ্রা, ভদ্রোদনী স্যাৎ ক্ষরকাটিকা চ ।

কল্যাণিনী ভদ্রবলা চ মোটা, বাটী বলাচেতি চ রুদ্রসংজ্ঞা ।

বলাহতিতিক্তা মধুরা পিত্তাতীসারনাশনী ।

বলবীৰ্যপ্রদা পুষ্টি কফরোগবিশোধনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বলা, সমজা, উদকিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, ক্ষরকাটিকা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, মোটা, বাটী, বলাচ্যা,—এই এগারটি নাম ।

গুণপর্যায় :—বলা—অতিতিক্ত, মধুর রস, পিত্ত এবং অতিসারনাশক, বল ও বীৰ্য বর্ধক, পুষ্টিকর, এবং কফরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া ও গো-ঘাটের পতিত জমিতে প্রচুর জন্মে । শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু পরিমাণে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ছোট ছোট গুল্ম । পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, উভয় দিকে লোম আছে । পাতার ডাঁটা পাতার সমান লম্বা । ফুলের বহিঃস্থ লম্বা ও লোমচ্ছাদিত । ফল ছোট । বর্ষাকালে অথবা শীতে ফুল হয়, পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, বীজ ও পত্র ।

বৈজ্ঞানিক বেড়েলার ব্যবহার ।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে বেড়েলা মূল—ক্ষীরপরিভাষাহুসারে বেড়েলা মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া রক্তপিত্তরোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৫ আঃ) । (২) রক্তাশৌর্যরোগে বেড়েলা মূল—বেড়েলামূল ও পুষ্টিপণীয় কাথ দ্বারা সাধিত ঐষ্যের পেয়া, যে অশৌর্যরোগীর রক্তশ্রাব হইতেছে তাহাকে পান করাইলে, রক্তশ্রাব নিবৃত্তি পাইতে পারে (চিঃ ৯ আঃ) । (৩) কফজবিসর্পে বেড়েলা মূল—কফজবিসর্পে বেড়েলামূল পেষণপূর্বক গ্র্যুপেপ দিবে (চিঃ ১১ আঃ) । (৪) মদাত্যয়ের পিপাসায় বেড়েলা মূল—তৃপ্তি মদাত্যয় রোগীকে বেড়েলা মূল দ্বারা কথিত জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ আঃ) (৫) ব্রণ শোধনার্থ বেড়েলামূল—বেড়েলামূলের কাথদ্বারা ক্ষত ঘোত করিলে, ক্ষতের কদম্ব্যাব নিবৃত্তি পাইয়া

কতগুলি হয় (চি: ১৩ আ:)। (৬) বাতরক্তে বেড়েলা মূল—বেড়েলার কাথ, কঙ্ক, তৈল ও সম হুড় সহ তিলতৈল যথাবিধি শত বা সহস্রবার পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত বা বাতব্যাধি নিবৃত্তি পায় (চি: ২২ আ:)।

পুশ্রান্ত :—অন্নভঞ্জে বেড়েলা মূল—দাহার অন্নভঙ্গ হইয়াছে তাহাকে বেড়েলা মূলত্বকূর্ণ মধুগব্যাত্ত দ্বারা আশ্রুত করিয়া পান করাইবে। (উ: ৫৩ আ:)।

বাগ্ভট :—(১) জীর্ণজ্বরে বেড়েলা মূল : বেড়েলার কঙ্ক ও কাথদ্বারা পকগব্যাত্ত যোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চি: ১০ আ:)। (২) রাজযক্ষ্মায় বেড়েলা মূল—বেড়েলা কঙ্ক এবং ঘূতের দশগুণ গব্যাত্ত দ্বারা পক ঘৃত, যক্ষ্মাবোগীর পক্ষে হিতকর (চি: ৫ আ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অববাহকে বেড়েলা মূল :—অববাহক নামক বাতব্যাধিতে বেড়েলা মূলের স্বরস বা কাথ নাসিকা দ্বারা, অসমর্থপক্ষে মুখদ্বারা পান করিবে। (বাতব্যাধি চি:)। (২) অল্পবুদ্ধি রোগে বেড়েলা মূল—কীর পরিভাবাহুসারে বেড়েলা মূলক্কের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরওতৈল প্রক্ষেপপূর্বক ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহা সেবনে অচিরে উৎপন্ন অল্পবুদ্ধি জয় করা যায় (বুদ্ধিরোগ চি:) (৩) প্রদরে বেড়লামূল—বেড়েলা মূলক্ক হুড়ে পেয়ণপূর্বক মধুবোগে হুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহা প্রদরে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ :—অর্দিতবাতব্যাধিতে বেড়েলা মূল—কীরপরিভাবা অহুসারে প্রস্তুত বেড়েলা কাথ বাতাত্তক অর্দিতে হিতকর (বাতব্যাধি চি:)।

বজ্রসেন :—(১) সর্ববাতবিকারে বেড়েলা—বেড়েলার কাথ, কঙ্ক ও তৈলসম গব্যাত্ত যোগে যথাবিধি পক তিলতৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ববাতবিকারে হিতকর (বাতব্যাধি চি:) (২) উরোগ্রহে বেড়েলা মূল স্বরস : উরোগ্রহগ্রস্ত বোগী বেড়েলা মূলের রস হিঙ্গুল সহ পান করিবে (উরোগ্রহ চি:)। (৩) আগন্তুত্রেণে বেড়েলা মূল—বেড়েলা মূল এবং অপামার্গ মূলের কঙ্কসহ যথাবিধি পক তিলতৈল আগন্তুত্রেণে (অর্থাৎ অগ্নিশ্রাদিকৃত ক্ষতে) হিতকর (আগন্তুত্রেণ চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অবিরাম জ্বরে বেড়েলার শিকড়ের কাথ আদার সহিত ব্যবহার করিলে জ্বর আরাম হয়। বেড়েলা কম্পজ্বর নাশক। সমস্ত গাছের পিষ্ট রস এক পোয়া পরিমাণ থাকিলে বিকৃত শুক্র সাম্যাবস্থায় পরিণত হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূলের কাথ—আদার সহিত ব্যবহারে জ্বরনাশক।

মূলের ছাল—তিলতৈল এবং হুড়সহ পক তৈল মুখের পক্ষাঘাত ও গৃধ্রসী বোগে উপকারী। হুড় এবং চিনির সহিত ইহার শুষ্ক ব্যবহারে অন্ন অন্ন প্রত্যাবের যক্ষ্মায় এবং খেতগ্রদরে বিশেষ উপকারী।

গাছের স্বরস—মূলের সহিত মিশাইয়া খাইলে বিকৃত ত্বক্ সামান্যস্থায় পরিণত হয়।

মূলের রস—ক্ষত উপকারী।

বীজ—কামোদ্দীপক, গণোরিয়া রোগে উপকারী। শূলবেদনা এবং পেটের মধ্যে আক্ষেপে (পেট কামড়ানিতে) উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 121 ; Rheede, Hort, Mal. X. t. 54.

Ref.—F. B. I. i. 324 ; B. P. i. 258; Roxb. F. L. iii. 177 ; Dalz. & Gibbs. Bomb. Fl. 17 ; H. S. 113.



78. *Sida cordifolia* Linn. (বেড়োলা)

79. *S. rhombifolia* Linn emerd Mast. (পীতবেড়োলা)

ভাষানুসারী নাম :—অতিবলা—সংস্কৃত, পীতবেড়োলা—বাংলা ; কগাহিয়া-বিরিহিটীবা—
 হিন্দি ; অতিবলা, চেটু—তামিল ; গুবটু—তেলেগু ; চিকণভেহু—মহারাষ্ট্র ;
 বিরিহিটীবা—কর্ণাট।

মহাসমজোদনিকা বলাহবয়া, বৃক্ষাকুহা বৃদ্ধিবলাহকতগুলা ।
 ভুজঙ্গজিহ্বাহপি চ শীতপাকিনী, শীতা বলা শীতবরা বলোত্তরা ॥
 বিরিহিট্ট চ বল্যা চ ললজিহ্বা ত্রিপঞ্চদা ॥
 মহাসমজা মধুরা অম্মা চৈব ত্রিদোষহা ।
 যুক্তা বৃক্ষঃ প্রয়োক্তব্যো অরদাহবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মহাসমজ, উদনিকা, বলাহবয়া, বৃক্ষাকুহা, বৃদ্ধিবলা, অক্ষতগুলা, ভুজঙ্গজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতা, বলা, শীতবরা, বলোত্তরা, বিরিহিট্টী, বল্যা, ললজিহ্বা—এই পনেরোটি নাম ।

গুণপর্যায় :—মহাসমজ—মধুর অন্নবন, ত্রিদোষ নাশক । অস্ত্রাচ্ছত্র জ্বোতস সহিত যুক্ত হইলে জ্বর এবং দাননাশক ।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্মে । বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, হগলী, বাঁকুড়া জেলার পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে ইহার গাছ বহু পরিমাণে দেখা যায় ।

বর্ণনা :—ছোট স্বাণীবিভূত গুল্ম । গাছ ৩-৬ ফুট লম্বা হয় । যে সকল গাছ বেশী তেজস্বর নয় উহার পাতা তুলসীপাতার ন্যায় । পত্র ছোট ডালের দুই দিকে একটির পর আর একটি জন্মে, বর্ষাকৃতি, কিনারা কবাতের দাঁতের ন্যায় । ফুল এক একটি জন্মে, পীতবর্ণ । শীতকালে বেলা ১২টার সময় ফুটিয়া থাকে । ফুল ছোট, পুংকেশর অনেক । ফল ক্ষুদ্র, দুইদিকে দুইটি শিংয়ের মত থাকে । বীজকোষে বীজ ১-২টি জন্মে । বর্ষায় ফুল ও পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গুল্ম ।

বৈজ্ঞানিক পীতবেড়েলার ব্যবহার ।

ভাবপ্রকাশ :—ফিরঙ্গরোগে পীতবেড়েলা পত্র—পীতপুষ্প বলায় পত্ররস ও অর্দ্ধ তোলা পায়দ পাণিতল স্থাপন পূর্বক, পায়দ যাবৎ অনূত না হয় তাবৎ পাণিহুয়ে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকিবে । সপ্তাহকাল এইরূপ করিবে । অন্ন ও লবণ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে । ইহা ফিরঙ্গরোগ (Physifilis) নাশক (মঃ খঃ ও ভাঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বলায় মূল ও অর্দ্ধ ছুঁড়ে পেচন করিয়া মধুযোগে পান করিলে প্রদর আরাম হয় । বলায় কাথ দ্বারা পক গব্যামৃত পান করিলে জীর্ণজ্বর আরাম হয় (Dutt) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—পাতা বাটিয়া ফুলার ব্যবহার্য । গাছের কাণ্ড কাটিলে আঠার মত হয় । উহা দ্রিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং শৈত্য গুণসম্পন্ন । আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় ।

মূল—বাতে উপকারী ।

গাছ—ফুলফুলের ক্ষতে উপকারী। ইউরোপে বাতরোগে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 122.

Ref.—F. B. I. i. 323; B. P. i. 259; Prain, H. H. 177; H. S. 113.



79. *Sida rhombifolia* Linn. emerd Mast. (পীতবেড়োলা)

80. *S. rhomboidea* Roxb. (শ্বেতবেড়োলা)

ভাষানুসারী নাম :—মহাবলা—সংস্কৃত ; শ্বেতবেড়োলা—বাংলা ; সফেদ বেড়িয়লা—হিন্দী ;
সহদেবী—কর্ণাট ; পেটারী—মহারাষ্ট্র।

মহাবলা জ্যেষ্ঠবলা কটম্বর কেশারুহা কেসরিকা মৃগাদনী ।
স্যাংবপুষ্পাহপি চ কেশবর্দ্ধনী পুরাসনী দেবসহা চ সারিত্রী ॥
সহদেবী পীতপুষ্পী দেবার্হা গন্ধবল্লরী ।
মৃগা মৃগরসা চেতি জ্যেয়া সপ্তদশাহবয়া ॥
মহাবলাতু ক্ষত্রোগ-বাতার্শঃ শোফনাশনী ।
স্তম্ভবৃদ্ধিকরী বল্যা বিষমজরহারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্বর, কেশারুহা, কেসরিকা, মৃগাদনী, বণপুষ্পা, কেশবর্দ্ধনী,

পুৰাসণী, দেবসহা, সারিজী, সহদেবী, পীতপুশী, দেবাহী, গন্ধবল্লরী, মৃগয়, মৃগয়সা এই সত্তেরোটি নাম ।

গুণপর্যায় :—মহাবলা—হ্রোগ, বাত, অর্শ এবং শোথনাশক । শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক এবং বিষমজ্বরনাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও ২৪পরগণা ।

বর্ণনা :—মহাবলার ফুল খেতবর্ণ, অথবা কখন কখন ফিকে পীতবর্ণ । পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদির আকৃতি পীত বেড়েলার ছায় । পীত বেড়েলা ও খেতবেড়েলায় বিশেষ পার্থক্য নাই ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ।

বৈদ্যকে খেত বেড়েলার ব্যবহার ।

ভাবপ্রকাশ :—বিষমজ্বরে মহাবলা মূল—মহাবলার মূলত্বক ও শুষ্কীৰ কাথ দুই তিন দিন সেবন করিলেই শীতকম্প পরিমাহ যুক্ত বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জঃ চিঃ) ।

বঙ্গসেন :—শ্লীপদে মহাবলা মূল—মহাবলার আত্র মূলত্বক এবং হরিতাল কিকিৎ জলসহ একত্র উত্তমরূপে পেষণপূর্বক লেপন করিলে, চিরকালজ্ব অসাধ্য শ্লীপদও (গোদ) প্রশমিত হইয়া থাকে (শ্লীপদ চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গুণ পীত বেড়েলার ছায় ।

Fig.—Fyson. Fl. Nilgiri & Pulney Hill-tops. iii. 291.

Ref.—F. B. I. i. 323 ; B. P. i. 259 ; Roxb., F. I. iii. 176.



80. *Sida rhombifolia* Linn Roxb. (খেত বেড়েলা)

81. *S. veronicaefolia* Lamk. (জোঁকা)

ভাষানুসারী নাম—ভূমিবলা নাগবলা—সংস্কৃত ; জোঁকা—বাংলা ; ভয়বল, ভিউন্নি—হিন্দি ;
বেভিল, পালাম্পাসি—তামিল ; গয়াপুয়ু—তেলেগু ; জোঁকা-সাকাম—সাঁওতাল ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের অনাবাদী জমিতে, হগলী, হাওড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ।

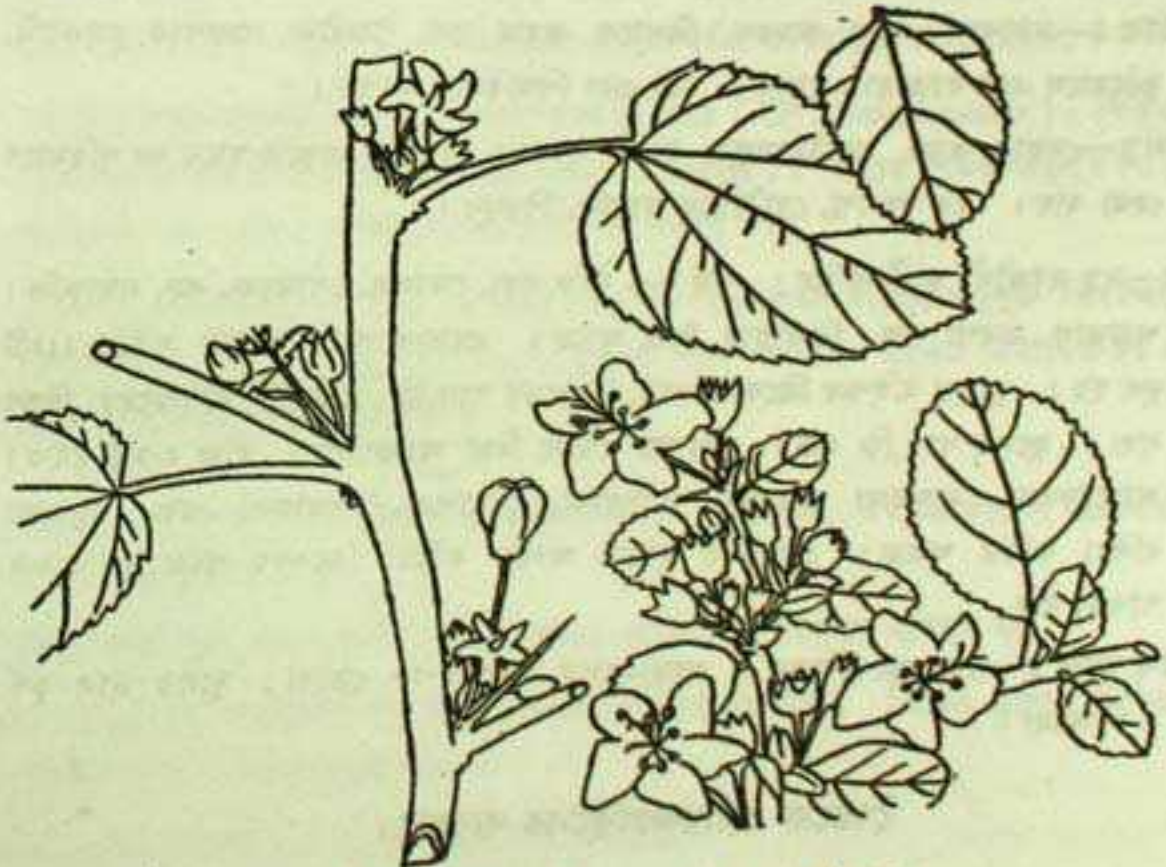
বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় লতানে উদ্ভিদ । ডালগুলি বিকৃত, প্রত্যেক গাঁইটে শিকড় হয়, পশম-
ময় । পত্র ২-১ ইঞ্চি, ত্রিভুজাকৃতি, গোড়ার দিকে দ্ব্যপিতাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করাতে
জায় দাঁতযুক্ত । বোটা ২-১ ইঞ্চি । ফুলের বোটা কোমল, ১ ইঞ্চি লম্বা, খাড়া ভাবে
ধাকে । পুষ্পের বহিঃস্থল ৫টি, মত্তক সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ফুটিলে পাপড়ি বহিঃস্থল
অপেক্ষা লম্বা হয় । বর্ষার পর অথবা সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থান কাটিয়া অথবা মোচড়াইয়া বাইলে
সাঁওতালেরা ইহার পাতা খেঁতো করিয়া আক্রান্তস্থানে লাগায় । ইহার রস উদরাময়ে
হিতকর (Campbell) । ইহার ফুল ও কাঁচা ফল চিনির সহিত বাইলে প্রস্রাবের জ্বালা
নিবারিত হয় (Joykrishna Indroji) ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 119 B

Ref.—F. B. I., i. 322 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. L., iii. 171 ; Prain, H. H.,
177 ; H. S., 113.



81. *Sida veronicaefolia* Lamk. (জোঁকা)

82. S. spinosa Linn. (গোরক্ষচাকুলে)

ভাষানুসারী নাম :—নাগবলা—সংস্কৃত ; গোরক্ষ-চাকুলে, বনমেধি—বাংলা ; গুলশকরী, গোরক্ষ-আম্লি, গোরক্ষ-আম্লি, গোর-আম্লি-চোর—হিন্দি ; গোরক্ষ-চিন্চ, কোয়ারী-চিন্চ—বোম্বাই ; গোরক্ষ-আম্লি—গুজরাট ; অনাই-পুলি, পাপ্‌য়া পুলি—তামিল ; নাগবলা—কর্ণাট ; গোরক্ষ-চাকুলিয়া—গোড় ; তুপ্তটী—মহারাষ্ট্র ।

ভদ্রোদনী নাগবলা খরগন্ধা চতুফলা ।
মহোদয়া মহাশাখা মহাপত্রা মহাফলা ॥
বিন্ধদেবা তথাহরিষ্টা খৰ্বা দ্বন্দ্বা গবেধুকা ।
দেবদণ্ডা মহাদণ্ডা ঘাটেত্যাহ্বাস্ত যোড়শ ॥
মধুরান্না নাগবলা কষায়োক্ষা গুরুঃ স্মৃতা ।
কণ্ডুভিকূৰ্ত্তবাতশ্চোত্রণপিত্তবিকারজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ভদ্রোদনী, নাগবলা, খরগন্ধা, চতুফলা, মহোদয়া, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা, বিন্ধদেবা, অরিষ্টা, খৰ্বা, দ্বন্দ্বা, গবেধুকা, দেবদণ্ডা, মহাদণ্ডা, ঘাটা—এই বোলটি নাম ।

গুণপর্যায় :—নাগবলা—মধুর অন্নরস, বিপাকে কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, চুলকানি, কূষ্ঠরোগে এবং বাতরোগ নাশক । ত্রণ এবং পিত্তবিকার নাশক ।

অঙ্গস্থান :—বেহার, ককণ, ছোটনাগপুর, হগলী, হাওড়া, বর্তমান প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে দেখা যায় । ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বহু বর্ষজীবী স্থায়ী উদ্ভিদ । পত্র ২-২ ইঞ্চি লম্বা, কোমল, লোমযুক্ত, সরু, লম্বাকৃতি । অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কিনারায় দাঁত আছে । প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে ২১-২২ টি ফুল হয় । ফুলের বহিঃস্থদ্বয় ত্রিকোণাকার, ভিতরের পাপড়ি পীতবর্ণ, বহিঃস্থদেব দ্বিগুণ লম্বা । ফুলের পাপড়ি ৫ টি । ফল বড় খোলা দিয়া আচ্ছাদিত । বীজ ৫-৬ টি থাকে । আয়ুর্বেদমতে নাগবলা খরগন্ধা, মহাশাখা, মহাপত্রা, মহাফলা এবং চতুফলা বলিয়া কথিত আছে । সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর পর্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং শিকড় । মাত্রা-মূলের কাথ ৫-১০ তোলা ; মূলের ছাল চূর্ণ ২-৮ আনা ।

বৈজ্ঞানিক গোরক্ষচাকুলের ব্যবহার ।

চরক :—(১) রসায়নার্থ গোরক্ষচাকুলে—গোরক্ষচাকুলের মূলবকচূর্ণ গব্যাদ্ধের সহিত

কিঞ্চিৎ মধু ঘৃত যোগে সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শালি, যষ্টিক ধাত্তের অন্ন দুগ্ধ ঘৃত সহ ভোজন করিবে। সংযত হইয়া একবৎসর কথিত পথ্য সেবনপূর্বক ঔষধ ব্যবহার করিলে জ্বরাক্রান্ত না হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকি যার (চি: ১ অ:)।

(২) উরুক্ষত ও ক্ষয়রোগে গোবক্ষচাকুলের মূল—দেশকালপাত্ৰাহুসারে ক্রম মাত্রা বদ্ধিত করিয়া গোবক্ষচাকুলের মূলত্বকূর্ণ গব্যাদুগ্ধ যোগে একমাস সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্ন পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দুগ্ধ পান করিবে। এই রসায়ন, পুষ্টি, বল ও আৰোগ্য দান করে (চি: ১৬ অ:)। (৩) বাতব্যাধিতে গোবক্ষচাকুলের মূল—গোবক্ষচাকুলের কাণ্ড, কঙ্ক এবং গব্যাদুগ্ধ সহ বিধিপূর্বক পক তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর (চি: ২৮ অ:)।

চক্রদত্ত :—জ্বরোপে গোবক্ষচাকুলের মূল :—গোবক্ষ চাকুলের মূলত্বকূর্ণ ঈষদুগ্ধ গব্যাদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহা কালবাসাধিত জ্বরোপে হিতকর (জ্বরোপ চি:)।

শাল্লধর :—সন্তোত্রণে গোবক্ষচাকুলে স্বরস—খড়্গাদি দ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন হইবামাত্র গোবক্ষচাকুলের মূলস্বরস সেচন করিলে, বেদনা জন্মিতে পারে না (২য় খ: ১ অ:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কঙ্কণ দেশে ইহার শিকড় পায়রা-বিঠার সহিত বাটিয়া ফোড়া কাটাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহা অতিশয় জ্বরহর। পতু'গীজেরা ইহাকে বাতের ঔষধ রূপে ব্যবহার করে। গোবক্ষচাকুলে গণোরিয়া নাশক। মুসলমান হেকিমেরা ইহাকে কামোত্তেজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)।

বঙ্গদেশে ইহার পাতার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার করে (O' Shaughnessy)। শিকড় জ্বরনাশক ও অন্নযোগে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার শিকড় ধাতুপুষ্টিকর। জ্বরাক্রান্ত এবং দুর্বল রোগীকে খাওয়াইলে বল সঞ্চার হয়।

গোবক্ষ চাকুলের মূলের ছাল ও শুষ্কিৎ কাণ্ড ২১৩ দিন সেবন করিলে দাহযুক্ত বিষমজ্বর আশ্রয় হয়। ইহার মূলের ছাল মধু ও ঘৃতসহ পান করিলে স্বরক্তস্রাব নিবারিত হয়। প্রদর রোগে উহা অতিশয় হিতকর।

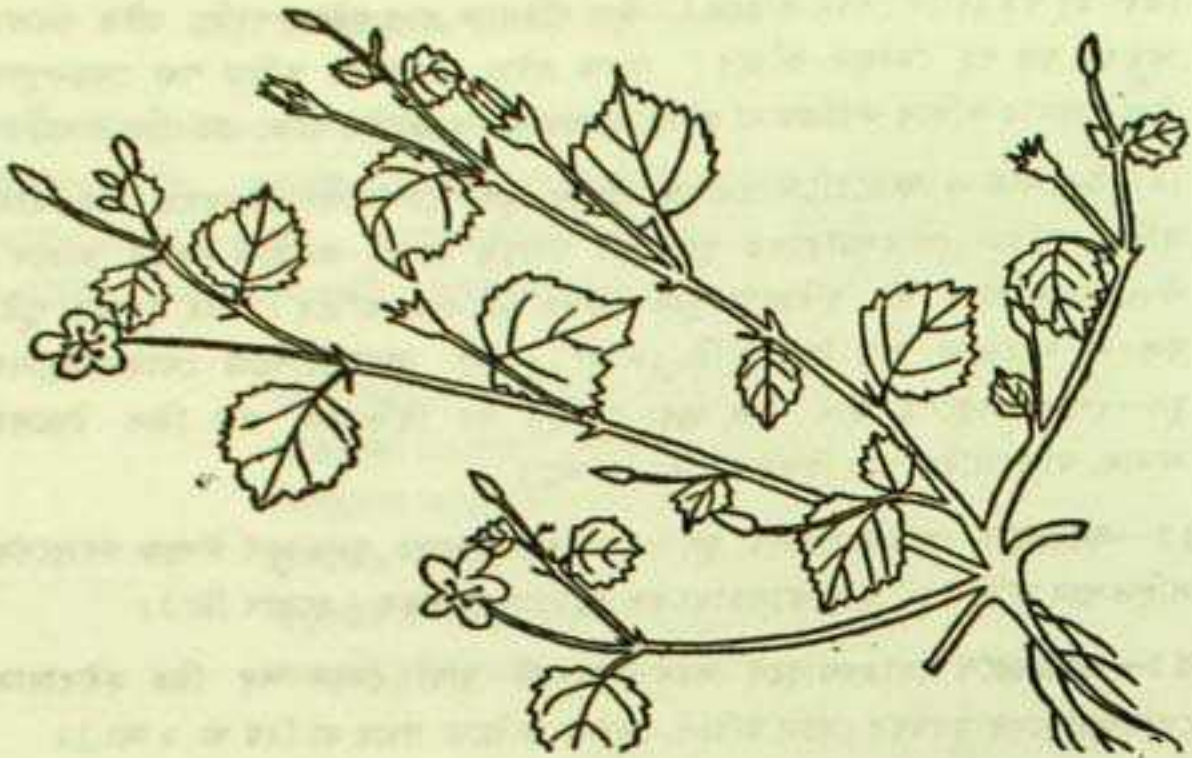
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফলের শাঁস—বিবেচক, স্নিগ্ধতাকারক, সঙ্কোচক এবং আমাশয়ে উপকারী।

পত্র—ঘর্ষকারক এবং আফ্রিকা দেশে জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—শাস্ত্রোক্ত 'নাগবলা' কি তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ওষধি নাগবলা রূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 120

Ref.—F. B. I., i. 323 ; B. P., i. 258 ; Roxb., F. I., iii. 174.



82. *Sida spinosa* Linn. (গোরক্ষচাকুলে)

XXII. STERCULIACEAE.

Genus—*ABROMA* Jacq.

83. *A. augusta* Linn. (ওলটকম্বল)

ভাষানুসারী নাম :—ওলটকম্বল—বাংলা ; ওলটকম্বল—হিন্দি ।

অঙ্গস্থান :—বঙ্গদেশ, ভারতের উত্তরপ্রদেশ, আসাম, পাহাড়, সিকিম, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—৮।১০ ফুট লম্বা গাছ । বনে-জঙ্গলে জন্মে অথবা বাগানে রোপণ করে । ছাল হইতে বেশমের দ্রব্য আঁশ বাহির হয় । আঁশের জন্ত চাষ করিলে বেশ লাভ হয় । কাষ্ঠ নরম ও মৃদুস্বৰ্ণ । পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৪-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত । পাতার গোড়া ঋণাত্মক, অগ্রভাগ ত্রিভুজাকৃতি, ক্রমশঃ সরু । পাতার বোটা ১-১ ইঞ্চি । পুষ্পগুচ্ছ নরম, বেগুনে, উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট । ফুলের বহিঃস্থ ৪টি । পাপড়ি ৫টি, বীজাধার ১১ ইঞ্চি, লোমযুক্ত । গর্ভাশয়ে ৫টি বিভাগ আছে । ফল পক্ককোণবিশিষ্ট । বীজ অনেক হয় । আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল ও পত্র ।

মূল্যবোধার্থের ঔষধার্থে ব্যবহার :—৩০ গ্রেণ পরিমাণ ইহার শিকড়ের রস খাইলে ক্ষতরোগ ও বাধক আঁচন হয় (Ind. Med. Gazettee, 1872) । এক ড্রাম পরিমাণ

শিকড়ের রস, ঋতুর ১ সপ্তাহ পূর্ব হইতে ঋতুকাল পর্যন্ত গোলমরিচের সহিত ব্যবহার করিলে বাধক আয়াম হয় (R. Macleod)। ওলটকথল ঋতুর সামান্যতম আনয়ন করে। গর্ভাশয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া আছে।

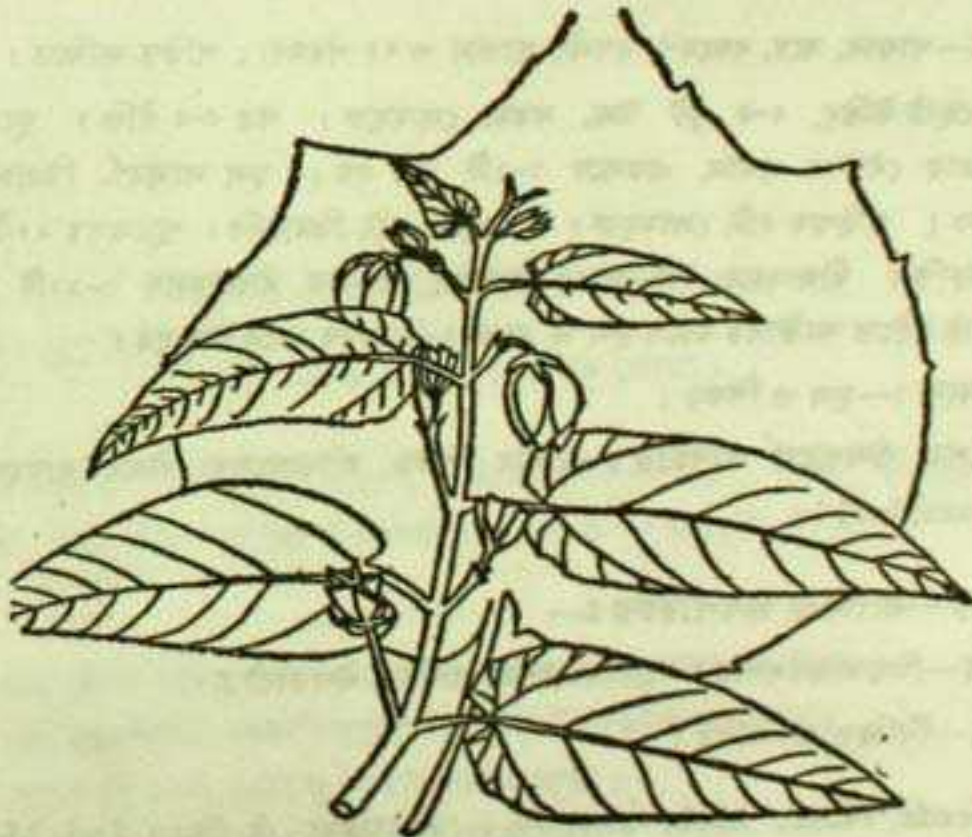
Dr. Evens বলেন যে, তিনি কয়েকটি রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, কোনটিতে বিফল হন নাই (Dymock, i. 233)। অরিষ্ট, বটিকা ও গুঁড়া অপেক্ষা টাটকা রস বিশেষ উপকারী। পাতার টাটকা রস, কাণ্ডের ছেঁচা রস, শিথকর ও গণোরিয়া রোগে বিশেষ উপকারী (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—মূলের ছাল—ঋতুর সামান্যতম আনয়ন এবং কষ্টব্রজ্যে (বাধক বেদনাগ্র) উপকারী।

মন্তব্য :—প্রাচীন বা নবীন কোন নিম্নোক্ত ওলটকথলের গুণের উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৭২ সালে Indian Medical Gazette-এ শ্রীকুবনমোহন সরকার মহোদয় ওলটকথলের সদ্য নিষ্কাশিত মূলরসের ব্রজ্যপ্রবর্তিনী শক্তি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন। Watt মহোদয়ও তাঁর গ্রন্থে ওলটকথলের গুণের কথা প্রসঙ্গে ১৩ জন চিকিৎসকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন অস্বল্প অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। Dr. Thornton বলেন—“ওলটকথলের ক্ষীণমূল ১৫ ড্রাম, গোলমরিচের সহিত পিষিয়া পান করিলে ব্রজ্যশ্রাব পরিমিত হয় এবং গর্ভাশয়ের বল প্রদান করে”। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এই গাছ সেরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার গুণ সম্বন্ধেও তাহারা সেরূপ পরিচিত নয়।

Fig.—Lamk., III. t. 636, 637 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 153.

Ref.—F. B. I., i. 375 ; B. P., i. 278 ; Roxb. F. L., iii. 156 ; Prain, H. H., 181 ; H. S., 108.



83. *Abroma augusta* Linn. (ওলটকথল)

Genus—PENTAPETES Linn.

84. *P. phoenicea* Linn. (ছপুৱেমণি, দোপাটি)

ভাষান্তরানুসারী নাম :—বন্ধুজীব, বন্ধুক—সংস্কৃত ; ছপুৱে মণি, কাঠলতা—বাংলা ; বন্ধুক, দোপরিয়া, গেছুলিয়া—হিন্দি ; তাধু—হপাৰি, বন্ধুজা—মহাৰাষ্ট্ৰ ; নাগাপ্পু—তামিল ; বাধুলি ফুল—গোড় ।

বন্ধুকো বন্ধুজীবঃ শ্ৰাদ্দোষ্ঠপুষ্পোহৰ্কবল্লভঃ ।
মধ্যমিনো রক্তপুষ্পো রাগপুষ্পো হরিপ্রিয়ঃ ॥
অসিতসিতপীতলোহিত পুষ্পবিশেষাশ্চতুৰ্বিধো বন্ধুকঃ ।
অরহাৰী বিবিধগ্রহপিশাচশমনঃ প্রসাদনঃ সবিতুঃ স্যাৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—বন্ধুক, বন্ধুজীব, ওষ্ঠপুষ্প, অৰ্কবল্লভ, মধ্যমিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়—
এইগুলি নাম ।

গুণপৰ্যায় :—পুষ্পের রং ভেদে বন্ধুক চাৰি প্ৰকাৰ—অসিত, সিত, পীত ও লোহিত রং-এর ।
ইহা ছরনাশক, বিবিধ গ্রহ ও পিশাচদোষনাশক, বৰ্ণের উৎকৰ্ষসাধক—অৰ্থাৎ
ইহা ব্যবহাৰে গাত্রবৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হয় ।

জন্মস্থান :—পাক্ষাব, যথ, বঙ্গদেশ, হগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা ; পতিত জমিতে ।

বৰ্ণনা :—ছোট উদ্ভিদ, ২-৫ ফুট উচ্চ, নরম, লোমযুক্ত । পত্র ৩-৫ ইঞ্চি । ফুলের বোটা,
পাতার বোটার সমান, একসঙ্গে ১-২টি ফুল হয় ; ফুল লালবৰ্ণ, দ্বিপ্রহবে ফুটিয়া
থাকে । বহিঃস্থ ৫টি, লোমযুক্ত । পাপড়ি ৫টি, ডিম্বাকৃতি । পুংকেশর ২০টি, গৰ্ভাশয়
খৰাকৃতি । বীজাধাৰে ৫টি গহবর আছে ; প্ৰত্যেক বীজকোষে ৮-১২টি বীজ হয় ।
আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে ফুল ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ও শিকড় ।

মূলগ্ৰন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় সাঁওতালেয়া ঔষধে ব্যবহার করে ।
(Campbell) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—বিষজাতগুণমণ্ডল । বেদনাশক, সৰ্পবিষে উপকাৰী ।

ফল—পিচ্ছিল গুণবিশিষ্ট ।

Fig.—Rheede, Hort., Mal., x. t. 56, ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl.,
t. 152.

Ref.—F. B. I., i. 371 ; B. P., i. 277 ; Roxb. F. I., iii. 157 ; Prain, H. H., 181 ; Voigt, H. S., 107.



84. *Pentapetes phoenicea* Linn. (ছপুবেমনি, দোপাটি)

Genus—*HELICTERES* Linn.

85. *H. isora* Linn. (অঁতমোরা)

ভাষানুসারী নাম :—আবর্ষকী—সংস্কৃত ; অঁতমোরা—বাংলা ; কেম্বু, মারোর-কালি—
হিন্দি ; কলুম্বারি—তামিল ; গুবাধারা—তেলেগু ; সোণমুখী—গোড়।

আবর্ষকী তিন্দুকিনী বিভাগী বিষণিক। রজলতা মনোজ্ঞা ।
সা রক্তপুষ্পী মহাদািজালী সা শীতকীলাহপি চন্দ্ররজা ॥
বামাবর্ষা চ সংযুক্তা ভুসংখ্যা শশিসংযুতা ।
আবর্ষকী কাযারায়ী শীতলা পিত্তহারিণী ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—আবর্তকী, ভিনুকিনী, বিভাতী, বিধানিকা, বঙ্গলতা, মনোজ্ঞা, বক্তপুস্পী, মহাদাঙ্গালী, পীতকীলা, চর্মরঙ্গা, বামাবর্তী, সংযুক্তা—এই এগারটি নাম।

গুণপর্যায় :—আবর্তকী—কষায় অন্নবস, শীতবীৰ্য, পিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বিহার, দাক্ষিণাত্য, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, শিবপুর, বোটানিক গার্ডেন।

বর্ণনা :—গুচ্ছব্রাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত। দেখিতে পিপুলের মত। ফুলের বহিঃস্থ ৫টি, কোনটি ছোট, কোনটি বড়। ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত, লালবর্ণ। ফুল ফুটিয়া যাইবার পর বিবর্ণ হয়। পাপড়ি অবনত, ছোট ও বড়, পুংকেশর ১০টি, ৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভাশয় উপবিভাগে থাকে; ৫টি গুহাবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয়, পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, শিকড়, ছাল। মাত্রা—চূর্ণ ৩-১ আনা। কাথ ৫-১০ তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—প্রাচীন হিন্দুগণ দুঃস্বাসাণ্ড্য পুরাতন ঘায়ে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিতেন। ইহা বালকদিগের পেটকামড়ানি ও পেটফোঁপা নিবারক (Ainslie)। স্মৃতিকাগারে শিশুর গা-ভাঙ্গা নিবারণের জন্য এদেশে আঁত্‌মোরার ফল সরিষার তৈলে ভিজাইয়া সর্বাঙ্গে মাখাইয়া থাকে (বনৌষধি দর্পণ)। কঙ্কণদেশে আঁত্‌মোরার শিকড়ের ছাল মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে। গাছের সকল অংশই ধারক। প্রস্রাবের রোগে এবং সর্পবিষে ইহা ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ছালের গুঁড়া রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। আঁত্‌মোরা কৃমিনাশক, বলকারক ও শোধনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফল—ত্রিভুগুণসম্পন্ন, সঙ্কোচক, বালকদিগের পেট কামড়ানি, পেটফোঁচড়ানি ও অন্ত্র যন্ত্রণায় উপকারী।

গাছের ছাল—আমাশয়ে এবং উদরাময়ে উপকারী।

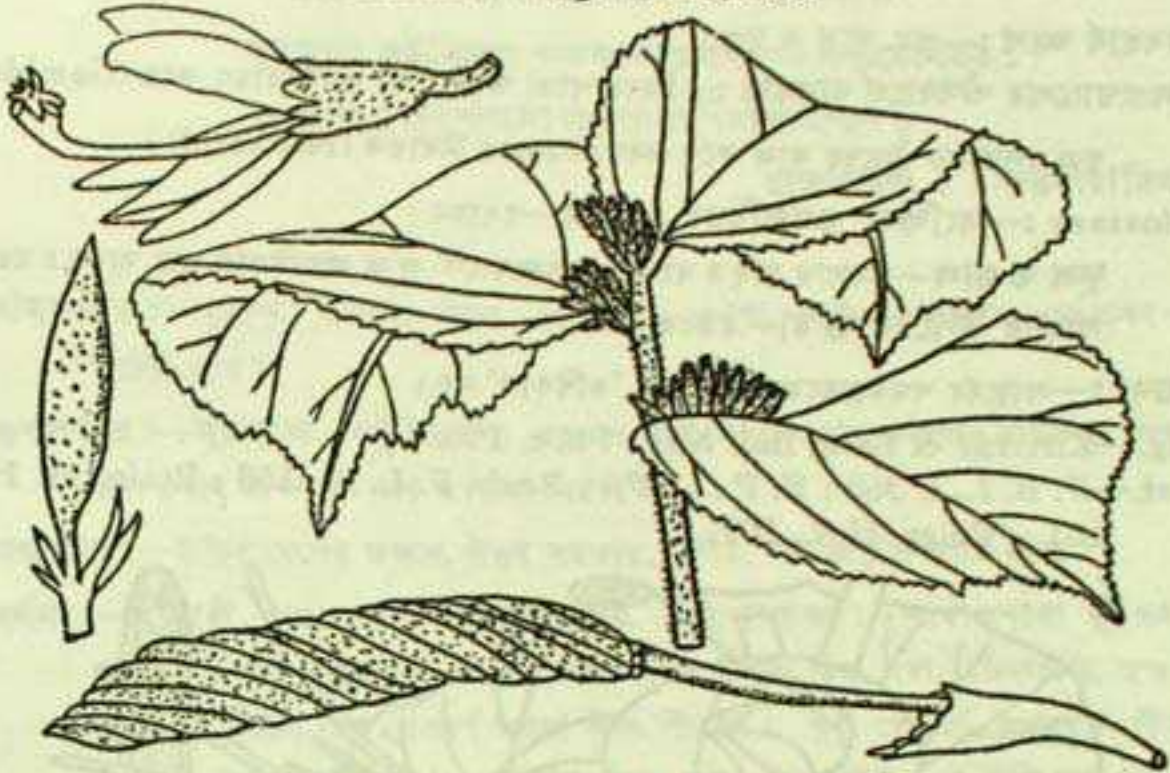
মূলের রস—বহুমূত্র, পকাশয়ের প্রদাহে উপকারী। সর্পবিষে ব্যবহৃত হয়।

মূল ও ছাল—প্রস্রাবকারক, বেদনানাশক, পেটের পেশী সঙ্কোচক, গ্ত্রত্বন্দ্রনাশক; পেটের ফোঁচড়ানি যন্ত্রণা লাঘব করে। চুলকানিতে উপকারী।

মন্তব্য :—কেহ কেহ এই ত্রব্যটিকে ‘মেঘশ্রী’ বলেন।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi.t. 30 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 148 ; Wight. I. C., t. 180.

Ref.—F. B. I., i, 365 ; B. P., i, 275 ; Watt. iv. Pt. I. 212 ; Roxb, F. L, iii. 143 ; Prain. H. H., 180 ; Voigt. H. S., 102.



85. *Helicteres isora* Linn. (আঁতমোরা)

Genus—PTEROSPERMUM Schreb.

86. *P. acerifolium* Willd. (কনকচাঁপা)

ভাষাভূসারী নাম :—কণিকার—সংস্কৃত ; কনকচাঁপা—বাংলা ; কনকচাঁপা, কানিয়ার, কখা-চাঁপা—হিন্দি ; কণিকরা, কনকচাঁপা—বোম্বে ; কিকুগকে, মন্তাকাও—ভেলেণ্ড ; লঘুবাংব্যা—মহারাষ্ট্র ; ছোট সোণালুগাছ—গোড়।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, কুমায়ুন, উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা। সচরাচর বাস্তার দ্বারে ও বাগানে রোপণ করা হয়।

বর্ণনা :—৪.৫ ফুট উচ্চ বৃহদাকার বৃক্ষ। শাখাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত, ছাল মসৃণ, কাঠ লালবর্ণ, ওড়ি গোলাকার। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা। পাতায় অনেকগুলি খাঁজ আছে, পত্রের নিম্নদিকে বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতবর্ণ, লোমযুক্ত। ফুল হরিত্রাভ, বেতবর্ণ, অগন্ধময়। একস্থানে কখনও কখনও ২৫টি ফুল হয়। ফুলের বহিঃস্থ ৪-৫টি ও লম্বা। পাপড়ি আরও লম্বা। বীজাধার ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বাস

ঐ ইকি। বীজ পক্ষযুক্ত এবং অনেক থাকে। ফুল মার্চ হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত হয়।
ফল ৮-৯ মাস গাছে থাকে, পরবৎসরে ফুল ফুটিবার আগে ফাটিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ছাল ও ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ক্ষতস্থানের রক্তনিবারণ করে (Gamble)।

ফুল বলকারক ঔষধের কাজ করে এবং বেতগ্রন্থের নিবারক (Nadkarni)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—ফল—বদায়ন।

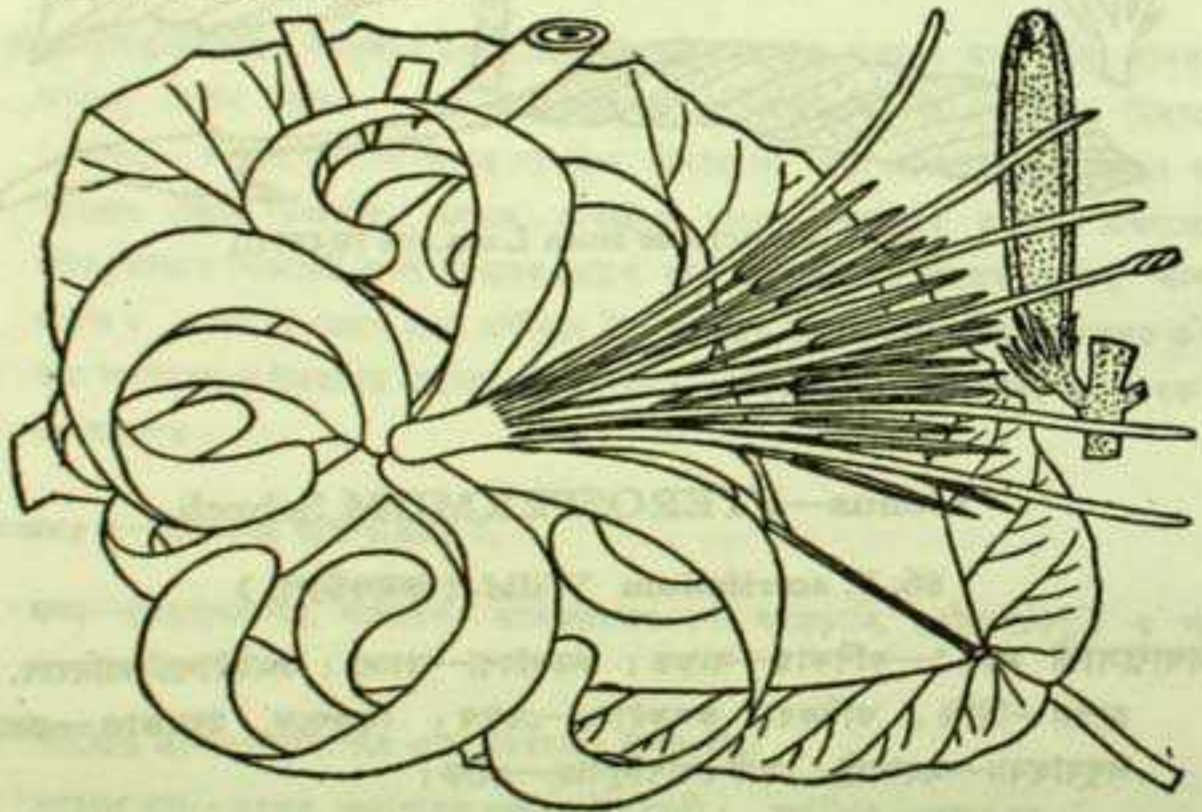
ফুল ও ছাল—কমলার সহিত বাটিয়া 'বসন্তরোগে' পূঁজ অন্নাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়।

পাতার উপরের স্ত্রীয়া—রক্তরোধক।

মন্তব্য :—আহুর্বেদ শব্দকল্পদ্রুমের মতে এটি 'কণিকার' নয়।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 150.

Ref.—F. B. I., i. 368 ; B. P., i. 276 ; Roxb, F. L., iii. 158 ; Prain, H. H. ;
181 ; Voigt. H.S., 107.



86. *Pterospermum acerfolium* Willd. (কনকচাঁপা)

87. *P. suberifolium* Lamk. (মুচুকুন্দ চাঁপা)

ভাষাভূসারী নাম :—মুচুকুন্দ—সংস্কৃত ; মুচুকুন্দ-চাঁপা—বাংলা ; মেচুকুন্দ—হিন্দি ;
মুচুকুন্দ—কঙ্কণ ; লোলগু—তেলেগু ; টডেভা—তামিল ; মাত্রী—মহারাষ্ট্র ; বদলো—
উৎপল ; মুচুকুন্দফুল, কনকচাঁপা ফুল—গৌড়।

মুচকুন্দো বহুপত্রঃ হৃদলো হরিবল্লভঃ হৃপুষ্পশ্চ ।

অর্থ্যার্হো লক্ষ্যগকো রক্তপ্রসবশ্চ বস্তুনামা ॥

মুচকুন্দঃ কটুতিক্তঃ কফকাসবিনাশনশ্চ কণ্ঠদোষহরঃ ।

হৃগ্গদোষ শোকশমনো ব্রণপামাবিনাশনশ্চৈব ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়ঃ—মুচকুন্দ, বহুপত্র, হৃদল, হরিবল্লভ, হৃপুষ্প, অর্থ্যার্হ, লক্ষ্যগক, রক্তপ্রসব—এই আটটি নাম ।

গুণপরিচয়ঃ—মুচকুন্দ—কটু তিক্তরস, কফ ও কাস নাশক এবং কণ্ঠদোষ নাশক । হৃগ্গদোষ এবং শোক নাশক । ব্রণ ও পামা নিবারণক ।

জন্মস্থানঃ—উড়িষ্যানগরের জঙ্গলে, উক্তর সরকার, কর্ণাট, বর্মী প্রভৃতি স্থানে জন্মে ।

বর্ণনাঃ—মাঝারী গাছ, ছাল লম্বানদী ফাটে, কাঠ লাল বর্ণ । শাখাপ্রশাখা খুব ঘন ঘন । পাতা ২-৪ ইঞ্চি, গোড়ার দিক্ গোলাকার, ডগার দিক্ লম্বা, ত্রিভুজাকৃতি, হৃদয় লোম আছে । নীচের দিক্ বেতবর্ণ অথবা ঈষৎ নীতবর্ণ । ফুল বেতবর্ণ, হৃগ্গদবৃত্ত, নীত রঙে মিশান, উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট । বহির্বাস লম্বা, পুরু, লোমাবৃত, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ ইঞ্চি বিস্তৃত ; পাপড়ি আরও লম্বা, পুরু এবং বেতবর্ণ । বীজকোষ ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বাস ৫ ইঞ্চি, বীজ পক্ষবৃত্ত, কোষ অনেক থাকে । ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় । ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে ।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফুল, মাত্রা ৩-২ আনা ।

বৈজ্ঞানিক মুচকুন্দের ব্যবহার ।

চক্রবর্ত্তঃ—শিরোরোগে মুচকুন্দপুষ্পঃ—মুচকুন্দ পুষ্প কাষ্মিতে পেষণপূর্বক কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃশীতা সম্বর প্রশমিত হয় (শিরোরোগ চিঃ) ।

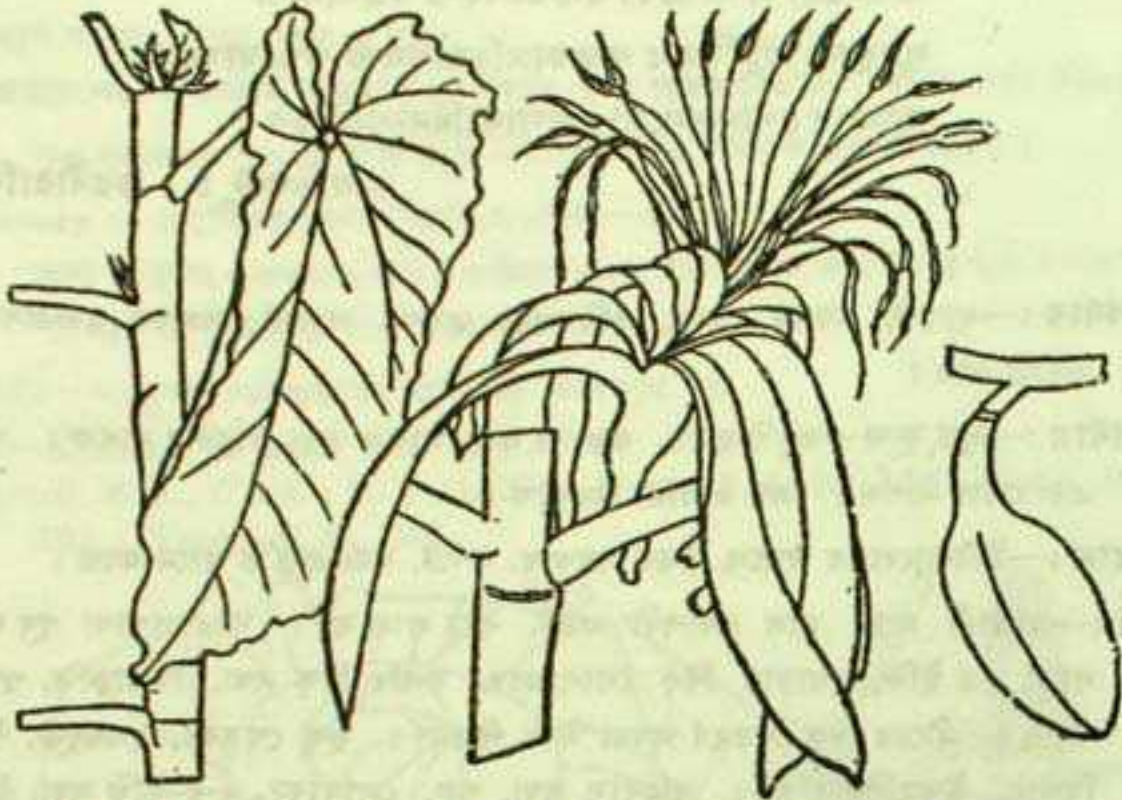
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার ফুল কাষ্মিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Hindu. Mat. Medica) । কক্ষণ দেশে ইহার ফুল ও ছাল কনকচাঁপা ফুলের সহিত মিশাইয়া বসন্তরোগে প্রলেপরূপে ব্যবহার করে (Dymock) । বোম্বাইয়ের সম্রাট বংশীর প্রীলোকেয়া ইহার পাপড়ি মাখায় দিয়া কেশে হৃগ্গদ বৃদ্ধি করে ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

ফুল—চাউলখোয়া জলের (চেলুনি) সহিত মিশাইয়া প্রলেপে অর্জাবভেদকে (আধ-কপালে মাখা ব্যথা) উপকারক ।

ফল ও ছাল—পিঁয়ড়া কমলার সহিত ব্যবহারে ‘বসন্ত রোগে,’ পূঁজ জন্মাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

Fig.—Lamarck. III. t. 576 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 149.
Ref.—F. B. I., i 367 ; Roxb, F. I., iii. 158.



87. *Pterospermum suberifolium* Lamk. (মুচ্ছন্দ চাপা)

Genus—*STERCULIA* Linn.

88. *S. foetida* Linn. (জঙ্গলী বাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—জঙ্গলী-বাদাম—বাংলা ; জঙ্গলী-বাদাম—হিন্দি ; জুঙ্গলী-বাদাম, পুন—
বোম্বে ; গোলদাম, লাকল-কুদা—মহারাষ্ট্র ; পানারী-মারাম, কুদরাই-পুডুক্কি—তামিল ;
গুড়াপু-বাদাম—তেলেগু ; ভাতাল-পেনারী—কন্নড় ; ভট্টালা—কর্ণপুর ; লেট-থোক—
ব্রহ্মদেশ ; কভিটেলি, তেলুগু—সিংড়ম ।

অঙ্গস্থান :—আদিম অঙ্গস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া । বঙ্গদেশের বাস্তব ধারে ও মনিরের নিকট
যেহে যোপিত হয় । দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ, বর্মা ও সিংহল দ্বীপ ।

বর্ণনা :—বড় গাছ, শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায় । ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয় । স্বক পাতলা,
বেতবর্ণ ও নরম । শাখা ও প্রশাখা গোলাকারভাবে চারিদিকে অবনত । পত্র
হস্তাঙ্গুলিবৎ, শাখার অগ্রভাগে ঘোঁসারোঁসিভাবে থাকে । পত্রিকা ১-২টি থাকে, পত্রের
অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত; নূতন পাতা কোমল লোমাকূত ।
পত্র বৃন্ত ৩ ইঞ্চি । মোটামুটি পাতাগুলি দেখিতে শিল্প (Bombax malabaricum)
গাছের পাতার জায় । পুষ্পদণ্ড মোজাভাবে জন্মে । একসঙ্গে অনেক ফুল হয় । ফুল

উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট; লাল, পীত কিম্বা ক্রিকে বেগুনে। বহির্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত, ব্যাস ২-৪ ইঞ্চি, কমলালেবুর বড়ের তায়। পুংকেশর বক্র। ফল লালবর্ণ, শুষ্ক ফল কাঠের তায় শক, গোলাকার; মধ্যস্থলে একটি বেধাঘারা বিভক্ত; ইহার বীটী ক্ষুদ্র। একসঙ্গে ৩-৫টি ফল হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, ফলের মধ্যে ১০-১৫টি থাকে। ফলের খোলা পুরু ও মাংসল। পাকা ফলে দুর্গন্ধ হয়। বীজগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। ফল মার্চ মাসে হয়, নভেম্বরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ:—পাতা, বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—পত্র যুহ বিরেচক। ইহার বীজ তৈলময়। হঠাৎ অসাবধানতার সহিত ভক্ষণ করিলে বমন ও মন্তকঘূর্ণন আনয়ন করে। ফল অতিশয় উষ্ণ (Ainslie)। বীজ ভাঙ্গিয়া থাকিলে কোন অপকার হয় না। গাছের ছাল ও পাতা যুহ বিরেচক, মূত্রকর এবং ঘর্মকর। ইহার তৈল কীটনাশক এবং পাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে মলমরূপে ব্যবহার করিলে উহা সাহায্যায় যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়:—

বীজের তৈল:—বিরেচক, উদরাগ্নান (পেটফাঁপা) নাশক। পত্র—বিরেচক।

ফুলের কাণ্ড—পিচ্ছিলগুণবিশিষ্ট, সঙ্কোচক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 144; Lamarck, III. iv. t. 736; Talbot, For. Fl. Bomb., i. 136.

Ref:—F. B. I., i. 354; Roxb., F. I. iii. 145; B. P. I., i. 274; Prain, H. H., 180.



88. *Sterculia foetida* Linn. (জবলী বাহাম)

XXIII. TILIACEAE.

Genus—CORCHORUS Linn.

89. *C. capsularis* Linn. (পাট, ঘি-নালুতে-পাট)

ভাষানুসারী নাম :—পাট—সংস্কৃত ; পাট, ঘি-নালুতে-পাট—বাংলা ; তিতাপাট—হিন্দি ;
টিটামারা—আসাম ।

পট্টশাকস্ব নাড়ীকো নাড়ীশাকস্ব স শ্বতঃ ।

নাড়ীকো রক্তপিত্তরো বিষ্টন্তী বাতকোপনঃ ।

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পট্টশাক, নাড়ীক, নাড়ীশাক— এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—নালুতে শাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টন্তী এবং বাতপ্রকোপক ।

জন্মস্থান :—বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষ হয় । বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ । পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ; ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, দেখিতে লম্বাকৃতি । শৃঙ্গ
লোমযুক্ত, কিনারা করাতের ছায় । বোটা ১২ ইঞ্চি । ফুল পীতবর্ণ, ব্যাস ২
ইঞ্চি অপেক্ষা কম । ফল গোলাকার, ৫টি শিরাবিশিষ্ট । ফলের প্রত্যেক গহ্বরে অনেক
বীজ আছে । জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শুকনা শিকড়, অপক ফল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শুকনা পাতা ভাতের সহিত খাইলে রক্ত-
আমাশয় আরাম হয় । পাতার রস রক্তআমাশয়, জ্বর, এবং অন্নরোগের মহৌষধ
(Watt) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—পত্রের অরস—অগ্ন্যুদ্দীপক, বিরেচক, উদরাগ্নান
(পেটকাঁপা) নাশক, উত্তেজক, স্ফূর্তিকারক, উৎকৃষ্ট রসায়ন, আমাশয়, জ্বর,
অন্নরোগে এবং যকৃৎ দোষে বিশেষ উপকারী ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 160

Ref.—F.B.I., i. 397 ; B.P., i. 286 ; Roxb., F.L., ii. 581 ; Prain, H.H., 182 ;
Voigt. H.S., 127.



89. *Corchorus capsularis* Linn. (पाट, धि-नालते-पाट)

90. *C. olitorius* Linn. (पाट)

ভাষানুসারী নাম :—সিং-গিকা, নাদিকা, পাট—সংস্কৃত ; মিঠা-পাট—বাংলা ; কোঠা—হিন্দি ; পেয়াটি—তামিল ; পারিস্তাকুরা—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ । পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায়, পাতার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম । বোটা ১-২ ইঞ্চি । একস্থানে ২০টি ফুল হয় । ফুলের বোটা ছোট, পাপড়ি পীতবর্ণ । ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত ও ১০টি শিরা আছে । জুলাই-আগষ্ট মাসে ফুল হয় । সেপ্টেম্বরে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ভাজিয়া খায় । শুকনা পাতাকে নালতে পাতা বলে । পত্রের কাথ স্বরনাশক । পাটের ছাই মধুর সহিত খাইলে পেট-বেদনা আরাম হয় । শুক পাতা ভিজান জল আমাশয় নিবারক, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও শরীরে বল বৃদ্ধি করে । শুক পাতা চূর্ণ ৬ গ্রেণ ও হরিত্রার গুঁড়া ৬ গ্রেণ ব্যবহার করিলে বিষম রক্তামাশয় আরাম হয় (K. L. De) । বীজের গুঁড়া মধু ও আদার সহিত খাইলে

উদয়ময় আৰাম হৰ (J. Indroji)। পাতা শান্তিকৰ, বলকাৰক, মূত্ৰকৰ ও গণোৱিয়া-
নিবাৰক (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয় :—পাতা—বিষগুণসম্পন্ন, বসায়ন, প্ৰস্ৰাব বৃদ্ধিকাৰক।
পুৰাতন মূত্ৰাশয়েৰ প্ৰদাহে, গণোৱিয়া এবং মূত্ৰাশয়েৰ পীড়ায় উপকাৰী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 161.

Ref. :—F.B.I., i. 397 ; B.P. i. 286 ; Roxb, F.L, ii 581 ; Watt, ii, pt. II.
540 ; Prain, H.H., 182 ; Voigt., H.S., 286.



90. *Corchorus olitorius* Linn. (পাট)

Genus—GREWIA Linn.

91. *G. asiatica* Linn. (ফল্‌সা)

ভাষানুসারী নাম :—পৰ্ব্ব—সংস্কৃত ; ফল্‌সা—বাংলা ; হুৰ্‌বি ফল্‌সা, ফাৰ্‌সা—হিন্দি ;
অৰ্‌লোভা—সাঁওতাল ; ফল্‌সাই—বোম্বে ; পৰ্পকা, ফল্‌সি—মহাৰাষ্ট্ৰ ; ফল্‌সা—
গুজৰাট ; বেট্‌হা—কৰ্ণাট ; দোগলি, ব্যাধাচি—তামিল ; পুটিকী, ফুটিকী—তেলেগু ;
ফাল্‌সি—পাৰস্ত। ফল্‌সা—গোড়।

পৰুসকং তিলপৰ্ণং গিৰিপীলু পৰাবরম্ ।
 নীলমণ্ডলমদ্যাদি পৰুসক পৰুসুখা ॥
 পৰুসমল্লং কটুকং কফাৰ্জিহ্নং বাতাপহং তৎফলমেব পিত্তদম্ ।
 সৌক্যক পকং মধুরং কুচিপ্ৰদং পিত্তাপহং শৌকহরক পীতম্ ॥

ব্রাহ্মনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—পৰুসক (পৰুসক), তিলপৰ্ণ, গিৰিপীলু, পৰাবর, নীলমণ্ডল, অদ্যাদি, পৰুস, পৰু—এইগুলি নাম ।

গুণপৰ্যায় :—পৰুস—অন্নরস, বিপাকে কটুরস, কফ ও সর্দিনাশক, বায়ুনাশক । পৰুসের ফল—পিত্তকারক । পৰুফল—উষ্ণবীৰ্য, মধুর রস, কটিকারক, পিত্তনাশক, শোথনাশক এবং পীতবৰ্ণ ।

জন্মস্থান :—ত্রিহট, উত্তরবঙ্গ, বিহার, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—গাছ ২০।২৫ ফুট উচ্চ হয় । ছাল ধূসরবর্ণ । পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, সামান্ত বক্র, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । কিনারাগুলি সামান্ত দাঁতযুক্ত । বোটা ½ ইঞ্চি । ফুলের বহির্ভাগ অল্প লোমযুক্ত ও পীতবর্ণ । পাপড়ি হলুদে ও ছোট । ফল গোলাকার, বড় মটরের মত, ধূসরবর্ণ । পাকিলে রঙ ঘোর নীলপ্রায় কাল রঙ হয় । ইহার ছাল হঠাতে সাদা ঝাঁশ বাহির হয় । ফুল মার্চ-এপ্রিল মাসে হয় এবং কখনও কখনও জুলাই-আগষ্ট মাসেও ফুল পাওয়া যায় । ফুলের একমাস পরে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পত্র, ছাল ও শিকড় ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল ধারক ও শাস্তিকর । ফলস্ বা হঠাতে একপ্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয় । শিকড়ের কাথ শাস্তিকর (Stewart) । সাঁওতালেরা ইহার শিকড়ের ছাল বাতরোগে প্রয়োগ করে ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—পেশীসঙ্কোচক, ব্রিড্‌গুণসম্পন্ন, অয়ুদীপক ।

ছালের রস—ব্রিড্‌গুণসম্পন্ন ।

মূলের ছাল—বাত্তে উপকারী ।

পাতা—ঘায়ে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয় ।

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 156.

Ref.—F.B.I., i. 386 ; B. P., i. 283 ; Roxb. F. L. ii. 586 ; Watt, iv. Pt. I. 177 ; Prain, H.H., 181 ; Voigt, H.S., 128.



91: *Grewia asiatica* Linn. (ফল্‌সা)

Genus—TRIUMFETTA Linn.

92. *T. bartramia* Linn. (বনওকড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ঝিঞ্জিরীটা—সংস্কৃত ; বন-ওকড়া—বাংলা ; পুৰাম্‌টি—তামিল ;
চিকসিট্টিকা—তেলেগু ; ঝিঞ্জিরিডা—মহারাষ্ট্র ।

ঝিঞ্জিরীটা কন্টফলী পাতপুষ্পাহপি ঝিঞ্জিরা ।

ছড়রোমাশ্রয়ফলা বৃন্তা চৈব যড়াহরয়া ॥

ঝিঞ্জিরীটা কটুঃ শীতা কষায়া চাতিসারজিৎ ।

বৃন্তা সন্তপ্‌নী বল্যা মহিবীক্ষীরবর্জিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ঝিঞ্জিরীটা, কন্টফলী, পাতপুষ্পা, ঝিঞ্জিরা, ছড়রোমাশ্রয়ফলা, বৃন্তা—এই ছয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—ঝিঞ্জিরীটা—কটুবস, শীতবীৰ্য, বিপাকে কষায় বস, অতিসারনাশক, বসায়ন,
সন্তপ্‌নী, বলকারক এবং এই গাছ খাইলে মহিবীর দুহু বদ্ধিত হয় ।

জন্মস্থান :—সমস্ত বঙ্গদেশের জঙ্গলে দেখা যায় । জগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বোটানিক
গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, ১২-৩ ফুট উচ্চ হয়। শাখাশাখা অতি অল্প পরিমাণে জন্মে। শাখার নরম লোম আছে। পত্র ১-২ ১/২ ইঞ্চি লম্বা, নানা আকৃতি বিশিষ্ট, মস্তক ত্রিভুজাকার, নিম্নদিক গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। গাছের গোড়ার পাতার বোটা লম্বা, উহাতে ছোট ছোট ফুল হয়। ফুলের ব্যাস ১/৪ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এক এক স্থানে একসঙ্গে ৩৪টি ফুল হয়। ফলের গায়ে খুব ছোট ছোট কাটা থাকে। ফলগুলিতে কাপড় লাগিলে উহা কাপড়ে আবদ্ধ হইয়া যায়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। এই নামীয় গাছ *Malvaceae family*-তে আছে। কিন্তু এই গাছ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, ফল ও পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ও টাটকা পাতা উদরাময় নিবারক। ফুল চিনি ও জলের সহিত মিশাইয়া পেষণ করিয়া পান করিলে মেহ আয়াম হয় (J. Indrajit)। ইহার ফল সেবন করাইলে প্রস্রাবের প্রসবেদনা বাড়াইয়া দেয়। বনওকড়া রক্তাতিসার নাশক ও রসায়ন।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

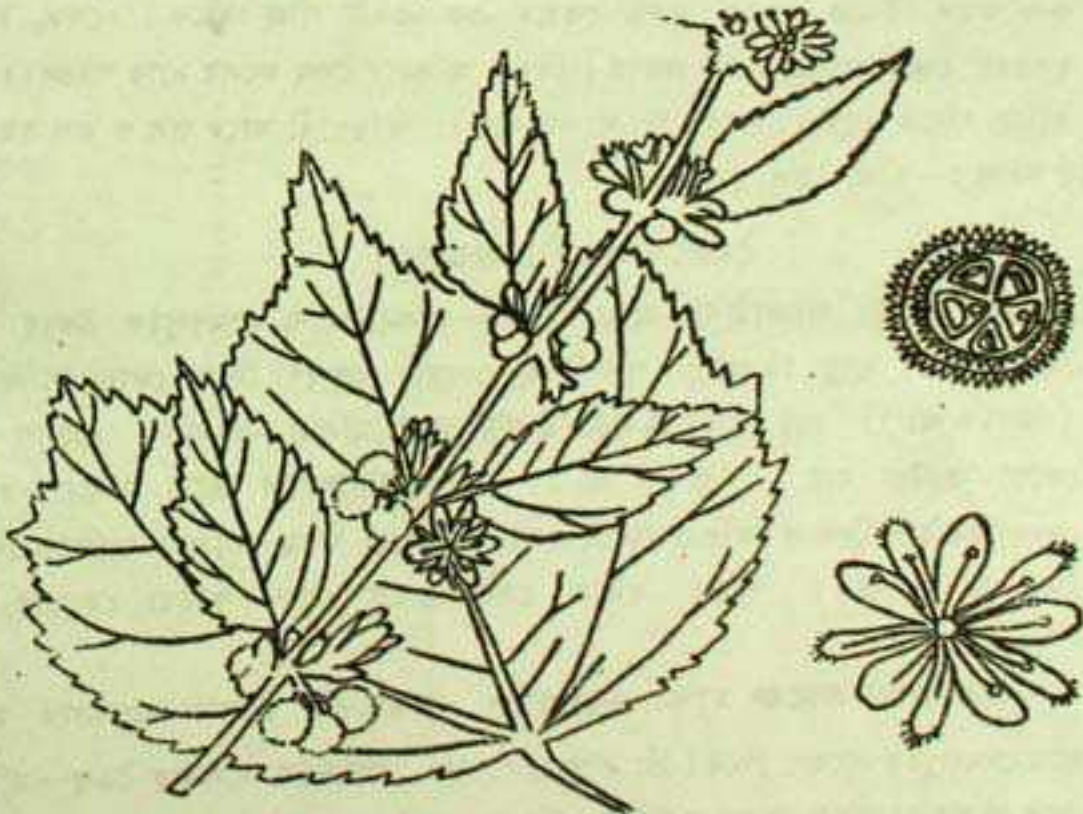
পাতা, ফল ও ফুল—পিচ্ছিলগুণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, সঙ্কোচক, এবং গণোরিয়ায় উপকারী।

মূল—তিক্রবস, প্রস্রাববৃদ্ধিকারক, ইহার গরম কাথ পানে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোককে হৃৎ প্রসব করায়—অথবা যেক্ষেত্রে প্রসবের পরে পানমূচি ভাঙ্গিতে দেয়া হয়—সেক্ষেত্রে ব্যবহারে শীঘ্র পানমূচি ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ছাল ও টাটকা পাতা—অতিসার ও আমাশয়ে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 159

Ref.—F.B.I., i. 395 ; B.P., i. 285 ; Prain, H.H., 182 ; Voigt., H.S., 127 ; Roxb, F.L., ii. 463.



92. *Triumfetta bartramia* Linn. (বনওকড়া)

XXIV. LINACEAE.

Genus—LINUM Linn.

93. L. usitatissimum Linn. (মসিনা, তিসি)

ভাষানুসারী নাম :—অতসী, মসুণা—সংস্কৃত ; মসিনা, তিসি—বাংলা ; তিলি, অলুদী—হিন্দি ; অলুদীডিরাই—তামিল ; অতসী, উল্লুয়লু—তেলেগু ; কস্তান—আরব ।

অতসী পিচ্ছিল দেবী মদগন্ধা মদোৎকটা ।

উমা ক্ষুমা হৈমবতী সুনীলা নীলপুষ্পিকা ॥

অতসী মদগন্ধা স্ত্রান্নধুরা বলকারিকা ।

কফবাতকরী চেষৎ পিত্তকৎ কুষ্ঠবাতনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—অতসী, পিচ্ছিল, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, উমা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—অতসী—মদগন্ধা (মৃগনাভির গন্ধের ছায় গন্ধবিশিষ্ট), মধুর রস, বলকারক, কফ ও বায়ু বৃদ্ধিকারক । দৈবৎ পিত্তনাশক এবং কুষ্ঠরোগ ও বায়ুরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয় । শীত ঋতুর ফসল ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ । ২-৪ ফুট উচ্চ । পাতা সরু ও লম্বা । ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি । ফুলের বহিঃস্থ ৫টি । পাপড়ি ৫টি, নীলবর্ণ, পুংকেশর ৫টি । বীজ চেষ্টা । বীজকোষ ৬-৮ ভাগে বিভক্ত । এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে । খেত, লাল ও ধূসরবর্ণ ভেদে, মসিনা তিন প্রকার । বিত্তক মসিনার তৈল জলের ন্যায় পাতলা । ১ মণ মসিনা হইতে প্রায় ১২ সের তৈল পাওয়া যায় । জাহ্নবায়ী মাসে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, তৈল, ফুল ও পত্র ।

বৈজ্ঞানিক অতসীর ব্যবহার ।

চরক :—(১) ফোড়া পাকাইবার জন্য মসিনা—মসিনা জলে পেয়ণপূর্বক উহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘষের ছাতু মিশাইয়া অন্নদধিসহ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায় (চি: ১৩ অ:) । (২) ফোড়া ফাটাইবার জন্য মসিনা—মসিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় (চি: ১৩ অ:) । (৩) বাতপ্রধান ত্রণে মসিনা—দাহ ও বেদনাযুক্ত ত্রণে তিল ও মসিনা কাঠখোলায় ভাজিয়া গরম থাকিতে থাকিতে গোজুড়ে নির্বাণিত করিবে । শীতল হইলে সেই ছুড়েই পেয়ণ করিয়া ফোড়ায় দিবে (চি: ১৩ অ:) ।

সুশ্রুত :—বাতাধিকবাতরক্তে মসিনা—বাতাধিক বাতরক্তের বেদনা প্রশমনার্থ মসিনা ছুড়ে পেয়ণপূর্বক প্রলেপ দিবে (চি: ২ অ:) । (২) প্রমেহে মসিনার তৈল—মসিনার তৈল প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে (চি: ৩১ অ:) । মাত্রা ২-১ তোলা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—মূল ক্ষত্ৰোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ কামোদীপক।
বাতবোগে মসিনার পুষ্টি হিতকর। মসিনার ডাঙ্গা বীজ ধারক (Dymock)।
মসিনার বীজ গণোরিয়া নিবারক ও জননবন্তের বোগ নিবারণ করে। মসিনার তৈল
বার্ণিশ ও ছাপাখানার কালি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

শুক পক ফল—শিউলিগুণসম্পন্ন। পুষ্টি রূপে বাতের বেদনায় উপকারক।
গণোরিয়াতে আত্যন্তরীণ প্রয়োগ করা হয়। মূত্রাশয়ের প্রদাহে উপকারী।

হাল ও পত্র—গণোরিয়াতে উপকারী।

কুল—বায়ু ও ক্ষত্ৰোগে রসায়ন।

তৈল—পোড়া ঘায়ে চূনের জলে মিশাইয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকারী।

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 39 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 164.

Ref.—F. B. L., i. 410 ; B. P., i, 289 ; Roxb., F. L. ii, 110 ; Prain., H. H. 183 ; Voigt, H.S. 100.



93. *Linum usitatissimum* Linn. (রসনা, তিসি)

XXV. MALPIGHIACEAE.

Genus—HIPTAGE Gaertn.

94. *H. madablota* Gaertn. (মাধবীলতা)

ভাষানুসারী নাম :—মাধবিকা, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা—সংস্কৃত ; মাধবীলতা—বাংলা ; মাধবী—হিন্দি ; পীতবেল—মহারাষ্ট্র ; মাধবতোগে, পল্লুলগুবিবিন্দু—তেলেগু ; অভিগম্, ভঙ্গী—তামিল ; মাধবীলতার ফুল—গোড় ; পুস্কুল গুবিবিন্দু—দাক্ষিণাত্য ।

মাধবী চন্দ্রবল্লী চ সুগন্ধা ভ্রমরোৎসবা ।

ভূমপ্রিয়া ভঙ্গলতা ভূমিমণ্ডপভূষণী ॥

মাধবী কটুকা তিক্তা কাষায়া মদগন্ধিকা ।

পিত্তকাসত্রণাম্ হস্তি দাহশোষবিনাশিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মাধবী, চন্দ্রবল্লী, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা, ভূমপ্রিয়া, ভঙ্গলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণী—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—মাধবী—কটুতিক্ত কষায় রস, মদগন্ধবিশিষ্ট (যুগনাভির গন্ধের স্থায় গন্ধবিশিষ্ট) পিত্তদোষ কাস ও ত্রণরোগ নাশক । দাহ এবং শোষ বিনাশক ।

অবস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের বহুস্থান ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা ।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গুড়ি শক্ত, মোটা, লম্বা ও সরল । ডাল ছোট ছোট, ছাল ধূসর-বর্ণ ও পাতলা । কাণ্ড ঈষৎ লালবর্ণ ও শক্ত । পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে চাপা-ফুলের পত্রের স্থায় । ফুলের মুহূর্ণগুলি গুচ্ছবদ্ধ ও সুস্বলোমবৃত্ত—দেখিতে অনেকটা তিল ফুলের স্থায় । বোটার উপরিভাগ মক্ষণ । ফুলের ব্যাস ১-১ ইঞ্চি, তীক্ষ্ণ, সৌগন্ধময় ও পেতবর্ণ । ফুলের বহিঃস্থ ৫টি, বিস্তৃত, নিয়মিত অবনত । পাপড়ি ৫টি, বহিঃস্থদের দ্বিগুণ, পশ্চমময় ও অসমান । পঞ্চম পাপড়ির গোড়াটি পীতবর্ণ । পুংকেশর ১০টি ও সরু ; একটি সর্বাঙ্গোপেক্ষ লম্বা ও বক্র । ফল ২১৩টি, পক্ষবৃত্ত । বীজ পশ্চমময় । ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়, সময়ে সময়ে বর্ষা অবধি ফুল ও ফল পাওয়া যায় । মাধবীলতা ও ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর । কালিদাস মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে বলিয়াছেন “পত্রাণামত্র শোষণেন মজতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ।”

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও ছাল ।

বৈজ্ঞানিক মাধবীর ব্যবহার ।

চক্ষুদ্রব্য :—কটীদেশতক্ষুদ্রব্যার্থে মাধবী মূল—চক্ষুর সহিত মাধবী মূল পান করিলে রমণীগণের কটীদেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় (ক্রীরোগ চিঃ) ।

মূলপ্রাচ্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ছাল সৌগন্ধময় ও তিক্ত। পাতার রসে পোকা মরিয়া যায় এবং পাঁচড়ায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff)। পাতা পুরাতন বাত ও ইপানীর শান্তিকারক (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—পাতা—পুরাতন বাতে উপকারী। চর্মরোগ এবং শ্বাস কষ্টে উপকারী। পাতার রস—বিষদোষনাশক এবং চুলকানিতে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 167 ; Rheede, Hort, Mal., vi. t. 59 ; Wight, III., Ind. Bot., i. t. 50.

Ref.—F. B. I., i, 418 ; B.P. i. 290 ; Roxb. F. I., ii. 368 ; Watt., IV. Pt., i. 252 ; Prain, H. H., 183 ; Voigt., H.S. 170.



94. *Hiptage madablota* Gaertn. (মাধবীলতা)

XXVI. ZYGOPHYLLACEAE.

Genus—**TRIBULUS** Linn.

95. *T. terrestris* Linn. (গোকুর)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিফল, কণ্টক, কুরক, ইন্ডুগন্ধা—সংস্কৃত ; গোকুর—বাংলা ; গোকুর, গোখর, ছোটগোখর, গোরমূল—হিন্দি ; গোকুরা—উড়িয়া ; লহনা-গোকুর, গোখর—

বোম্ব; লহনা-গোখার—মহাবাট; গোখর—গুজরাট; নেক্তি, নেক্তি-কিরাই—
তামিল; পানেক-মুল, চিক-পলেক—তেলেগু; নোরতিলু—মালয়; চায়েটি—
অন্ধদেশ; গোখুরী—গোড়।

শ্রাদ্গোখুরো গোখুরকঃ খুরাজঃ খদংষ্টকঃ কণ্টক—ভদ্রকণ্টকো ।
শ্রাদ্ ব্যালদংষ্ট্রঃ খুরকো মহাজো দুশ্চক্রমশ্চ ক্রমশো দশাহবঃ ॥
খুরোহিপরো গোখুরকজিকণ্টকঃ কণ্টো যড়জো বহুকণ্টকঃ খুরঃ ।
গোকণ্টকঃ কণ্টফলঃ ফলজযঃ খুরো ভদ্রকণ্টকশ্চণ্ড্রমঃ ॥
শ্বলশৃঙ্গাটকশ্চ বনশৃঙ্গাটকশ্চ ইক্ষুগজঃ স্বাত্তকণ্টঃ পর্যায়ঃ ঘোড়শ শ্বতাঃ ॥
শ্রাতামুভো গোখুরকো শ্বনীভলো বলপ্রদো ভো মধুরো চ বৃহৎগো ।
কৃষ্ণাশ্বরীমেহবিদাহনাশনো রসায়নো তত্র বৃহৎগোস্তরঃ ॥
রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহবাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—গোখুর, গোখুরক, খুরাজ, খদংষ্টক, কণ্টক, ভদ্রকণ্টক, ব্যালদংষ্ট্র, খুরক, মহাজ, দুশ্চক্রম—এই দশটি গোখুরের নাম । অন্য একপ্রকার খুর গোখুরের নাম—জিকণ্টক, কণ্ট, যড়জো, বহুকণ্টক, খুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, ফলজয, খুরো, ভদ্রকণ্টক, চণ্ড্রম, শ্বলশৃঙ্গাটক, বনশৃঙ্গাটক, ইক্ষুগজ, স্বাত্তকণ্ট—এই বোলটি পর্যায় ।

গুণপর্যায় :—উভয় গোখুরই—হনীতল, বলকারক, মধুর রস ও বৃহৎগী (ধাতুবল বৃদ্ধিকারক) মূত্রক্ৰান্ত, অশ্বরী (পাখুরী), মেহরোগ এবং বিদাহনাশক ও রসায়ন এবং বৃহৎগোখুর অধিক গুণসম্পন্ন ।

অঙ্গস্থান :—ত্রিহত, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, শিকড় নরম ও শাশাল, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ঘিকে ধূসরবর্ণ । গন্ধ ঈষৎ উগ্র, স্বাদ মিষ্ট । ইহার মূলদেশ হইতে ৪-৫টি শাখা বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া লতাইয়া যায় । শাখা পশ্চমময়, ২-৩ ফুট লম্বা হয় । পত্র পক্ষাকার । উপপত্র ৫-৬ ছোড়া, অগ্রভাগ গোলাকার, একটু লম্বা । ফুল ছোট ছোট বোটার থাকে, দেখিতে উজ্জ্বল ফুলের মত, পীতবর্ণ । ফুল হইতে ঈষৎ গোলাকার ৫টি কোণ বিশিষ্ট ফল হয় । ফল কাটাঘাটা আচ্ছাদিত, কাটাগুলি শক্ত ও তীব্র । ফুলের সময়ে হৃদয়ে ফুল দেখিয়া এই স্থানে গোখুর গাছ আছে বলিয়া মনে হয় । আবার যখন ফুল থাকে না তখন গোখুর কাটাগুলি পায়ে ফুটিলেই তথায় গোখুর আছে বলিয়া জানা যায় । বীজকোষে অনেক বীজ থাকে । ফল পাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায় । বীজে তৈল আছে । বীজের খোলা অতিশয় শক্ত, তৈল সৌগন্ধময় । ফলের কাটা ২ সারিতে

পাকে, এক পাকে ১০টি, নীচে ৭-৯টি। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল হয়, পরে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও শিকড়।

বৈজ্ঞানিক গোন্ধুরের ব্যবহার।

চরক :—(১) অগ্ন্যাগ্নে গোন্ধুর—মূত্রকৃচ্ছ্রের ও বাতানাশক ঔষধের মধ্যে গোন্ধুর প্রেষ্ঠ (নং: ১৫ অ:)। (২) সপ্তক মূত্রনির্গমে গোন্ধুর—মূত্রত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইলে গোন্ধুরের কাথ পান করিবে (চি: ৫ অ:)। (৩) অশ্মরীতে গোন্ধুর—গোন্ধুরের বরস (অভাবে কাথ) এবং ঘুতের অষ্টগুণ গব্যাদ্ব্য সহ যথাবিধি গব্যাদ্ব্যত পাক করিয়া সেবন করিলে সক্ষিত অশ্মরী নির্গত হইয়া থাকে (চি: ২৬ অ:)।

পুস্তক :—অশ্মরীভেদনার্থ গোন্ধুর—গোন্ধুরচূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া ছাগীভূষের সহিত পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে সক্ষিত বৃহৎ অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া যায় (চি: ৭ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) শকৃজ্জ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোন্ধুর—গোন্ধুরের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিরন্তর মলবেগ ধারণ জন্ত যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা নিবৃতি পায় (মূত্রকৃচ্ছ্র :—চি:)। (২) আমবাতে গোন্ধুর :—গুঠী ও গোন্ধুরের কাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটীশূল প্রশস্ত হয় (আমবাত চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গোন্ধুরের ফল ও শিকড় ত্রিধ, বলকারক। ইহার তৈল গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। গোন্ধুর দশমূল পাচনের একটি প্রধান মশলা। ইহার ডাঁটার বস গণোরিয়া নিবারক (Stewart)। গুজরাটে ইহা মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্দিনিবারক ও ক্ষত্ৰোগে হিতকর। দক্ষিণ-ইউরোপে ইহা মূত্রকর বলিয়া ব্যাত আছে (o' Shaughnessy)। ইহার ফল দক্ষিণভারতে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গোন্ধুরের ফল ও পাতা মূত্রকর ও মেহরোগে উপকারী (Moodeen Sheriff)। গোন্ধুরের ফলের বস বাত, মূত্রাশয়ের পীড়া ও পাথরী রোগে উপকারী। পাথাবে ইহা কামোত্তেজক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)। গোন্ধুর খাস, কাস, অর্শ ও ব্রণ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—ত্রিধগুণমণ্ড, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, কামোদ্দীপক, যন্ত্রণাদায়ক ঔষধ, উদরী, পাথরী রোগ, ধাতুকরণ এবং স্ত্রীবতা রোগে উপকারী। বস করিয়া ব্যবহারে প্রস্রাবকারক। বাতে, মূত্রাশয়ের রোগে এবং পাথরীতে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic., t. 98 ; Kritika & Basu, Ind. Med. Pl., t. 168.

Ref.—F.B.I., i. 423 ; B.P., i. 292 ; Roxb. F.I., ii. 401 ; Prain, H.H., 183 ;
Voigt, H.S., 184.



95. *Tribulus terrestris* Linn. (গোক্ষর)

XXVII. GERANIACEAE.

Genus—*AVERRHUA* Linn.

96. *A. bilimbi* Linn. (বিলিষি)

ভাষাসুসারী নাম :—বিলিষি—সংস্কৃত ; বিলিষি—বাংলা ; বেলাষু, বিলিষি—হিন্দি ;
বিলিষি—মহারাষ্ট্র ; ত্রিষু—গুজরাট ; পুলিচ্-চাকি—তামিল ; পুলুও-কাযলু—তেলেগু ;
ভিলান্‌বিক—মালয় ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর, হুগলী, ছাওড়া,
ও ২৪ পরগণা ; আদিম বাসস্থান—মালয় উপদ্বীপ ।

বর্ণনা :—ছোট গাছ । কাঠ বেতবর্ণ ও নরম । পত্র ডাঁটা হইতে দুই দিকে সমান্তরালভাবে
বাহির হয়, ৫-১৭ ছোড়া, নীচেকার পাতা ছোট, অসমান, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু,
নরম লোমাবৃত । পাতার দৈর্ঘ্য ২-২০ ইঞ্চি, বিস্তার ১-১৫ ইঞ্চি । বোটা ছোট, ফুল
গাঢ় বেগুনে, এবং গাঢ় লালবর্ণ । ফুল পুরাতন ডালের গোড়া হইতে বাহির হয় ।

বহির্বাস লোমময়। পাপড়ি লম্বা। ফল লম্বাকৃতি, দেখিতে অনেকটা কুলিবেগুনের মত, ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ, পাকিলে হরিত্ৰা বর্ণ। ফলে ৫টি উঁচু শিরা আছে। ফুলের সময়—মার্চ হইতে মে মাস, ফল পরে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

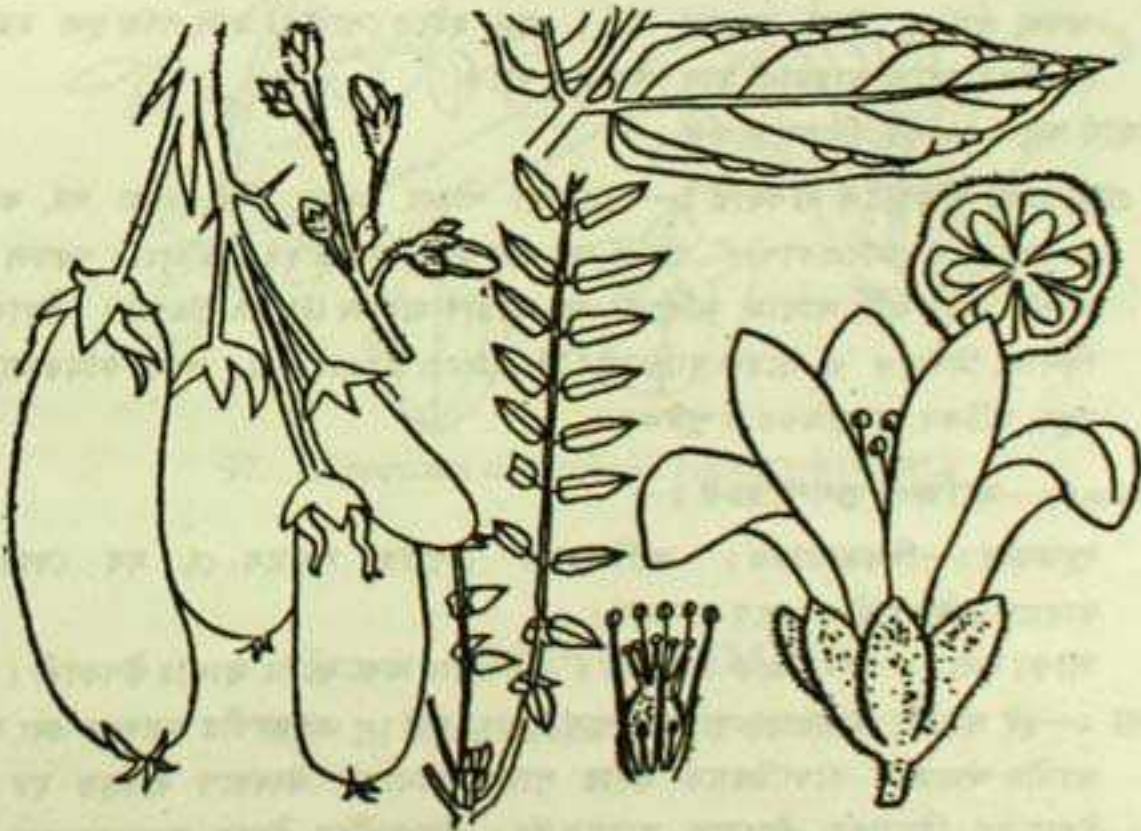
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কথিত আছে বিলিথির আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ। পোস্তগুঞ্জেরা তথা হইতে ইহাকে ভারতে আনিয়াছে। বিলিথির সববৎ পিপাসা-নিবারক এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। বিলিথির নির্যাপ অতি উৎকৃষ্ট। পাকা ফলের ১০ আউন্স পরিমাণ রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার সহিত চিনি ৩০ আউন্স, জল ১০ আউন্স। এইগুলি একত্র মিলাইয়া অন্ন অগ্নিতে জ্বাল দিলে চিনি গলিয়া যায় এবং বাহ্য অবশিষ্ট থাকে উহা অতি উৎকৃষ্ট সববৎ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—পেশী সঙ্কোচক, অম্লক্ষীপক। জ্বরের উত্তাপ প্রশমক। ইহা দ্বারা বাতন প্রশস্ত করিয়া ব্যবহারে অর্শ এবং কৃষ্ণি (পুষ্টির অভাবে যে সমস্ত রোগ হয়) রোগে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii. t. 45 ; Beddome, Fl. Syl., t. 117 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 179.

Ref.—F.B.L., i. 439 ; B.P., i, 296 ; Roxb. F.L., ii, 451.



96. *Averrhoa bilimbi* Linn. (বিলিথি)

97. A. carambola Linn. (কামরাঙ্গা)

ভাষাভেদে নাম :—কর্মরঙ্গ—সংস্কৃত ; কামরাঙ্গা—বাংলা ; কাম্বা, কর্মাল—হিন্দি ;
কমারক—গুজরাট ; তামবেতমোরাম্ তামাত্তী—তালিম ; তমারটাকয়া—তেলেগু ;
কামরাখা—উর্দু ; কর্মবে—মহারাষ্ট্র ।

কর্মরঙ্গ শিরালক বৃহদগ্ন্যং রুজাকরম্ ।

কর্মরঙ্গ হিমং গ্রাহি স্বাভ্যং কফবাতজ্ঞৎ ।

ভাবপ্রকাশ : । আত্মাদিবর্গ : ।

নামপর্যায় :—কর্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদগ্ন্য, রুজাকর—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—কর্মরঙ্গ—শীতবীৰ্য, মলমংগ্রাহক, স্বাদু, অন্নরস এবং কফ ও বায়ুনাশক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এমনকি উত্তরে লাহোর পর্যন্ত ; হংলী, হাওড়া,
বর্ধমান এবং ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—ছোট গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয় । ঘন শাখা বিশিষ্ট । পত্র ১৫-৩ ইঞ্চি, বোটা
শক্ত, লোমযুক্ত । পত্র গায়েব কোন স্থানে লাগিলে চুলকায়ে । ফুল স্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ
রক্তাভ । ফুলের বহিঃস্থদ উহার পাপড়ির অর্ধেক । পুংকেশর ১০টি, ইহার মধ্যে ৫টি
ছোট, গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত । ফল ৩ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ । ৪-৫টি শিরাবিশিষ্ট ।
কামরাঙ্গা দুই জাতীয় আছে । একপ্রকার মিষ্ট, অপরাট অন্ন । প্রথমটি বহুদূর কয়িয়া
অথবা পক বা কাঁচা অবস্থায় খায় । জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং
সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র শিকড় ও ফল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কামরাঙ্গা শীতল, ধারক, মিষ্ট, এবং ঘর্ম, কফ ও
বাতনাশক (ভাবপ্রকাশ) । শুষ্ক ও অন্ন ফল দ্বয়ে ব্যবহৃত হয় (Watt) । পকফল রক্ত-
অর্শের ভিতর বলি আদায় করিতে এক অমোঘ মহৌষধ (B. D. Basu) । ইহার ফল
পিপাসা নিবারক ও হৃদের শান্তিকর (Moodeen Sheriff) । পাকা কামরাঙ্গা অন্ন-
মধুর, কটিকর, বলবৃদ্ধিকর ও পুষ্টিকর ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কফল :—বিষতাকারক । কাক্ষিরোগে (পুষ্টির অভাবে যে সব যোগ হয়
তাহাতে) উপকারী । দ্বয়ে ব্যবহার্য ।

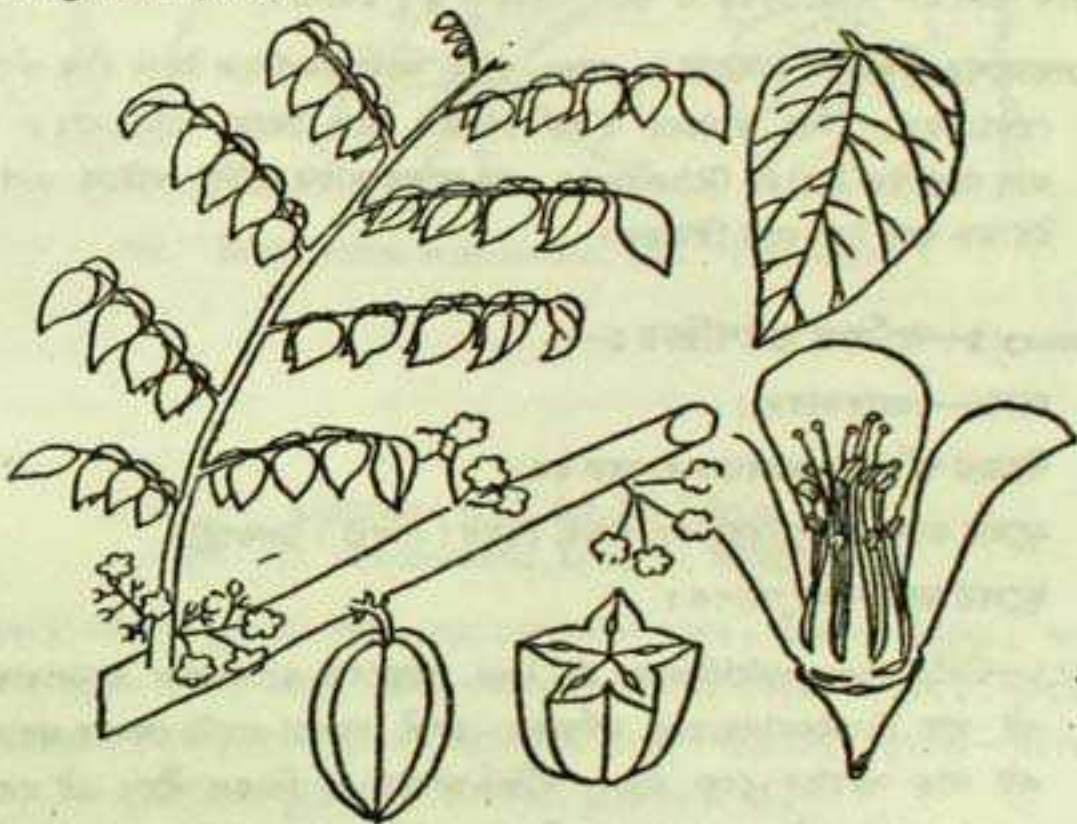
পাকা ফল :—অর্শের রক্তে উপকারী । পিপাসার এবং হৃদের জ্বালার উপকারী ।

মন্তব্য :—দুই জাতীয় কামরাঙ্গা বাংলা দেশে পাওয়া যায় । একজাতীয় অন্নমধুর এবং অপর
জাতীয় অত্যন্ন । ককোডিয়াতে ইহার পাতা জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় এবং
ইহার মূল বিষনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় । ইন্দোচীনে ইহার পাতা চুলকনা এবং
ক্রিমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় । মরিসস্ দ্বীপে এবং ফরাসী-গিয়ানাতে ইহার ফলের

রস আমাশয় রোগে এবং বৃক্কুলে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাথ পিত্তশূলে এবং অতিসারে প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন 'চরক' ও 'হরিতাদি' গ্রন্থে ইহার ব্যবহার ছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেশ ব্যবহারে ইহার ভেদভিন্নরূপে ব্যবহারের উপযোগিতা বহুপূর্ব হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। লোহার কলক ও দাগ উঠাইবার জন্য কামরাঙ্গা ফলের রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা সোরেলের (Sorrel) প্রতিনিধি স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। রাজনিঘণ্টকারও ইহার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii., t. 43-44 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 178.

Ref.—F.B.I., i. 439 ; B.P., i 296 ; Roxb., F.L., 450 ; Prain. H.H., 184. ; Voigt. H.S., 191.



97. *Averrhoa carambola* Linn. (কামরাঙ্গা)

Genus—BIOPHYTUM DC.

98. *B. sensitivum* DC. (বন-নারাঙ্গা)

ভাষানুসারী নাম :—কিলিপুল—সংস্কৃত ; বন-নারাঙ্গা—বাংলা ; লঙ্কনা, লম্বা, লম্বানু—হিন্দি ; কবেয়া—গুজরাটী ; কবেয়া—মহারাষ্ট্রী।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের বাস্তার কিনারায় ও ঘাস-জমিতে ইহা দেখা যায়। ভারতের সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশে এমন কি হিমালয় প্রদেশের ৬,০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও দেখা যায়। হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহার কাণ্ড লম্বা, কোমল সূক্ষ্ম লোমাক্ত। পত্রদণ্ড ১৫-৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের দুইদিকে তেঁতুল পাতার জায় পাতা বাহির হয়, ঠেঁই ইঞ্চি লম্বা, পত্র নিম্নদিকে বক্র। কখনও কখনও সোজা থাকে। পাতার বোটা ১ ইঞ্চি। ফুলের মস্তক বিস্তৃত। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে ৭-৮টি পৃথক পৃথক ফুল ধরে। পুষ্পের বহিঃস্থ পাপড়ির অর্ধেক। ফুলের পাপড়ি কোমল ও পীতবর্ণ। শিরাগুলি লালবর্ণ। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। বীজকোষে অনেক ছোট ছোট বীজ থাকে। বীজ লালবর্ণ ও উজ্জ্বল।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, শিকড় ও পত্র। মাত্রা—ঠেঁই তোলা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়। বীজ মাখনের সহিত ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। শিকড়ের কাথ গণোরিয়া নিবারক (Rheede)। পত্র জলের সহিত বাটিয়া খাইলে প্রস্রাব হয়। পৈতিক স্বরে ইহা বড়ই হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—প্রস্রাবকারক।

বীজের গুঁড়া—বেদনাতে ব্যবহৃত হয়।

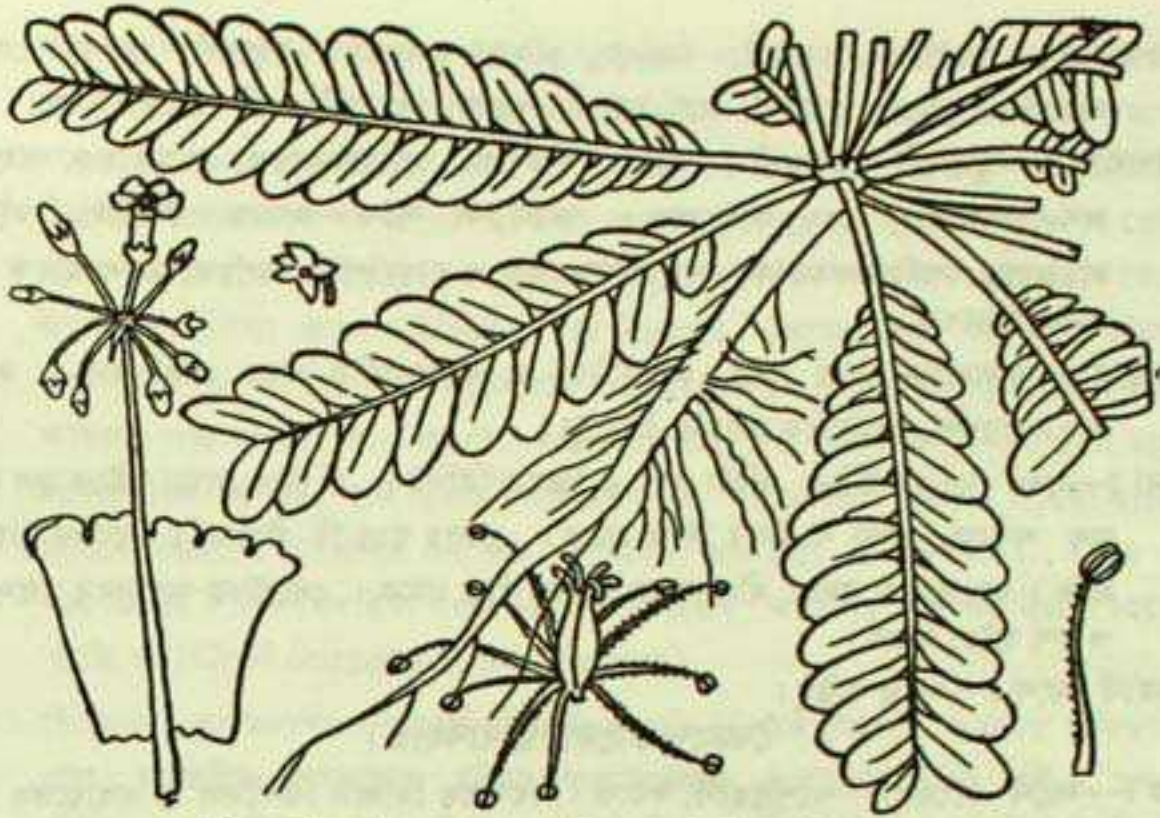
মূলের কাথ—গণোরিয়া এবং অন্ত্রী রোগে (পাখুরী) উপকারী।

মূলের ছাই—অগ্ন্যুদ্দীপক।

মন্তব্য :—*Gelonium multiflorum* A. Juss. গাছকেও বাংলাদেশে বন-নারাঙ্গা বলে। এই গাছ *Euphorbiaceae* বর্গভুক্ত। হগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের ধারে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল দ্বীপে এই গাছের আদি জন্মস্থান, তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। ইহার ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং সম্পূর্ণরূপে পরিপক হইলে ফলটি ফাটিয়া যায়, যেমন লাল ভেবেণ্ডা গাছের হয়। ইহার পত্র লম্বাকৃতি, পত্রের শাখা মোটা। ফল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের তৈল প্রস্তুত করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া সারিয়া যায়।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., xix, t. 19 ; Kitikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 177 ; Bot. Reg., xxxi. t. 68.

Ref. :—F.B.I., t. 436 ; B.P., i. 295 ; Roxb. F.I., ii. 457 ; Prain. H.H., 183 ; Voigt. H.S., 191.



98. *Biophytum sensitivum*, DC. (বন-নারাঙ্গা)

Genus—OXALIS Linn.

99. *O. corniculata* Linn (আমরুল)

ভাষাশাস্ত্রী নাম :—চুক্রিকা, অখঠা, অম্মা লোণিকা—সংস্কৃত ; আমরুল—বাংলা ; আমরুল, অম্বোটি—হিন্দি ; চেংরী, টেঙ্গা—আসাম ; পালিয়া-কিরি—তামিল ; পুলিচিন্তা—তেলেগু ; বেমেম্বাঙ্গ—আরব ; তান্দিটাটং আরক—সাঁওতাল ; আখতী—মহারাষ্ট্র ।

কুজালিকা তু চাঙ্গেরী চক্রাঙ্গা চুক্রিকা চ সা ।

লোণাম্মা চ চতুর্ঙ্গা লোণা লোড়াহ ম্পত্রিকা ॥

অখঠাহ্রবতী চৈব অম্মা দস্তশঠা মতা ।

শজ্জাঙ্গা চাম্পত্রী চ জেয়া পঞ্চদশাঙ্গিয়া ॥

কুজালী চ রসে সান্না সোফা সা বহুবর্জনী ॥

কুচিকুদ্ এহনীদোষ স্থনাম্মী কফাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পপটাদিবর্গঃ ।

চাঙ্গেরীশাকমতু্যক্ কটু রোচন পাচনম্ ।

দীপক কফবাতার্শঃ সংগ্রহণ্যভিসারজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়:—কুডামিকা, চাকেরী, চক্কাহা, চুক্তিকা, লোণামা, চতুশ্চনী, লোণা, লোড়া, অন্নপত্রিকা, অঘটা, অন্নবতী, অন্ন, দত্তশঠা, শত্রুকা, অন্নপত্রী—এই পনেরটি নাম।

গুণপরিচয়:—কুডামিকা (চাকেরী) অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, হৃদিকারক, গ্রহণী ও অর্শ-রোগনাশক, এবং কফনাশক। আমরুল শাক—অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য, কটুরস, হৃদিকারক, পরিপাককারক, অগ্ন্যুদ্বীপক, কফ ও বায়ুনাশক, অর্শহর, মলসংগ্রাহক এবং অতিসারনাশক।

জন্মস্থান:—বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র, চাষজমিতে ও ভাঙ্গাবাড়ীর গায়ে দেখা যায়। হুগলী ও ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা:—সহ লতানে উদ্ভিদ, ডাঁটা লম্বা ও ত্রিপত্র-বিশিষ্ট। ডাঁটার গোড়া হইতে ফুল হয়। ফুল অবনত, কখন বা উপর দিকে থাকে। ফুলের পাপড়ি পীতবর্ণ। ফুলের ব্যাস ৪ ইঞ্চি। ফল সহ ও লম্বা। বীজকোষে অনেক বীজ থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ:—সমগ্র উদ্ভিদ।

বৈজ্ঞানিক চাকেরীর ব্যবহার।

চরক:—অর্শে চাকেরী—অর্শোরোগী, যমকে (সমভাগে মিশ্রিত তিলতৈল ও গব্যদুগ্ধের নাম যমক) ভাজা ভাজা আমরুল বা চিত্রক শাক দধির সহ সহ ভোজন করিবে (চি: ২ আ:)।

চক্রদত্ত:—চাতুর্ধক অরে চাকেরী:—উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট একহাজার আমরুলের পাতা ওজনে যত হইবে, তাহার পঞ্চ দশগুণ জলের সহিত মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া গব্যদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তিনদিন সেবন করিলে দুইদিন ছাড়া স্বর প্রশমিত হয় (স্বর-চি:)।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—টাটকা পাতার রস মুত্‌বার মাদকতা নিবারণ করে এবং রক্ত-আমাশয় রোগে হিতকর (Dutta)। আমরুলের রস জ্বরনাশক। শাক রন্ধন করিয়া খাইলে কুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা হৃৎস্পন্দী কারক। অন্নরোগীর পক্ষে হিতকর। কোন স্থানে ফোড়া হইয়া যক্ষণা হইলে আমরুল পাতা বাটিয়া দিলে যক্ষণার লাঘব হয়। পাতা গরম জলে বাটিয়া ফোড়ার পুলটিস্ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে আমরুল পাতার রস যক্ষণার লাঘব করে (Moodeen Sheriff)। কঙ্কণদেশীয় লোকেরা আমরুল পাতা ছেঁচিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রহুন-রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথার লাগাইয়া দারুণ পিত্তজনিত মাথাধরা আরাম করে (Dymock)।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

পাতা:—দ্রিড়গুণ সম্পন্ন, জ্বরের উত্তাপনাশক, অগ্ন্যুদ্বীপক। স্বাভি রোগে (পুষ্টির অভাব জনিত রোগে) উপকারী।

মস্তব্য আমরুল:—অর চিকিৎসায়, আমাশয়ে এবং স্বাভি রোগে ব্যবহৃত ঔষধের অন্যতম ভেদ-রূপে আহত হইয়া থাকে (Watt)। অজীর্ণরোগে অক্রান্ত রোগীর অগ্নিবল ও কুধাবৃদ্ধির জন্য ইহার পাতার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। পাতা হাতে বগড়াইয়া প্রলেপের মত বেদনার স্থানে প্রয়োগে যক্ষণা ও প্রদাহের শান্তি হয় (Moodeen

Sheriff)। Beden Powel এবং Atkinson মহোদয় উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে তিল বা ছোট অৰ্জুনের অপসারিত করিবার জন্য ইহার পাতার রসের বাহ্যপ্রয়োগ করা হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চকুতারকার চতুষ্পার্শ্বে প্রতিবিম্ব ঠিকভাবে প্রতিফলিত না হইলে ইহার রস প্রয়োগ করা হয়। পুরাতন আমাশয় রোগে মাখনতোলা চুড়ের সহিত আমরুল পাতা সিদ্ধ করিয়া দিনে ২।০ বার প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে (Kirtikar & Basu)। কোনপ্রকার আভ্যন্তর প্রদাহে গলা কণ্ড হইয়া থাকিলে ইহা পুষ্টিরূপে বাহ্যপ্রয়োগে এবং ইহার কাথ কুলকুলি (কুলা) করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় (Kirtikar & Basu)। দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বর্টো নামক অধিবাসীগণ সর্পদষ্ট স্থান দৌত করিবার জন্য ইহার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। মুখের দুর্গন্ধনাশে, আমাশয়ে এবং দন্ত শোধনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার রস অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া সব্বতের মত ব্যবহারে আমাশয় রোগজনিত পিপাসার শান্তি হয় (Civil Surgeon S. M. Shirase)

শিবদাস সেন মহাশয়—রক্তাশ চিকিৎসায় চুক্তিকা অর্থে চাঙ্গেরী ব্যবহার করিয়াছেন এবং চাঙ্গেরীর নামপর্ধ্যায় চুক্তিকা শব্দ ব্যবহার চরকাহুমোদিতও বটে। সুতরাং চিকিৎসকগণ বিচারপূর্বক চুক্তিকা ও চাঙ্গেরীর পার্থক্য নির্ণয়ে অবহিত হইবেন। চুক্তিকা অর্থে চুকাপালঙ্ এর কথা অন্নবেতসের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।

Fig.—Wight, Ic. t. 18 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 176 B.

Ref.—F.B.L, i. 436 ; B.P., i. 294 ; Roxb., F.L, ii. 457.



99. *Oxalis corniculata* Linn. (আমরুল)

Genus—IMPATIENS Linn.

100. I. balsamina Linn. (দোপাটী)

ভাষানুসারী নাম :—দোপাটী—বাংলা ; গুল্মেন্দ্রি—হিন্দি ; বোন্টিল্—পারস্ত ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বাগানে রোপণ করে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১-৩ ফুট উচ্চ হয় । কাণ্ড কোমল লোমযুক্ত, শাখা প্রশাখা অল্প হয় । কাণ্ডের চতুর্দিকে একটির পর আর একটি পত্র হয় । পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা, কিনারা কবাতের দাঁতের স্তায়, নিম্নের পাতা বড়, উপরের পাতা ছোট । পাতার অগ্রভাগ সরু, গোড়ার দিকেও সরু হইয়া বোঁটায় লাগিয়া থাকে । ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা বেগুনবর্ণ, বোঁটা ছোট, ফুলের বহির্ভাগ লম্বাকৃতি লোমযুক্ত, ফল ১/৪ ইঞ্চি, ডগা সরু, কোমল, লোম আছে, গোলাকার । ফুল ও ফল বর্ষাকালে হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছ মূত্রকর, গেষ্টেবাস্তে ব্যবহৃত হয় (Watt) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—নিষেধকসম্পন্ন, রসায়ন, পোড়া ঘায়ে, গরম জলে কিম্বা বাষ্পে পুড়িয়া গেলে, এবং নরম মাংস-পেশীর সংযোজনায় উপকারী ।

গাছ—সন্ধিবেদনায় উপকারী । আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে বমনকারক, বিবেচক, এবং প্রস্রাবকারক ।

Fig. :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 180.

Ref. :—F.B.I., i, 453 ; B.P., i, 296 ; Roxb. F.I., i, 651 ; Prain. H.H., 184 ; Voigt. H. S., 189.



100. Impatiens balsamina Linn. (দোপাটী)

XXVIII. RUTACEAE.

Genus—AEGLE Corr.

101. A. marmelos Corr. (বেল)

ভাষানুসারী নাম :—বিষ—সংস্কৃত ; বেল—বাংলা ; বেল, শ্রীফল—হিন্দি ; খেল—আসাম ; বেল—মহারাষ্ট্র ; বিল্, বেল—বোম্বে ; বিল্—উজ্জয়িনী ; মাদু, মলু-বামু, পাটিব—তেলেগু ; বিষ, ভিল্-পল্লম—তামিল ; বেগুন—কর্ণাট ; বেল—গোড়। উসিটবেল—ব্রহ্মদেশ।

বিষঃ শল্যো হৃৎগন্ধঃ শলাটুঃ শাণ্ডিল্যঃ শ্রীফলঃ কৰ্কটাহ্বঃ ।

শৈলুঃ শ্রীং শৈবপত্রঃ শিবেষ্টেঃ পত্রশ্রেষ্ঠো গন্ধপত্রজিপত্রঃ ॥

লক্ষ্মীফলো গন্ধফলো দুহাকহুহুত্রিশাকপত্রজিশিখঃ শিবক্রমঃ ।

সদাফলঃ সংফলদঃ স্তম্ভুতিকঃ সমীরসারঃ শিখিনেত্র সংজিতঃ ॥

বিষস্ত মধুরো হৃৎগন্ধঃ কষায়ঃ পিত্তজিৎ গুরুঃ ।

কফজরাতিসারয়ো রুচিকৃদীপনঃ পরঃ ॥

বিষমূলং ত্রিদোষহং মধুরং লঘু বাতহুৎ ।

ফলং তু কোমলং স্নিগ্ধং গুরু সংগ্রাহি দীপনম্ ॥

ভদেব পকং বিজ্ঞেয়ং মধুরং সরসং গুরু ।

কটুতিক্তকষায়োক্ষং সংগ্রাহি চ ত্রিদোষজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—বিষ, শল্য, হৃৎগন্ধ, শলাটু, শাণ্ডিল্য, শ্রীফল, কৰ্কটাহ্ব, শৈলু, শৈবপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, গন্ধপত্র, জিপত্র, লক্ষ্মীফল, গন্ধফল, দুহাকহু, ত্রিশাকপত্র, ত্রিশিখ, শিবক্রম, সদাফল, সংফলদ, স্তম্ভুতিক, সমীরসার—এই ২৩টি নাম।

গুণপর্যায় :—বিষ—মধুরবস, হৃৎগন্ধ, বিপাকে কষায় বস, পিত্তনাশক এবং গুরুপাক। কফ, জ্বর এবং অতিসার নাশক, রুচিকারক, বিশেষ অগ্ন্যুদীপক। বিষমূল—ত্রিদোষ নাশক, মধুর বস, লঘুপাক ও বাতনাশক। বিষফল—কোমল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলসংগ্রাহক ও অগ্ন্যুদীপক। পক বিষফল—মধুর বস, সরস ও গুরুপাক। বিপাকে কটুতিক্ত কষায় বস, উষ্ণবীৰ্য, মল সংগ্রাহক এবং ত্রিদোষ নাশক।

অবস্থান :—ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে। বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—বড় বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ, ত্রিপত্রবৃক্ষ। পত্র গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। ফুল দীর্ঘ সবুজ খেতবর্ণ, ছোট বোটার অবস্থিত, ফুলের বহির্ভাগ ৪-৫টি দাঁতযুক্ত। শীত ঋসিয়া পড়ে। ফুলের পাপড়ি ৪-৫টি, বিস্তৃত। পুংকেশর অনেকগুলি। গর্ভাশয় বিস্তৃত ও মধ্যস্থলে খোলা। কাষ্ঠের দ্বায় শক্ত। ফল বড়, গোলাকার। ইহার ভিতর ৮-১৫টি বিভাগ আছে। বীজ অনেক। কিস্কিরে, খেতবর্ণ। আঠার ভিতরে বীজ থাকে। ফুল মে মাসে হয়, ফল পর বৎসরের মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র, ফলের শাঁস।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ব্যবহার।

চরক :—অরে বিষশলাটু :—(১) জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কর্তনবৎ পীড়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষীর পরিভাষাভূসারে পক, বেলতুঠের কাথ পান করাইবে (চি: ৩ অ:)। (২) অর্শে বিষমূলত্বক :—অর্শোরোগী বলিরশূলে কাতর হইলে তাহাকে ঈষদুষ্ণ বিষমূলের কাথে উপবেশন করাইবে (চি: ২ অ:)। (৩) প্রবাহিকায় বিষশলাটু—বেলতুঠ ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। ইহাতে দধির সর, দাড়িমের রস এবং তিল তৈল যোগ করিয়া তরু দ্বারা তরল করিয়া খড়যু পাক করিবে। শীতল হইলে প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগীকে সেবন করাইবে (চি: ১০ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) কন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থে বিষকটক—কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিষ কটকের মালা ধারণ করাইবে (উ: ২৮ অ:)। (২) পিত্তরক্তোখিত অতিসারে বিষশলাটু—বেলতুঠ ও যষ্টিমধু তত্তুলোদকের সহিত পেষণপূর্বক চিনি ও মধু যোগে তত্তুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তরক্তোখিত অতিসার প্রশমিত হয় (উ: ৪০ অ:)।

চরকদত্ত :—(১) গাত্রদৌর্গন্ধে বিষপত্র :—বিষপত্রের রস গাত্রে মর্দন করিলে মূলব্যক্তির অভিস্রব জন্ম গাত্রদৌর্গন্ধ প্রশমিত হয় (স্বোলা চি:)। (২) গ্রহণাতে বিষশলাটু :—বেলতুঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুষ্কচূর্ণ যোগে পুরাণো ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবনপূর্বক তরু পান করিবে। ইহা দ্বারা অত্যাগ্র গ্রহণী প্রশমিত হয় (গ্রহণী চি:)। (৩) বমনে বিষমূলত্বক :—বিষমূলত্বকের কাথ, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দি চি:)। (৪) রক্তার্শে বিষশলাটু—রক্তার্শোরোগীকে বেলতুঠের রস সেবন করাইবে (অর্শ চি:)। (৫) শোথে বিষপত্র—ত্রিদোষজাত শোথে বিষপত্রের রস মরিচচূর্ণ যোগে পান করিবে (শোধ চি:)। (৬) বাধির্যে বিষশলাটু—বেলতুঠ গোমূত্রে পেষণপূর্বক তৎকক এবং ছাগীদুগ্ধ যোগে যথাবিধি তিল তৈল পাক করিবে। ঐ তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বাধিরতা প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চি:)।

জাবপ্রকাশ :—আমশূলে বালবিষ—কাচা বেল (পোড়াইয়া) গুড়ের সহিত জলপ করিলে আমাতিসার প্রশমিত হয়। অপিচ ইহা বিবক্ষনাশক।

বঙ্গসেন :—শিশুর বমন ও অতিসারে বিধমূলক—বিধমূলকের কাথ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা বেলের শাঁস চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া বোত্রে শুক করিলে বেলভুঁঠ প্রস্তুত হয়। ইহা পরিপাক রক্তের পীড়া, রক্তআমাশয় ও উদরাময় নিবারক। পাকযন্ত্রের পীড়ায় ইহার তুলা আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। পক্ষফল সৌগন্ধযুক্ত ও স্নিগ্ধকর। প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ইহার শাঁস ভক্ষণ করিলে অন্ন ও উদরাময় আরাম হয়। পক্ষ শুক ফল ধারক ও রক্তআমাশয় নিবারক।

শিকড়ের ছালের কাথ অবিরাম স্বরে প্রয়োগ করা হয়। চক্ষু পাতার প্রলেপ দিলে চোখউঠা আরাম হয়। টাটকা পাতার টাটকা রস মুত্র বিবেচক ও জ্বরনাশক এবং কফ নিবারক। পাকা ফলের শাঁস রঙের কার্ধে ও চামড়া পরিষ্কার কার্ধে ব্যবহৃত হয়। পাতার কাথ হাঁপানী নিবারক বলিয়া মালাবার দেশে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের কাথ চিনি ও দধির সহিত সেবন করিলে বালকদিগের উদরাময় আরাম হয়। ছালের ২ তোলা রস, দুগ্ধ ও জীরার সহিত সেবন করিলে শুক্র-নাশ রোগ আরাম হয় (Dymock)।

বেলের কাঁচা শাঁস এক সপ্তাহ তিল তৈলে ভিজাইয়া উক্ক তৈল স্নান করিবার পূর্বে মাখিলে পায়ে তলাব জ্বালা নিবারিত হয়। টাটকা ফলের শাঁস দুগ্ধ ও কাবাব চিনির (cubeb) গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া পান করিলে পুরাতন গণোরিয়া আরাম হয়।

বেলের শিকড় সর্পবিষের প্রতিষেধক (Watt)। অপক বেল ও ঘটা ধরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া খাইলে অন্নরোগ নিবারিত হয়। শিকড়ের ছাল বৃক্কধড়ফড়ানি রোগে হিতকর। Rhumphius বলেন যে, চীনেরা কচি বেল ও পাকা বেল হইতে extract বাহির করিয়া আফিংএর সহিত মিশ্রিত করে।

কাঁচা বেল ও বকুলের ফল প্রত্যেক ২ ভাগ; লবঙ্গ, জাফরান, নাগকেশর, জায়ফল প্রত্যেক ১ ভাগ—এইগুলি মিশাইয়া উদরাময় রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। মাত্রা বালকের পক্ষে ১ বটিকা, পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ৩ বটিকা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

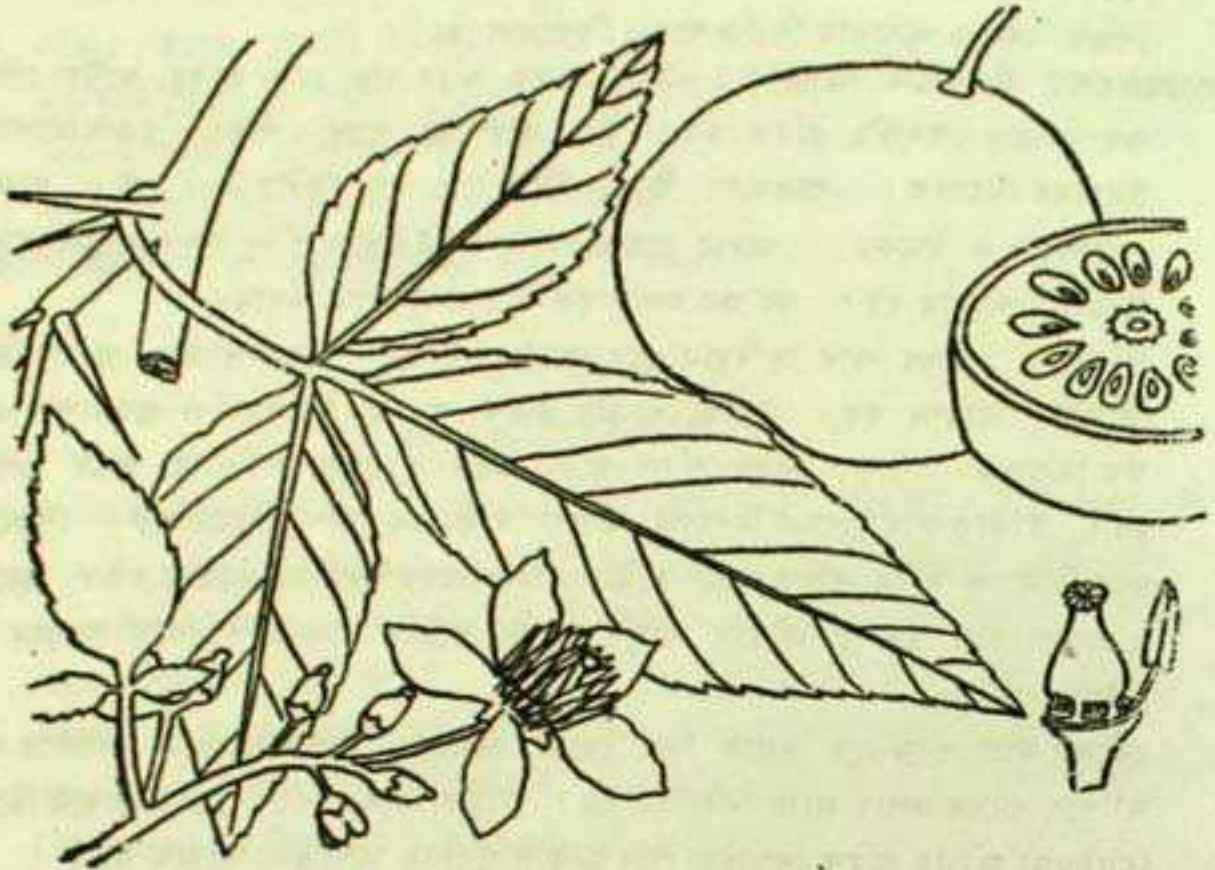
পাকা ফলের শাঁস—স্বগন্ধযুক্ত, স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, বিবেচক।

অপক কিম্বা অর্দ্ধপক ফল—সঙ্কোচক, হজমীকারক, অন্ন্যাদীপক এবং অতিসারে উপকারী।

মূলের ছাল—অবিরাম স্বরে উপকারী, মৎস্তবিষ।

Fig.—Roxb. Cor. Pl., t. 143 ; Wight, Ic. t. 16 ; Rheede. Hort. Mal., iii, t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 201.

Ref.—F.B.I., i. 516 ; B.P., i. 305 ; Roxb., F.I., ii. 579 ; Watt, I. Pt. i. 117 ; Prain, H.H., 185 ; Voigt, H.S., 141.



101. *Aegle marmelos* Corr. (বেল)

Genus—ATLANTIA Corr

102. *A. monophylla* Corr. (আতবী জাম্বীর)

ভাষানুসারী নাম :—আতবী জাম্বীর—সংস্কৃত ; আতবী জাম্বীর—বাংলা ; মাকড়-লিঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; নারুণি—উড়িষ্যা ; কাণনিধু—কানপুর ; মল-নারোগা—মালয় ; অদ্ভি-নিধ—তেলেগু ; কাটালু—তামিল ; জবলী-নিধু—ভান্ডান্ ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, শ্রীহট্ট ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, চতুর্দিকে অনেক শাখাপ্রশাখা হয় । পত্র ১-৩ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও দুইভাগে বিভক্ত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ । বোটার ছোট ছোট ফুল হয় । ফুল ছোট, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি, দেখিতে কাগজীলেবুর মত । ফুলের বহিঃস্থদ ছোট, লোমযুক্ত । পাপড়ি লম্বা, মাথা মোটা, খেতবর্ণ । পুংকেশর ৮টি, গর্ভাশয় ছোট, পুষ্পাধারে অবস্থিত । ফলের ভিতর ৪টি বিভাগ আছে । প্রত্যেক

বিতাগে একটি বীজ থাকে। ফুল অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হয় এবং ফল কেকরারী মাসে হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ফল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের তৈল সরিষার তৈলের সহিত মিশাইলে গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়; এবং গন্ধ বেশ মনোরম হয়, গায়ে মাখিলে চর্ম উত্তপ্ত হয়। তৈল পুরাতন বাত রোগে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ককন দেশে ইহার পাতার রস মুখের একদিকের পক্ষাঘাতরোগে ব্যবহার করে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

লেবুর তৈল :—বাহ্যপ্রয়োগে পুরাতন বাত ও প্যারালিসিস্ রোগে উপকারী।

মূল—বিষদোষনাশক, উগ্র গুণসম্পন্ন।

Fig.—Wight, Ic, t. 1611; Rheede, Hort, Mal, iv. t. 12; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 197.

Ref.—F. B. I., i. 511; B.P., i. 304; Watt., L. Pt. ii. 348; Roxb., F. I. ii 378.



102. *Atlantia monophylla* Corr. (আতবী জাখীর)

Genus—CITRUS Linn.

103. C. medica Linn.

var. typica (বেগপুরা)

ভাষানুসারী নাম :—মাতুলঙ্গ—সংস্কৃত ; ছোলঙ্গনেবু বেগপুরা, টাবালেবু—বাংলা ; বীজোরা-নিবু, ছোলঙ্গনেবু, বেগপুরা—হিন্দি ; মহালুঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; বীজোক-লিঙ্গু—ওড়িয়া ; দবাকারা, মাখোকল-পুচেট্টু—তেলেগু ; কলখা—উৎপল ; তুরঙ্গ—ফরাসী ; উত্তঙ্গ—আরবী ।

বীজপুরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপুরকঃ ।

বীজপুরফলং স্বাদু রসেহয়ং দীপনং লঘু ॥

রক্তপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয় শোধনম্ ।

শ্বাসকাসারুচি হরং হৃৎ তৃক্ষাহরং শ্রুতম্ ॥

ভাবপ্রকাশ : আত্মাদিফলবর্গ ।

নামপরিচয় :—বীজপুত্র, মাতুলুঙ্গ, রুচক, ফলপুরক—এইগুলি নাম ।

গুণপরিচয় :—বীজপুরফল—স্বাদু, অন্নরস, অগ্ন্যুৎকীপক এবং লঘুপাক, রক্তপিত্ত নাশক, কণ্ঠরোগ, জিহ্বরোগ এবং হৃদ্রোগ নিবারক । শ্বাস, কাস ও অরুচি নাশক, বলকারক এবং তৃক্ষানিবারক ।

জন্মস্থান :—ঘাটগুয়ালা হইতে সিকিম ও আসাম, খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড় ; চট্টগ্রাম, পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পাহাড় ; আদিম বাসস্থান পূর্ব এশিয়া ।

বর্ণনা :—বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত ছোট গাছ । পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, একটু বক্র ও ডিম্বাকৃতি । ফুল ৫-১০টি, একস্থানে গুচ্ছবদ্ধ ভাবে হয়, গাঢ় রক্তবর্ণ ; পুংকেশর ২০-৪০টি, একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে । এই লেবু সচরাচর বনজঙ্গলে দেখা যায় । এপ্রিল মাসে ফুল ও জুনমাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, ফলের শাস, বীজ ও পত্র ।

বৈজ্ঞানিক মাতুলুঙ্গের ব্যবহার ।

চরক :—(১) গুণ ও আনাহে মাতুলুঙ্গ মূল :—মাতুলুঙ্গের মূলত্বকূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গের রসেই ভাবনাদিয়া বস্তি ও গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । মলমূত্র প্রগতি বোধ ও তজ্জন অন্ত্র উপসর্গের নাম আনাহ । আনাহরোগীর মলদ্বারে এই বস্তি প্রবেশ করাইবে, এবং গুণ্ডরোগীকে এই গুড়িকা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ) । (২) পিত্তের স্বমার্গানিয়নার্থ মাতুলুঙ্গ রস—ত্রিকটুর্হযোগে মাতুলুঙ্গরস পান করিলে, আশয়চ্যুত পিত্ত স্বমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হয় (চিঃ ২১ অঃ) । কামলাদি পীড়ায় পিত্ত রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয় । মাতুলুঙ্গরস এই মার্গভেদে পিত্তকে যথামার্গে আনয়ন করে অর্থাৎ হৃৎলোকের পিত্ত যেমন মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে সেই-রূপ নির্গত করায় ।

সুশ্রুত :—(১) অরকৃত মুখবিরসতায় মাতুলুৎকেশর—অর বোগীর মুখ বিদ্যাদ হইলে মাতুলুৎকেশর কেশর মধু ও মৈদ্বলবণ সহ পেয়ণপূর্বক মুখে রাখিলে, মুখবৈরস থাকে না (উ: ৩২ অ:)। (২) রক্তপিত্তে মাতুলুৎ পুষ্প ও মূল—রক্তপিত্তী মাতুলুৎকেশর মূলতক ও পুষ্প তত্তুলোদকের সহিত পেয়ণপূর্বক পান করিবে (উ: ৪৫ অ:)।

বাগ্ভট :—কর্ণশূলে মাতুলুৎকেশর—মাতুলুৎ ফলের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে পাতিত করিলে কানের বেদনা প্রশমিত হয় (উ: ১৮ অ:)।

হারীত :—(১) পিত্তজ্বরীর পিপাসায় মাতুলুৎকেশর :—মধু ও মৈদ্বল লবণ যোগে পিষ্ট মাতুলুৎকেশর দ্বারা তালু প্রশিষ্ট করিলে (টাকরায় লাগাইয়া রাখিলে) পিত্তজ্বরী নিবৃত্তি পায় (চি: ২ অ:)। (২) তালুশোষে মাতুলুৎকেশর—তত্তুলোদকে পিষ্ট মাতুলুৎকেশর তপ্ত করিয়া পশ্চাৎ মধু যোগে তালুতে প্রলেপ দিলে তালুশোষ অন্তহিত হয় (চি: ১৪ অ:)। (৩) শর্করারোগে মাতুলুৎ মূল :—বাসি জলের সহিত মাতুলুৎমূলতক পেয়ণপূর্বক পান করিলে, শর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালির মত বস্তু নির্গত হয়) প্রশমিত হয় (চি: ২২ অ:)। (৪) বাতবিসর্গে মাতুলুৎ রস—বাতজ বিন্দুপাক্রান্ত অঙ্গ মাতুলুৎকেশর ও ফলরসে ধৌত করিবে (চি: ৩৩ অ:)। (৫) পিত্তজ-শিরোরোগে মাতুলুৎকেশর :—পিত্তজ শিরোরোগে আত্র মাতুলুৎকেশর পেয়ণপূর্বক প্রলেপ দিবে (চি: ৩২ অ:)। (৬) গর্ভিণীর অরুচিতে মাতুলুৎকেশর—ত্রিকটু কিংবা ইহার একতমের সহিত পিষ্ট মাতুলুৎকেশর জিহ্বা দস্ত মার্জন, কিংবা জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল করিলে গর্ভিণীর অরুচি বিনাশ হয় (চি: ৫০ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অররোগীর অরুচিতে মাতুলুৎকেশর-অরবোগী, ঘৃত ও মৈদ্বলবণসহ পিষ্ট মাতুলুৎকেশর মুখে ধারণ করিলে অরুচি প্রশমিত হয় (অর চি:)। (২) পার্শ্ব-হৃদয়শূলে মাতুলুৎ রস—ববকার ও মধুসহ মাতুলুৎরস পান করিলে পার্শ্বহৃদয় এবং বত্তিদেশের শূল প্রশমিত হয় (শূল চি:)। (৩) মসুরিকা পাচনার্থ মাতুলুৎকেশর—বসন্তবোগীর গাত্রে কাষ্মিপিষ্ট মাতুলুৎকেশরের প্রলেপ দিলে, বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবৃত্তি পায় (মসুরিকা চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—হিকারোগে মাতুলুৎকেশর—হিকারোগী মধু ও সৌবর্জল লবণ যোগে মাতুলুৎ ফলের রস পান করিবে (হিকা চি:)।

বজ্রসেন :—ছদ্মিতে মাতুলুৎকেশর—ঐছূর্ণ, মধু, ও চিনি মাতুলুৎকেশরের সহিত তরল করিয়া, কিকিং পিঙ্গলীচূর্ণসহ পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছদ্মি চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূল বলকারক। শাঁস স্নিগ্ধকর, এবং রস ধারক। ফলের খোলা গলাফুলা ও রক্তআমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—ক্রিমিনিঃসারক। কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী; বমনকারক, মূত্রাশয়, অশ্মরী (পাথুরী) রোগে উপকারী।

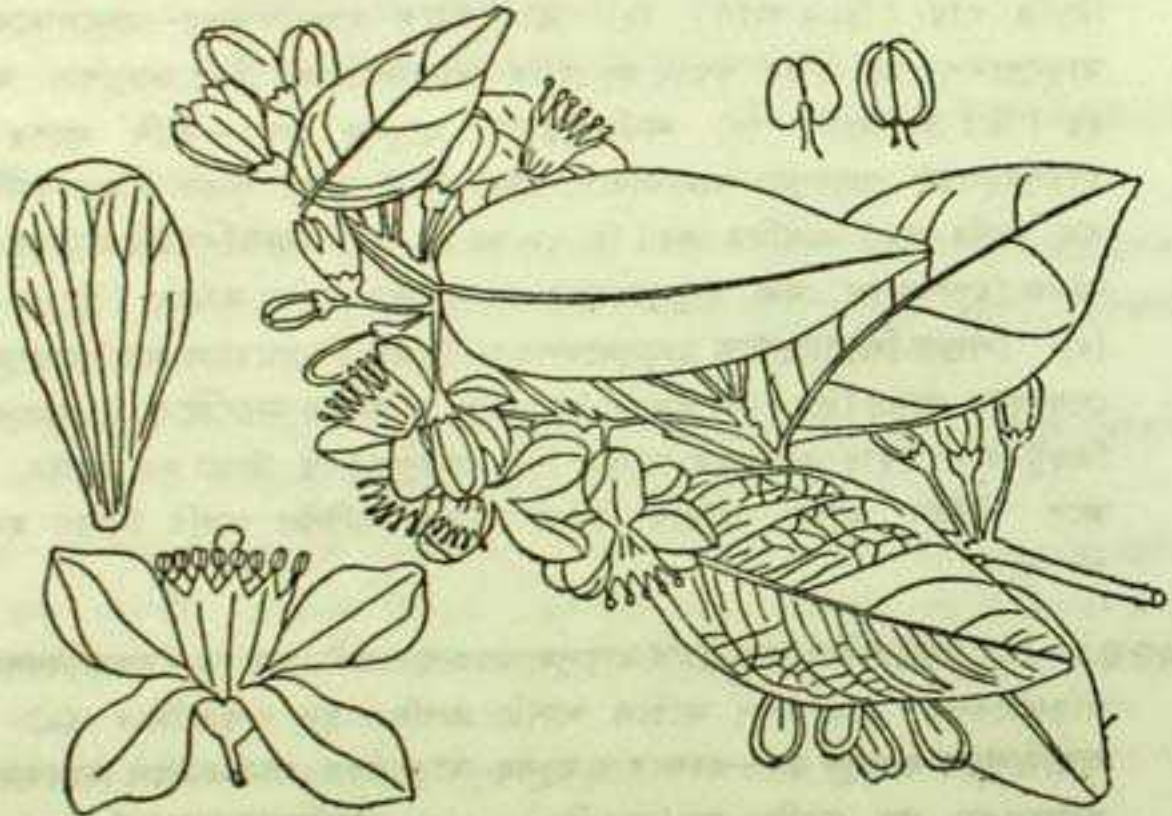
কুল ও কুঁড়ি—উত্তেজক ও সঙ্কোচক।

পাকা ফল :—উত্তেজক, রসায়ন।

ফলের রস :—জ্বরের উত্তাপনাশক, সঙ্কোচক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 198

Ref.—F.B.I. i. 514 ; B.P. i. 306 ; Roxb. F.I. iii. 392 ; Prain, H.H., 185
Voigt, H.S., 142.



103. *Citrus medica* Linn. var. *typica*. (বেগপুরা)

104. *C. medica* Linn. var. *limonum*. (কর্ণলেবু)

ভাষান্তরসারী নাম :—অম্বী, কঙ্কণা, দত্তশঠ—সংস্কৃত; কর্ণলেবু, গৌড়ালেবু—বাংলা, পাহাড়ী-কাগ্জী, পাহাড়ীলেবু—হিন্দি; মোটুলিষ—শুজবাত; পোরিয়া-এলুমিক্-চাম্পাকাম্—তামিল; পেজামিঅ-পাথু—তেলেগু; কলম্বাক্—আরব; গৌড়ালেবু—গৌড়।

জন্মেরো দন্তশঠো জন্তো জন্তীরজন্তলৌ চৈব ।
 রোচনকে। মুখশোধো জাঃ্যারিঃজন্তজিম্ববদা ॥
 জন্তীরশ্চ ফলং রসেসহমধুরং বাতাপহং পিত্তকৃৎ ।
 পথ্যং পাচনরোচনং বলকরং বহুৈববুদ্ধিপ্ৰদম্ ॥
 পক্কেমধুরং কফার্ভিশমনং পিত্তাত্রদোষাপনুৎ ।
 বর্ণ্যং বীৰ্য্যবিবৰ্দ্ধনক কুচিকৃৎপুষ্টিপ্ৰদং তপ্ৰণম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্ণঃ ।

নামপর্যায় :—জন্মের দন্তশঠ, জন্ত, জন্তীর, জন্তল, রোচনক, মুখশোধী, (মুখের বিকৃতবাদ শোধনকারক) জাঃ্যারি (জরুতঃ নাশক), জন্তজিৎ (ক্রিমিনাশক)—এই নয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—জন্তীর ফল—অম্লমধুর রস, বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক, হৃৎপথ্য, হৃৎমৌকারক, কুচিকর, বলবৃদ্ধিকর, অষ্ঠরায়িবৃদ্ধিকারক । পক্কেমধুর—মধুররস কফ ও বমননিবারক । পিত্তদোষ এবং বক্তদোষ নিবারক । গাত্রবর্ণপরিষ্কারক, বীৰ্যবর্ধক, কুচিকারক, বসায়ন এবং তৃপ্তিকারক ।

জন্মস্থান :—বাংলার স্থানে স্থানে চাষ হয় । আদিম বাসস্থান পূর্ব এশিয়া ।

বর্ণনা :—পত্র ত্রিভুজাকৃতি । পাতার বোটার দিকে পক্ষযুক্ত । ফল মাঝারি, পীতবর্ণ, খোলা পাতলা এবং অতিশয় অম্ল । শাঁস প্রচুর আছে । ভারতীয় লেবু, এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, ফল, পত্র ও ফলের শাঁস ।

বৈজ্ঞানিক জন্মীরের ব্যবহার ।

চক্রদন্ত :—অম্লপিত্তে জন্মীর রস—সায়ংকালে জন্মীররস পান করিলে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয় ।

ভাবপ্রকাশ :—ঘূতের পরিপাকজন্ত জন্মীর রস—ঘূতের পরিপাক জন্ত জন্মীর রস পান করিলে (অজীর্ণ চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—লেবুর খোলা পেটকাপা নিবারক, ও পাকফলের পীড়ায় হিতকর । ছালের তৈল পেটকাপা নিবারক (Watt) । মাত্রা—২-৪ ফোটা । বাত, উদরাময় এবং নতন আমাশয় রোগে ইহার রস হিতকর । ইহার রস ও বাকল একসঙ্গে মিশাইয়া পাঁচড়ায় দিলে উপকার হয় (Pharm. Ind) ।

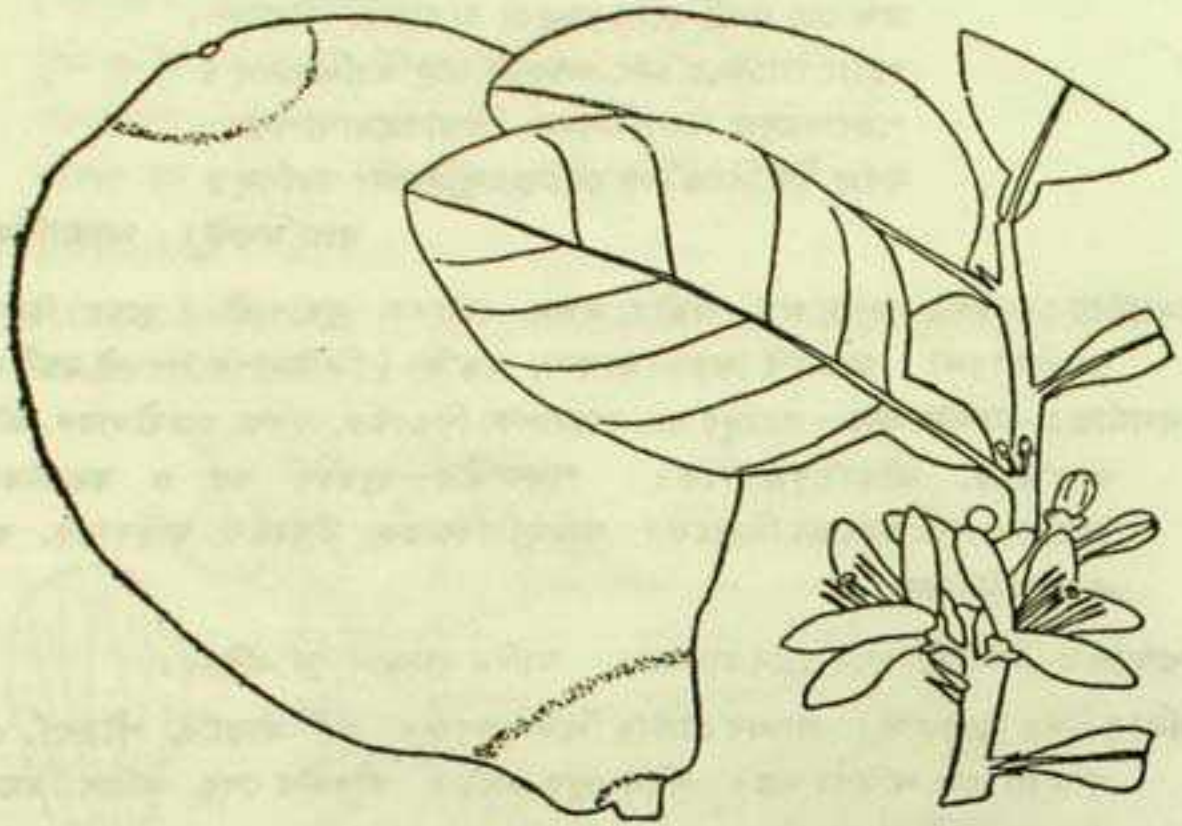
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পক ফলের ত্বক—অম্লক্ষীপক । পেটের বায়ুর অহলোমকারক ।

পক ফলের রস :—সঙ্কোচক, জ্বরের উত্তাপনাশক । ক্রান্তিরোগ, বাত, আমাশয় এবং উদরাময়ে উপকারী ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 199 B.

Ref.—F. B. I., i. 515 ; B.P., i. 306 ; Roxb., F.I. iii. 392 ; Prain, H.H., 185., Voigt, H. S., 142



104. *Citrus medica* Linn. var. *limonum*. (কর্ণলেবু)

105. *C. medica* Linn. var. *acida*. (পাতিলেবু)

ভাষানুসারী নাম :—নিধক, জাখীর—পাতিলেবু, কাগ্‌জীলেবু—বাংলা ; বহুবীজ—সংস্কৃত ; লিধু, নিধু—হিন্দি ; খাটা-লিধু, লিধু—গুজরাট ; অথভগিনী—তামিল ; মধু-কড়ী—সিংহল ; নিধে—মহারাষ্ট্র ; নিধু—কর্ণাট ।

নিধুকঃ শ্রাদ্ধজলজীৱকাথেয়া বহ্নিদীপ্যো বহ্নিবীজোহয়সারঃ ।

দস্তাঘাতঃ শোধনো জন্তুমারী নিধুশ্চ শ্রাদ্ধোচনী রুদ্রসংজ্ঞঃ ॥

নিধুফলং প্রথিময়রসং কটুঞ্চং গুণ্যামবাতহরমগ্নিবৃদ্ধিকারি ।

চক্ষুশ্মেতদধ কাসকফার্শিকণ্ঠবিষ্ৰ্দিহ্যরি পরিপকমতীব রুচ্যম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—নিধুক, অন্নজখীরক, বহ্নি, দীপ্য, বহ্নিবীজ, অন্নসার, দস্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী (ক্রিমিনাশক), নিধু, বোচনী—এই ১১টি নাম ।

গুণপর্যায় :—নিধুফল—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য । বিপাকে অন্নরস, গুণ্য ও আমবাতনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক (জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে) । চক্ষুর পক্ষে হিতকর, কাস, কফ ও কণ্ঠরোগনাশক । বমন নিবারক এবং পরিপক ফল অতি কটিকারক ।

অঙ্গস্থান :—বঙ্গদেশ ও ভারতের অনেক স্থানে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা।
বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; চন্দননগর, চুঁচুড়া, রাজহাট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে
চাষ হয়।

বর্ণনা :—গোড়ালেবুর পাতা অপেক্ষা ইহার পাতা ছোট। পাতার বোটা পাতা অপেক্ষা
অনেক ক্ষুদ্র। ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। পাপড়ি সচরাচর ৪টি। ফল ছোট, পাতিলেবু—
গোলাকার, কাগ্জীলেবু—একটু লম্বাকৃতি। রস অম্ল। এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে
ফল হয়।

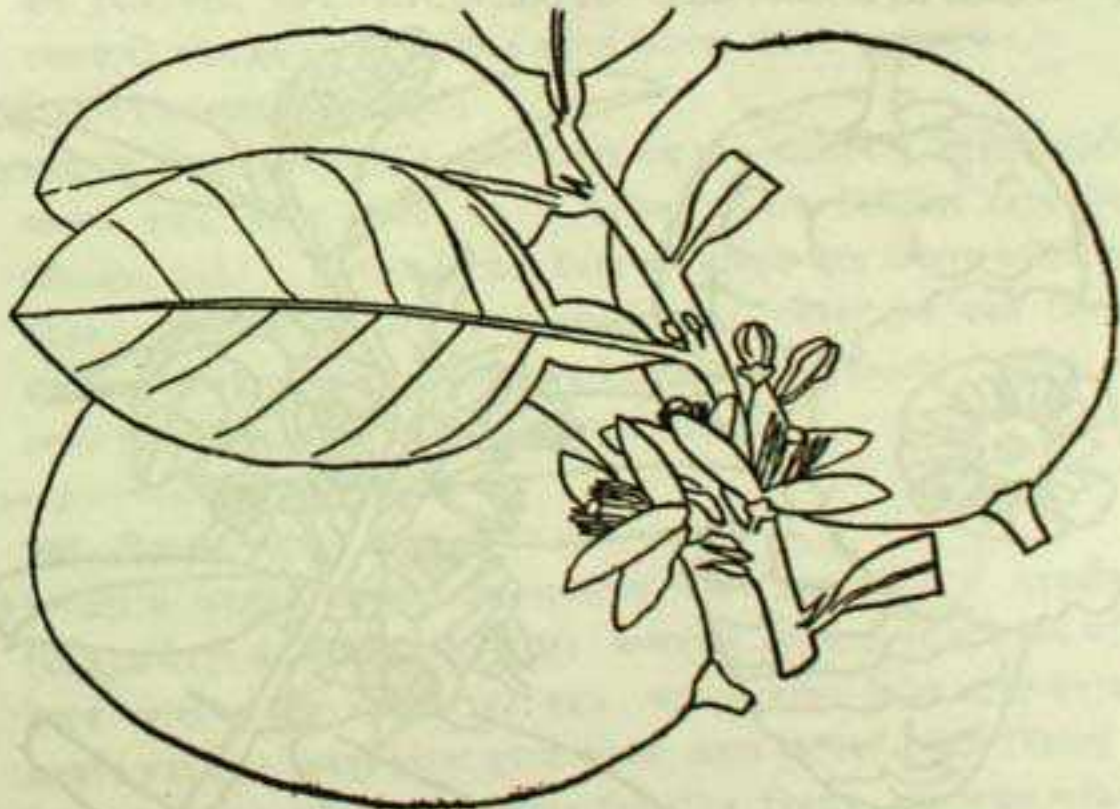
ব্যবহার্য অংশ :—রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—রস—পিত্তজনিত বমন নিবারক এবং বহুরোগের
প্রতিষেধক (Ainslie)। টাটকা লেবুর রস মশক-দষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার
পাওয়া যায় (Watt)।

মন্তব্য :—পিত্তবিকারজনিত বমনে, কৃম্যনাশে এবং বিষদোষনাশে ইহার উপযোগিতা আছে।
ইহা হৃগন্ধি রসায়ন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাম্পন, শিরোধূর্গন, গলরোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, পৈত্তিক-
বিকার, গলনালী প্রদাহ, অম্লপিত্তরোগ, বাতশ্লেষ্মারোগ, প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী।
ইহা যক্ষ্ম দোষনাশক, ক্ষুদ্র এবং চাক্ষু্য, কিন্তু বৃদ্ধকালের পক্ষে তেমন উপকারী নয়।
দাঁতের মাজী হইতে রক্তস্রাবে ইহার পাতার কাষ উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., ex. t. 6745; Bailey, Cycl. Amer. Hort., 924.

Ref.—F.B.I., i, 515; B.P., i, 306; Roxb. F.L., iii. 390; Prain, H.H., 185;
Voigt., H.S., 142.



105. *Citrus medica* Linn. var. *acida*. (পাতিলেবু)

106. *C. medica* Linn. var. *limetta*. (মিঠালেবু)

ভাষানুসারী নাম :—মধুকর্কটিকা—সংস্কৃত ; মিঠালেবু—বাংলা ; মিঠালেবু, লিটু, মিঠা-
অমৃৎফল—হিন্দি ; মিঠা-লিটু—পাঠাব ; মিঠা-লিটু—গুজরাট ; মিঠা-লিটু—বোম্বে ;
এলিমিট্টাম—তামিল ; নেয়া—পাণ্ডু গজনিম্ব—তেলেগু ; থানবয়—ত্রক্ষদেশ ;
মেছি—সিংকুম ; একমিট্টি—মালয় ।

বীজপুরোহপরঃ প্রোক্তে। মধুরো মধুকর্কটী ।

মধুকর্কটিকা স্বাদী রোচনো শীতলা শুক্লঃ ।

রক্তপিত্তক্ষয়কাস-কাসহিকাজন্মাপহা ॥

ভাবপ্রকাশঃ । আত্মাদিফলবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—ইহা অত্র জাতীয় বীজপূর্বক—মধুপ ও মধুকর্কটী—ইহার নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা স্বাদু, বিরেচক, শীতবীৰ্য এবং শুক্লশাক । ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস, শ্বাস, কাস, হিকা এবং ভ্রমশাপক ।

জন্মস্থান :—ভারতের বহুস্থানে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—ইহার পাতা ও ফুল পাতিলেবুর মত । ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু লালের দাগ আছে । ফলের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, একটু লম্বাকৃতি । ফলের ছাল পাতলা, শাঁসে লাগিয়া থাকে । বস মিষ্ট ও প্রচুর (Hooker & Brandis) । ফল অনেকটা বাতাবী লেবুর জায় বড় হয় । এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বস ও সমস্ত ফল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর ও কামলারোগে হিতকর ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—জ্বরের উত্তাপনাশক এবং যকৃতবিকারে উপকারী ।

Fig.—Wight., Ic, t. 953. Ref.—F. B.L. i. 515.



106. *Citrus medica* Linn. var. *limetta*. (মিঠালেবু)

107. C. aurantium Linn. (কমলালেবু)

ভাষানুসারী নাম :—নাগরঙ্গ, নাগরঙ্গ—সংস্কৃত ; কমলালেবু—বাংলা ; নারানী, নারানী, নারানী, নারানী—হিন্দী ; নারানী—গুজরাট ; নারঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; কিচলিচেট্টু, কিচলিচেট্টু—তামিল ; নারাজিচেট্টু, গাজনিখ, কিতালি-পাণ্ডু—তেলেগু ; নারানী—উৎকল ; কমলালেবু—গোড় ; নারাজ—আরব ; নারাজ—পারস্য ।

নারঙ্গঃ স্ত্রীনাগরঙ্গঃ পুরঙ্গঃ স্বগংগক্ষৈশ্চরাবতো বক্তৃবাসঃ ।

যোগীরঙ্গো নাগরো যোগরঙ্গঃ গঙ্কাচ্যোহয়ং গঙ্কপত্রী বরীষ্ঠঃ ॥

নারঙ্গং মধুরং চাম্বলং শুক্লফলং রোচনম্ ।

বাতামক্রিমিশূলয়ং শ্রমহৃৎফলরুচ্যদম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, স্বরঙ্গ, স্বকংগক্ষ ইত্যাবত, বক্তৃবাস, যোগীরঙ্গ, নাগর, যোগরঙ্গ, গঙ্কাচ্য, গঙ্কপত্র ও বরীষ্ঠ—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—নারঙ্গ—মধুর রস, বিপাকে অম্লরস, শুক্লপাক, উষ্ণবীর্য, কটিকারক, বায়ু, আমাশয়, ক্রিমি, শূলনাশক, শ্রমনাশক, বলকারক এবং কটুপ্রদ ।

জন্মস্থান :—ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয় । ভূটান, সিন্ধি, খাসিয়া পাহাড়ে বহুল পরিমাণে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গাছ । নূতন শাখা সবুজবর্ণ ও খেতবর্ণ । পত্র একটু বক্র, ডিম্বাকৃতি । অগ্রভাগ একটু মোটা, পক্ষযুক্ত । ফুল খেতবর্ণ । উভয়-লিঙ্গ বিশিষ্ট । ফল গোলাকার, উভয় দিকে ক্রিফিং চাপ । ফলের ছাল অতিশয় কোমল । ফুল ফেঁকয়ারী মাসে হয় । ফল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—খোসা, শাঁস ও ফুল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কমলালেবুর শুক ছাল অন্নরোগ ও শারীরিক দৌর্বল্যে ব্যবহৃত হয় । ইহার ফুলের রস ২ আউন্স পরিমাণ হিষ্ট্রিরিয়া রোগ নিবারক (Pharm. Ind.) । মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার ফল সর্দিযুক্ত হুবে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন । রসপিত্তজনিত, উদরাময় রোগে হিতকর । লেবুর ছাল বমন নিবারক । ইহার ছাল হইতে বে তৈল বাহির হয় উহা উত্তেজক (Dymock) । টাটকা লেবুর খোসা রগ্‌ডাইয়া মুখে মাখিলে ত্রণ আরাম হয় (Gray) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—তিক্তরস, বিরেচক ও অণুদীপক ।

মন্তব্য :—প্রাচীন আয়ুর্বেদ সাহিত্যে নাগরঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় না । পরবর্তীকালে নিঘণ্টুতে ইহার গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে । কক্ষরোগে এক ছুরে শরীরকে শিথিল করিতে ইহার খোসা ও ফুল ব্যবহার করা হয় । আগুনে সঁকিয়া চিনিও সহিত ইহার রস ব্যবহার করা হয় । লেবুর খোসা হইতে আরক প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিবিধা (পা বমি বমি ভাব) বন্ধ হয় । সর্বপ্রকার পিত্তজনিত বিকায়ে এবং পিত্তজ অতিসারে ইহা ব্যবহৃত হয় । অন্নরসাস্বাদ ফলের মধ্যে ইহা সর্বাঙ্গাঙ্গ নির্দোষ । ক্রিমিরোগে এবং

বমনবেগ বোধ করিতে ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। চামড়ার প্রদাহে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। কমলালেবু শরীরের বিবক্রিয়ানাশক এবং রক্তশোধক। ছাল ও ফুল তৈলসহ পাক করিয়া ব্যবহারে প্রায় অবসাদ নষ্ট করে। ইহার ফুল সিদ্ধ করিয়া সেই জল চোয়াইয়া এক ছটাক মাত্রায় ব্যবহারে বায়ু অবসাদ এবং মূৰ্ছারোগে উপকার দর্শে। হিন্দু চিকিৎসকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাকে রক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য বলিয়া ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে ইহা ক্ষয়ের পিপাসা নাশক, শেয়ানাশক ও ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক। অন্নজাতীয় লেবু অপেক্ষা এই লেবুর রস প্রকৃত সর্বব্যয় সকলের প্রিয়। অধিকন্তু অন্ন লেবুর রসে অতিসার উৎপাদনে যে আশঙ্কা আছে—এই লেবুর রসে তাহা নাই। কমলালেবুর খোসা বাতাহুলোমক এবং অর্জুন ও পেটফোপা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন তিক্ত ঔষধ সেবনের পরে ব্যবহারে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় (Ainslie)। ইহার খোসা চূর্ণ করিয়া মাগ্নেসিয়া জাতীয় লবণ ও বেউচিনি সহ যোগে ব্যবহারে বাত ও অর্জুন রোগে রসায়নের কার্য করে। ইহার ফলের মজ্জা ছেঁকিয়া প্রলেপে তুর্গচ্ছব্রু ক্ষতের পক্ষে বিশেষ উপকারক (Watt)। ফলের খোসা জলে পিষিয়া একজ্জিমাতে (বিচর্জিকা) প্রলেপে অনেক পরিমাণে যক্ষ্মার উপশম হয় (Surgeon W. Wilson)।

Fig. :—Wight. Ic. t. 957 ; Lamk. III. iii. t. 639, Fig I (1797) ; Benth. & Trim. Med., Pl. I. t. 51 (1875) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 199A.

Ref. :—F.B.I., i. 516 ; B.P., I. 307 ; Roxb., F.I. iii. 392.



107. *Citrus aurantium* Linn. (কমলালেবু)

108. *C. decumana* Linn. (বাতাবিলেবু)

ভাষানুসারী নাম :—মধুজম্বীর—সংস্কৃত ; বাতাবিলেবু—বাংলা ; মহানিবু, চকোত্র, বাতাকি-
নেবু, সাদাকল—হিন্দি ; চকোত্র—পাঞ্জাব ; বিজোরো—সিন্ধু ; পপ্পনস—বোম্বে ;
সাথরনিবু—মহারাষ্ট্র ; বোম্বালিনস—তামিল ; এদাপাস্ত—তেলেগু ; সকোত্র-হরু—
কানপুর ; বাথোলি-মক্কা—মালয় ; পাম্প্রিমান—মহীশূর ; ওব.কোষ্ট—গুজরাট ।

অন্যো মধুজম্বীরো মধুজম্বো মধুরজম্বলশ্চৈব ।

শম্বাজাবী শর্করকঃ পিত্তজাবী চ যট্ সংজ্ঞঃ ॥

মধুরো মধুজম্বীরঃ শিশিরঃ কফপিত্তমুৎ ।

শোযঃস্তপ্ণো বৃষ্যঃ শ্রমচ্চ পুষ্টিকারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মধুজম্বীর, মধুজম্ব, মধুরজম্বল, শম্বাজাবী, শর্করক, পিত্তজাবী—এই ৬টি নাম ।

গুণপর্যায় :—মধুজম্বীর—মধুরবস, শীতবীৰ্য, কফ ও পিত্তনাশক । শোথনাশক, তৃপ্তিজনক,
বসায়ন, শ্রমনাশক, এবং পুষ্টিকর ।

জন্মান্ধান :—মালয় উপদ্বীপ ও পলিনেসিয়ার উত্তিস্, বঙ্গদেশের বাগানে সর্বত্র চাষ হয় । হুগলী,
হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয় । বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

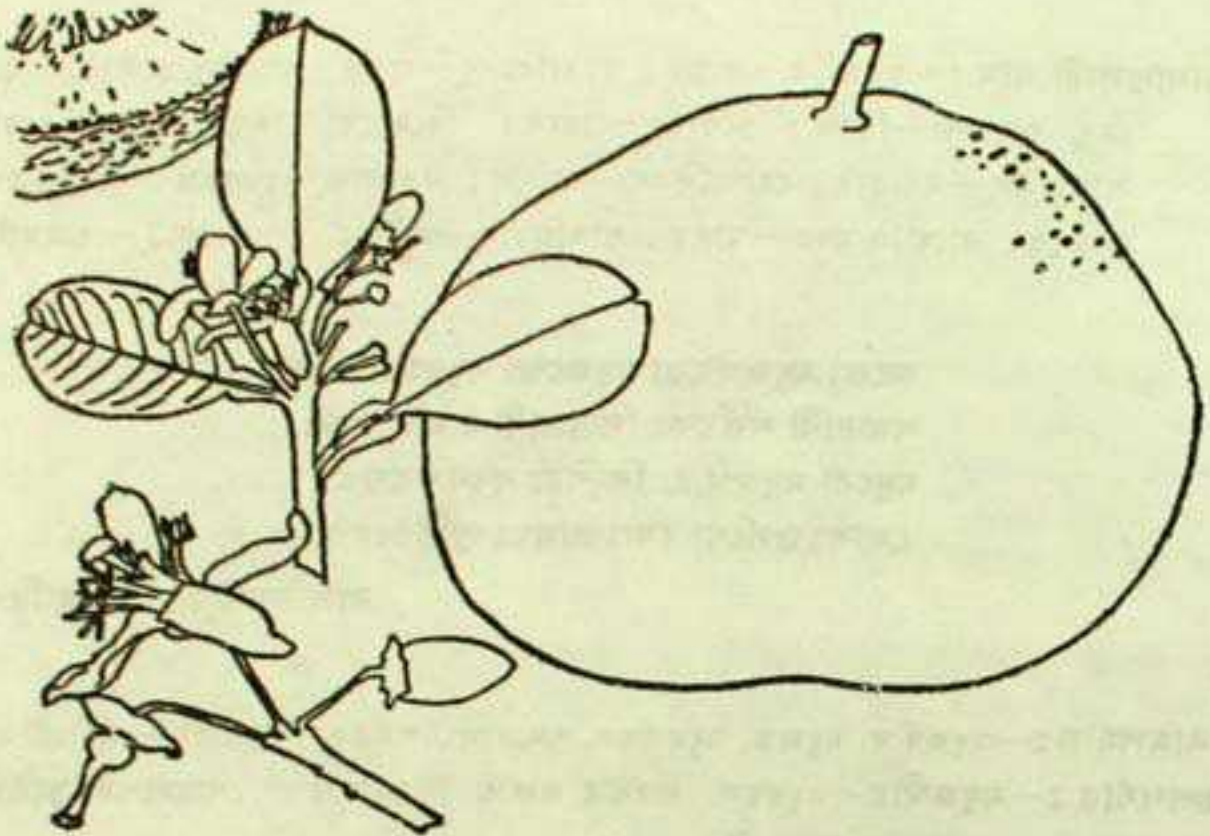
বর্ণনা :—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, সূক্ষ্ম লোমাবৃত ।
অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, পক্ষগুক্ত । ফুল বড়, খেতবর্ণ । পুষ্পকেশর ১৬-২৪টি । ফল বড়
তালের জায়, ছাল পুরু । শাঁস লাল ও খেতবর্ণ, মিষ্ট অথবা অম্ল । ফল কাঁচা সবুজবর্ণ,
পাকিলে পীতবর্ণ । মালয় ও পলিনেসিয়া দেশীয় উদ্ভিদ । ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে
ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসে পাকিয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্র সংজাহীনতা, কক্ষ ও সর্দিতে ব্যবহৃত হয়
(Punjab Products) ।

Fig. :—Baily, Cyclo, Amer, Hort., t. 1397 (1901).

Ref. :—F.B.I., 516 ; B.P., i. 307 ; Roxb., F.I. iii. 393 ; Prain, H.H., 185 ;
Voigt., H.S., 141.



108. *Citrus decumana* Linn. (বাতাবিলেবু)

Genus—FERONIA Gaertn.

109. *F. limonia* (Linn.) Swingle (কয়েতবেল)

ভাষানুসারী নাম :—কপিথ—সংস্কৃত ; কয়েতবেল—বাংলা ; কোইথ, বিলিন, কং-বেল—
হিন্দি ; কোয়েটা—উড়িয়া ; বেলনু—কর্ণাট ; কংবিথ—মহারাষ্ট্র ; বেলগচেট্টু—তেলেগু ;
ভিলাম, ভেলা—তামিল ; কভিট্টু—বোম্বে ; ভিলাম—মালয় ; কং-বেল—গোড় ।

মালুরস্ত কপিথো মমলো নীলমল্লিকা চ দধি ।
গ্রাহিকফলশ্চিরপাকী গ্রাহিকফলঃ কুচফলো দধিকফলশ্চ ॥
গন্ধফলশ্চ কপীঠো বৃন্তফলঃ করন্তবল্লভশ্চৈব ।
দন্তশঠঃ কঠিমফলঃ করণ্ডফলশ্চ সপ্তদশসংজ্ঞঃ ॥

কপিথো মধুরান্নচ কষায়ন্তিকুণীতলঃ
বৃদ্ধঃ পিত্তানিলং হস্তি সংগ্রাহী ত্রণনাশনঃ
আমং কপিথমন্মোক্ষং কক্ষয়ং গ্রাহি বাতলম্ ।
দোষত্রয়হরং পকং মধুরান্নরসং শুক্ল ॥
আমং কণ্ঠক্লম্ কপিথমধিকং জিহ্বাজড়দাবহং
ভ্রমোষত্রয়বর্জনং বিষহরং সংগ্রাহকং রোচকম্ ।
পকং শ্বাসবিশ্রামকরমহরং হিত্তাপনোদক্ষমং
সর্বং গ্রাহি কৃতিপ্রদং চ কথিতং সেব্যং ভুতং সর্বদা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ : আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—মালুর, কপিথ, মলয়া, নীলমল্লিকা, দদি, গ্রাহিকল, চিরপাকী, গ্রাহিকল, কুচকল, দধিকল, গন্ধকল, কপীঠ, কুন্তকল, কবভবজত, দত্তশঠ, কঠিনকল, কবণ্ডকল—এই ১৭টি নাম ।

গুণপরিচয় :—কপিথ—মধুর অন্নরস, বিপাকে কষায়তিক্ত রস, শীতবীৰ্য, রসায়ন, বায়ুপিত্ত নাশক, মলসংগ্রাহক ও ত্রণনাশক ।

কাঁচা কপিথ :—অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য, কফনাশক, মলসংগ্রাহক, বায়ু বৃদ্ধিকর ।

পক কপিথ—ত্রিদোষনাশক, মধুর অন্নরস, শুক্লপাক ।

কাঁচা ফল অধিক পরিমাণ ভোজনে—কঠরোগ উৎপন্ন হয়, এবং জিহ্বার জড়তা আনে । ত্রিদোষবর্জনক, বিষদোষনাশক, মলসংগ্রাহক এবং কটিকারক ।

পকফল ভক্ষণে—শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্লান্তি নাশক, হিত্তানাশক, বৎসরের সকল কফুতে ব্যবহারে—ইহা মলসংগ্রাহক, কটিকারক—সেই কারণে সব সময়ই ব্যবহার করা যায় ।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা যায় ; বঙ্গদেশ, হুগলী, ২৪ পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ হয় । ইহার পাতা দেখিতে অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার জায় । প্রতিবৎসর গাছের পাতা অবিচল পড়ে । গাছের কাঁটা শক্ত এবং মোজা । পত্রদণ্ডের দুইদিকে ৫।৭টি পত্র থাকে । ফুলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ফিকে লালবর্ণ বা বেতবর্ণ, বহির্ভাগ ৫টি পাতায়ুক্ত । পাপড়ি ৫টি, কখনও ৬টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । পুংকেশর ১০টি কিংবা ১২টি, ফুলের চতুর্দিকে থাকে । গর্ভাশয় লম্বাকৃতি । পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই কুন্তে থাকে । ফল ছোট, আঠা বেলের মত, ব্যাস ২ ইঞ্চি । উপরিভাগ বেতবর্ণ, শ্বাস অন্ন ও ফিকে কৃষ্ণবর্ণ, ফেঁকরাহী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পত্র ও আঠা । মাত্রা ফলের শ্বাস ২-৪ তোলা ; ফলের রস ১-২ তোলা ।
বৈজ্ঞানিক কপিথের ব্যবহার ।

চন্দ্রক :—(১) অর্শে—অর্শরোগীর মলভেদ থাকিলে কাঁচা কয়েদ ও কাঁচা বেলের যুগ্ম পান করাইবে ; কিন্তু এই দুয়ের সহিত ছাগমাংসের যুগ্ম মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে

(চি: ২ অ:)। কোন ঔষধের যুগ প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত তত্ত্ব অবস্থায় হিতকর কোন প্রকার কলায়ও দিতে হয়; যেহেতু কলায় যুগযোনি। (২) হিক্কায় কপিথ—কাঁচা কয়েদের রস পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ হিক্কারোগীকে পান করাইবে। (চি: ২১ অ:)। (৩) কঠগত বিষে কপিথ—যে কোন প্রকার জঙ্ঘমবিষ কঠ প্রাপ্ত হইলে চিনি ও মধুর সহিত কাঁচা কয়েদ ভক্ষণ করিবে (চি: ২৫ অ:)। (৪) রক্তপিত্তে কপিথ পত্র—রাজাদন ও কপিথের পত্র পেষণপূর্বক দ্ব্যতভজিত করিয়া ভক্ষণ করিলে, পিত্তবায়ু নাশ করে। ইহা সর্বপ্রকার রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর (চি: ৩০ অ:)।

সুশ্রুত:—বিষসংশ্লিষ্টাঞ্জন রোগে কপিথ পুষ্প—কপিথ ও যুগশ্লীষ পুষ্প ঘারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করাইলে, বিষদুষ্ট অঞ্জন জন্ত পীড়া প্রশমিত হয় (কল্প: ১ অ:)। (২) বমনে কপিথ—কয়েদের রস ও মধুর সহিত পিপুলীচূর্ণ বারংবার লেহন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (উ: ৪২ অ:)। (৩) কৃচ্ছব্যঙ্গাদিতে কপিথ—কয়েদ ও রাজাদনের শাঁস পেষণ পূর্বক কৃচ্ছব্যঙ্গাদিতে প্রলেপ দিবে (চি: ২০ অ:)।

বাগ্ভট:—শ্বাসে কপিথ—শ্বাসরোগী কয়েদের রস পান করিবে (চি: ৪ অ:)। (২) কফজ বমনে কপিথ—ত্রিকটু চূর্ণের সহিত কয়েদ ভক্ষণ করিলে কফজ বমি প্রশমিত হয় (চি: ৬ অ:)। (৩) কফজ কর্ণরোগে কপিথ—কফজ কর্ণরোগী কয়েদের রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিবে। (চি: ১৮ অ:)।

ভাবপ্রকাশ:—প্রবাহিকায় কপিথ—কাঁচা কয়েদের শাঁস দধির সহিত পেষণপূর্বক প্রবাহিকাদিত ব্যক্তি পান করিবে (য: খ: ১ম ভাগ)।

বঙ্গসেন:—প্রদরে কপিথপত্র—কয়েদের পাতা ও বাঁশপাতা সমভাগে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক মধু সহ সেবন করাইবে। ইহা তীব্র প্রদরের পক্ষে হিতকর (স্ত্রীরোগাধিকার)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—পক ফল দাঁতের মাড়ি ও গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পত্র পেট-ফাপা নিবারক। কোন স্থানে মশকাদি দংশন করিলে ইহার শাঁস লাগাইয়া দিলে ফুলা কমিয়া যায়। অপক ফল ঘুড়ি কাসে দেওয়া হয়। পাতার রস বালকদিগের অপাক এবং অল্প পরিমাণে পেটের দোষ হইলে ব্যবহৃত হয় (Ainslie)। ছাল পিত্ত প্রকোপে ব্যবহৃত হয়। পক কয়েতবেল স্বাভি (রক্তবিকৃতি) রোগনাশক, পাচক ও বলকারক। অতিরিক্ত কুশনযুক্ত অতিসার ও রক্তস্রাবশযে কয়েতবেলের আঠা মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

ফল—সঙ্কোচক, অগ্রাঙ্গীপক, উত্তেজক।

পাতা—হৃগন্ধি, উদরাগ্নান (পেটের বায়ু) নাশক।

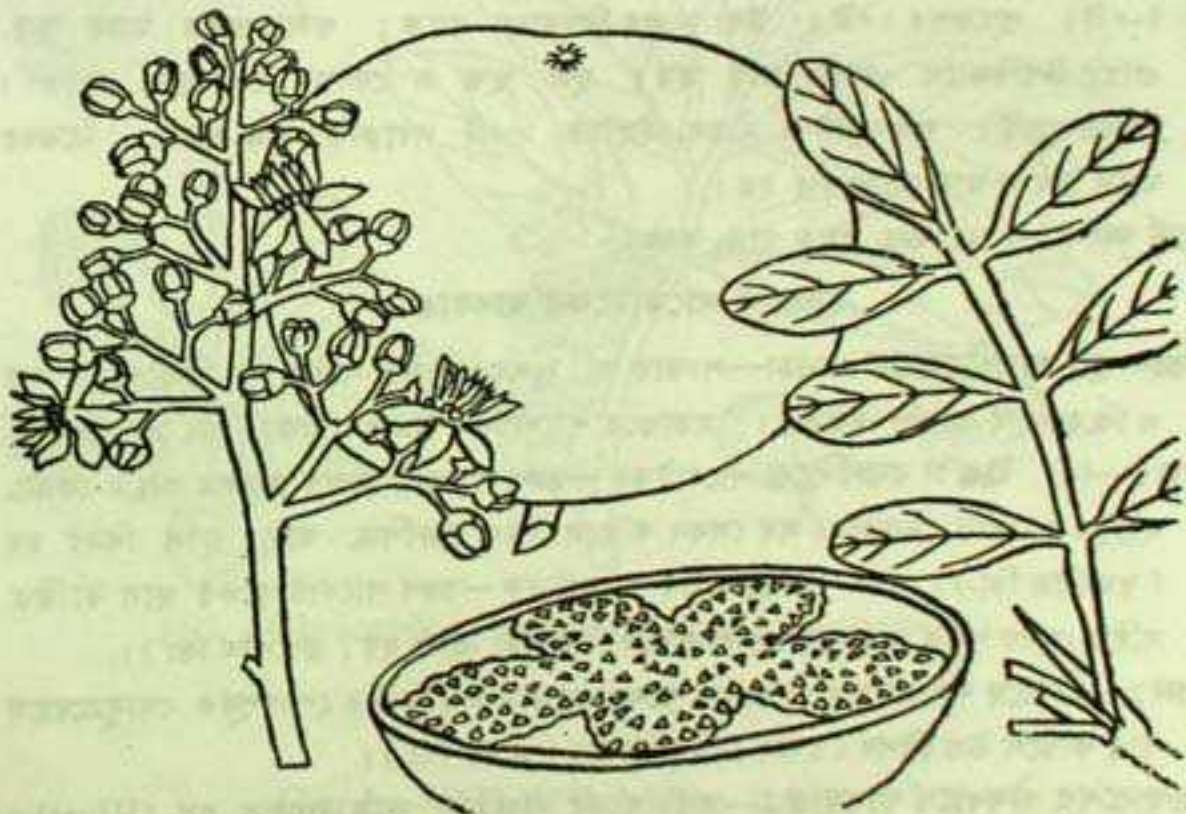
শাঁস—বাহ্যপ্রলেপে বিষাক্ত কীটের এবং সরীসৃপের দংশনে উপকারী।

ছাল—যকৃতের দোষে ব্যবহার্য।

মন্তব্য :—আমাশয় ও অতিসার দমনের জন্ত কাঁচাফল ব্যবহার করা হয় (Surgeon Major North, Bangalore)। হিন্দুরা ইহার কাঁচা ফল উদরাময় এবং আমাশয়ে সঙ্কোচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার ফল শীতল, জ্বর, সঙ্কোচক, জন্-
 যোগে উপকারী, রসায়ন এবং গলকফতে উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাহারও
 কাহারও মতে ইহার পক ফল অগ্নিবৃদ্ধিকারক বিবেচিত হইলেও ইহা ব্যবহারে বাত ও
 ফুসফুস সম্বন্ধীয় রোগের সৃষ্টি হয় বলিয়া অপর সম্প্রদায়ের ধারণা (Asstt. Surgeon
 S. C. Bhattacharjee)। ইহার শাঁস অভাবে ফলের উপরের খোলাচূর্ণ প্রলেপ-
 হিসাবে ব্যবহারে বিবাতপতঙ্গাদির দংশনজনিত দোষের স্থান হয়। ইহার কাঁচা
 অতিরিক্ত রক্তস্রাবের রক্তবোধের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহার কোন অংশই
 সর্পবিষের প্রতিষেধক নহে (Mharkar & Caius)। ইহার কোমলপত্র পাচক ও
 অশ্মরীসঞ্চয় নিবারণক। অর্থাৎ ইহা সেবনে অশ্মরীরোগীর বস্তিতে অশ্মরীর পুনঃ সঞ্চয়
 হইতে পারে না।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 141 ; Wight, Ic. t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I. i. 516 ; B. P., i. 305 ; Rozb., F. I. ii. 411 ; Dymock, i. 281 ; Prain. H. H., 185 ; Voigt. H. S., 141.



109. *Feronia limonia* (Linn.) Swingle. (কয়েতবেল)

Genus—GLYCOSMIS Corr.

110. *G. pentaphylla* (Retz.) Corr. (আস্শেওড়া)

ভাষানুসারী নাম :—শাখোট—সংস্কৃত ; আস্শেওড়া, বন নেবু—বাংলা ; বন-নিবু, মহোড়া, কসা, সিওড়া—হিন্দি ; বরুনী, গোন্জি—তেলেগু ; কোন্জি—তামিল ; সাহোড়—মহারাষ্ট্র ; সাহোড়া—বোম্বে ; জাওড়া গাছ—গৌড় ।

শাখোটঃ শ্রাদ্ধতরুণো গবাক্ষী যুকবাসো ভূর্জপত্রশ্চপীতঃ ।

কৌশিক্যোহজক্ষীরনাশশ্চ সূক্ষ্মস্তিক্তোক্ষোহয়ং পিত্তকৃদ্ধাতহারী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—শাখোট, ভূতরুক্ষ, গবাক্ষী, যুকবাস, ভূর্জপত্র, পীত, কৌশিকা, অজক্ষীরনাশ এবং সূক্ষ্ম—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—ইহা তিক্তবস, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তবর্ধক এবং বায়ুনাশক ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, আসাম, ত্রিবাঙ্গুর, বঙ্গদেশের সর্বত্র, হুগলী, ২৪-পরগণার জঙ্গলের ধারে ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ । পত্র ১-৫টি পত্রাংশ থাকে । পত্রাংশ ডিম্বাকৃতি ও মন্থন । পত্র কাণ্ড হইতে একান্তবর্তাবে বাহির হয় । ফুল অতিশয় সবুজবর্ণ, পাপড়ি ৪-৫টি । পুংকেশর ১০টি । উহা ফুলের নিম্নভাগে থাকে ; গর্ভকেশরের মস্তক ক্ষুদ্র, প্রায়ই উপরিভাগে একটি গ্রন্থি হয় । ফুল সূক্ষ্ম ও কোমল লোমযুক্ত, খেতবর্ণ । গর্ভদণ্ড ছোট । ফল ছোট ও নীবস, ইহাতে ১-৩টি লব্ধাকৃতি বীজ থাকে । নভেম্বর মাসে ফুল ও মার্চ মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ফল, সমগ্র গাছ, কাষ্ঠ ।

বৈজ্ঞানিক শাখোটকের ব্যবহার ।

সুশ্রুতঃ—দুই অপটীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক্ষ তিলতৈলের নস্ত ও বিবেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর । মতান্তরে শাখোটক কঙ্কণ যোজ্য (চিঃ ১৮ অঃ) ।

চক্রদন্তঃ—(১) উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে শাখোটবৃক্ষ—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছালের রস ২ ফোটা, গব্যদুগ ৪ ফোটা, চিরতাচূর্ণ সহ সেবন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, খাস, কাস বিনষ্ট হয় (রক্তপিত্ত চিঃ) । (২) বাতশোথে শাখোটবৃক্ষ—তরুণ শাখোট বৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেয়ণ পূর্বক পান করিলে বাতশোধ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বাতশোধ চিঃ) ।

বজ্রসেনঃ—শ্রীপদে শাখোটবৃক্ষ—শাখোট বৃক্ষের ছাল জলের সহিত পেয়ণপূর্বক গোমুত্রযোগে পান করিলে উগ্র শ্রীপদ (গোদ) নিবৃতি পায় (শ্রীপদ চিঃ) ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সর্পদংশনের ঔষধরূপে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় (Watt) । পাতার রসে গব্যদুগ পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পারাঞ্জনিত ক্ষত আরোগ্য হয় । গোলমরিচ ৪ গুণা, সমপরিমাণ পাকা ফলের রসে বাটিয়া খানিকটা পাতলা কাগজে গব্যদুগ মাখাইয়া শুক করিবে । অতঃপর উক্ত কাগজে ফলের পিষ্টক মাখাইয়া শুক

করিবে। উক্ত কাগজ-নির্মিত চুরুটের ধূম পান করিলে রোগীর গলাব ক্ষত ও গলা-ফুলা আরাম হয়। তিপুথিরিয়া রোগী ২৫টি চুরুটের ধূমপান করিলে গলা-ফুলা-আরাম হয় (বনৌষধি মৰ্পণ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—পিষ্ট করিয়া চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে মূত্রাশ্বর আরাম হয়।

মস্তব্য :—শাখোট রসায়ন। ইহা স্নীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটায়) হিতকর। শেওড়া পাতা হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিম্বা দন্ত পরিষ্কারার্থ ইহার ত্বক ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র ভোজন করিলে ছাগীর দুগ্ধ হ্রাস পায়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 85 ; Bot. Mag. t. 2074.

Ref.—F.B.I. i. 499 ; B.P., i. 300 ; Roxb, Fl.I., ii. 381 ; Prain, H. H.. 184 ; Voigt, H.S., 139.



110. *Glycosmis pentaphylla* Corr. (আশুশেওড়া)

Genus—MURRAYA. Linn.

111. *M. paniculata* (Linn.) Jack. (কামিনী)

ভাষানুসারী নাম :—একানী—সংস্কৃত ; কামিনী—বাংলা ; বঁরসার, মরচুনা, জুটি—হিন্দি ; চুলাজুতি—বোম্বে ; কুন্তি—মহারাষ্ট্র ; নাগ-গোলুও—তেলেগু ; মকে, থ-নটু-থ—ত্রিঙ্গদেশ।

অবস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় ব্যবহার করে, অঞ্চলের ধারে সচরাচর দেখা যায়; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আদি অবস্থান।
বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—পত্র দ্বয় বিচ্ছিন্ন, পক্ষাকার, পত্রদ্বয়ে সাধারণতঃ দুইদিকে ৪ জোড়া পাতা থাকে, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, গাঢ় সবুজবর্ণ। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি; পত্রদ্বয় গোলাকার। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, কমলালেবু ফুলের মত। ফুলে বহির্বীস ৫টি, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অগ্রভাগ সরু, পাপড়ি মাথার দিকে বিস্তৃত; পুংকেশর ১০টি, লম্বাকৃতি; গর্ভকেশরের মস্তক লম্বা, মোটা, পুংকেশরের সমান লম্বা। গর্ভাশয় ২-৫টি কোব-বিশিষ্ট। ফল ১-২ কোববিশিষ্ট; ৫ ইঞ্চি। বীজ ১টি বিম্বা ২টি থাকে, লম্বাকৃতি, উপরিভাগে সরু, একদিক চেন্টা ও লোমযুক্ত। এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে ফুল হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাত, সর্দি ও হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—মাটির নীচের মূলের ছাল—খাইলে ও গায়ে বোমনায় ঘষিলে উপকার হয়।

পাতার গুঁড়া—নতুন কাটা ঘায়ে উপকারী।

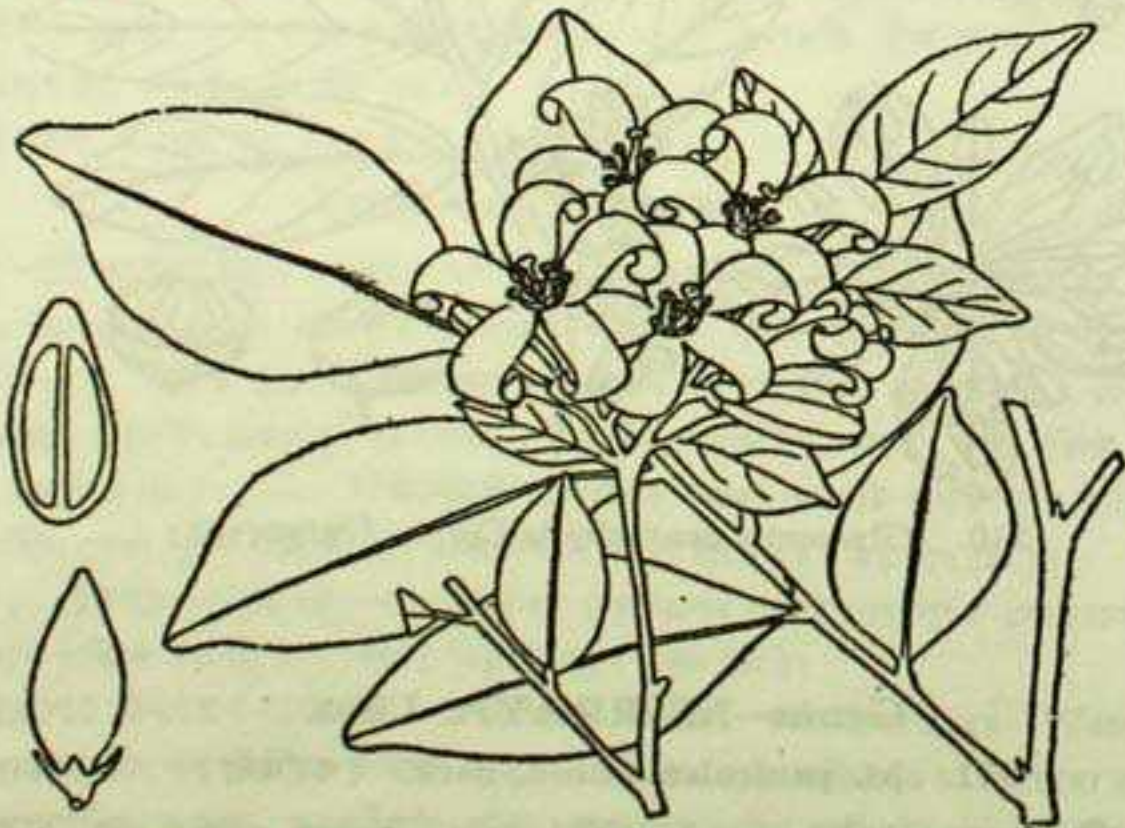
পাতার রস—শোথে উপকারী।

পাতা—উত্তেজক, স্ফোচক। অতিসার ও আমাশয়ে উপকারী।

কাণ্ড এবং মূলের ছাল—অতিসারে প্রতিষেধক।

Fig.—Rhymph. Amb. v. t. 8, Fig 2. Wight. Ic. t.96.

Ref.—F.B.I., i. 502 ; B. P., i. 302 ; Roxb., F. I. ii. 374 ; Watt. V. Pt. i. 288 ; Prain, H.H., 184 ; Voigt., H.S., 189.



111. *Murraya paniculata* (Linn.) Jack. (কামিনী)

112. *M. keonigii* Spreng. (বাবুসজ)

ভাষাসুসারী নাম :—হরতি-নিম—সংস্কৃত ; বাবুসজ—বাংলা ; বুবুসজ, কাঠনিম—হিন্দি ; কারি-নিম, জিরানি—মহারাষ্ট্র ; কবি, গোড়ানিম—গুজরাট ; কহুড়ি-পিলাই, কমেপিনা—তামিল ; কবিডেপা, কবিপেক—তেলেগু ; গোড়ানিম—বোম্বে ; কারিয়া-পান্—মালয় ।

জন্মস্থান :—হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, ভারতওয়াল, সিকিম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া এবং ২৪-পরগণায় গ্রামের ধারে, জঙ্গলে দেখা যায় । বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর । আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ।

বর্ণনা :—ছোট উগ্রগন্ধবিশিষ্ট উদ্ভিদ ; ছাল ধূসরবর্ণ । শাখা প্রশাখা অবনত । পত্র ১ ফুট লম্বা ও সৰু ; বৃত্ত নরম ; পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি, সকল পাতা সমান নহে । অগ্রভাগ একটু মোটা । ফুল বেতবর্ণ, অনেক হয়, ঠে ইঞ্চি, লম্বা । ফুলের পাপড়ি লম্বাকৃতি, শিরাগুলি লম্বা, পুংকেশর লম্বা । গর্ভাশয় ২ কোষবিশিষ্ট । ফল প্রথমে সবুজবর্ণ, লালবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় । বীজ ফলের মধ্যে আঠার ভিতর থাকে । গাছের পাতা গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায় । ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসে ফুল ও পরে ফল হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—বকল, পত্র ও শিকড় ।

মূল প্রাচীণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ও শিকড় উত্তেজক । ইহার বাহ্যপ্রয়োগে বিষাক্ত জন্তুদিগের বিষ নষ্ট হয় । পাতার রসে রক্ত-আমাশয় আরাম হয় (Roxb) । কলুসান পাতার রসে বমন নিবারণ করে (Ainslie) । আয়ুর্বেদ মতে ইহা অতিশয় বলকারক ও উদরাময় নিবারণক এবং জ্বর । মাত্রাজ ও অন্যান্য স্থানে ইহার পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয় । শিকড় ভেদক (Watt) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—রসায়ন ও অ্যুদ্ভীপক ।

ছাল ও মূল—উত্তেজক, বাহ্যপ্রয়োগে চুলকানি এবং বিষাক্তকীটের দংশনে উপকারী ।

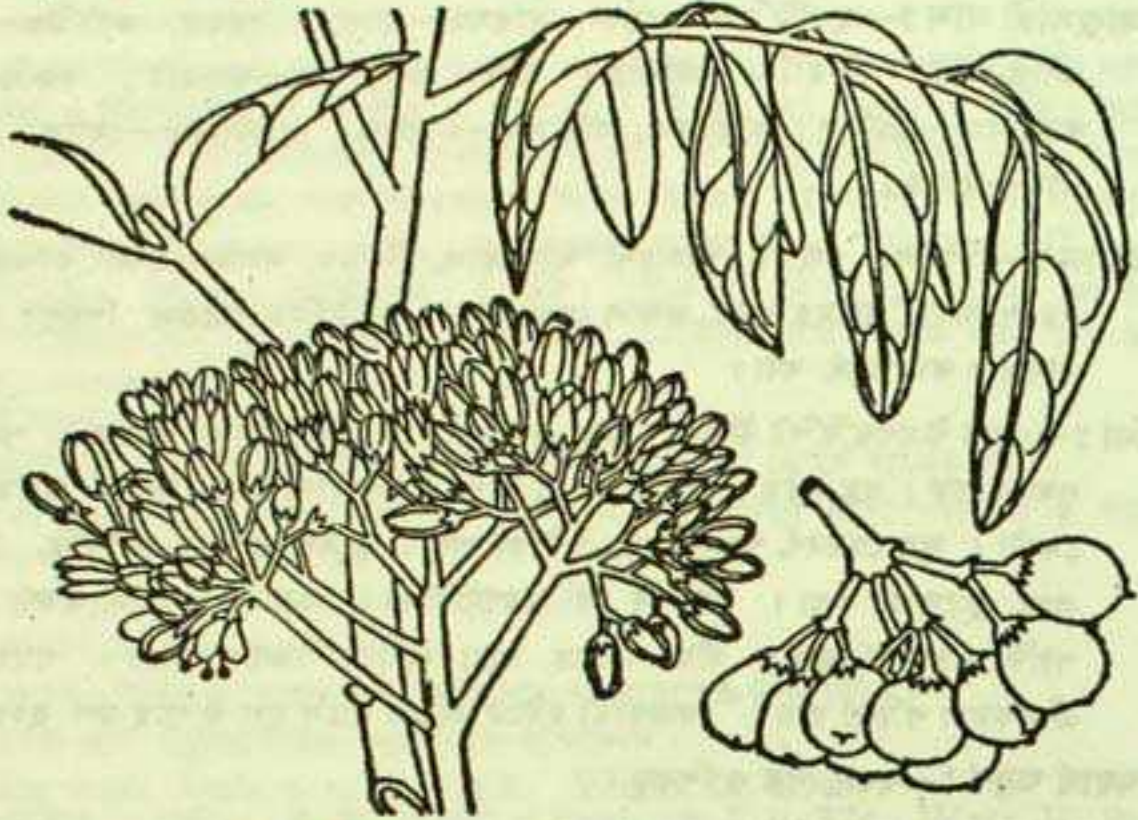
কচিপাতা—কাচা খাইলে আমাশয়ে উপকারী । বাটিয়া বাহ্য প্রয়োগে চুলকানিতে উপকারী ।

পত্রের রস—জ্বর এবং সর্পবিষে উপকারী ।

মন্তব্য :—বাংলাদেশে যে নিম পাওয়া যায় ইহা সে জাতীয় নয় । ইহার পাতা হৃগ্ধি । ইহার বীজতৈল অনেকে নিষতৈল বলিয়া ভুল করেন । ইহার তৈল এবং নিষতৈল এক নয় এবং সমজাতীয় গুণসম্পন্নও নয় । ইহা হরতি, নিম নহে । হিন্দিতে ইহাকে 'কাঠনিম' বলা হয় । Watt মহোদয় ইহাকে 'হরতি' বলিয়াছেন কিন্তু সেখানে নিমের কোন উল্লেখ নাই ।

Fig.—Wight. Ic. t. 13 ; Roxb. Cor. Pl. t. 112 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 192

Ref.—F.B.Li, 503 ; B.P. i, 302 ; Watt, I. Pt. ii. 349 ; Roxb., F.I. Vol. ii, 375 ; Prain, H.H. 185 ; Voigt, H.S., 439.



112. *Murraya koenigii* Spreng. (বাবরমল)

Genus—PEGANUM Linn.

113. *P. harmala* Linn. (ইশবান্দ)

ভাষানুসারী নাম :—ইশবান্দ—বাংলা ; হরমরো, হরমুল, ইশবান্দ-লহোরি, লহোরি-হরমুল—হিন্দি ; হরমল, হরমারা, ইশ-পাও—বোম্বে ; হরমল—মহারাষ্ট্র ; ইশ-পান—গুজরাট ; সিমাই-অরভক্তি-ভিরাটি—তামিল ; সিমা-গোরোক্তি-ভিউলু—তেলেগু ; হরমুল, হরমুল—আরব ; ইশবান্দ—পারস্য ।

জন্মস্থান :—পশ্চিমভারত, সিন্ধুদেশ, পাকিস্তান, কাস্মীর, দিল্লী, আগ্রা, আরব, উত্তর আফ্রিকা ।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-৩ ফুট উচ্চ, বহু শাখা ও ঘন-পত্র-বিশিষ্ট । পত্র ২-৩ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ, সরু, পৃষ্ঠাল । ফুলের ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি, ফুল এক একটি হয় । বোঁটা ছোট । বহির্বাঁস প্রশস্ত । বীজকোষ লোমযুক্ত ৫ ইঞ্চি । বীজ বক্র, ৩টি আঁটিবিশিষ্ট । বীজ কোষের সহিত বীজ বিক্রম হয় । বীজ ফিকে, ধূসরবর্ণ, প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা । ইহার গন্ধ তামাকের স্তায় উগ্র, স্বাদ অতিশয় তিক্ত । পারস্য দেশে এই গাছকে সিপান্দ (Sipand) বলে । কথিত আছে যে, এই গাছ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি

নিৰ্ধাপিত হয়। ইহাৰ বীজ পাৰস্ত দেশ হইতে প্ৰথম বৰ্ত্তানী হয়। দক্ষিণ ভাৰতে Henna বীজ ইশ্বাখ বলিয়া বিক্ৰয় হয়। জুলাই মাসে ফুল, সেপ্টেম্বৰ মাসে ফল হইয়া থাকে।

মূলগ্ৰন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ছী ও পুৰুষের ইন্দ্ৰিয়ের উত্তেজক এবং স্ত্রীলোক-দিগের শুক্ৰহৃদ্য ও ঋতুস্ৰাব বৃদ্ধি করে (Dymock)। পাতাৰ কাথ বাতে উপকাৰ করে এবং শিকড়ের গুঁড়া সৰিষাৰ তৈলে মিলাইয়া কেশে দিলে উকুনাদি পোকা নষ্ট হয় (Stewart)। ইহাৰ বীজ চক্ষের অশ্লষ্ট দৃষ্টি ও মূত্ৰদোষ আৰাম করে বলিয়া পাণ্ডাৰে ব্যবহৃত হয়। ই ড্ৰাম পৰিমাণ বস সেবন কৰিলে ঋতুনাশৰোগ আৰাম হয়, ও ঋতুস্ৰাব সৰল হইয়া যায়। দেশীয় খাজীরা গৰ্ভস্ৰাব কাৰ্ধে ইহা ব্যবহার করে। ইহাৰ শক্তি Ergot ও Savina ৰ তুল্য (Dymock i. 125)। ইাপানী কাসি, ঘুংড়ি কাসি, বাত, পাথৰী, কামলা অগ্নবজ্জ: এবং অপরাপৰ জননেন্দ্ৰিয়ের যোগে ইহা অতিশয় হিতকৰ ঔষধ। ইহা কুইনাইনের গুণের তুল্য এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন সম্ভা স্ববনাশক ঔষধ নাই (Moodeen Sheriff)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

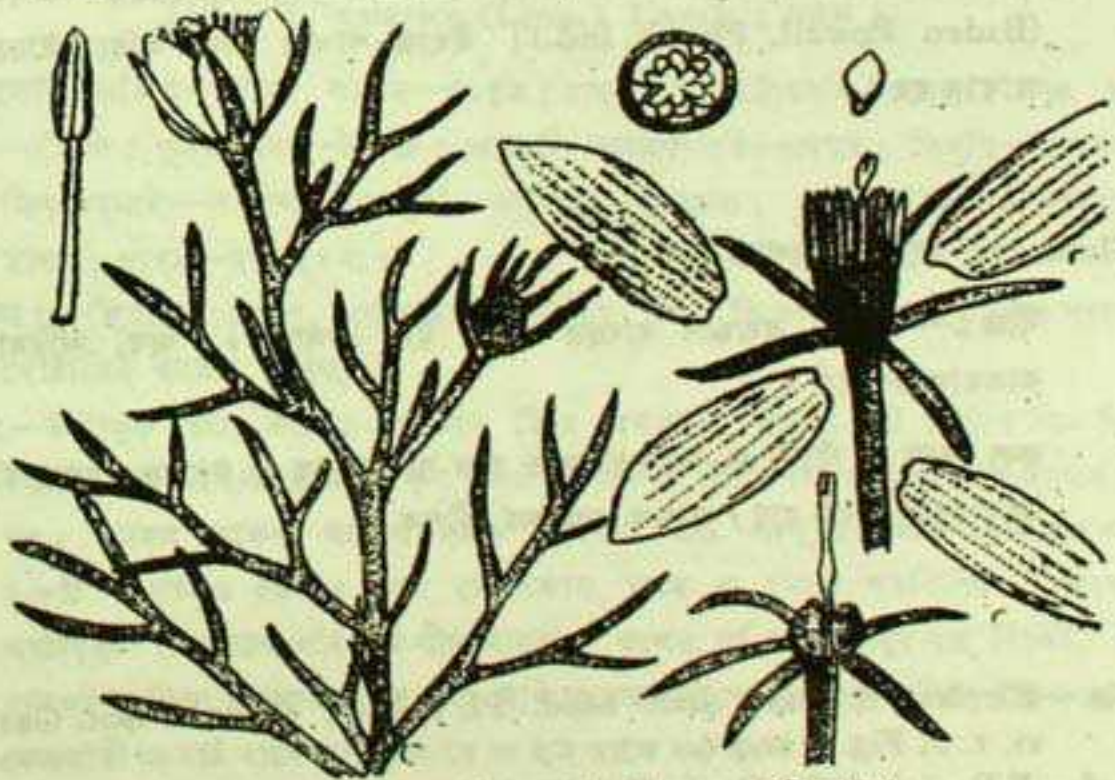
গাছ—কামোদ্দীপক, ঋতুস্ৰাবকাৰক. শুক্ৰহৃদ্যবৰ্ধক এবং গৰ্ভস্ৰাবকাৰক।

বীজ—অবসাদক, স্বৰ এবং শূলবেদনায় উপকাৰী কিতা-কিমিতে উপকাৰী।

পাতাৰ কথ—বাতে উপকাৰী।

মূল—উকুন মাৰাৰ জন্ত ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamak, III., ii. t. 401 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 182.
Ref.—F.B.I., i. 486 ; Dalz. and Gibs., Bomb. Pl. 45.



113. *Peganum harmala* Linn. (ইশ্বাখ)

Genus—ZANTHOXYLON Roxb.

114. Z. alatum Roxb. (নেপালী ধনে)

ভাষানুসারী নাম :—তুংক—সংস্কৃত ; নেপালী ধনে—বাংলা ; তেজবাল, তিম্বুর, তিম্বুর, তুন, তুংক—হিন্দি ; তেজবল, কবাব,—পাঠান ; টুংগুক—লেপচা ।

জন্মস্থান :—মধু হইতে ভূটান, খাসিয়া পাহাড়, ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চে ।

বর্ণনা :—চোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, সোণজয়ন্ত। ডালে বেগুন গাছের জায় কাটা আছে । কাটার অগ্রভাগ সর। শাঁস কর্কের জায় । পত্র ১২-২ ইঞ্চি (Khasia sp.) । শাখার দুই দিকে ছুটি করিয়া কাটা আছে । পত্রাংশ ৪-৪ ইঞ্চি সর, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ এবং পাতার কিনারাগুলি করাতের জায় দাঁতযুক্ত । ফুল ৫-৬ ইঞ্চি, বহির্বাণ ৬-৮টি, ফুলের পাপড়ি নাই, পুংকেশর ৬-৮টি । বীজকোষের ব্যাস ৬-৬ ইঞ্চি, কিকে লালবর্ণ । ইহার ডাল দাঁতনরূপে ব্যবহৃত হয় । ফুল জুলাই ও আগষ্ট মাসে হয় । ফল অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ছাল ও ফল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ ও ছাল উগ্র, ইহা জ্বর, অগ্ন্যধোগে, ও কলেরায় ব্যবহৃত হয় । ফল, শাখা ও কাটা দাঁতের বেদনা নিবারক । ইহা পেট কাঁপা দূর করে এবং মংত্র মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । বীজ ও ছাল উত্তেজক ও বলকারক । (Baden Powell, Pharm, Ind.) । ইহার শাখার দাঁতন করিলে দাঁতের বেদনা আরাম হয় ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ :—‘হৃগন্ধি’ ভাব্যরূপে ব্যবহৃত হয় । ইহা বসায়ন । জ্বর, অগ্নিমান্দ্য এবং কলেরায় উপকারী ।

ফল, ডাল ও কাটা :—মংত্র ধ্বংসকারী জন্য ব্যবহৃত হয় । দাঁতের বেদনা নিবারক । উদরদায়ন (পেটে বায়ু) নাশক এবং অগ্ন্যধোগক ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 184, Annals. Bot. Gard. Cal. vi, t. 7, Fig. 3 and 4.

Ref.—F.B., I i. 493 ; Roxb. F.I. iii, 768 ; Brandis. For. Fl., 47.



114. *Zanthoxylum alatum* Roxb. (नेपाली धने)

Genus—TODDALIA Linn.

115. *T. asiatica* (Linn.) Lamk. (दहन)

ভাষানুসারী নাম :—দাহন, কাকন—সংস্কৃত ; দাহন, কাভাটোডালি—বাংলা ; কাভ, দহন—হিন্দি ; তুন্ডাপরা—উড়িয়া ; জান্-লি-কালি-মিচ্চি—বোঘে ; লিম্বি—মহারাষ্ট্র ; মিল্-কদুনাই—তামিল ; কোন্ডা, কাসিন্দা,—তেলেগু ; কক-টোটালা-ভিক-টোলা—মালয় ; দাহন—বাম্বপুহনা ।

জন্মস্থান :—হিমাচল প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিক, সিংহল, কুমাদুন, থাঙ্গিয়া পাহাড়, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—কাঁটাদুল্ল ওষু, কাঁটার অগ্রভাগ নিয়ে অবনত । পত্র ১-৫টি ভাঁটার তিন দিকে থাকে ; ঝোঁটা ছোট ছোট । ফুল উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট, প্রতি বৎসর ডালের অগ্রভাগে ফুল হয় । যেমন আকন্দ গাড়েব হয় । বহির্বাণ ৫টি, পাপড়ি ২-৫টি, নরম, পুংকেশব ২-৮টি । গর্ভদণ্ড ছোট । ফল গোলাকার, নরম ও ২-৭টি ঘরবিশিষ্ট । ঘরগুলি আঠাদুল্ল । প্রত্যেক ঘরে ২টি বীজ থাকে । ফলের বর্ণ কমলালেবুর রঙ, বিশিষ্ট, ইহা দাহকর বলিয়া সংস্কৃতে দাহন এবং দেখিতে কতকটা সোনার স্তায় বলিয়া কাকন বলে । ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং মে ও জুন মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, ছাল পত্র ও ফল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Rheede বলেন ইহার অপক ফল ও শিকড় তৈলে মিশাইয়া মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। গাছের প্রত্যেক অংশ কিয়কিমে। তৈলকী দেশীয় কবিরাজেরা ইহার টাটকা ছাল অবিরাম ছুরে ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি প্রয়োজনীয় মহৌষধ। কুইনাইনের দ্বারা ইহার ছুরনাশক শক্তি আছে। ইহার ১২ আউন্স কাপ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিলে অবিরাম ছুর আরাম হয় এবং ২।৪ দিন ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে কুইনাইনের দ্বারা কার্য করে। যে সকল ছুরারোগ্য ম্যালেরিয়া ছুর কুইনাইন দ্বারা আরাম হয় না, এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উহা একেবারে আরাম হইয়া যায়; শিকড়ের ছাল ছুরনাশক, উত্তেজক এবং স্বাভাবিক দৌর্বল্যানাশক (Pharm. Ind)। Bidie বলেন, ইহার তুল্য উত্তেজক, ছুরনাশক এবং পেট ফাঁপা নিবারক ঔষধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এদেশে ইহার ছেঁচা রস ও আরক সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল—তিক্তরস, হৃগ্ধি, রসায়ন, উত্তেজক। অল্প পরিমাণে ছেঁচারস বা আরক ব্যবহারে স্বাভাবিক দুর্বলতা নাশ করে। যে কোন প্রকার অবসাদক রোগের পরে দৌর্বল্যানাশক।

গাছ—ছুরনাশক।

Fig.—Kitikar & Basu ; Ind, Med. Pl., t. 189.

Ref.—F.B.I., i. 497 ; Dymock, i. 260 ; Roxb., F.L, i. 616 ; BP., i. 299.



115. *Toddalia asiatica* (Linn.) Lamk.

Genus—LUVUNGA, Ham.

116. *L. scandens* Ham. (লবঙ্গলতা)

ভাষানুসারী নাম :—লবঙ্গলতা—সংস্কৃত ; লবঙ্গলতা, কুপা—বাংলা ; কাকোলা—হিন্দি ।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, জিপুরা, বাসিয়া পাহাড়, বর্মা, বঙ্গদেশ ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ, কাণ্ড কাঠের স্তায় শক্ত । কাঁটা বক্র, নিম্নদিকে অবনত ।
পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরাগুলি অসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন । ফুলের বোটা খর্বাকৃতি ।
ফুল ১ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, স্বেতবর্ণ । ফুলের বহির্ভাগ বাটীর স্তায়, ৪-৫ টা পাতযুক্ত ।
উপরিভাগ ডেউ-খেলান । পাপড়ি ৪টি । মোটা এবং একটু বক্র । গর্ভাশয়ে ৩-৪টি
ঘর আছে । ফল লম্বাকৃতি, পায়দার ডিম্বের স্তায়, দ্বৈব পীতবর্ণ । ভিতরে শাঁস
ও আঠা আছে । বীজ ১-৩টি, ডিম্বাকৃতি, সূচাল । বসন্তে ফুল হয় । “ললিত-
লবঙ্গলতাপরিনীলনকোমল-মলয়সমীরে” (জয়দেব) । এপ্রিল ও মে মাসে ফুল হয়
এবং আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল হইতে কাকলক পাওয়া যায় । ইহা তেল
স্থাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । আয়ুর্বেদে যে কাকলীর উল্লেখ আছে তাহা এই
কাকলা নহে, তাহাকে কীরকালী বলে । ইহা অষ্টবর্গের অন্তর্গত । অষ্টবর্গের আর
সাতটির নাম :—(১) জীবক (২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) ধবভক, (৫) বৃদ্ধি,
(৬) বৃদ্ধি, (৭) কাকোলা । ইহার ফলে কাকড়াবিছার বিষ আরাম হয় ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

রসপূর্ণ ফল—তেলে স্থগতি করার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

মূল ও ফল—কাকড়া-বিছে দংশনের বিষ উপকারী ।

Fig.—Wight. III., i, 108 ; Bot. Mag., t. 4522 ; Kirtikar & Basu, Ind.
Med., Pl., t. 194.

Ref.—F. B. L., i. 509 ; B. P., i. 304 ; Roxb., F. I. II. 380.



116. *Luvunga scandens* Ham. (লবঙ্গলতা)

XXIX. SIMARUBACEAE.

Genus—*BALANITES* Planch.

117. *B. roxburghii* Planch. (হিঙ্গন)

ভাষানুসারী নাম :—ইন্দু, —সংস্কৃত ; হিঙ্গন, জিয়াপুতা—বাংলা ; হিঙ্গন, হিঙ্গ, হিঙ্গল, হিঙ্গেন্—হিন্দি ; হিঙ্গুল হিঙ্গনা—মহারাষ্ট্র ; হিঙ্গা—গুজরাট ; হিঙ্গন-বেট—বোম্বে ; ননুগা—তামিল ; হিঙ্গী—তেলেগু ; নন-টুন্ট—মালয় ; জিয়াপুতা—গৌড় ।

ইন্দু হিঙ্গপত্রাচ বিষকণ্টোহনিলান্তকঃ ।
 গৌরস্তকঃ স্পপত্রাচ শূলারিস্তাপসক্রমঃ ॥
 উদ্ভবকণ্টৈস্তলফলঃপুতিগন্ধো বিগন্ধকঃ ।
 জেয়ঃ ফোষ্ঠফলশ্চিব বহীন্দু গণিতাহরয়ঃ ॥
 ইন্দু মদগন্ধিঃ স্ত্যং কটুকা ফেনিলা লঘুঃ ।
 রসায়নী হস্তি জলবাতাময়কফত্রগান্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাক্যাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—ইঙ্গুদী, হিঙ্গুপত্র, বিষকণ্ট, অনিলাঙ্কক, গৌর, হুণত্র, শূলাদি, তাম্রসঙ্কম, তীক্ষ্ণকণ্ট, তৈল কল, পুষ্টিগন্ধ, বিগন্ধক, ক্রোষ্টুফল—এই ১৩টি নাম।

গুণপৰ্যায় :—ইঙ্গুদী—মদ গন্ধি (মৃগনাভির গন্ধের দ্বারা গন্ধ বিশিষ্ট), কটুত্ব, উষ্ণবীৰ্য, ফেণিল (ফেণময় ত্রব্য)। লঘুপাক, রসায়ন, ক্রিমিনাশক, বায়ু ও কফ রোগ এবং ব্রণরোগ নিবারক।

জন্মস্থান :—কাণপুর, সিকিম, বিহার, গুজরাট, বর্ম, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; থানেশ, ডেরাডুন।

বর্ণনা :—কণ্টকময় ২০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। কাষ্ঠ বেতবর্ণ, ত্বকু পীতবর্ণ। শিকড় গোড়া হইতে বহুদূর বিস্তৃত হয়। শাখা মন্থণ লোমাকৃত, প্রত্যেক গাঁইটে ধারাল ও উর্দ্ধ দিকে উন্নত কাটা আছে। পত্র জোড়া জোড়া হয়। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার, আকম্ব পাতার মাথার দ্বারা, ডিম্বাকৃতি। বোটার দিক ক্রমশঃ সরু। একসঙ্গে ৪-১০টি ফুল হয়। ফুল ১ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা, বেত অথবা সবুজ, সৌগন্ধযুক্ত, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, নরম লোমাকৃত। ফল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, কাষ্ঠের দ্বারা শক্ত, কোণবিশিষ্ট। ফলের শাঁস তিক্ত, বীজ শরু। সংস্কৃতে ইহাকে তাম্রসতক বা মুনিপাদপ বলে। ইহার আর এক নাম গৌরী-ত্বকু। গৌরী উপাসনার সময়ে ও গণপতি-উৎসবের সময়ে ইহার পাতা ও ফুল পূজায় ব্যবহৃত হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ফুল হইয়া থাকে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ছাল, পত্র ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার ত্বকু, অপক ফল ও পত্র কিরকিরে, তিক্ত, বিরেচক। আফ্রিকা-দেশীয় আরবেয়া ইহার শাঁস ক্ষত পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল জলে দিলে মৎস্ত মরিয়া যায় (Dymock)। বীজ পেট ফাঁপা ও পেটের বেদনা নিবারক (Watt)। ইঙ্গুদী ক্রিমি-নিবারক। একটি ফলের অর্ধেক, প্রতিবারে ব্যবহার্য, মাত্রা ২-২০ গ্রেণ। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল অগ্নিদাহ ও ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock, Pharm. Ind.)। ইহার অপক ফল পাত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

বৈজ্ঞানিক ইঙ্গুদীর ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে ইঙ্গুদী তৈল—কুষ্ঠের পক্ষে ইঙ্গুদী তৈল হিতকর (চি: ৭ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) মুষিকবিষে ইঙ্গুদীফলমজ্জা :—মুষিক বিষ প্রতীকারার্থ শিরীয় ও ইঙ্গুদীর কঙ্ক মধুযোগে সেব্য (কল্প ৬ অ:)। (২) ব্রহ্মপিত্তে ইঙ্গুদীফলমজ্জা :—ব্রহ্মপিত্তে ইঙ্গুদীফল মজ্জা মধু সহ সেব্য (উ: ৪৫ অ:)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল, অপক ফল ও পাতা—বিরেচক, ক্রিমিনাশক।

বীজ :—প্রস্রাবকারক। কাসি এবং শূলে উপকারী।

গাছ :—সর্প বিষে উপকারী।

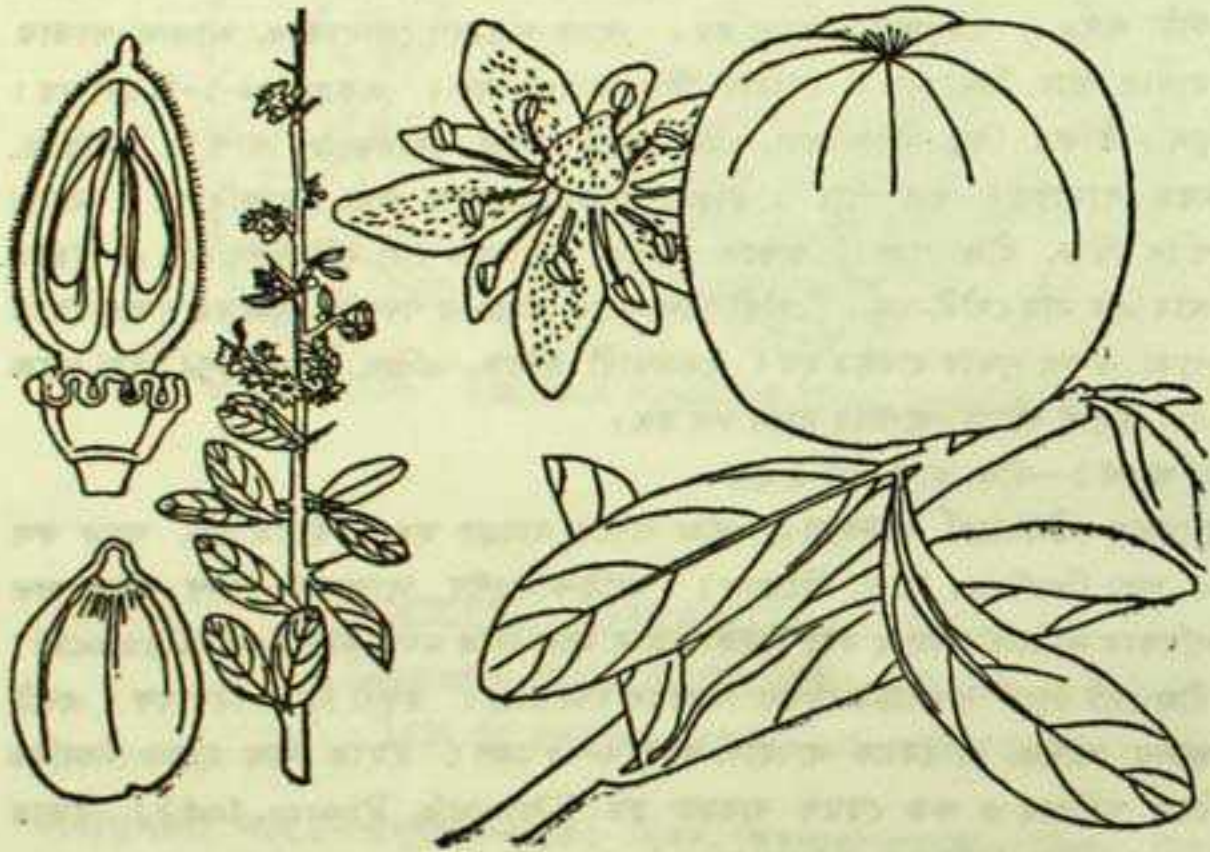
গাছের ছাল :—পতর ক্রিমি নাশে ব্যবহৃত হয়।

ছালের রস জলে দিলে মাছ মরিয়া যায়।

মন্তব্য :—ইন্দ্রী পত্রের গুণ 'সিনেগা'র মত। গাছের চর্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে অথবা গ্রীষ্মাতিশয্যে অর্ক দৃষ্টপ্রায় হইলে ইন্দ্রীবীজছাত তৈল অভ্যাস করিবে।

Fig.—Wight. I c. t. 274 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 207.

Ref.—F. B. I., i. 527 ; B.P., i. 308 ; Watt. I. Pt. ii, 353 ; Roxb., F. I. ii. 253 ; Brandis, For. Fl., 59.



117. *Balanites Roxburghii* Planch (হিঙ্গন)

Genus—*AILANTHUS* Roxb.

118. *A. excelsa* Roxb. (মহানিষ)

ভাষানুসারী নাম :—মহানিষ—সংস্কৃত ; মহানিষ—বাংলা ; মহানিষ, মহাকঙ্ক—হিন্দি ;
পেজ-মকটু, পেজ—তামিল ; পেজ, পে. পেতা,—তেলেগু ; গরুমি-কাবাত—উড়িষ্যা।
মহানিষ, ধোঁড়ানিষ—গৌড় ; মহানিষ—কর্ণাট ; নিখাচারগাঁড়—মহারাষ্ট্র।

মহানিষা মদোদ্রেকঃ কামূৰ্কঃ কেশমূষ্টিকঃ ।
 কাকাণ্ডো রম্যকোহক্ষীরো মহাতিষ্ঠো হিমক্ৰমঃ ॥
 মহানিষা শিশিরঃ কষায়ঃ কটুতিষ্ঠকঃ ।
 অত্রদাহবলাস্রো বিষমজরনাশনঃ ।

রাজনিবটুঃ । প্রভদ্রানিবৰ্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—মহানিষা, মদোদ্রেক, কামূৰ্ক, কেশমূষ্টিক, কাকাণ্ড, রম্যক, অক্ষীর, মহাতিষ্ঠ হিমক্ৰম—এই ৭টি নাম ।

গুণপৰ্যায় :—মহানিষা—শীতবীৰ্য, কষায় রস, বিপাকে কটু তিষ্ঠ রস । বক্তদোষ ও দাহ-নাশক, এবং বিষমজর নাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; গঙ্গার কিনারায়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বিহার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম দিক এবং কর্ণাটে বহু পরিমাণে গাছ আছে ।

বৰ্ণনা :—বৃহৎ বিকৃত গাছ, ৩০-৮০ ফুট উচ্চ হয় । পত্রিকা বেধিতে নিম্ন বৃক্ষের পত্রিকার জায়, তবে পত্র নিম্নতর অপেক্ষা বড় । প্রায় ১ ফুট লম্বা । পুষ্পদণ্ড লম্বা, অনেকটা আশ্রয় অথবা নিম্নের বকুলের জায়; ফুলের পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ১০টি, মর্জকেশর ২-৩টি । ফল নিম্নফলের জায়, ফলে একটি বীজ থাকে । ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মার্চ এপ্রিল মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও ছাল ।

বৈজ্ঞানিক মহানিষার ব্যবহার ।

বঙ্গসেন :—গৃহসীরোগে মহানিষামূল—মহানিষার মূলত্বক্ জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে, অসাধ্য গৃহসী রোগও উপশম হয় (বাতব্যাধি অধি:) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা এবং ছাল প্রসবের পর দৌর্বল্যে বলকর ঔষধরূপে প্রয়োগ করে । পাতার রস কিংবা টাটকা ছালের রস নাড়িকেল ছড়, মাংগুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রসবের পরে বেদনা নিবারণ করে । Ainslie বলেন, ইহার ছাল উগ্র গন্ধযুক্ত । দেশীয় কবিরাজেরা ইহার রস অগ্নিমান্দ্যে দিনে দুইবার ১২ আউন্স পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন । Wight বলেন জরের পর দৌর্বল্যে ইহার ছালের কাথ ব্যবহার করিলে দৌর্বল্য সাবিত্তা যায় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—হৃগতি, বদ-হজ্মী রোগে উপকারী । রসায়ন, জ্বরনাশক, প্রস্রাবকারক, বিষদোষ নাশক, সঙ্কোচক, পুরাতন কাসে এবং শ্বাসে উপকারী । উদরাময় ও আমাশয় রোগে উপকারী ।

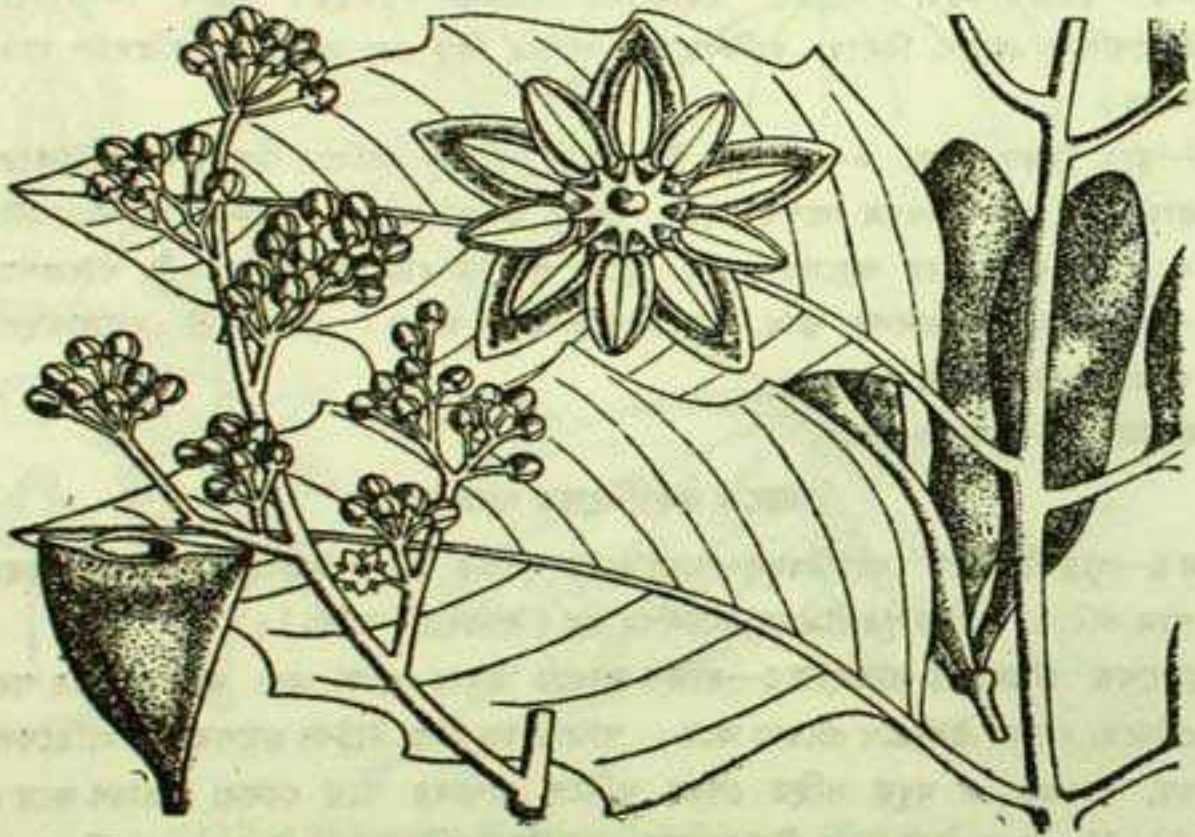
পত্র ও ছাল :—রসায়ন, প্রসবের পরে স্নায়বিক দৌর্বল্যে বিশেষ উপকারী ।

মন্তব্য :—ইহার ছাল অল্পমাত্রায় ব্যবহারে ধারক, বসকারক, জ্বর নিবারণক ও ক্রিমিয় ।

শিথল বৃত্তাকৃতিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেবা। ইহার পুষ্প ও পত্র রসায়ন ও মূত্রকারক। পত্র ও পুষ্পের উষ্ণ প্রলেপ বায়ু প্রধান শিরঃপীড়ায় বিশেষ হিতকর। পুষ্পের প্রলেপে মস্তকের কণু প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ রেসবহল ক্ষতে, বেদনারহিত ক্ষীতি, গলগণ্ডরোগ এবং বিসর্পে হিতকর। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে জড়তা, ঝাপসা দেখা, চিত্তবৈকল্য, সংজ্ঞাহীনতা, অক্ষিতারুকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়; এতদ্বিধি অতিব্রমন সহ বিবেচনায় হইয়া থাকে।

Fig.—Wight. Ic., i. t. 67 ; Roxb. Cor. Pl., t. 23 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 202.

Ref.—F. B. I., i. 518 ; B.P., i. 308 ; Roxb. F.L, ii. 450.



118. *Ailanthus excelsa* Roxb. (মহানিষ)

XXX. BURSERACEAE.

Genus—*BOSWELLIA* Rb.

119. *B. serrata* Roxb. (সালহে, লুবান)

ভাষানুসারী নাম :—সলহী, সলহ, কুলুক, গুগ, গুনু—সংস্কৃত ; সালহে, লুবান—বাংলা ; সালনা,

কুম্ভ, সালই, লিভান—হিনি; সল্ফলি, সলই, সল্গা—বোম্বে; সল্লকি—মহারাষ্ট্র;
ধূপ, মুকুল—গুজরাট; চিটু—কঙ্কণ; কুস্তিকম্, গুগ্‌গলু, মোবান্দ—তামিল; আনুহ,
আনুহকু—তেলেগু; ভেলা—কুস্তিকম্—মালয়; খবি-বেন্—ব্রহ্মদেশ।

সল্লকঃ সল্লকী সল্লী স্নুগন্ধা স্নুরভিঅবা।

স্নুরভিগ্‌জভক্ষ্যা চ স্নুবহা গজবল্লভা ॥

গন্ধমূলা মুখামোদা স্নুশ্রীকা জলবিক্রমা।

হুতা কুণ্টরিকা চৈব প্রোক্তা ত্র্যম্বকলা চ সা।

ছিয়রুহা গন্ধফলা জেয়া চাষ্টাদশাহবয়া ॥

সল্লকী তিস্তমদুরা কষায়া গ্রাহিনী পরা।

কুষ্ঠাশ্রকফবাতার্শো-ব্রণদোষার্শিনাশিনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। আত্মাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—সল্লক, সল্লকী, সল্লী, স্নুগন্ধা, স্নুরভিঅবা, স্নুরভি, গজভক্ষ্যা, স্নুবহা, গজবল্লভা,
গন্ধমূলা, মুখামোদা, স্নুশ্রীকা, জলবিক্রমা, হুতা, কুণ্টরিকা, ত্র্যম্বকলা, ছিয়রুহা, গন্ধফলা
এই আঠারটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—সল্লকী-তিক্ত মধুর রস, বিপাকে কষায় রস, মল সংগ্রাহক, কুষ্ঠ, বক্তদোষ, কফ,
বায়ু, অর্শ এবং ব্রণদোষনাশক।

জন্মস্থানঃ—বেবার, ছোটনাগপুর, হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্য; মধ্যভারতবর্ষ, রাজপুতানা,
নেপাল, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ও দক্ষিণ সরকার, কঙ্কণ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—মধ্যমাকৃতি লম্বা বৃক্ষ। রসে আঠা আছে। বৃক্ষ পাতলা। পত্র বিপরীত দিকে
অবস্থিত, প্রতিবৎসর পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের কিনারা করাতের দ্বারা দাঁত বৃত্ত,
সকল পত্র সমান নহে। ফুল উজ্জ্বলিঙ্গ বিশিষ্ট, ছোট ও শ্বেতবর্ণ, বহির্ভাগ ৫টি
দীর্ঘাকৃতি। পাপড়ি ৫টি, নিম্নভাগ সরু, পুংকেশর ১০টি, একটি বড় একটি ছোট।
গর্ভাশয় খর্বাকৃতি, তিনভাগে বিভক্ত। পুংকেশরদণ্ড ছোট। ফলে একটি বীজ থাকে,
দেখিতে চেন্টা। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—খান্দেশ দেশে ইহার আঠা হইতে গুগ্‌গলু তৈয়ারী
করে। আফ্রিকার পাহাড়ে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তথাকার লোকে
ইহার আঠাকে গন্ধবিবেজা বলে (Hooker)। সাহাবাদ জেলার ভীলরা ইহার
আঠা হইতে উৎপাদিত গুগ্‌গলু বিক্রয় করিয়া বহু পরস উপায় করে। গৃহ স্বরূপ
করণে ইহার আঠা ব্যবহৃত হয়। বাংলায় ইহাকে কঙ্কণ-ধূপ বলে। ইহার আঠার
সহিত নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া পারদঘটিত ঘায়ে প্রয়োগ করা হয়। মুসলমান
বৈজ্ঞানিক ইহাকে সঙ্কোচক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock)। সালই—
উত্তেজক, সর্দি নিবারক, মূত্রকর ও উদরাময় নিবারক এবং পুরাতন উদরাময়, বক্ত-
আমাশয় ও অগ্ন্যবশে হিতকর (Moodeen Sheriff)। ইহার আঠা বাহ্য প্রয়োগ

করিলে 'বাগি' বসিয়া যায়। ইহার তৈল ১০-২০ ফোটা গণোরিয়া রোগে হিতকর। ইহার মলম পুণাতন কত ও বাগি উপশম করে। ইহার আঠা ঘৃত সংযোগে উপদংশ রোগে হিতকর। ইহার আঠাকে Gundha-ferosah বলে। ইহা বাবুলার গঁদের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিশয় শ্বাসকষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়। আঠা ১ ড্রাম মাত্রায় অধিকদিন ব্যবহার করিলে শূলতা-রোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ইহা ঘর্মকারক, প্রেতাবকারক, সঙ্কোচক, ঋতুপ্রাবকারক, বাতে, দ্বায়বিক দৌর্বল্যে এবং চর্মরোগে উপকারী।

Fig.—Colebr., Asiatic. Res., ix. 379, t. 5 ; Kirtikar & Basu, Ind.Med. Pl., t. 209.

Ref.—F. B. I, i., 528 ; B. P. i, 310 ; Roxb. F.I. ii. 383.



119. *Boswellia serrata* Roxb. (সালই, লুবান)

Genus—GARUGA Rb.

120. *G. pinnata* Roxb. (জুয়)

ভাষানুসারী নাম :—জুয়, জুম, খারুপং, নীলতানি—বাংলা ; যোগব, কাইকয়—হিন্দি ;

মোহি—উড়িষ্যা; বন্যুৰ, কুব্জ, কাক্—বোম্বে; কুব্জ—মহারাষ্ট্র; কুসি—
ভাৰত; ভেৰু, কবজ—তামিল; গাব্গ, গোকগো, গোক—হেলেন; হল—
কাণ্ণুৰ; কটু—কলেঙ্গম্—মালয়; চিন্—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন,
শিবপুর।

বর্ণনা :—৩-৪ ফুট উচ্চ বৃক্ষ, তলার শিকড়ের দিকে মাটির উপর ভাঁড়ির অংশ প্রায়ই চপড়া
তক্তার আকার ধারণ করে (Plank buttress)। গাছের ছাল প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু
ও নরম। কিতরের দিকে লালবর্ণ, বহির্ভাগ ধূসরবর্ণ। পত্র ১ ফুট, নূতন পত্র কোমল
ও লোমযুক্ত। পত্রের শিরা লম্বা, কিনারা করাতের দাঁতের দ্বারা। ফুল পীতবর্ণ, ফুলের
বহির্ভাগ দাঁতযুক্ত, ভিত্তিকৃতি, কোমল লোমাবৃত; ফুলের গোড়া সবুজবর্ণ লোমযুক্ত
পাপড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। পুংকেশর পাপড়ির দ্বারা লম্বা। ফুলের পাপড়ি ৫টি,
বহির্ভাগের সহিত যুক্ত। পুংকেশর সমান, ১০টি। গর্ভাশয় খর্বাকৃতি, অগ্রশব্দ,
৪-৫ ভাগে বিভক্ত। গর্ভদণ্ড লোমযুক্ত। ফল কৃষ্ণবর্ণ। দেখিতে অনেকটা বহেড়া
ফলের দ্বারা। ফলের তলদেশ অল্প সন্ধ ও ফল নরম, ফলের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি
করিয়া বীজ থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পত্র থাকে না। এপ্রিল ও মে মাসে নূতন পত্র
ও ফুল হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, পাতার রস ও পাতা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বোম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ছালের রস চক্ষুর তিমির-
দৃষ্টি-রোধ আদ্যম করিতে ব্যবহার করে। কঙ্কণ দেশে ইহার পাতার রস, বাসক
পাতার রস ও নিশিনা (*Vitex trifolia*) পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া
হাঁপানী রোগে প্রয়োগ করে (Dymock)। বোম্বাইয়ের লোকেরা ইহার ফল ভরকারীতে
ব্যবহার করে।

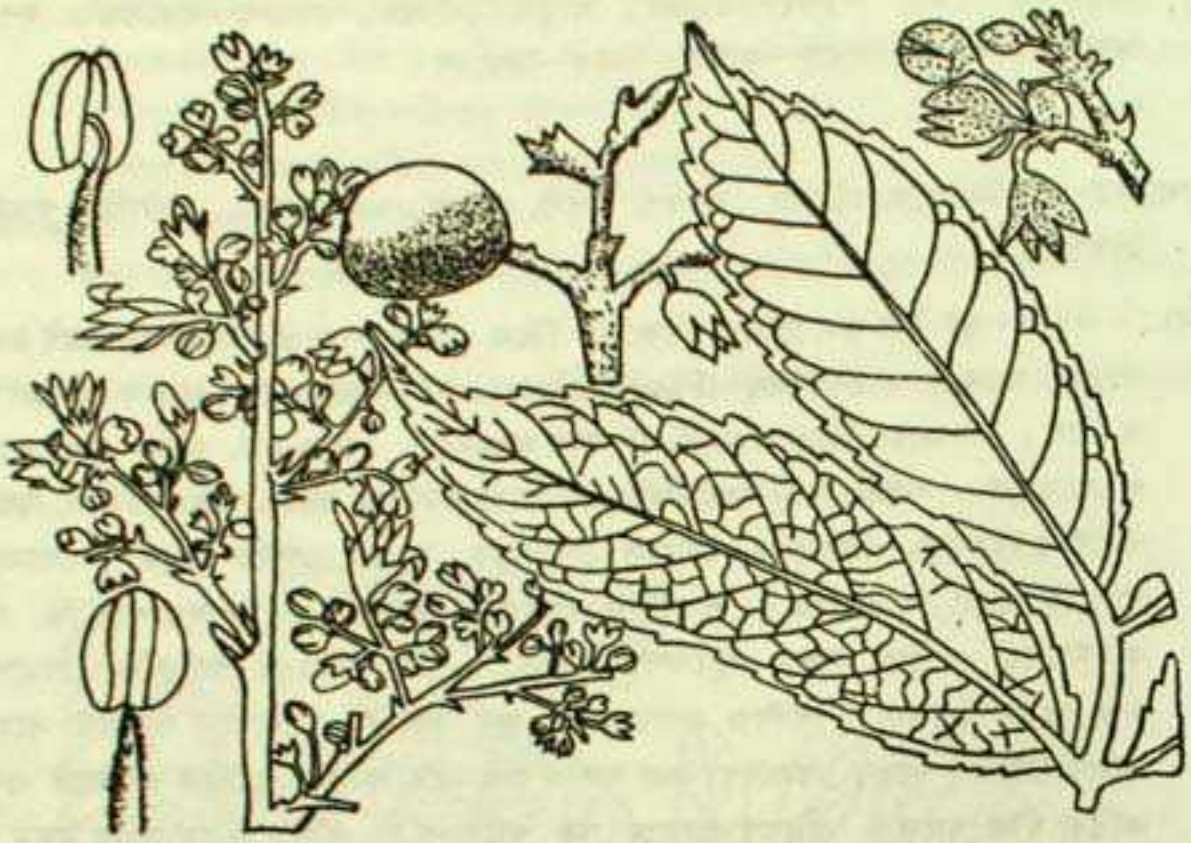
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—অগ্র্যুদীপক।

পাতার রস—মধু সহ ব্যবহারে হাঁপানিতে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iv. t. 33; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.
210.

Ref.—F. B.L., i. 528; Roxb. F. L., ii. 400; B.P., i. 311; Dymock, Pharm.
Ind., i. 318; Voigt. H. S., 150; Pfain. H. H., 186.



120. *Garuga pinnata* Roxb. (জ্বর)

XXXI. MELIACEAE.

Genus—*AGLAIA* Lour.

121. *A. roxburghiana* Miq. (প্রিয়ঙ্গু)

ভাষানুসারী নাম :—প্রিয়ঙ্গু—বাংলা ; প্রিয়ঙ্গু—সংস্কৃত ; প্রিয়ঙ্গু—হিন্দি ; চোভালা—
তামিল ; পিয়ঙ্গু-ছাবান্না, এরা-অঙ্গুলা—তেলেগু ; গহলা—বোম্বে ; প্রিয়ঙ্গু—গৌড় ।

প্রিয়ঙ্গু : ফলিনী শ্যামা প্রিয়বল্লী ফলপ্রিয়া ।

গৌরী গোবন্দনী বৃন্তা কারন্তা কঙ্গু কঙ্গুনি ॥

ভঙ্গুরা গৌরবল্লী চ স্তম্ভগা পর্ণভেদিনী ।

শুভা পীতা চ মঙ্গল্যা শ্রেয়সী চাঙ্গুমিতা ॥

প্রিয়ঙ্গু : শীতলা তিক্তা দাহপিত্তাশ্রমোষজিৎ ।

বাণ্ডিজোস্তিঅরহরা বহ্ন্যভ্যাবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টু : চন্দ্রনাথবিবর্গ :

নামপরিচয় :—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, ক্রামা, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, গোবন্দনী, কুতা, কাবজা, কনু, কনুনী, কনুবা, গৌরবল্লী, শুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, শীতা, মঙ্গল্যা, প্রেয়নী,—এই ১৩টি নাম।

গুণপরিচয় :—প্রিয়ঙ্গু—শীতবীৰ্য, তিক্তরস, দাহ, পিত্ত, এবং রক্তদোষনাশক। বমন, মোহ এবং অরুচি। মুখের অভ্যন্তরে কফের উপলিখিততা (মুখের অরুচি) নাশক।

অঙ্গস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বেদিনীপুর, উড়িষ্যা, ককন; জাভা, হুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ।

বর্ণনা :—বড় গাছ। গাছের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পাকা ছাল পেয়ারা গাছের মত খসিয়া যায়। কাষ্ঠ লালবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি, পত্রিকা ১১—১৫ ইঞ্চি লম্বা, ২৫ ইঞ্চি চাপড়। ফুল ১১ ইঞ্চি, বহির্ভাগ শীতবর্ণ, লোমস্বাদিত, ফুলের পাপড়ি ৫টি, শীতবর্ণ ও পাতবৃত্ত। ফল ১১ ইঞ্চি, আমের মত। বীজ ১-২টি হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ।

বৈজ্ঞানিক প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার।

চরক :—(১) রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গু :—রক্তচন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া, ততুলোদকে পেষণপূর্বক শর্করাসহ পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তাতিসারে প্রিয়ঙ্গু :—প্রিয়ঙ্গুকক মধু ও ততুলোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায়। দ্ব্যঙ্গী জাম্বলমাস অর্থাৎ ছাগামি মাংসের যুগ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) কফ-বিসর্পে প্রিয়ঙ্গু—কফ-বিসর্পে, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু পেষণপূর্বক অন্নদ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) রক্তপিত্তাতিযোগে প্রশমন প্রযোজ্য মধ্যে প্রিয়ঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গু পুষ্ণ—প্রিয়ঙ্গু পুষ্ণচূর্ণ মধুর সতিত সেহন করিলে, রক্তপিত্ত হইতে আব্রোগ্য লাভ করা যায় (রক্তপিত্ত চিঃ)।

বজ্রসেন :—পরিণামশূলে প্রিয়ঙ্গুপত্র—বমনাই পরিণামশূলকে প্রিয়ঙ্গুপত্রসহ সেবন করাইবে।

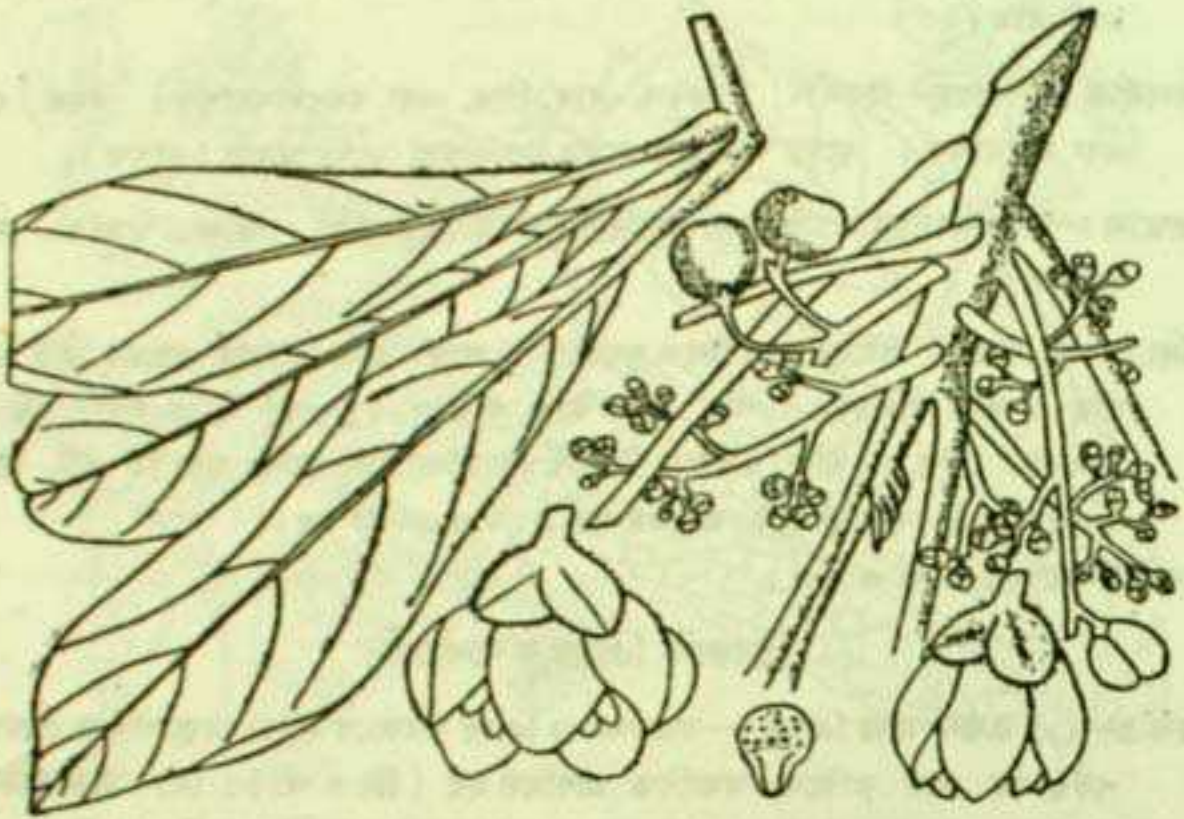
মূলপ্রাচীণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল—মিষ্ট, দায়ক, বলকারক ও বিদ্রবক। ফল খাইলে কষ্টকর ও হৃদয়দায়ক প্রভাব নিবারণ করে। ফল—পিত্তনাশক, অরুচি, এবং হৃৎরোগে হিতকর। বীজ ফলের তুল্য গুণবিশিষ্ট (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফল—বিদ্রবক, স্ফোটক, প্রমাছে ও হৃৎরোগে উপকারী।

Fig.—Beddome, Fl, Sylv., t. 130 ; Wight, Ic. t. 166 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 222.

Ref. — F. B. L., i. 555 ; B. P. L., 317 ; Dymock, Pharm. Ind., 342 ; Watt,
I, Pt. i.



121. *Aglaia roxburghiana* Miq. (প্রিয়দ্বন্দ্ব)

Genus—*MELIA* Linn.

122. *M. azadirachta indica*. A. Juss. (নিম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—নিম্ব, প্রভঙ্গ—সংস্কৃত ; নিম্ব, নিম্ব—বাংলা ; নিম্ব—হিন্দি ; বাগনিম্ব—
বোম্বে ; ভেপুন্দরম্—তামিল ; বেগচেট্ট, সাপা—তেলেগু ; নিম্ব—উর্দু ; নিম্বগাছ—
গৌড় ; আঙ্গদারাক্তে হিন্দি—পারস্ত ।

অথ নিগদিতঃ প্রভঙ্গঃ পিচুমন্মঃ পারিভ্রজকো নিম্বঃ ।

কাকফলঃ কীরেটো নেতাহরিষ্টে সর্বতোভঙ্গঃ ॥

বমনো বিনীর্ণপর্ষো পবনেষ্টে পীতসারকঃ শীতঃ ।

বরতিক্তোহরিষ্টফলো জ্যেষ্ঠামালকশ্চ হিঙ্গুনির্ঘাসঃ ॥

ছন্দম্ভাণ্ডিধমমো জেয়া নাম্বাস্ত বিংশতিঃ ॥

প্রভঙ্গকঃ প্রভবতি শীততিক্তকঃ কফত্রণাক্রিমিবমি শোফশাস্তয়ে ।

বলাসত্তিবহুবিষপিত্তদোষজিন্ বিশেষতঃ ক্ষয়বিদাহশাস্তিকুৎ ॥

স্বাজনিঘণ্টুঃ । প্রভঙ্গাদিবর্গঃ ।

জামপর্ষায় :—প্রভা, পিচুমন্, (মর্) পারিভ্রক, নিষ, কাককল, কীটো, বেড়া, অরিষ্ট, সর্বতোভ্র, ধমন, বিল্বপর্ণ, পবনো, শীতলারক, শীত, বহতিষ্ঠ, অরিষ্টকল, জ্যোতির্মলক, হিষ্নির্ধাস, হর্দন, অরিষ্টমন—এই ২০টি নাম।

শুণপর্ষায় :—প্রভ্রক—শীতবীধ, তিকুরস; কক, রণ, ক্রিমি, বমি, ও শোখনাশক। রেখা তরলতাকারক (জমাট রেখা তরল করে), বহুপ্রকারের বিষদোষ ও পিত্তদোষ, নাপক, বিশেষতঃ শরীরের ছালা নিবারক (বুতছালা)।

জগদ্বন্দ্বান :—ভারতের সকল স্থানেই জন্মে, বহুবর্ণ, বর্ষা, হৃগদী, হাওড়া, ও ২৪-পদগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহদাকার বৃক, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গুঁড়ি সরল, শাখাগ্রাশা চতুর্দিকে বিস্তৃত। পত্র ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, ২-১৪ ছোড়া, ধোঁৱে ঘুঁইবিকে হয়। পুষ্প বেতবর্ণ, মধুর ভ্রায় গন্ধবিপ্লিষ্ট, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পধও ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে শীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ হয়। পত্রাণয়ে ৩টি বিভাগ আছে। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ হয়। ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল মাসে ফুল ও জুন-আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, শিকড়ের ছাল, ফুল, ছোট ফল, বীজ, পত্র, আঠা ও তাজি।

বৈজ্ঞানিক নিষের ব্যবহার।

চরক :—কুষ্ঠে নিষ—নিমছাল ও তিক পটোলের লতাপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে পান করাইবে। কুষ্ঠরোগীর ঘানীর ও পানীর জলও নিমছাল ও পলতা দ্বারা সংকৃত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চি: ৭ অ:)।

শুশ্রূত :—(১) জাতগবে কুষ্ঠে নিষ :—যে কুষ্ঠীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাকে নিমছালের কাথ পান করাইবে (চি: ২ অ:)। (২) স্ত্রীরাগে নিষ :—বাহার হৃদমেহ হইয়াছে সে নিমছালের কাথ পান করিবে (চি: ১১ অ:)। (৩) অরুণিকা রোগে নিষ—অরুণিকা রোগে বক্তব্য করাইয়া তদনন্তর নিমছালের কাথ সেবন করাইবে (চি: ২০ অ:)। (৪) পল্লিনীকষ্টক রোগে নিষ—পল্লিনীকষ্টক নামক চর্মরোগে নিমছাল ও শোণালুপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ দ্বারা ক্রম অক মর্দন করিবে (চি: ২০ অ:)। (৫) দাহজ্বরে নিষ—দাহজ্বরে শীতিল ব্যক্তিকে নিমছাতার কাথ শুষ্করোগে পান করাইয়া বমন করাইবে (উ: ৩২ অ:)। (৬) কফজ্বর নিষপুশ—কফজ্বর নিষপূর্বক নিমছালের উক কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন দ্বারা তৃকানিবৃত্তি হয় (উ: ৪৮ অ:)।

হাব্রীত :—(১) বাতরক্তে নিষপত্র—নিষপত্র ও তিক পটোলের লতাপাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাতরক্ত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা বোমের পাচক ও শামক (চি: ২৫ অ:)। (২) জ্বর্ণশোষনার্থ নিষপত্র—মধুর সহিত পিষ্ট নিষ পত্রের প্রলেপ দিলে জ্বর্ণের কদম্বাধ নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতত্রি হয় (চি: ৩৫ অ:)। (৩)

বিষপ্রতিকারে নিষফল—নিষফল উষ্ণোষ্ণের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ জ্বর করা যায় (চি: ৫৫ অ:)। এখানে বিষ শব্দে প্রকরণাধীন স্বাবর বিষ বৃত্তিতে হইবে।

বাগ্ভট—(১) টাক ও কেশের অকালপকতা নিবারণার্থ নিষতৈল—আহার-বিহারাদিতে মিতাচার অবলম্বনপূর্বক ছদ্মমাত্রভোজী, একমাস নিষতৈলের নস্ত গ্রহণ করিবে। ইহা খালিতা ও পলিত নাশক (উ: ২৪ অ:)। (২) ব্রণশোধনার্থ নিষপত্র—মধু, তিল ও নিষপত্র উত্তম ক্ষত সংশোধক (উ: ২৫ অ:)।

চক্রদত্তঃ—(১) উদরদুঃখনিবারণে নিষপত্র—গব্যদুগ্ধের সহিত নিষপত্রচূর্ণ কিংবা নিষপত্র ও আমলকী পেষণপূর্বক সেবন করিলে, বিফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ঠ (চূসকনা) এবং অন্নপিত্ত নাশ করে (অন্নপিত্ত চি:)। (২) কামলারোগে নিষ—নিমহালের বা নিষপাতার রস মধুযোগে প্রাতঃকালে পান করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হয় (পাণ্ডু চি:)।

বজ্রসেনঃ—(১) কফজ হস্ত্রোগে নিষ—বচ ও নিমহালের কাথ পান করাইয়া কফজ হস্ত্রোগীকে বমন করাইবে (হস্ত্রোগাবি:)। (২) নেত্র রোগে নিষ—নিষপাতা ও কিকিৎ শুঠ, জলের ছিটা দিয়া একত্র পেষণপূর্বক সৈন্ধবলবণ যোগে কিকিৎ উত্ত কষিয়া, ঈষৎকাবহার মুদ্রিত চক্ষুতে সূক্ষ্মবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রের কণ্ঠ, ক্ষীতি ও ব্যাধা নিবারক (নেত্ররোগাধিকার:)। (৩) পিত্তর জ্বরে নিষ—মধু গব্যদুগ্ধ সহ নিষপত্র দত্ত করিবে। ইহার ধূম পিত্তর গাত্রে লাগাইলে জ্বর নিবৃত্তি পায় (বালরোগাধিকার:)।

ভাবপ্রকাশঃ—(১) ব্রব্য বিশেষ পরিপাকার্থ নিষবীজ—মোয়া, বেল, বাজাদান পক্ষধক (কন্দা), খর্জুর, কপিথ, ঘৃত ও তক্ষ পরিপাক করিবার জন্য নিষবীজ সেব্য। (২) ক্রিমিরোগে—নিষপত্ররস মধুসহ সেবন করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক (ম: খ: ২য় ভা:)। (৩) রক্তপিত্তে নিষপত্র—রক্তপিত্তকে শাকার্য নিষপত্র ব্যবহা করিবে। (৪) ব্রণের ক্রিমি নাশার্থ নিষ—কতক ক্রিমি নষ্ট করিবার জন্য নিষ (তৈলই প্রশস্ত) কিংবা হিঙ্গু লেপন করিবে (ম: খ: ৩য় ভা:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—পাতা বাটিয়া গরম করিয়া ফোড়ায় দিলে এবং বসন্তের শুষ্কিতে দিলে আরাম হয়। অপর ফোড়ায় নিমের পাতা তিলের সহিত পুন্টিল দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। নিমের তৈল সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিমের আঠা উত্তেজক। নিমের গাঁজার রস উদরাময়ে হিতকর। নিমের ফল, ফুল, পাতা, ছাল ও শিকড় প্রভৃতিকে পকনিষ বলে। নিমের শাখার বাতাস হাম ও পারদুর্ঘটিত রোগ আরাম করে। কবিত আছে, বৎসরের প্রথমে কেহ ৫-৮টি নিষপত্র ভক্ষণ করিলে সে বৎসরে তাহার আর কোন রোগ হয় না। আরও কথিত আছে যে, পৃথিবী হইতে যখন দেবতাদের ব্যবহারের জন্য অমৃত বর্ণে লইয়া যাওয়া হয়, তখন উহা কয়েক ফোটা এই গাছে পড়িয়াছিল—এইজন্য নিমের আর একটি নাম 'অমৃত'।

নিমের তৈল ৫ ফোটা পরিমাণ দিবসে ২ বার খাইলে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, পারাদোষ, কুষ্ঠ, জিমি নষ্ট হইয়া যায়। কচি নিমপাতা অর্জুনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া উক্ত বটিকা ঘটিমধুর্ন এবং জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবন করিলে বসন্তরোগ আরাম হয়। নিমের ফুল ও পাতা বাটিয়া গরম করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ুরোগগ্রস্ত শিরঃপীড়া আরাম হয়। নিমের আঠা সর্দি, কাসি ও বক্ষঃ পীড়ায় হিতকর। ইহা অতিশয় বলকারক। ছোটগাছের ছালের চেয়ে বড়গাছের শিকড়ের ছাল বেশী উপকারী। প্রস্তুত শ্রীলোকদিগের জননেত্রিয় নিমের কাথ দ্বারা শৌত করিলে স্মৃতিকাদোষ বিনষ্ট হয়। নিমের পাতা পোকা নষ্ট করে। ইহা পুতকের পাতায় দিলে আর পোকা ধরিতে পারে না।

নিমের অরিস্টে :—মাটির ভিতরের শিকড়ের ছাল ৫ আউন্স লইয়া গুঁড়া করিয়া ১ পাইন্ট Alcoholএ এক সপ্তাহ ভিজাইতে হইবে, মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে, তৎপরে ছাকিয়া লইলে অরিস্টে (Tinture) হয়।

ফুলের কাথ :—৩ আউন্স ফুল, ১ পাইন্ট গরম জলে ফেলিয়া পাত্রটি ১ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিলে ফুলের কাথ হয়।

মাত্রা—কাথ ১৫-৩ আউন্স ; অরিস্টে ৩ ড্রাম; গুঁড়া ২ ড্রাম; প্রত্যেক ঔষধ ৩ বার সেব্য।
নিমের শাখা ও কাণ্ড হইতে খেজুর গাছের রস বাহির করিবার দ্বার যে রস বাহির করা হয় উহাকে নিমের তাড়ি বলে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—তিক্তরস, রসায়ন, সঙ্কোচক।

ছাল, মুলের ছাল এবং কচিফল—রসায়ন।

পাতা—কোড়ায় প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

পত্র কঙ্ক—বিষদোষ নাশক, ক্ষতরোগ এবং একজিমায় উপকারী।

আঠা—বিষতাকারক, রসায়ন, চক্ষুরোগে উপকারী।

শুষ্ক ফুল—রসায়ন, অগ্ন্যুদ্বীপক।

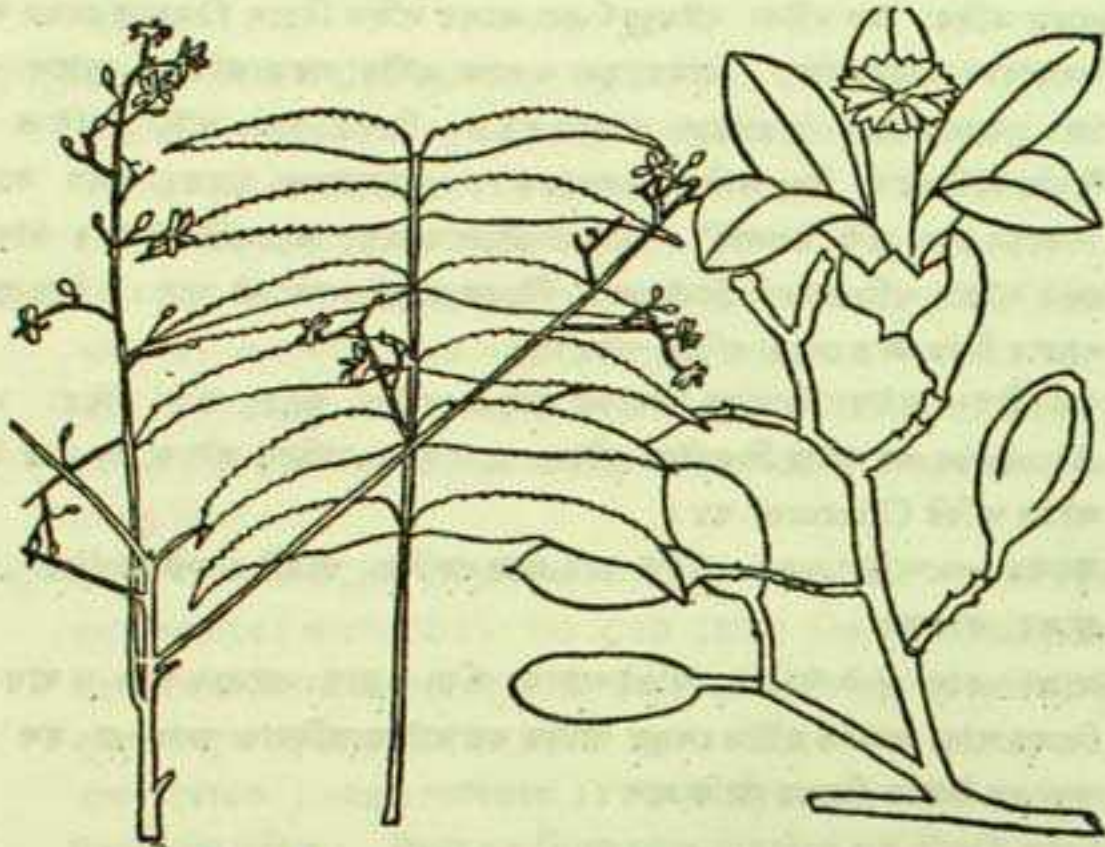
তৈল—উত্তেজক, বিষদোষনাশক। বাত ও চর্মরোগে উপকারী।

ছাল, আঠা, পাতা এবং বীজ—সর্পদংশনে এবং বোলতা, ভীমরূপের দংশনে উপকারী।

রসপূর্ণ ফল—বিষেচক, বিষতাকারক, জিমিনাশক।

Fig.—Bot. Mag., xxvii. t. 1066. Beddome, Fl. Sylv., t. 14; Wight, I. C., t. 17; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 52.

Ref.—F. B. I., i. 544 ; Roxb., F. L. ii. 394. ; B. P., i. 314 ; Watt. v. Pt. L 211 ; Prain, Hooghly Howrah, 185 ; Voigt H. S., 133.



122. *Melia azadirachta indica*. A. Juss. (নিম)

123. *M. azedarach* Linn. (ঘোড়ানিম)

ভাষানুসারী নাম :—গিরিনিম, মহানিম—সংস্কৃত ; ঘোড়ানিম—বাংলা ; মহানিম, বকায়ন—হিন্দি ; ফলিতমহানিম, গোবানিম—মহারাষ্ট্র ; কদ্রাহেম্ভেজ্—কর্ণাট ; পাহাড়ে নিম—গোড় ; মালাই-ভেজ্, তুরক্ভেপা, মালাইভেজ্—তামিল ; মালিয়া-ভেপাম্, মকানিম্, কোওভেজ্—তেলেগু ; হবুলবন্—আরব ।

কৈড়র্যোহন্তো মহানিম্বো রামণো রমণস্তথা ।

গিরিনিম্বো মহারিষ্টে শুক্লশালঃ কফাহরয়ঃ ॥

কৈড়র্যঃ কটুকপ্তিকঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ ।

সস্তাপশোষকুষ্ঠাত্ত্র—ক্রিমিভূতবিষাপহঃ ॥

রাজনিম্বকটুঃ । প্রভজ্ঞানিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কৈড়র্য, রামণ, রমণ, গিরিনিম, মহারিষ্টে, শুক্লশাল,—এই ছয়টি নাম ।

গুণপর্যায় :—কৈড়র্য—কটুতিক্রমস, বিপাকে কষায় রস । শীতবীর্য, লঘুপাক, ক্লেশ, শোথ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, কুতগ্রহ এবং বিষদোষ নাশক ।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশের ২০০০-৩০০০ ফুট উচ্চ স্থানে দেখা যায় ; উত্তর ভারতে বহু পরিমাণে জন্মে। হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার সাতার মাঝে স্থানে স্থানে বোপিত আছে। বেলুচিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে জন্মে।

বর্ণনা :—অতি বৃহৎ বৃক্ষ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১১ ইঞ্চি বিস্তৃত। পত্রপ্রান্ত কবাতের দ্বারা। এই নিম্নের পাতা দেশী নিম্নের পাতা অপেক্ষা ছোট, কিন্তু বিস্তারে বড়, ফুল মধুগন্ধ বিশিষ্ট; ১-১ ইঞ্চি লম্বা। গাছের পাতা বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ফলে একটি বীজ হয়। কাঠ অতিশয় শক্ত। ভিতরের কাঠ লালবর্ণ। ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ৩৪ ইঞ্চি লম্বা। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফল নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ছাল, ফুল, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই নিম্নকে পারস্বেদেশীয় নিম বা পাহাড়ী নিম বলে। ইহার ফুল ও পাতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে স্নায়বিক মাথাধরা আরাম হয়। পাতার রস ক্রিমিনাশক ও মূত্রকর (Dymock)। ইহার পাতার কাথ আমেরিকায় হিষ্টিরিয়া রোগে ব্যবহার করে; ইহা ধারক ও পেটের পীড়া নিবারক। পাঁচড়ার উপর ইহার পাতার প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। ছাল ও পাতা কুষ্ঠ ও ফুলা রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজ বাতরোগে হিতকর। বোম্বে প্রদেশের সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য ইহার বীজের মালা দরজায় ঝুলাইয়া রাখে। শিকড়ের ছাল ক্রিমি-নিবারক। ৪ আউন্স পরিমাণ ছাল ২ পাউন্ড জলে সিদ্ধ করিয়া ১ আউন্স থাকিতে নামাইয়া যে কাথ হয় উহার অল্পপরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কয়েকদিন সেবন করাইলে উদরাময় ও সর্দি আরাম হয়। আমেরিকায় শুষ্ক ফলের কাথ ক্রিমিনাশক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলের শাঁস অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলে অগ্নিদাহজনিত যন্ত্রণা ও ক্ষত আরাম হয়। ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে সংজ্ঞাহীনতা, তিমিরদৃষ্টি, চক্ষের তারকা বিস্তৃত হয়। ইহা বমনকারক ও বিরেচক। ৩টি কিম্বা ৮টি বীজ খাইলে কলেরার দ্বারা ভেদ হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। নিম্নপাতা প্লেগ ত্বরন করে। ইহা খাইলে বুক-জ্বালা আরাম হয়। নিম্নফল ভেদক ও মূত্রিক-বিষনাশক। ইহার পাতা বসন্তরোগে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল, ছাল, ফল ও পত্র—দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক, শ্রবকারক, বিষদোষ নাশক।

ফুল ও পত্র—স্নায়বিক মাথাধরা প্রশমনার্থ পুন্ডিস্ হিসাবে ব্যবহার্য।

পাতার রস—আত্মস্বর প্রয়োগে ক্রিমিনাশ করে। অশ্মরী (পাথুরী) নাশক, শ্রবকারক, প্রস্রাবকারক, ঋতুকারক।

বীজ—বাত্তে উপকারী।

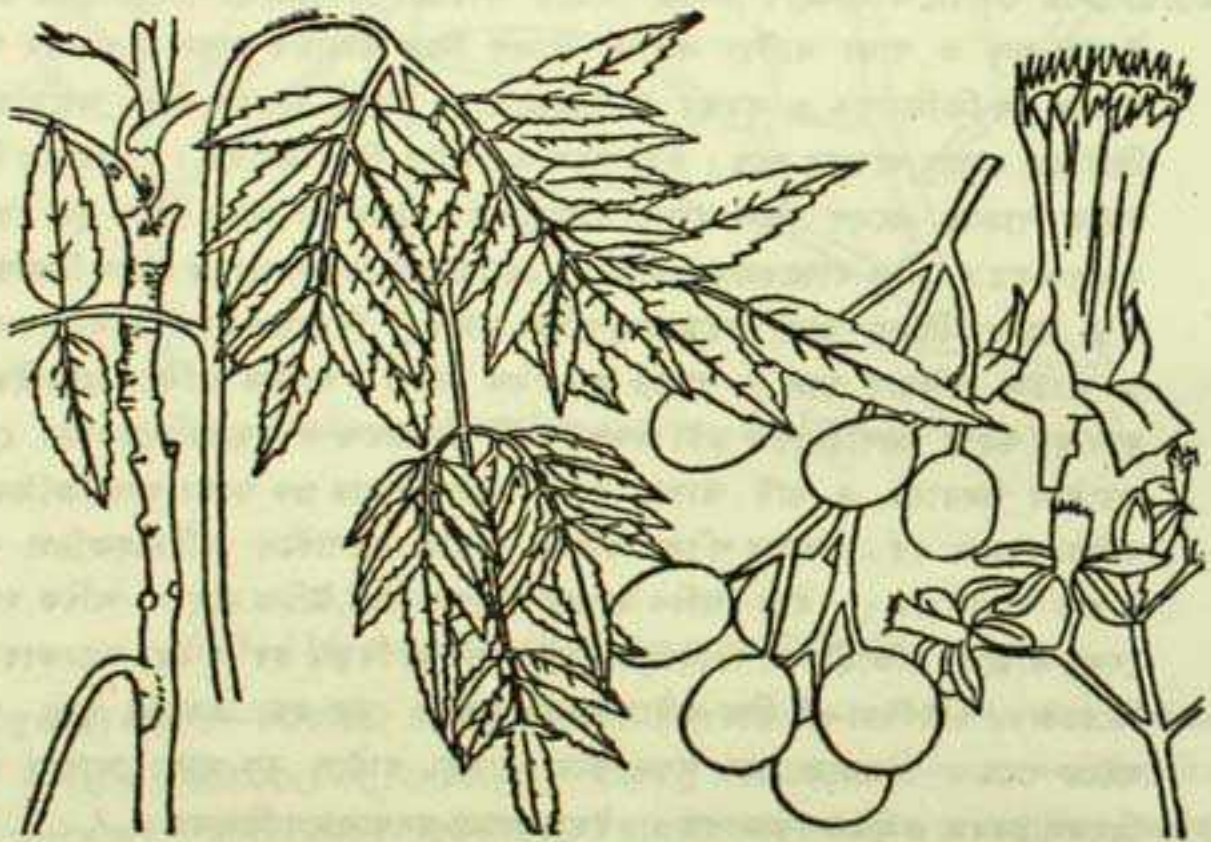
তৈল—নিম্ন তৈলের সমগুণ সম্পন্ন।

ফল, পত্র ও ছাল—কুষ্ঠ এবং গ্রন্থিশোধে (গলগণ্ড) আত্যন্তবীণ এবং বাহ্যগ্রন্থোপে উপকারী ।

মহত্ব্য :—চরক ক্রিমিবর্গে নিষ এবং সংজ্ঞাপনবর্গে কৈডর্য পাঠ করিয়াছেন । ইহার ছাগ অন্ন মাত্রায় তিক্ত, বলকারক, ধারক, জ্বরনিবারক এবং ক্রিমিঘ্ন । শিশুর বৃত্ত ক্রিমিতে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য । পত্রবরস—জ্বর, গ্রন্থী, দুর্বলতা, পাণ্ডু, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি রোগে, ত্রণ ও কুষ্ঠে, সেবনার্থ ব্যবহৃত হয় । নিষবৎ ইহারও পত্র অর্কুনাতির বিশদীকৃতসাধক । ছালের প্রলেপ মস্তকের কণ্ডু প্রশমিত করে ।

Fig.—Bot. Mag., t. 1066 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 13 ; Bot. Reg., t. 643 ; Kirtikar and Basu, Ind. Med. Pl. t. 219.

Ref.—F. B. L. i. 544 ; B. P., i. 313 ; Roxb., F.L. ii. 395 ; Watt. v. Pt. 1, 211 ; Prain, H.H., 186 .



123. *Melia azedarach* Linn. (বোড়া নিষ)

Genus—*AMOORA* Roxb.

124. *A. cucullata* Roxb. (আমুর-লাত্মী)

ভাষাভাসারী নাম —আমুর-লাত্মী—বাংলা ; বিইনী—অন্ধদেশ ।

জন্মস্থান :—হুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বৃহৎ বৃক্ষ, অতিশয় কম বাড়ে। শাখা-প্রশাখা মন্থণ। পত্র ২-৪ জোড়া। পাতা ৬-১৬ ইঞ্চি; পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ১-১/৪ ইঞ্চি চওড়া। বোটা ১-১/২ ইঞ্চি। ফুল ছোট। পুংকেশর-নল বাটির মত, কিনারাগুলি ৬ ভাগে বিভক্ত। পুংকেশরদণ্ড পত্রের সমান লম্বা। স্ত্রীপুষ্প মুকুলে অল্প থাকে। ১-১/২ ইঞ্চি। পুষ্প ১ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। বহির্ভাগ তিন ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি ৩টি। বীজে শাঁস লাগিয়া থাকে। ফল উজ্জল নেরু রঙবিশিষ্ট। অক্টোবর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

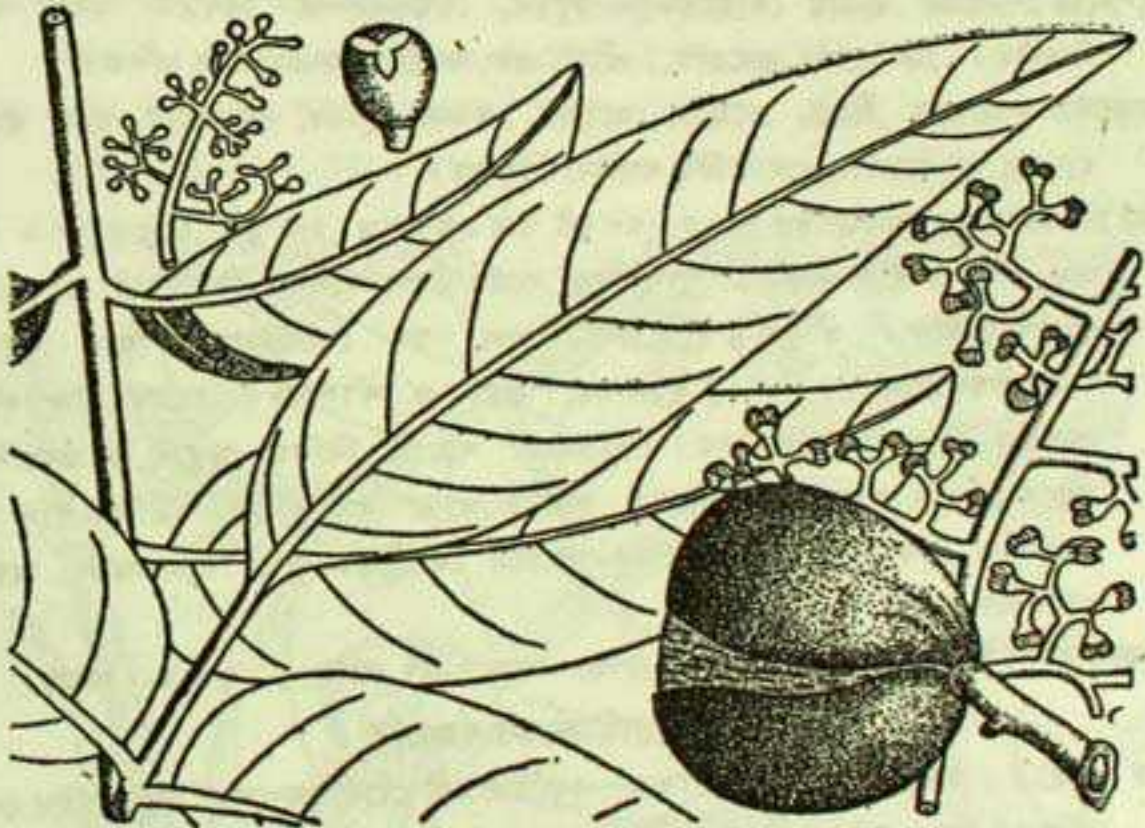
মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শরীরের কোন স্থান মচ্কাইয়া বাইলে ইহার পাতা ছেঁচিয়া সেই স্থানে বাধিয়া দিলে প্রদাহ নিবারিত হয় (Prain, Flora Sundarban)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছেঁচাপাতা :—মচ্কাই বেননায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 224 ; Roxb., cor. Pl., iii, t. 258.

Ref.—F.B.I., i. 560 ; B.P., i. 316 ; Roxb., F.L., ii., 212 ; Drury, Ind. Fl., i. 164 ; Prain, H.H., 186.



124. *Amoora cucullata* Roxb. (আমুর-লাতমী)

Genus—APHANAMIXIS.

125. *A. polystachya* (Wall) Parker. (তিস্তরাজ)

ভাষানুসারী নাম :—তিস্তরাজ, পীংরাজ, বোড়া, বয়না, বোহীতক—সংস্কৃত; তিস্তরাজ—

বাংলা ; হবিগ, হব—হিমি ; রোহীতক, চৌ-আ-মাহ—তেলেগ ; দোনিরোহিডে
—মহারাষ্ট্র ; বোটা, বঘনা, কড়ার—গোড় ; হরণ—তামিল ।

রোহীতকো রোহিতকচ্চ রোহিতঃ কুশাঙ্গুলির্দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞকঃ ।

সদাপ্রসূনঃ স চ কুটশাঙ্গুলির্বিরেচনঃ শাঙ্গুলিকো নবাহবয়ঃ ॥

সপ্তাহবঃ শ্বেতরোহিতঃ সিতপুষ্পঃ সিতাহবয়ঃ ।

সিতাঙ্গঃ শুক্লরোহিতো লক্ষ্মীবান্ জনবল্লভঃ ॥

রোহিতকৌ কটুশ্লিষ্ণৌ কষায়ৌ চ স্তুশীতলৌ ।

ক্রিমিদোষত্রণ-প্লীহ-রক্তনেত্রাময়াপহৌ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাঙ্গুল্যাদিবর্গঃ ॥

নামপর্যায় :—রোহীতক, রোহিতক, রোহিত, কুশাঙ্গুলি, দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক, সদাপ্রসূন, কুটশাঙ্গুলি, বিরেচন, শাঙ্গুলিক—এই নয়টি নাম ।—এইগুলি লাল জাতীয় রোহীতক । শ্বেতজাতীয় রোহীতক সাত প্রকার—শ্বেতরোহিত, সিতপুষ্প, সিতাহবয়, সিতাঙ্গ, শুক্ল-রোহিত, লক্ষ্মীবান্ ও জনবল্লভ ।

গুণপর্যায় :—উভয় প্রকার রোহীতকই—কটুরস, ত্রিফলগুণসম্পন্ন, বিপাকে কষায় রস । শীতবীৰ্য । ক্রিমিদোষ, ত্রণরোগ, প্লীহা, এবং রক্তদোষ ও নেত্ররোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, অযোধ্যা, কঙ্কন, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমঘাট, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৩-৪ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ১-৩ ফুট, পত্রিকা ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত । পুষ্পসমূহ পত্রের বৈপর্য্য অপেক্ষা কিছু ছোট বা সমান । পুষ্প ১ ইঞ্চি । স্ত্রীপুষ্প ১ ইঞ্চি লম্বা । ফল ময়ূষ, গোলাকার । ফিকে পীতবর্ণ অথবা দৈব লালবর্ণ । ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ; নরম ও শাসযুক্ত । ফলের বীজ হইতে আরকর তৈল উৎপাদিত হয় । Hooker সাহেব সিকিম, তেরাই ও কারশিয়া হইতে যে গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পাতা বড়, পত্রিকা ১২-১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত । বোটানিক্ গার্ডেনে রোহীতক গাছ অনেকগুলি আছে । বর্ষাকালে ফুল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের ছাল, তৈল । মাত্রা—কাথ ৫-১০ তোলা ; কষ ২-৩ আনা ।

বৈজ্ঞানিক রোহীতকের ব্যবহার ।

চরক :—(১) কফপিত্তমেহে রোহীতক—কফপিত্তমেহী রোহীতকপুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে (চি: ৬ অ:) । (২) প্লীহোদরে রোহীতক—রোহীতকের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া হরীতকীর কাথে কিম্বা গোমূত্রে সপ্তরাত্রি স্থাপন করিবে । এই মূত্র বা কাথ সপ্তরাত্রির পর উত্তত ও বহুপুত করিয়া পান করিলে, কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শ, প্লীহোদর, সর্বপ্রকার উদররোগ এবং ক্রিমি বিনষ্ট হয় (চি: ১৮ অ:) । (৩) শ্বেতপ্রদরে রোহীতক—রোহীতক বৃক্ষের মূলবক্, শীতল জলে পেষণপূর্বক শ্বেতপ্রদর রোগাক্রান্ত নারী পান করিবে (চি: ৩০ অ:) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক (Watt)। পাকা ফলের তৈল বাত-
রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রীহার পক্ষে হিতকর। রোহীতক নেত্ররোগ নাশক,
ক্রিমিয় ও অগ্ননাশক (কাবপ্রকাশ)। ইহা বহুং, প্রীহা ও গুণ্যরোগনাশক (রাজবল্লভ)
ইহার ছাল কটু, রসায়ন, কষায় ও বলবৃদ্ধিকারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় —

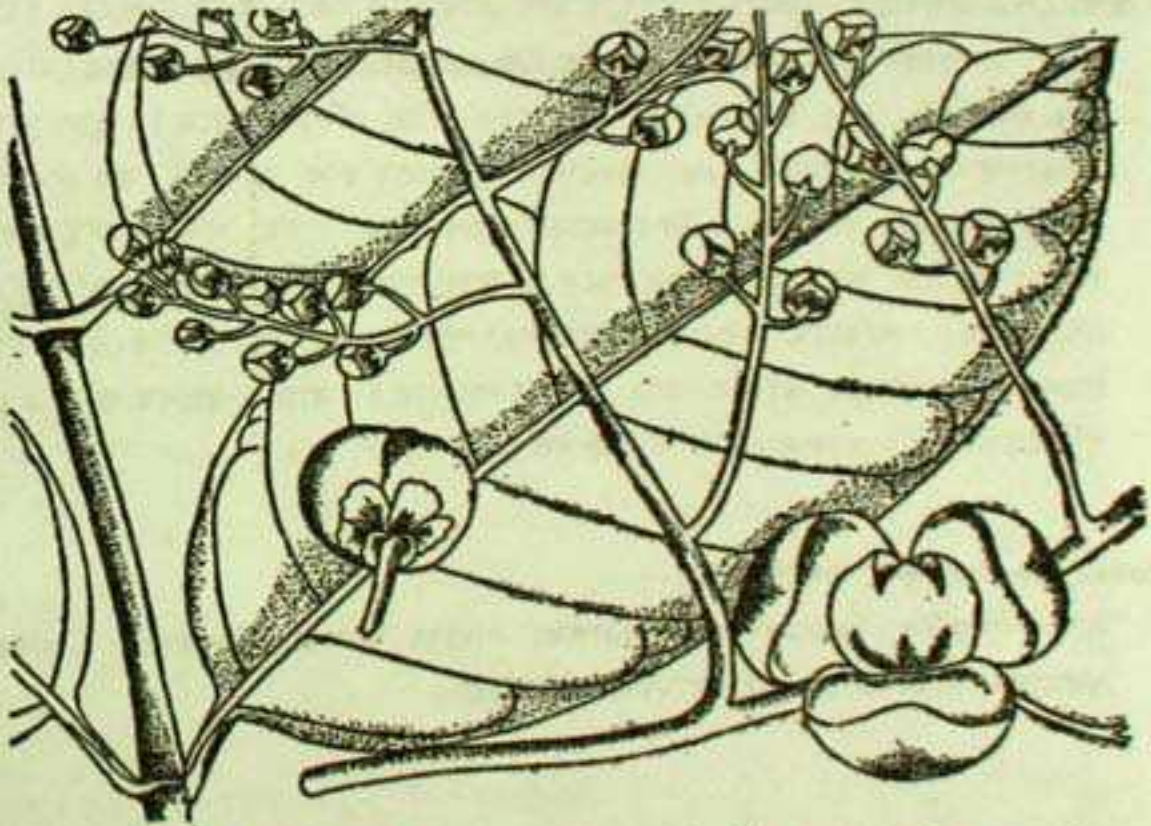
ছাল—সকোচক, প্রীহা ও বহুং রোগে, অর্বুদ এবং পেটের পীড়ার উপকারী।

বীজের তৈল—বাত্তে মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—রাজনিঘণ্টুতে দুই প্রকার রোহীতকের উল্লেখ আছে। একের অন্ততম নাম,
“দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক”—অর্থাৎ ইহার পুষ্পের বর্ণ দাড়িম পুষ্পের মত। অপরটির নাম
‘সিতপুষ্প’—অর্থাৎ ইহার পুষ্প শুভ্র। প্রথমোক্ত রোহীতকের ফল হইয়া থাকে, অপর
প্রকার সিতপুষ্প রোহীতকের ফল হয় না। Watt মহোদয় বেতপুষ্প জাতীয়
রোহীতকের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্তকালেই ইহার ফুল হয়। নিঘণ্টুকারদের
মধ্যে পুষ্পকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে।

Fig. :—Beddome, Fl. Sylv., t. 132; Griff., I. C. Plant. Asiat., iv, t. 589,
Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 223.

Ref. :—F. B. I., i. 559; Roxb., F. I. ii. 213; B.P., i. 316; Dymock,
Pharm Ind., i. 341; Prain, H. H., 186; Voigt. H. S., 134



125. *Aphanamixis polystachya* (wall) Parker. (তিক্তহাঙ্গ)

Genus—SOYMIDA Juss.

126. *S. febrifuga* Juss. (রোহণ)

ভাষানুসারী নাম :—পত্রাণ, রোহিণী—সংস্কৃত ; রোহণ, রোহিণা, রোড়া—বাংলা ; রোহণ, রোহরা, রোহণ—হিন্দি ; রোহন, রোহিত—বোম্বে ; রোহিণা—গুজরাট ; তেথস্-মারাম্, শেম্-মরাম্,—শেম্—তামিল ; শুমি, সেমিদা চেবামাহ—তেলেগু ; শোম্—কানপুর ।

জন্মস্থান :—উত্তর পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখা যায় । ছোটনাগপুরে জন্মে ।

বর্ণনা :—বৃহৎ ও মূল্যবান কাষ্ঠ উৎপাদক এবং সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ ; কাষ্ঠ শক্ত, লালবর্ণ ও বহুদিন স্থায়ী । পত্র পক্ষাকার, ২-১৮ ইঞ্চি, পত্রিকা ৩-৬ ছোড়া । ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ৫-২৪ ইঞ্চি চওড়া, পাতার বোটা ছোট । পত্রের শিরা ১০-১৪টি । ফুল ৫ ইঞ্চি, উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, ঈষৎ সবুজ এবং যেতবর্ণ । পুষ্পাধার ভিত্তিকৃতি ও ছোট ; বীজকোষ উজ্জ্বল, উহাতে অনেক পক্ষযুক্ত বীজ থাকে । পুংকেশর বাটীর মত ।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের ছাল ।

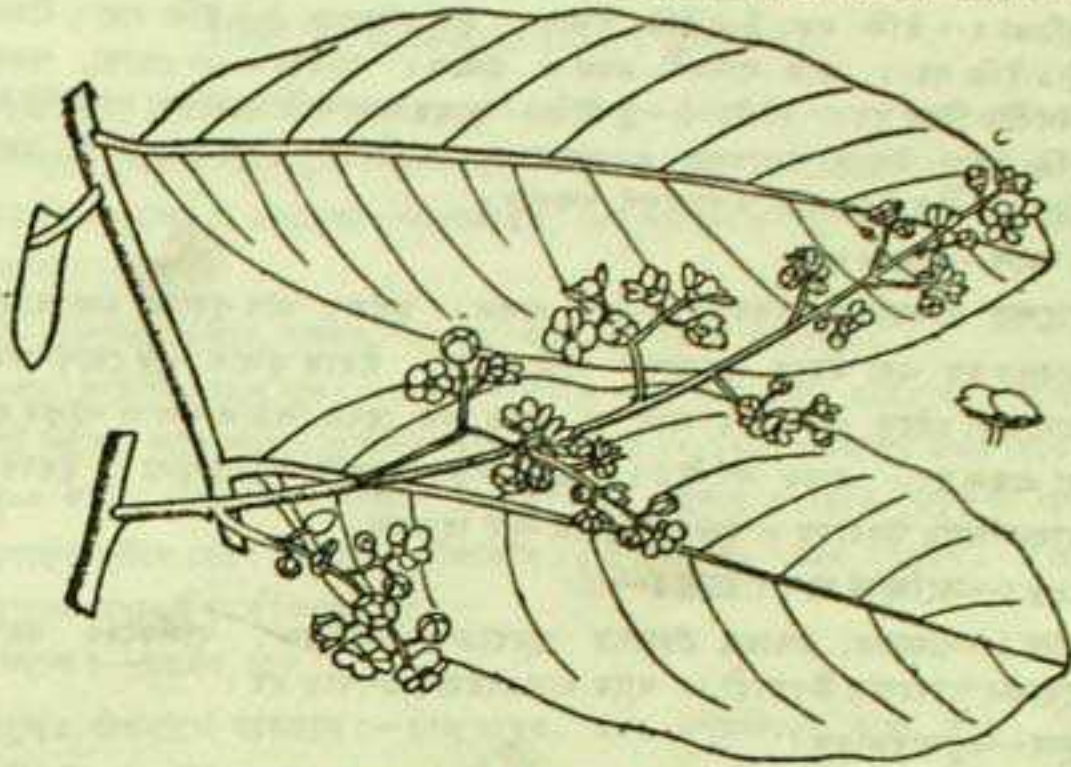
মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল দেখিতে অনেকটা মেহগনি কাষ্ঠের ছালের মত । উহা ধারক এবং বলকারক (Beng. Dispensatory) । গাছের ছাল কুইনাইনের দ্বারা গুণবিশিষ্ট (Brit. Pharm) । ইহা ধারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ছাল ধারক, বলকারক ও কামোত্তেজক এবং জ্বরনাশক । ছালের কাথ অবিরাম জ্বর ও দৌর্বল্য নাশক এবং রক্ত আমাশয়ে ও উদরাময়রোগে উপকারক । ইহা অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে দ্রাব্যবিক অবসাদ আনয়ন করে । মাথা ঘুরে এবং সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয় (Ainslie) । অবিরাম জ্বর, রক্ত আমাশয়, শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগে ইহার ছালের কাথ ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । মাত্রা—ছালের গুড়া ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২ বার ব্যবহার করিতে হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—স্ফোচক, তিক্ত, বসায়ন, জ্বরনাশক, সাধারণ দুর্বলতার উপকারী । অবিরাম জ্বরনাশক, প্রলাবকারক এবং আমাশয়ে উপকারী ।

Fig.—Bentl. & Trim. Med. Pl., t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 228.

Ref.—F. B. L. i. 567 ; Watt. vi. Pt. 2 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 336.



126. *Soymida febrifuga* Juss. (বোহণ)

Genus—TOON Linn.

127. *T. Ciliata* Roxb. (তুনগাছ)

ভাষানুসারী নাম :—তুন, নন্দীবৃক্ষ, তুন-কুবেবক—সংস্কৃত ; তুনগাছ, তুনী, তুন—বাংলা ; তুন, মহালিষ—হিন্দি ; মহালিষ—উড়িয়া ; নন্দীবৃক্ষ—কন্নড় ; দেওদরি, কুড়ক, কুদক—বোম্বে ; তুহু-মবন্, মালি—তামিল ; বন্ধিছেট্টু, নন্দীচেট্টু—তেলেগু ; বিত-কহু—ব্রহ্মদেশ ।

তুলীকান্ত তুলীকান্ত পীতক : কচ্ছপপ্তথা ।

নন্দী কুঠেরক : কান্তো নন্দীবৃক্ষো নবাহবয়ঃ ॥

নন্দীবৃক্ষ : কটুস্তিক্ত : শীতস্তিক্তাশ্রদাহজিৎ ।

শিরোহর্ষি শ্বেতকূঠয়ঃ স্নিগ্ধজিঃ পুষ্টিবীৰ্য্যদঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দ্রনাভিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—তুলীক, তুলিক, তুনী, পীতক, কচ্ছপ, নন্দী, কুঠেরক, কান্ত, নন্দীবৃক্ষ—এই নয়টি নাম ।

গুণপরিচয় :—নন্দীবৃক্ষ—কটুতিক্ত রস, শীতবীৰ্য্য, বিপাকে তিক্তরস, বক্তদেশ, ও দাহনাশক । শিরোরোগ ও শ্বেতকূঠ নাশক । স্নিগ্ধমূল, পুষ্টি এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক ।

অবস্থান :—হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে, সিন্ধুনদের নিকটবর্তী প্রদেশে, দক্ষিণ ভারতে, সিকিম, বঙ্গদেশ, বর্ধা প্রভৃতি স্থানে ; বঙ্গদেশের হুগলী, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর । হাওয়া ও ২৪-পরগণার অনেক স্থানে রোপিত আছে ।

বর্ণনা :—বড়, কাঠ-উৎপাদক গাছ। পত্র ১-৩ ফুট, বসন্তকালে পাতাগুলি পড়িয়া যায়। পত্রিকা ২-৭ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১০ ইঞ্চি চওড়া। ফুল হৃদয়াকৃতি, ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা; বীজকোষ ৬-১ ইঞ্চি লম্বা। কাঠ লালবর্ণ, নরম ও উজ্জ্বল। পত্রিকা ৮-১০ ফোঁড়া, পত্রদণ্ডের বিপরীত দিকে হয়। বোটা ৬-৮ ইঞ্চি। ফুলের গন্ধ অতি মনোরম, পাপড়ি ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল, লোমযুক্ত ও কমলাগেবু রংবিশিষ্ট। পুংকেশর ৫টি, মধ্যস্থলে স্থিত। বীজ দ্বয় লাল ও ধূসরবর্ণ, পক্ষযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ধারক। ছালের কাথ পুরাতন রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অরনাশক শক্তি আছে। ইহার ফুলকে বথে দেশে 'গুলতুন' বলে, ইহা হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়, যেমন শিউলি ফুল ও লটকন হইতে রং প্রস্তুত হয়। বডের বর্ণ নীত। ত্বনের কাঠ মেহগনি কাঠের তুল্য। ইহার ছাল বালকদিগের উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে বড়ই হিতকর।

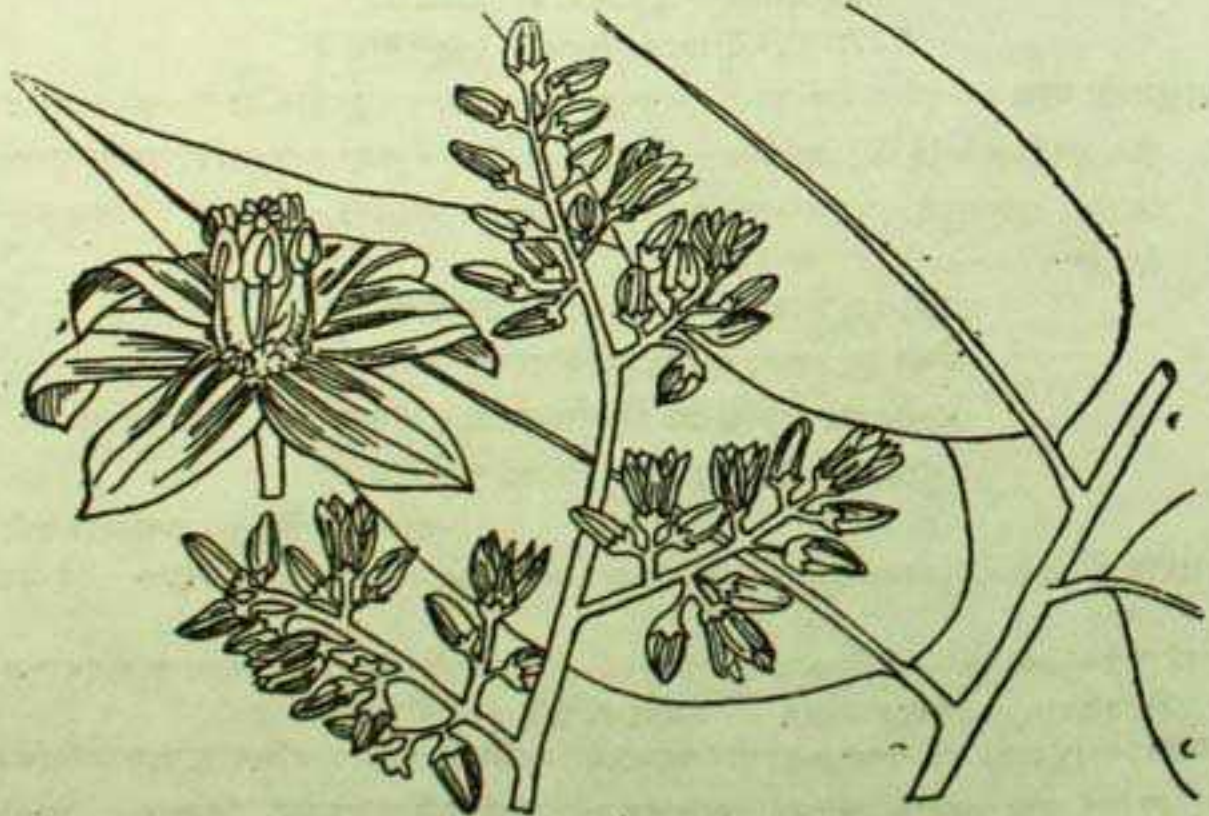
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সঞ্চোচক, রসায়ন, রোগের পুনরাক্রমণ নিবারক। বালকদের বহুদিনের পুরাতন আমাশয়ে উপকারী। ঘায়ে বাহ্যপ্রয়োগে উপকার হয়।

ফুল—ঋতুস্রাবকারক।

Fig.—Wight. Ic., t. 161; Beddome, Fl. Sylv., t. 10; Kirtikr & Basu., Ind. Med. Pl., t. 233; Brandis, Ill. For. Fl. N.W. Cent. Ind., t. 14.

Ref.—F. B. I., i. 568; B. P., i. 320; Watt, ii. Pt., 233; Roxb., F. I. i. 635; Prain. H. H., 187; Voigt. H. S., 137.



127. *T. ciliata* Roxb. (তুন)

Genus—CHICKRASSIA Juss.

128. C. tabularis Juss. (চিক্রাশি)

ভাষানুসারী নাম :—চিক্রাশি—বাংলা ; পব-হ-পব-হ—বোম্বে ; পল, পলব—মহারাষ্ট্র ; আগলাই খাগক, আগলে—তামিল ; মঙ্গরি-ভেম্ব, চিট্টাগং-চেট্টা—তেলেগু ; দোভেদা—মালয় ; দোভেদা—মালাবার ; লেভ্দারি—কর্ণপুৰ ; জিন্মা—ব্রহ্মদেশ ; বগাপমা—আরব ।

জন্মস্থান :—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বর্মা এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ ।

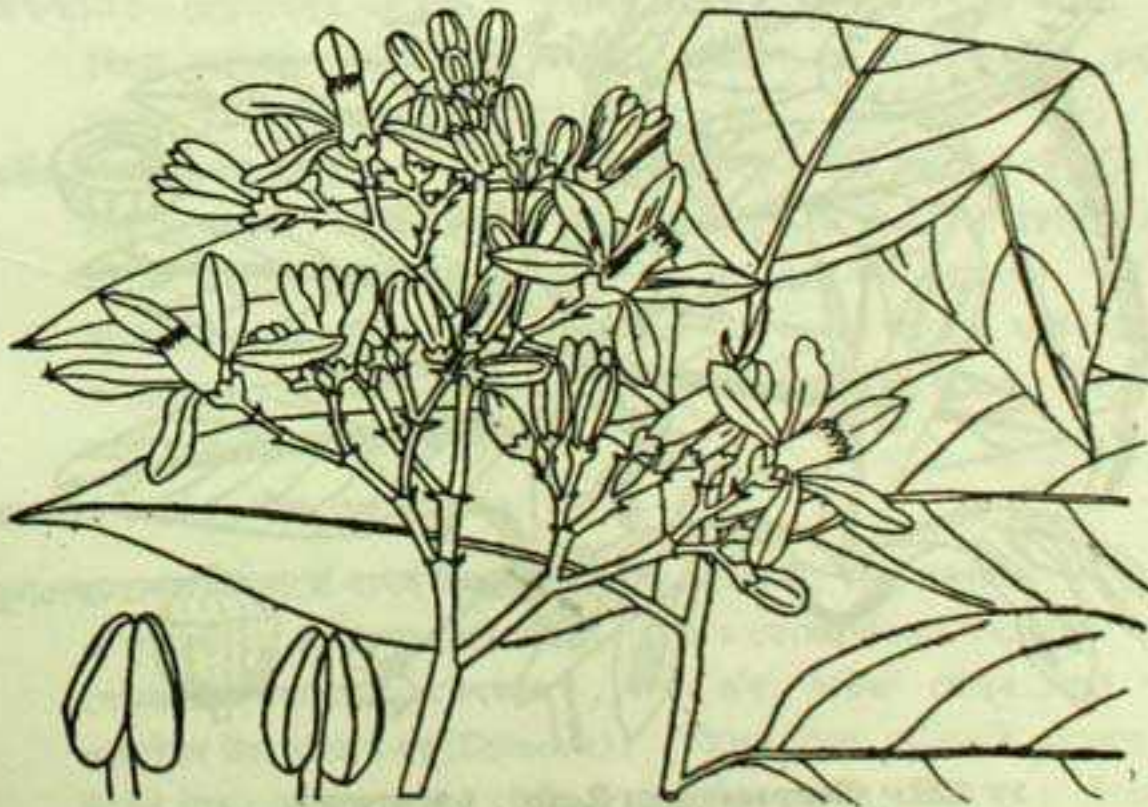
বর্ণনা :—বড় কাঠ উৎপাদক বৃক্ষ। পাতার অগ্রভাগ সূক্ষ, কাঠ ঝেং হরিদ্রাবর্ণ, বাহিরের কাঠ কিকে ; কাণ্ড সরল। পত্র পক্ষাকার ; পত্রিকা ১০-১২টি, পত্রদণ্ডের উভয় দিকে হয়, ২½-৫ ইঞ্চি। ফুল কিকে সবুজবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি। বহির্বাণ লম্বাকৃতি, বিকৃত ও অবনত, চাপাফুল ফুটিলে যেত্রপ দেখায়। বীজকোষ ১½ ইঞ্চি প্রশস্ত, উজ্জল ধূসরবর্ণ ; বীজগুলি কোষের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল খারক, স্বরে কুইনাইনের কাজ করে। কাঠে উৎকৃষ্ট বাস ও সিন্দুক প্রস্তুত হয় ।

Fig.—Wight, ILL, i. t. 56 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 229.

Ref.—F.B.I., i. 567 ; B.P., i. 310 ; Roxb. F.L., i. 635.



128. Chickrassia tabularis Juss. (চিক্রাশি)

XXXII. OLACACEAE.

Genus—OLAX Linn.

129. *O. scandens* Roxb. (ককোআর)

ভাষানুসারী নাম :—ককোআর—বাংলা ; খেনিয়ারি—হিন্দি ; হু-ছলি, উচ্চিরি—মহারাষ্ট্র ;
হু-পোহর, মুরকি—তেলেগু ; লাই-লু, লিলু—অন্ধ্রদেশ ; হন্দ—সামতাল ।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম ।

বর্ণনা :—বৃহৎ লতানে উদ্ভিদ । কাণ্ড স্থূল, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি । শাখাগ্রশাখা শক্ত এবং বক্র ।
পত্র ১২-২ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ, নীচের দিকে লোমযুক্ত । বোটা ২-৬ ইঞ্চি ।
ফুল এক একটি হয়, পুষ্পদণ্ড পত্রের পরিমাণের অর্ধেক, ফুল ছোট, খেতবর্ণ । বহির্দ্বার
লোমযুক্ত, পাপড়ি ৩-৬টি । অবনত পুংকেশর ৩টি, গর্ভকেশর লম্বা । ফল গোলাকৃতি,
ফলের কতক অংশ বহির্দ্বার-দ্বারা আবৃত ।

ব্যবহার্য অংশ :—রূক্ষের ত্বক ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছোটনাগপুরে ইহার ছাল শুষ্ক ও রক্তহীনতায় ব্যবহৃত
হয় (Campbell) ।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 102 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 232B.

Ref.—F.B.I., i. 575 ; B.P., i. 324 ; Watt., v. Pt. 2. 479 ; Roxb., Fl. L., i. 163.



129. *Olax scandens* Roxb. (ককোআর)

XXXIII CELASTRACEAE

Genus—CELASTRUS Willd.

130. C. Paniculatus Willd. (মালকাড়নী)

ভাষানুসারী নাম :—কঙ্কনী-সংস্কৃত ; মালকাড়নী—বাংলা ; মালকাধনী, মালকুধী—হিন্দি ; কাধুনী, মাল-কড়নী—বোম্বে ; মাল-কধনা—গুজরাট ; কধনী, পিগাভী—মহারাষ্ট্র ; কুগলিম্—লেপ্চা ; অতিপরিচ্-কাম্—ভালুলুভই—তামিল ; মাল-কাধুনী—ভিটুলু, ওওমেদ, মলেক, এরিবুট—তেলেগু ; কালু-কুতা—মালয় ; করিগনি—কানপুর ; মহন-খোদ-ন-ইয়ঙ্গ—ব্রহ্মদেশ ।

জ্যোতিষ্মতী স্তাৎ কটভী জ্যোতিকা কঙ্কনীতি চ ।

পারাবতপদী পণ্য-লতা প্রোক্তা কঙ্কনী ॥

জ্যোতিষ্মতী কটুতিকা সরা কফসমীরজিৎ ।

অতুফা বামনী তীক্ষ্ণা বহিবুদ্ধিশ্চুতিপ্রদা ॥

ভাবপ্রকাশ :— হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

মাত্রাপরিচয় :— জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিকা, কঙ্কনী, পারাবতপদী, পণ্য, লতা ও কঙ্কনী—এইগুলি নাম ।

গুণ পরিচয় :—জ্যোতিষ্মতী—কটুতিক্ষয়ক, শ্বাসক, কফ ও বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীৰ্য, বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য, ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং বুদ্ধি ও চুতিপ্রদ ।

অবস্থান :—ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ, ও হিমালয় প্রদেশের ১০০০-৪০০০ ফুট উচ্চে । পূর্ববঙ্গ, বিহার, আসাম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও বর্মা । বঙ্গদেশে খুব কম দেখা যায় । বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে ।

বর্ণনা :—সরু বৃক্ষারোহী গুল্ম । শাখা অবনত । পাতা ২½-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১½-২½ ইঞ্চি বিস্তৃত । প্রায় গোলাকার । ফুল পীতাক সবুজবর্ণ, ফুলের পাপড়ি ১½ ইঞ্চি লম্বাকৃতি । পুষ্পও লম্বা । ইহাতে চতুর্দিকে গুচ্ছবদ্ধ ফুল ও ফল হয়, ফল সবুজবর্ণ । বীজ হইতে ছালানী তৈল উৎপাদিত হয় । গাছের ছাল পীতবর্ণ, কাঠ আশয়ুক্ত, কর্কের দ্বারা নরম ও ছিদ্রযুক্ত । বীজকোষ দ্বৈত গোলাকার, উজ্জল পীতবর্ণ । বীজ ৪ ইঞ্চি, পীতবর্ণ, লাল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও তৈল ।

মূলপ্রস্থানশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ উত্তেজক ; বাত, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠে বাহ ও আত্মস্থবিক প্রয়োগের বিধি আছে । পাতার ৪ তোলা পরিমাণ রস, অধিক অহিষ্কেন-সেবনজনিত অত্যাসের প্রতিষেধক । বীজ ওঁড়া করিয়া গোমূত্র যোগে পাঁচড়ায় লাগাইলে উহা আরাম হয় (Dymock) । বীজের তৈল বেহিবেরি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; মাত্রা—১০-১৫ ফোটা, দিবসে দুইবার সেবন করিতে হয় । সাঁওতালেয়া

উদরাময়ে ইহার তৈল ব্যবহার করে (Campbell)। বীজ চূর্ণ ফোড়ার প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (Moodeen Sheriff)।

ভিঙ্গাগাপটম ও মুসলীপটম হইতে আনীত ইহার কৃষ্ণবর্ণ তৈল বেরিবেরি রোগে প্রয়োগ করিয়া আমি ৪০ বৎসর কাল উপকার পাইয়াছি। এই ঔষধটি বেরিবেরির অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রসূ। ঐ রোগে ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং ফুলা কমাইয়া দেয়। বেরিবেরি রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে জল পাইতে দেন না, কিন্তু আমার মতে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক। রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। আমি এই তৈলে অনেক শোধরোগী ও বেরিবেরিরোগী আরাম করিয়াছি (Dr. B.D. Basu)।

ইহার বীজ উত্তেজক এবং শ্রুতিশক্তিবর্ধক। অনেক পণ্ডিত স্মরণশক্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রদিগকে ইহার তৈল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—গর্ভপ্রাবকারক।

বীজ—তিক্ত, বিরেচক, বমনকারক, উত্তেজক, কামোদ্দীপক, বাত, কৃষ্ঠ, পক্ষাঘাত এবং বিভিন্ন প্রকার জ্বর উপকারী।

Fig.—Wight, III., 179, t. 72 ; LC. t. 158 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i. 235.

Ref.—F. B. I., i, 617 ; B. P., i, 329 ; Watt., ii. Pt. ii. 237 ; Roxb., F. L., i, 622-23.



130. *Celastrus paniculatus* Willd. (মালকাড়নী)

XXXIV. RHAMNACEAE.

Genus—**VENTILAGO** Gaertn.

131. *V. maderaspatana* Gaertn. (রক্তপীট)

ভাষানুসারী নাম :—রক্তবল্লী—সংস্কৃত ; রক্তপীট—বাংলা ; পিট্ট—হিন্দি ; লোকন্দী, কন্‌ওয়েল্—বোম্বে ; লোখতী—মহারাষ্ট্র ; বগট্‌ রোহদো—গুজরাট ; পন্নী, ভেম্‌বেদাম—তামিল ; স্বকৃষ্ণ-পুট্—তেলেগু ; পোলি চুকাই—কান্নড় ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, পশ্চিমভারত, মহীশূর, মাদ্রাজ, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরাগণা, হগলী গোঘাটের নিকটবর্তী স্থানে ।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী লতা । যে গাছের তলদেশে জন্মে তাহার শাখা পর্যন্ত উঠিয়া যায় । পাতা ত্রিভুজাকৃতি ও উজ্জল । পাতার আকৃতি অনেকটা তুলসী পাতার মত । শিরা ৬-৮ জোড়া । ফুল অবনত বোটার থাকে, ছোট ছোট । ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, মটরের মত । শিকড় ১-২ ইঞ্চি মোটা, ঈষৎ লালবর্ণ ।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও ছাল ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক । ইহা অগ্নিরোগ, দৌর্বল্য এবং সামান্য জ্বর ব্যবহৃত হয় (Moodeen Sheriff) । ইহার ছাল মাদ্রাজ ও মহীশূর দেশে লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয় । Ainslie বলেন ইহার ছালের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্মরোগের ঔষধ প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হয় (Watt) । ইহার রংকে পোশলি বলে । মহীশূর দেশে ইহা একটি বনজাত আয়কর দ্রব্য ।

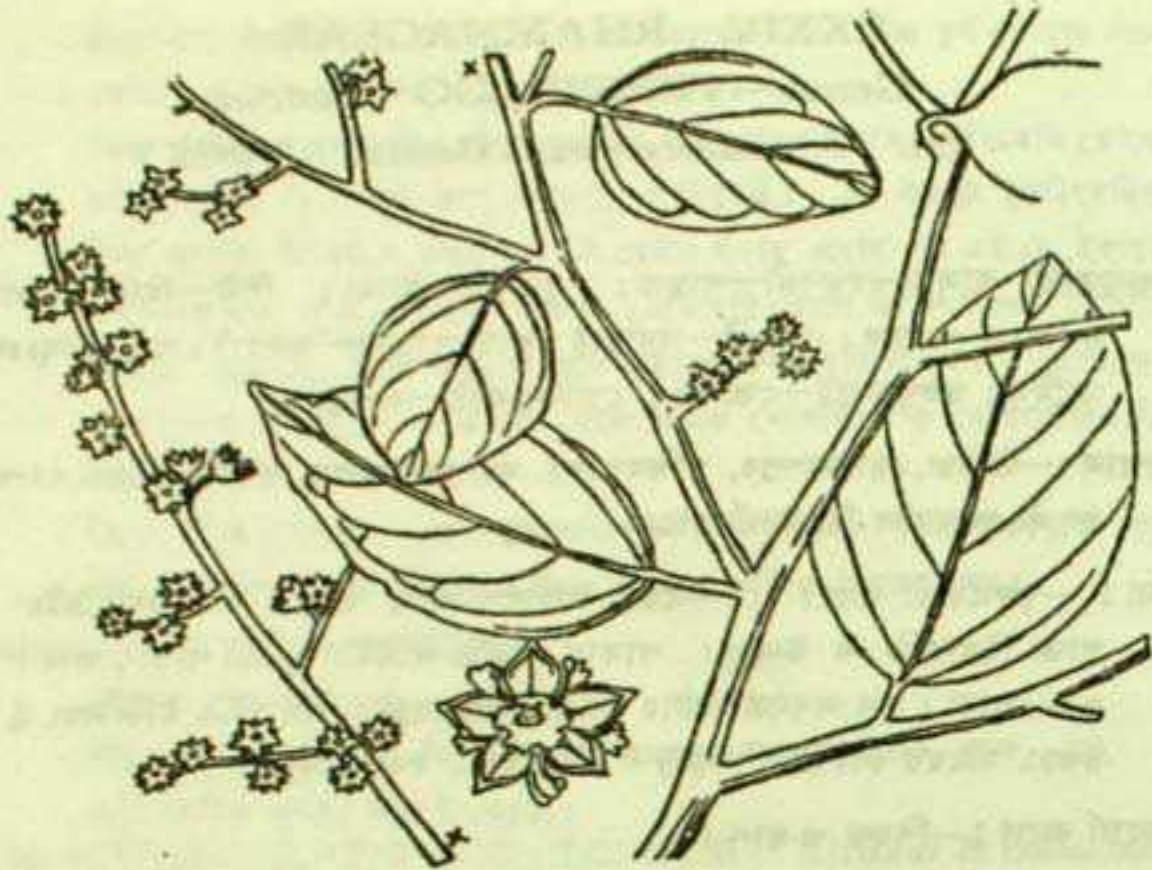
Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছালের গুঁড়া—উদরাগ্নান (পেট-ফাঁপা) নিবারক । অগ্নীক্ষীপক, উত্তেজক, উদরাময়ের প্রথমাবস্থায় উপকারী । দুর্বলতা এবং শূন্য জ্বরে উপকারী ।

ছালের গুঁড়া :—গন্ধ তৈলের সহিত মিশাইয়া চর্মরোগে এবং চুলকানিতে ব্যবহৃত হয় ।

Fig.—Wight. Ic., t. 163 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., 238 A.

Ref.—F. B.L., i. 631 ; B. P. i. 334 ; Watt. vi. Pt. 4, 227 ; Roxb. F. L., i. 334 ; Brandis, For. Fl., 96.



131. *Ventilago maderaspatana* Gaertn. (রক্তপীট)

V. denticulata Willd. (রক্তপীট)

132. Var. *Calyculata* King.

ভাষানুসারী নাম :—রক্তপীট—বাংলা ; বহু সার্কম—সাঁওতাল ; অগচিরতথলি—তেলেগু ।
জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পিঞ্চু, নেপাল, ভূটান, ত্রিহট, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, গোঘাটের নিকটবর্তী স্থানে ।

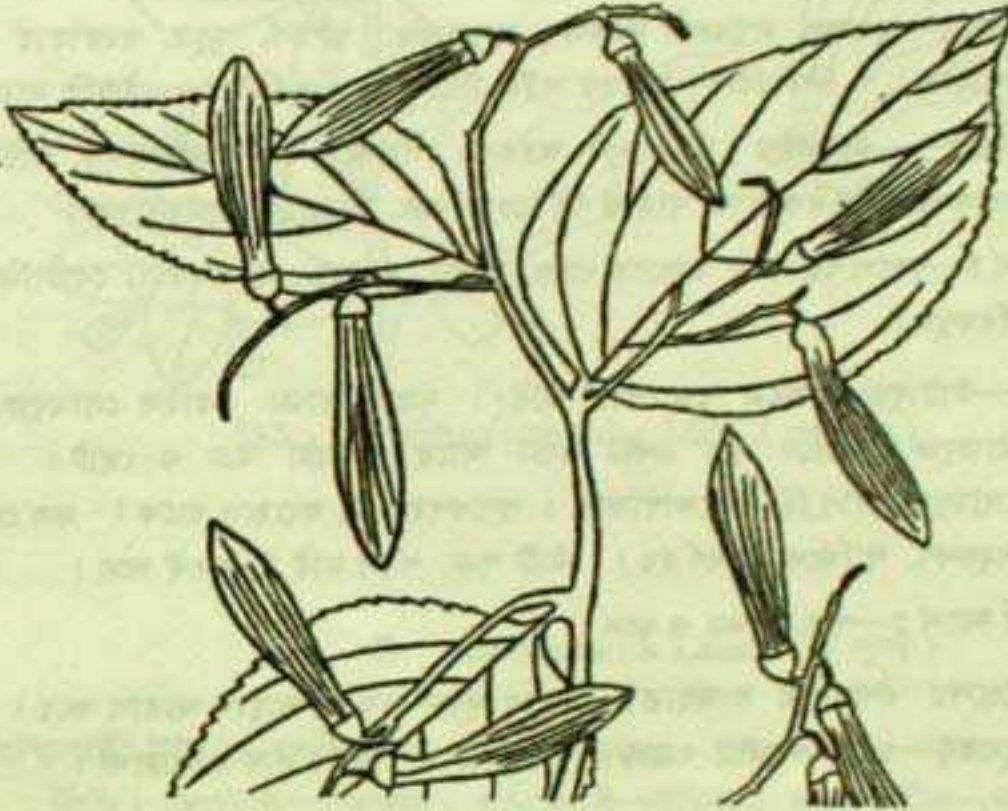
বর্ণনা :—ইহা একটি শক্ত লতানে গাছ, আঁকড়ী অতিশয় শক্ত, বৃদ্ধস্বৰ্ণ । পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বাকৃতি ; পাতার অগ্রভাগ সূচাল ও কোমল লোমাবৃত, শিরা ৩-৮ জোড়া ; বোটা ½-১ ইঞ্চি, লোমযুক্ত । বহির্ভাগ লোমযুক্ত, পাচ ভাগে বিভক্ত, পাপড়ি ৫টি । ফুল দৈর্ঘ্য সবুজবর্ণ ও ছোট । ফল গোলাকৃতি, ½ ইঞ্চি ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও নরম শাখা ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের রস এবং নরম শাখা ছোটনাগপুর প্রদেশের লোকে অরুজনিত বেদনার গায়ে লাগাইয়া দেয় (Campbell) । Dr. King বলেন যে, এই গাছটি *V. maderaspatana* গাছের তুল্য (Journ. Asiat.

Soc., Bengal. lxx. 372) । Mr. Duthie ও তাঁহার Flora Upper Gangchi Plain নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই কথা স্বীকার করিয়াছেন । দুইটি উদ্ভিদে দেখিতে প্রায় একই প্রকার, তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে ।

Fig.—Roxb., Cor.Pl.,i. 55, t.76 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl.,t. 238 B.
Ref.—F. B. L, i. 631 ; B. P., i. 335 ; Roxb. Fl. Ind., i 629 ; Prain, H.H., 188 ; Voigt. H.S., 146.



132. *Ventilago denticulata* willd. (বকপীট)

Genus—ZIZYPHUS—Juss.

133. *Z. oenoplia* Mill. (সেয়াহুল)

ভাষানুসারী নাম :—লম্বু বধরী, শৃগালকেলি—সংস্কৃত ; সেয়াহুল—বাংলা ; মাকাই—হিন্দি ; কুয়-বোবি—মহারাষ্ট্র ; কিকধরতক—কর্ণাট ; ভেসাহুল—গোড় । হুরিট-রম্—সাঁওতাল ; নিট্টনি, কোকান্-বেব, অরাই—পাণ্ডাব ; হুদহুন্-বেব—আকপানিহান ।

সূক্ষ্মফলো লঘুবনরো বহুকণ্টঃ সূক্ষ্মপত্রকো দুঃস্পর্শঃ ।
 মধুরঃ শব্দরাহস্যঃ শিথিলপ্রিয়শ্চৈব নির্দিষ্টঃ ॥
 লঘুবনরঃ মধুরাশ্নঃ পকং ককবাতনাশনং কুচ্যম্ ।
 শ্লিষ্ণং তু জন্তকারকমীষৎপিষ্টান্তি দাহশোষণম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—সূক্ষ্মফল, লঘুবনরী বহুকণ্ট ; সূক্ষ্মপত্রক, দুঃস্পর্শ, মধুর, শব্দরাহস্য (শৃগালের আহ্বার), শিথিলপ্রিয় (মধুরের অতি প্রিয় খাদ্য) ও নির্দিষ্ট—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—লঘুবনর (রী) মধুর অন্নবস । পাকিলে কফ ও বায়ুনাশক, কটিকর, বিদ্র-
 ওণসম্পন্ন, ক্রিমিকারক, সামান্য পিত্তদোষ, শ্রম, দাহ, এবং শোষণনাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র জবলের ধারে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন,
 শিবপুর ।

বর্ণনা :—কাটায়ুক্ত লতানে বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ । নূতন পাতা কোমল লোমযুক্ত, পত্রগুলি
 ধাতুযুক্ত । ডালে এক একটি কাটা আছে । কাটা বহু ও ছোট । ফুল মন্থন
 লোমযুক্ত, পাপড়ি ত্রিকোণাকার । পুংকেশর ২টি, মধ্যস্থলে থাকে । ফল গোলাকৃতি,
 সবুজবর্ণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় । আঁটি শক্ত, শাঁস নাই বলিলেই চলে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও ছাল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার নূতন বৃক্ষ ক্ষতস্থান আবাম করে । মাত্রা—
 মূলত্বক—৪-১০ আনা ; পত্রাঙ্ক-৮-১০ আনা । স্বকের কাথ-১০-তোলা ।

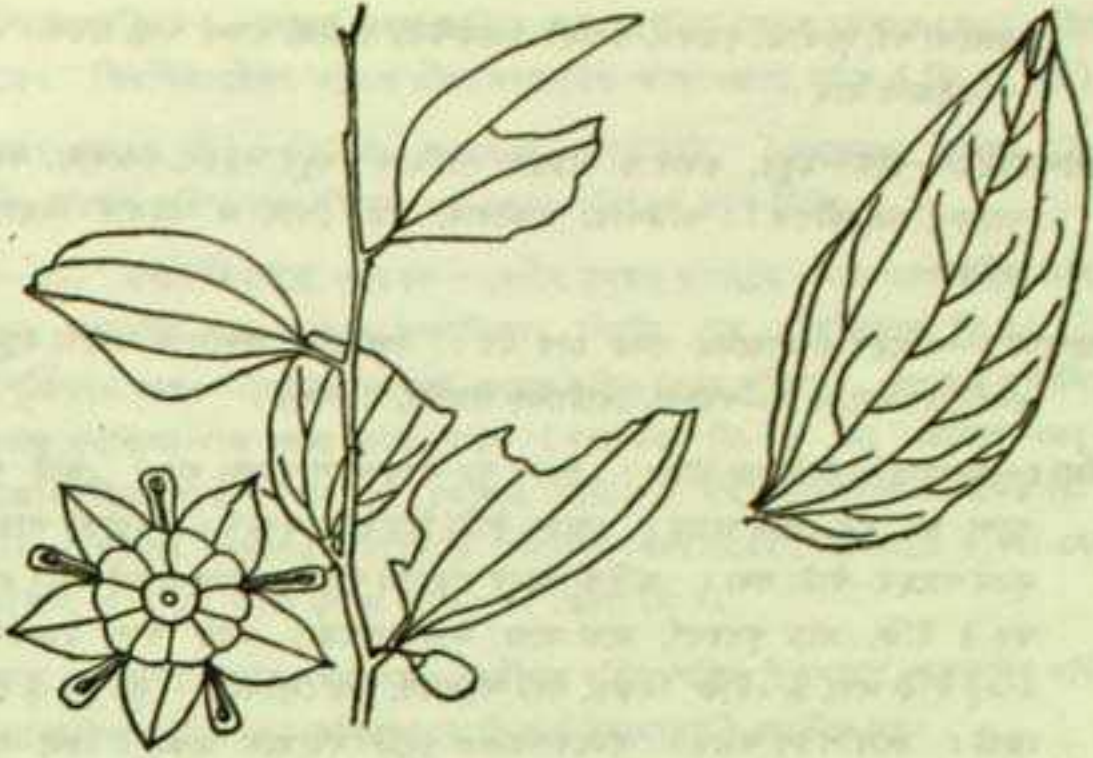
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

মূলের ছালের কষ্ট—ঘায়ে উপকারী ।

ফল—অর্য্যদীপক ঔষধের উপাদানের মধ্যে একটি ।

Fig.—Talbot, For. Fl. Bombay, i. 297, Fig. 176.

Ref.—F.B.L., i. 634 ; B.P., i. 334 ; Roxb., Fl. Ind., i. 611 ; Prain. H.
 H., 188 ; Voigt., H. S., 145 ; Gamble, Ind. Timb 183 ; Brandis,
 Ind. Trees, 170 (1906).



133. *Zizyphus oenoplia* Mill. (সেহাবুল)

134. *Z. mauratiana* Lamk. (কুল)

ভাষানুসারী নাম :—বদরী, বদর, সৌবীর—সংস্কৃত ; কুল—বাংলা ; বয়েব, বিব, বেহি—হিন্দি ; দেখাউরি—সাঁওতাল ; বর-কোলি—উড়িষ্যা ; হল-কা-বীজ—পাঠাব ; বোহ-জোর, বোহুতি—বোম্বে ; সাধারণ-বোর—মহারাষ্ট্র ; বোহুতি—গুজরাট ; কুল—গোড় ; রেগি, বেগাবাণ্ডা—তেলেগু ; এলাডু, এলাও, এলাম্বাপ্-পালাম—তামিল ; জি—ত্রক্ষদেশ ; নবিব্—আরব ; কুলাব্—পারস্য ।

বদরো বদরী কোলী কর্কছুঃ কোলফেনিলৌ ।

সৌবীরকো শুভ্রফলো বালেষ্টেঃ ফলশৈশিরঃ ॥

দৃঢ়বীজো বৃন্তফলঃ কণ্টকী বক্রকণ্টকঃ ।

সুবীজঃ সুরফলঃ স্বচ্ছঃ সুরসঃ স্মৃতিসম্মিতঃ ॥

বদরং মধুরং কষায়ময়ং পরিপকং মধুরান্নমুকমেতৎ ।

কফকৃৎ পচনাভিসাররক্তশ্রমশোযাণ্ডিবিনাশনং চ কুচ্যাম্ ॥

রাজনিখল্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—বদর, বদরী, কোলী, কর্কছু, কোল, ফেনিল, সৌবীরক, শুভ্রফল, বালেষ্টে, দৃঢ়বীজ, বৃন্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুবীজ, সুরফল, স্বচ্ছ, সুরস, স্মৃতিসম্মিত, বদরং, মধুরং, কষায়ময়, পরিপক, মধুরান্নমুকমেতৎ, কফকৃৎ, পচনাভিসাররক্তশ্রমশোযাণ্ডিবিনাশনং চ কুচ্যাম্ ॥

টিপিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত এইগুলি কেবল দুইবার সেবন করিতে
হইবে। কিয়দশি এইগুলি করিলে গ্ৰীবা বাতাবিক আকারপ্রাপ্ত হইবে (চি: ১৪ অ:)।

অষ্টাঙ্গজন্মদর (বৃদ্ধবাগ্‌ডট) :—কাসে বদরমজ্জা—কাসরোগী, বৈজ্ঞানিক মহিলা কিম্বা
দধির মাতের সহিত বদর বীজের পত্র সেবন করিবে (কাস চি:)।

চক্ৰদত্ত :—(১) বক্তাতিসারে বদরমজ্জা—বদরীর মূলবক্‌ ছাগলদে উত্তমরূপে পেচন করিয়া
প্রচুর মধুযোগে পান করিলে বক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চি:)। (২)
মসুরিকার বদর—বীজহীন বদরচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্বারা বাতপিত্ত-
কফজ মসুরিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মসুরিকা চি:)। (৩) প্রেসরে বদর—
বীজবিহীন বদরচূর্ণ গুড় সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রেসরনাশক (প্রেসর চি:)।
(৪) শ্বেতাল্যে বদরীপত্র—কাজিতে শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন
করিলে, অতি শূল ব্যক্তি কৃশতা প্রাপ্ত হয় (শ্বেতাল্য চি:)।

ভাবপ্রকাশ :—প্রবাহিকার বদরীপত্র—বদরীপত্র দধির সহিত উত্তমরূপে সেবনপূর্বক দধিসহ
আলোড়িত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা ('আমাশা') প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন :—ভঙ্গকাগ্নিতে, কোলাহিমজ্জা—কোলবীজের পত্র জলের সহিত সেবনপূর্বক পান
করিলে ভঙ্গকাগ্নি প্রশমিত হয় (ভঙ্গকাগ্নি চি:)।

মূল প্রস্ফাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মূল বক্‌ পবিত্র করে ও পবিত্রাক শক্তি বাড়াইয়া
দেয়। স্বক্‌-উষরামর নাশক, শিকড়ের কাথ-জ্বরনাশক। শিকড়ের গুঁড়া ক্ষতে দিলে
বা আরাম হয়। ইহার পত্র নূরুরোধ রোগে প্রলেপবদ্ধ ব্যবহৃত হয় (Baden-
Powell)। কফ রোগে ইহার নূতন পত্র এবং ফিক্সগ্লোমের (Ficus Glomerata) পত্র
বাটিয়া বিছার কামড়ে প্রলেপ দেয়। ইহার শিকড় অর রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—প্রস্রাবের (কষ্ট প্রস্রাবে) দ্রবায় প্রলেপরূপে উপকারী।

ফল—পিচ্ছিলতাগুণসম্পন্ন। উষ:ক্ষেতে উপকারী, বক্তরোধক, বক্তপবিত্রকারক এবং
হৃদয়ীকারক।

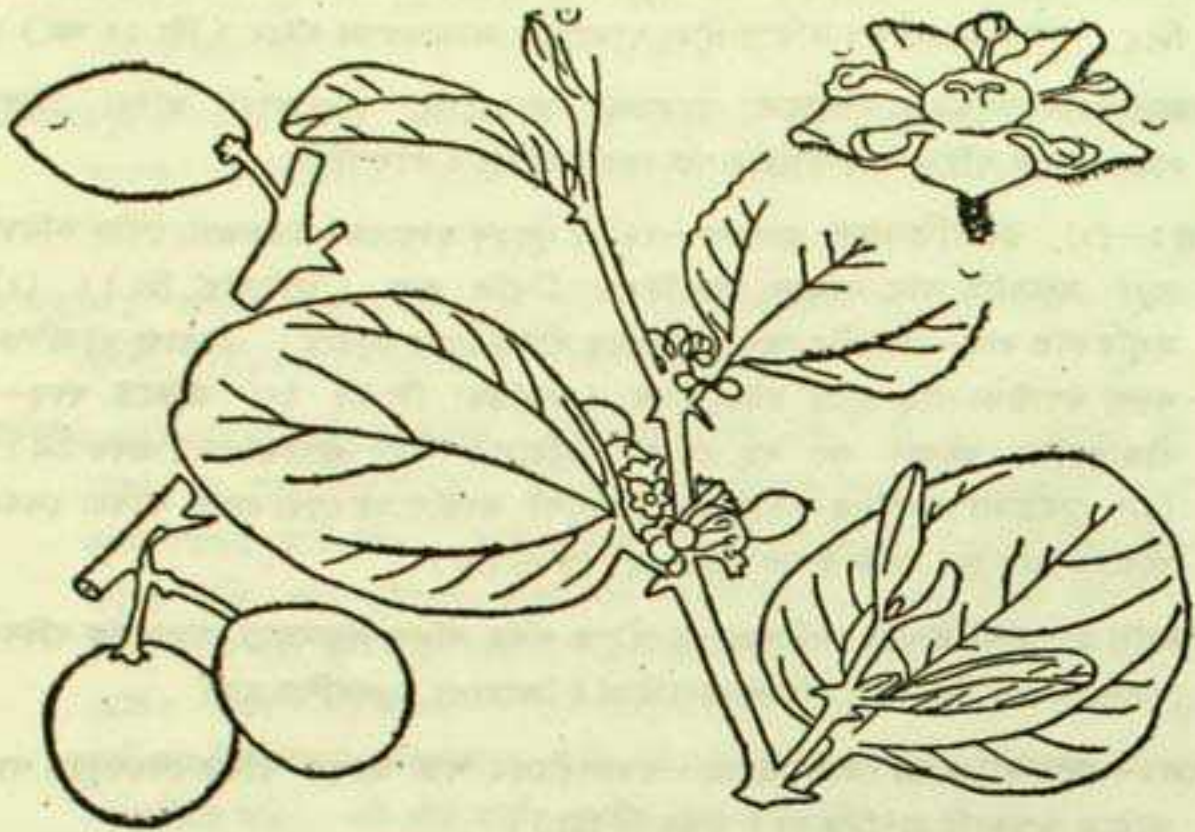
মূল—জ্বরে উপকারী।

গুঁড়া—পুষ্কাতন ব্যথা ও ঘায়ে উপকারী।

ছাল—উষরামর রোগে উপকারী।

Fig—Wight., L.C., t. 99 ; Hook, Journ. Bot., i. 320, t. 149 ; Brandis,
For. FL., 86, t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 239.

Ref—F.B.L., i, 632 ; B. P., i, 333 ; Roxb., F.L., i. 608 ; Prain, H.H. 188 ;
Voigt., H.S., 145.



134. *Zizyphus jujuba* Linn.- (জুল)

XXXV. VITACEAE.

Genus—*LEEA* Linn.

135. *L. crispa* Linn. (বনচালিদা)

ভাষানুসারী নাম :—বনচালিদা—বাংলা ; নলুগু, নেলু—মালয় ।

অবস্থান :—পূর্ববঙ্গ, জিপুরা, চট্টগ্রাম, বর্মা, সিকিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—সরল গুল্ম । শাখাগুলি অবনত । পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩½ বিস্তৃত । শাখার দুইনিকে পত্র হয় ; পত্রগুলি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের বোটার দিক ক্রমশঃ সরু, কিনারা দাঁতযুক্ত । বর্ষজীবী উদ্ভিদ । পত্র পক্ষাকার, ফল চেবিফলের দ্বায়, কৃষ্ণবর্ণ ও নরম । পত্রের উপরিভাগ চেউ খেলান । পত্রিকা ৫টি থাকে । বহির্ভাগে দাঁতযুক্ত । পাপড়ি ৫টি । পুংকেশর বাহিরে থাকে, ৫ ভাগে বিভক্ত, নলাকার । ফল ক্ষুদ্র, ৩-৬টি একসঙ্গে হয় । বীজ ৩-৬টি হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মূল ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ইহার পাতা ছেঁটিয়া দেয় । মূলের রসে পোকা নষ্ট করে (Dymock) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত ভূগপরিচয় :—

কাণ্ডের ছোট অংশ—হাত-পায়ের হাজার উপকারী।

পাতা—ছেঁচিয়া বেদনায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 255.

Ref.—F. B. I., i. 654 ; B.P., i. 340 ; Voigt, H.S., 29 ; Watt, IV, Pt., ii, 517.



135. *Leea crispa* Linn. (বনচালিষা)

136. *L. macrophylla* Roxb. (ঢোল সমুদ্র)

ভাষানুসারী নাম :—ঢোল সামুদ্রিক, সমুদ্রক—সংস্কৃত ; ঢোলসমুদ্র—বাংলা ; সমুদ্রক, ঢোল সমুদ্র—হিন্দি ; ইধন্—সাঁওতাল ; দিন্দা—বোঘে ; দিন্দা—মহারাষ্ট্র ; কয়া-বেট-শাই—ব্রহ্মদেশ।

অবস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ; বন-জমলের ধারে সচরাচর দেখা যায়।

বর্ণনা :—১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। ইহার নিম্নের পত্র ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপরের পত্র ১ ইঞ্চি। ছপিতাকৃতি, পাতার কিনারা ঠাণ্ডা ও কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড

১ ফুট, বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্প ছোট, বেতবর্ণ ও নরম। ইহার শিকড় হইতে একপ্রকার রং প্রস্ফুট হয়। ফল ছোট চেবিকলের মত, মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল। বহির্বাস ৫টি, পাপড়ি ৫টি।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্ম, শিকড়।

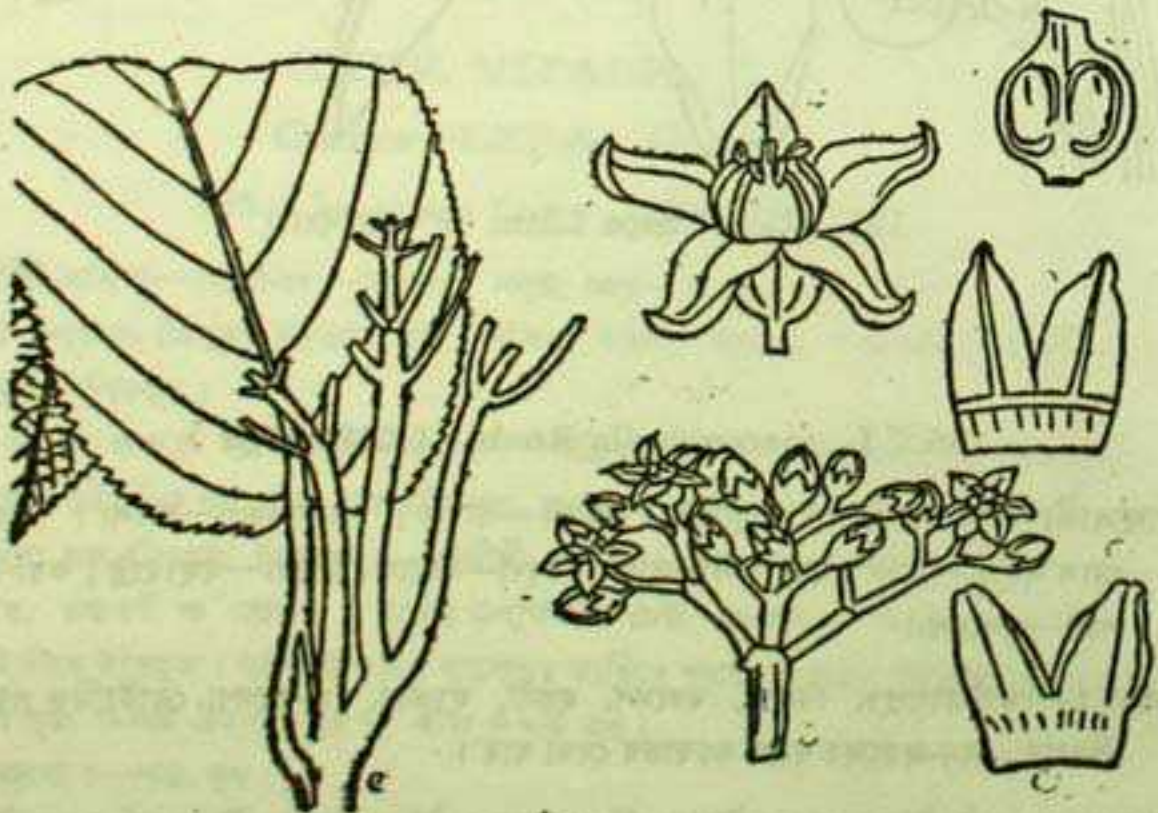
মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কন্ম (Tuber) গিনি পোকা নষ্ট করে। মূল শুঁড়া করিয়া খায়ে দিলে ঘা শব্বর আরাম হয়। শিকড় দারক এবং দক্ষবিনাশক বলিয়া খ্যাত আছে। কচি পাতা শাকের মত রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় (Roxb)। বর্মাদেশীয় লোকেবা কতিত স্থানে ইহার পাতা মর্দন করিয়া রক্ত-পড়া বন্ধ করে (Muson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—সঙ্কোচক, কৈচো-ক্রিমিনাশক এবং হাত-পায়ের 'হাজা'তে উপকারী। বেদনায় বাহুপ্রলেপে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Wight, I.C., t. 1154 ; Griff, I.C. Pl. Asia, 645, Fig. I ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 254.

Ref.—F. B. L, i. 664 ; B. P., i, 341 ; Watt. IV., Pt. II, 617 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt. H.S., 29.



136. *Leea macrophylla* Linn. (ডোলসমূত্র)

137. *L. indica* (Burm.) Merr. (কুকুরজিহ্বা)

ভাষানুসারী নাম :—কুকুরজিহ্বা—সংস্কৃত, কুকুরজিহ্বা—বাংলা ; কুকুরজিহ্বা—হিন্দি ; জিলো—গোয়া ; কুকুনি—মহারাষ্ট্র ; অনুকদোরা, আনুকদোরা—তেলেগু ; মণিপিরাস্তা মলুগু—মালয় ; কলেট, নাগা-মোর্ডক—ব্রহ্মদেশ । বুল্-গস্—সিংকুম ; ওট্টামলেন্—তামিল ।

অঙ্গস্থান :—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—১০ ফুট উচ্চ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ; ডালগুলি সরল, পত্র লম্বাকার, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা পত্রদণ্ডের দুই দিকে জোড়া জোড়া জন্মে এবং অগ্রভাগে এক হয় । পত্রের অগ্রভাগ সরু । পত্রের প্রান্তদেশ করাতেই ছায় দাঁতযুক্ত । পত্রিকা কতকটা নিউলি ফুলের পত্রের ছায় । ফুল সবুজের আভাযুক্ত বেতবর্ণ । ফল চেঁচিকলের ছায় । ফলের শাঁস নাই ।

ব্যবহার্য অংশ :—কল ও পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড়ের কাষ পিপাসা ও পাকস্থলীর বেদনা নিবারক । গোয়া নামক স্থানে ইহার শিকড়কে “রত্নজিহ্বা” (Ratanhia) বলে । পোর্্তুগীজেরা ইহাকে পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় নিবারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অগ্নিতে ঝলমান পাতা মস্তক বেদনা নিবারক । তরুল পাতার রস হৃৎকম্বকারক (Dymock) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

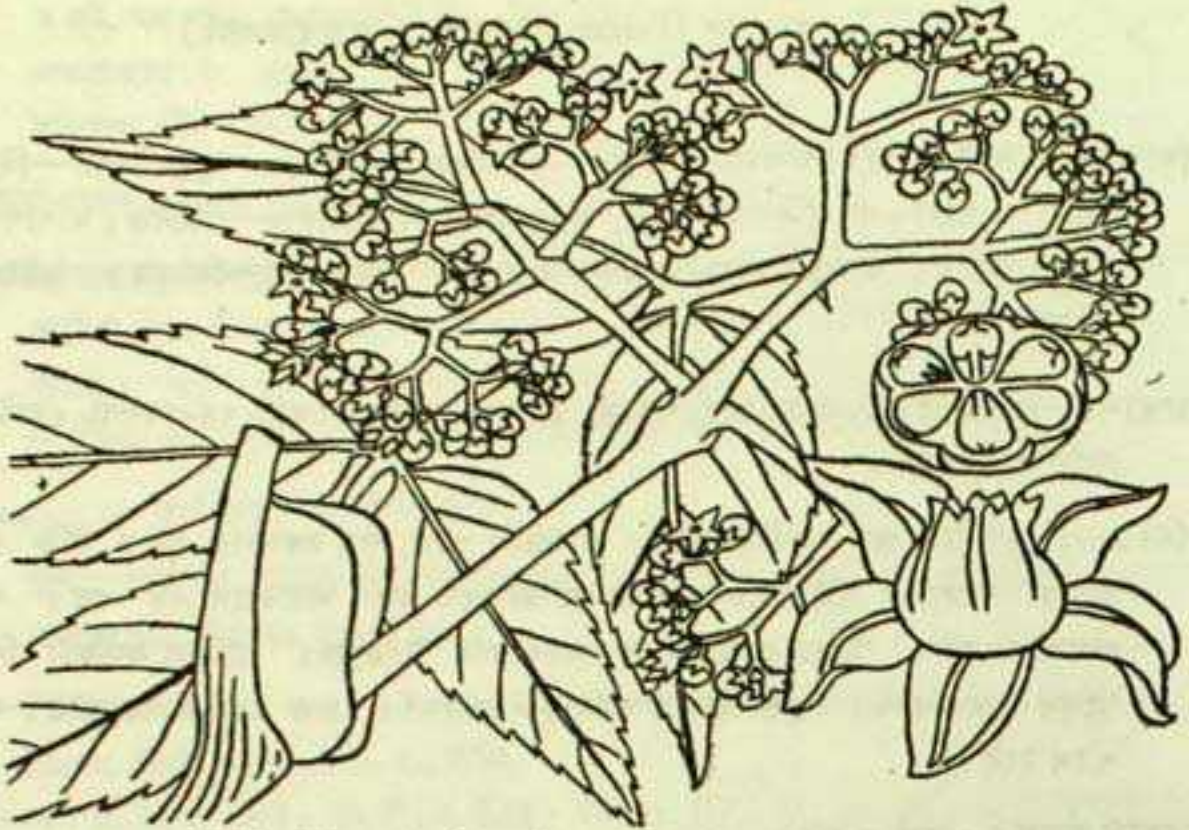
মূল—উদরাময় ও আমাশয়ে উপকারী এবং ঘর্মকারক ।

মূলের কল—শূলবেদনায় উপকারী, শিথিলকারক, পিপাসানিবারক ।

পাতা—বাটিয়া ‘মাখাঘোরা’ রোগে মাখায় প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায় ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. 26 ; Wight, L. C., t. 78 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 256.

Ref.—F.B.I., i. 666 ; B.P., i. 340 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt., 30.



137. *Leea indica* (Burm.) Merr. (কুহুরজিহ্বা)

138. *L. aequata* Linn (কাকজঙ্ঘা)

ভাষানুসারী নাম :—কাকজঙ্ঘা, নদীক্রান্তা—সংস্কৃত; কাকজঙ্ঘা, পাবারত-পদী—বাংলা; কাকজঙ্ঘা—হিন্দী; কক—মহারাষ্ট্র; কক্‌নিক্—মালয়; স্বরপদী—তেলেগু।

কাকজঙ্ঘা ধ্বাংকজঙ্ঘা কাকাহ্বা সাহিথ বায়সী।

পাবারতপদী দাসী নদীক্রান্তা শুলোমশা ॥

কাকজঙ্ঘা তু তিস্তোম্মা ত্রিমিত্রণককাপহা।

বাহির্ঘ্যাজীর্ণজিৎ-জীর্ণ-বিষমজ্বরহারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কাকজঙ্ঘা, ধ্বাংকজঙ্ঘা, কাকাহ্বা, বায়সী, পাবারত-পদী, দাসী; নদীক্রান্তা ও শুলোমশা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কাকজঙ্ঘা—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, ক্রিমি, ত্রণ এবং কক্‌মোহ নাশক। ইহা বহিরতানিবারক এবং অজীর্ণ নাশক। ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বরনাশক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, আসাম, শ্রীহট্ট, হুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর; সচরাচর জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় কোমল শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। শাখা ও পত্র লোম আছে। পত্রিকা ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের কিনারা ধাতযুক্ত, পুষ্পদণ্ডে পুষ্প ঘনসম্মিষত; ফল কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক, দেখিতে মটরের স্থায়। নদীর ধারে অথবা জলাভূমিতে গাছগুলি

ভাল জন্মে। ইহার শাখায় গাঁট আছে, দেবিতে কাকের জন্মের মত। ফুল বর্ষীয় হয়। ফল চেপ্টা, ৬ কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ২-৫ ইঞ্চি লম্বা।

ব্যবহার্য অংশ :—কন্ড, পত্রাদি ; মাত্রা—মূলের কঙ্ক ২-৪ আনা, কাণ্ড—৫-১০ তোলা।

বৈজ্ঞানিক কাকজন্মের ব্যবহার।

চক্রদন্ত :—(১) নিদ্রানাশে কাকজন্ম—কাকজন্মের মূল, মস্তকে ধারণ করিলে অনিদ্রা রোগীর নিদ্রা হয় (জ্বর-চিঃ)। (২) যক্ষ্মায় কাকজন্ম—দুগ্ধের সহিত কাকজন্মের কঙ্ক পান যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর (যক্ষ্মা-চিঃ)। (৩) প্লীহায় কাকজন্ম—কাকজন্মের কাণ্ডে, সৈন্ধবলবণ ও তিস্তিড়ী মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা প্লীহাদেবে প্রশস্ত। (৪) দশনক্রিমিপাতনার্থে কাকজন্ম—কাকজন্মের মূল চর্বনপূর্বক ক্রিমিতন্মিত দস্তোপরি স্থাপন করিলে দস্তগত ক্রিমি পতিত হয় (দস্তরোগ-চিঃ)। (৫) শ্বেতপ্রদরে কাকজন্ম—শ্বেতপ্রদর শাস্তির জন্য কাকজন্মের মূলকঙ্ক, তণ্ডুলোদকের সহিত সেবা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস জলে দিলে জমিয়া যায়।

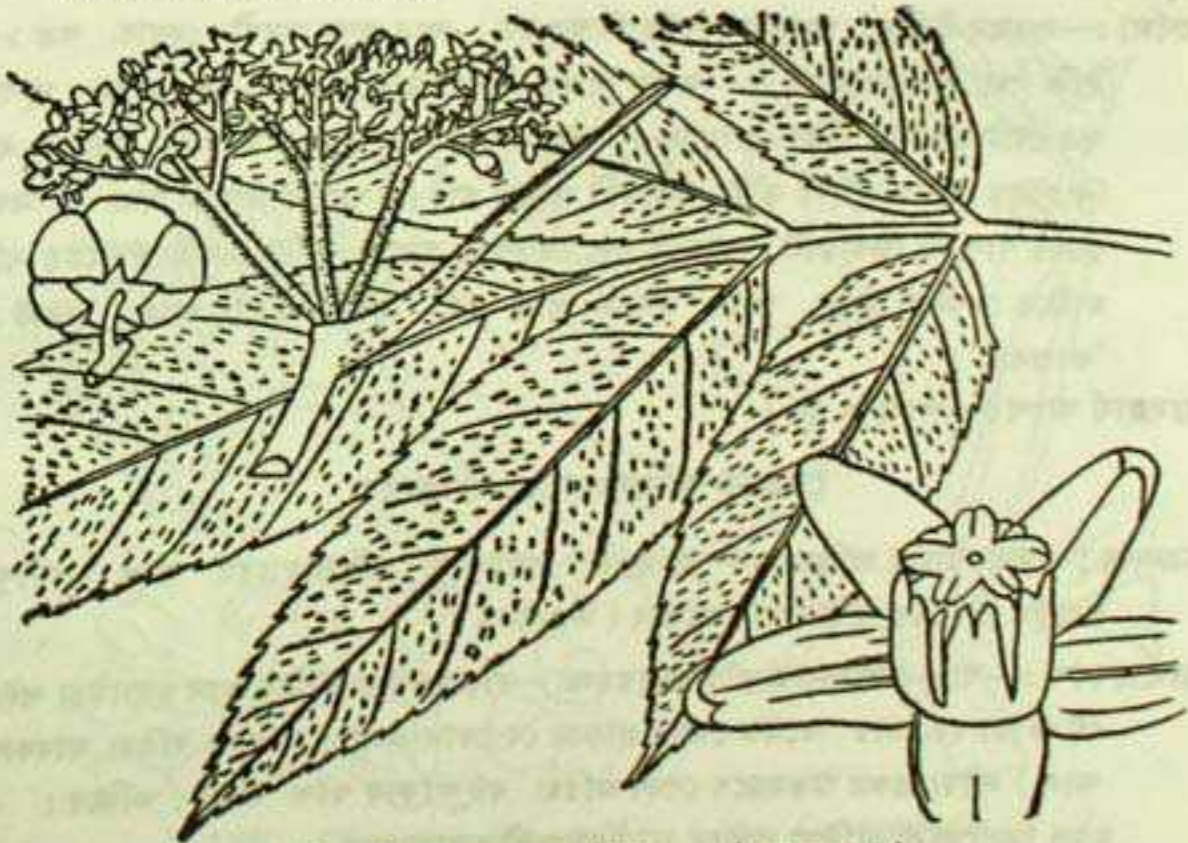
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং কাণ্ড—সকোচক এবং পিচ্ছিলতাগুণসম্পন্ন।

মস্তব্য—চরক 'দশেমানিতে কাকজন্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌত্রক আয়ুর্ধাদিবর্ণে শালগ্রাম পঠিত হইয়াছে। রাজবল্লভে কাকজন্মের গুণ বিবৃত হয় নাই।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 258.

Ref.—F. B. I. i., 668 ; B.P., i. 340 ; Roxb., F. L., i. 655 ; Prain., H.H., 189 ; Voigt. H.S., 30.



138. *Leea aquata* Linn. (কাকজন্ম)

Genus—CISSUS Linn.

139. C. quadrangularis Linn. (হাড়জোড়া)

ভাষানুসারী নাম :—অহিসংহার—সংস্কৃত ; হাড়জোড়া—বাংলা ; হাড়জোড়—হিন্দী ;
নল্লেক, হুল্লেক—কটিগে—তেলেগু ; পিরাওই—কন্নি—তামিল ; পিরাণ্টা—মালয় ; তরধারী
—গুজরাট ; ত্রিধারী—মহারাষ্ট্র ; নাল্লেক—তেলেগু ; হরশঙ্কর—বোম্বে ।

এস্থিমানস্বিসংহারী বজ্রালী বাস্থিশৃঙ্খলা ।

অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতপ্লেগ্নহরোহস্থিমুক্ ॥

উষ্ণঃ সরঃ ত্রিমিশ্রস্ত দুর্নাম্নোহকিরোগজিৎ ।

রুদ্ধঃ আবুলঘূর্ণশ্চ পাচনঃ পিত্তলঃ শ্বতঃ ।

ভাবপ্রকাশঃ । শুভ্রচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—এস্থিমান, অহিসংহারী, বজ্রালী, অস্থিশৃঙ্খলা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—অহিসংহার—বাতপ্লেগ্ননাশক । ভয়ানকসংযোজক (হাড় ভাঙিলে জোড়া
লাগায়) । ইহা উষ্ণবীর্য, সারক, ত্রিমি, অর্শ, এবং চক্ষুরোগনাশক । রুদ্ধ
শ্বাস, লঘুপাক, বৃদ্ধ, পাচক এবং পিত্তজনক ।

অবস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বনে জঙ্গলে দেখা যায় ; হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক
গার্ডেন, (শিবপুর) ও নিকটবর্তী স্থানে বহু পরিমাণে পাওয়া যায় ।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কখন কখন পত্রহীন দেখায়, পত্র ১-১½
ইঞ্চি লম্বা, স্থলপিণ্ডাকৃতি, ৩-৫ অংশে বিভক্ত, কিনারাগুলি করাভের মত কর্তিত । পুষ্পগুচ্ছ
ক্ষুদ্র বোটার থাকে, চিকণ লোমযুক্ত । ফল গোলাকার, লালবর্ণ ও রসাল, মটরের মত ।
সিংহলের লোকে ইহার ডাঁটা তরকারী করিয়া খায় । গাছের আঁকড়ী লম্বা ও নরম ।
ফুলের পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, খেতবর্ণ । লতার ডাঁটা একটি গাঁইটের সহিত
মাটিতে কেলিয়া দিলে, তাহা হইতে গাছ হয়, এইজন্য ইহার আর একটি নাম
'কাওবলী' ।

ব্যবহার্য অংশ :—শাখা ও পত্র ।

বৈদ্যকে অস্থিসংহারের ব্যবহার ।

চক্রদন্ত :—ভয়রোগে অহিসংহার—সম্বিকৃত অস্থিভঙ্গে, অহিসংহারের কাণ্ড পেষণপূর্বক
গব্যদুগ্ধ ও দুগ্ধের সহিত পান করিবে (ভয়-চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ :—বায়ু-প্রশমনার্থ অস্থিসংহারমজ্জা—হাড়জোড়ার ডাঁটার ছাল ছাড়াইয়া লইবে,
এই ডাঁটা ধুত, তার অর্ধেক খোসা ছাড়ান যে কোন কলার (বাতহর বলিয়া মানকলাই
ভাল) লইয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটলুকার বটক প্রস্তুত করিবে । এই
বটক তিলতৈলে ভাজিয়া খাইবে । ইহা অতীব বায়ুনাশক ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—তামিল-দেশীয় কবিরাভেরা ইহার পত্র ও নবম ভাঁটা গুঁড়া করিয়া অন্ন ও পাকযন্ত্রের পীড়ায় প্রয়োগ করে। মাত্রা ২ জুপল, দিবসে ২ বার সেব্য (Ainslie)। কাণ্ডের রস কর্ণের পূজা নিবারক ও অনিয়মিত কৃত্রিমাবে প্রদত্ত হয়। কাণ্ড অগ্নিতে কলসাইয়া ২ তোলা রস, ২ তোলা গব্যদুগ্ধ, ১ তোলা গোপীচন্দন ও অন্ন পরিমাণ চিনি সহ দিবসে ২ বার সেব্য (Dymock)।

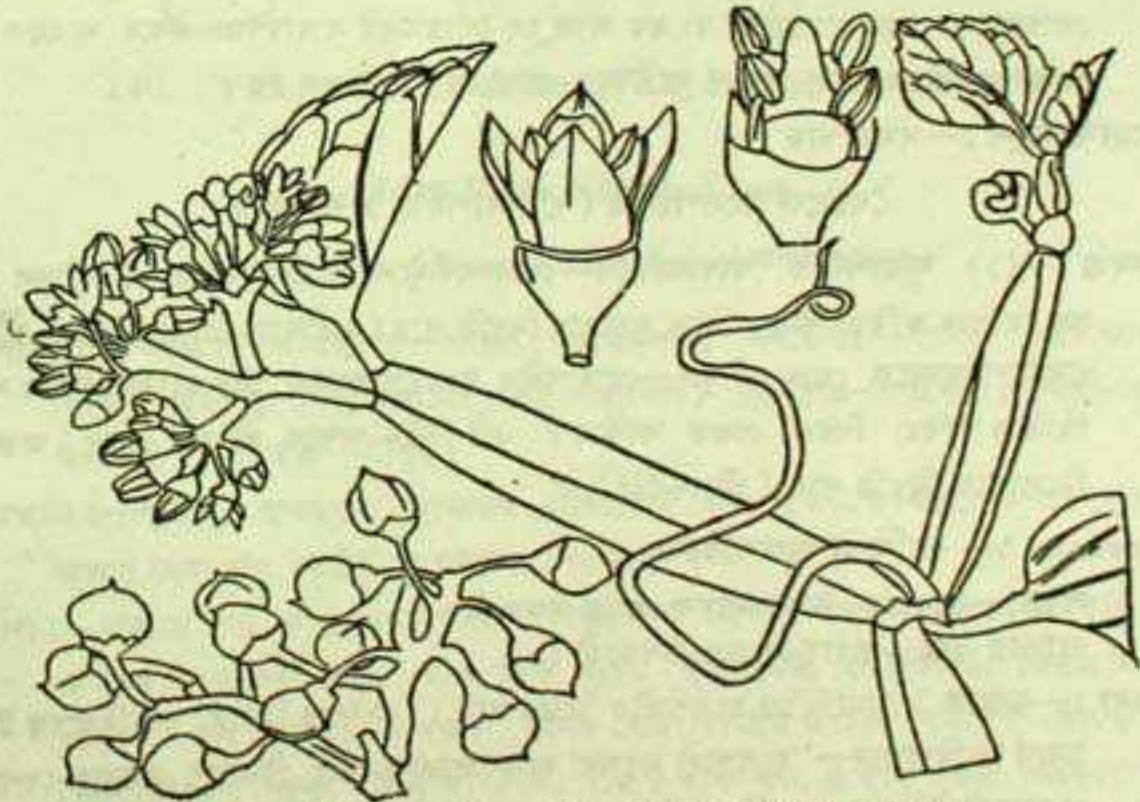
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা ও কচিগাছ—রসায়ন, অম্লক্ষীপক, গুঁড়া করিয়া ব্যবহারে ক্ষতস্থানের উপকারী।
কাণ্ডের রস—অনিয়মিত কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক বোগে (পুষ্টির অভাবজনিত বোগে) উপকারী।
কাণ্ড—অস্থিভঙ্গে আত্মস্থায়ী ব্যবহার এবং ভগ্নস্থানে প্রলেপে উপকারী। গুঁড়া করিয়া ব্যবহারে “বাসবোগে” উপকারী।

মন্তব্য : চরক, রাজনিঘণ্টু ও ধর্মসুত্রীয়নিঘণ্টুতে অস্থিসংহারের নামোন্মেষ দৃষ্ট হয় না।
সুত্রান্তোক্ত ভগ্নবোগ চিকিৎসায় অস্থিসংহারের নাম নাই।

Fig.—Wight. I. C. t. 51 ; Rheede, Hort. Mal., vii. t. 14 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 246.

Ref.—F. B. I., i. 645 ; B.P. I., 338 ; Watt. vi, Pt. I. 256 ; Roxb., F. L., i. 407 ; Dymock. Pharm. Ind., i. 362 ; Prain, H. H., 188 ; Voigt, H. S., 27.



139. *Cissus quadrangularis* Linn. (হাড়জোড়া)

140. V. pedata (Vahl-ex Wall) Gagnep. (গোয়ালে লতা)

ভাষাসুসারী নাম :—হংসপাদী, গোধাপদী—সংস্কৃত ; গোয়ালে লতা—বাংলা ; এমেলুক, মন্দুল—তেলেগু ; হংসপদী গোব্দপদ্ভেল—মহারাষ্ট্র ; মোদিয়া-ওয়েল—সিংড়ম ; গোয়ালিয়া লতা—গোড় ; হংসরাজ—গুজরাট ; কুট পিরাণাই—তামিল ; গুয়াতিটি—তেলেগু ।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা ।

হংসপাদী গুরুঃ শীতা হস্তি রক্তবিষত্রণান্ ।

বিসর্প দাহাতীসার-লুতাভুতাগ্নিরোহিণী ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—হংসপাদী—গুরুপাক, শীতবীর্ষ, রক্তদোষ বিষদোষ এবং ত্রণনাশক । বিসর্প, দাহ, অতিসার, লুতা বিষদোষ, ভূতাবেশ এবং অগ্নিরোহিনীরোগ বিনাশক ।

অঙ্গস্থান :—ছোটনাগপুর, উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ, হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার সকল স্থানে প্রচুর দেখা যায় ।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, পাতা কোমল, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায় । শিকড় বক্র । পত্র ৭টি পত্রিকায় বিভক্ত । পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাতার কিনারা কতিত । পুষ্পদণ্ড পাতার ডাঁটার সমান । ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, উহাতে দৈর্ঘ্য ধূসরবর্ণ লোম আছে । ফল ৪টি বীজবিশিষ্ট, টে ইঞ্চি, গোলাকার, ধারের দিকে চেন্টা, শ্বেতবর্ণ । গোয়ালে লতা সাধারণতঃ ছই প্রকার—ছোট গোয়ালে ও বড় গোয়ালে । বড় গোয়ালে বা ছয় আঙ্গুলে গোয়ালেই সাধারণতঃ ঐক্যে ব্যবহৃত হয় । আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও অক্টোবর-জানুয়ারী মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ।

বৈজ্ঞকে হংসপাদীর (গোধাপদীর) ব্যবহার ।

চক্রদন্ত :—(১) মূত্রাঘাতে গোধাপদীমূল—গোধাপদীমূলের কাথে গব্যদুগ্ধ, তিলতৈল এবং ছত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (মূত্রাঘাত-চিঃ) । (২) শ্লীপদ-কোপোথ্বজ্বরে গোধাপদীমূল—গোধাপদীর মূল পেয়ণপূর্বক পিষ্ট-মাষকলাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে । এই পিষ্টক ভক্ষণে শ্লীপদ (গোদ) জ্বর অব নিঃসংশয়ে নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ-চিঃ) ।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—সন্ধোচক, উত্তাপনাশক, ঘায়ে উপকারী ।

পাতার রস—জ্বরাদি প্রদাহে উপকারী ।

মন্তব্য :—চরকে 'দশেমানি'তে হংসপাদীর উল্লেখ নাই । শৌক্লত বিদ্যারী গছাদিগণের টীকায় উল্লেখ লিখিয়াছেন—“হংসপাদী মধুশ্রবা হংসপাদাকার পত্রা পীতপুষ্প জলযুক্ত-দেশজাতা হংসপদাই ইতিলোকে প্রসিদ্ধা ।” আমরা পর্ববর্তী আচার্যগণের দৃষ্টান্তানুসারে হংসপাদী

শব্দ গোদাপদীর পর্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। ছোট গোয়ালের লতার—ভাঁটার লাত বা কুমড়ার মত শুষ্ক আছে। পাতায় নাল আছে। কোড়া কার্কাঙ্কল প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। পাতার স্বাদ তিক্ত কষায়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., vii. t. 10 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 253.

Ref.—F. B.L., i. 661 ; B.P., i. 339 ; Roxb., F.L. i. 413 ; Prain ; H. H., 189.



140. *Vitis pedata* (Vah-ex.-Wall) Gaguep. (গোয়ালে লতা)

141. *Vitis trifolia* Linn.

Cayratia Carnosa Gagnep. (আমললতা)

ভাষানুসারী নাম :—আমলাপর্ণ—সংস্কৃত ; আমললতা, শর্পকেশর—বাংলা ; আমলবেল—হিন্দি ; টুমন্স, মেঙ্ঘেষ্তানি চেডু—তামিল ; কুকড়িবি—তেলেগু ; অঘট-বেল—মহারাষ্ট্র ; সৌরভল্লি—মালয়।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, হুমায়ুন, ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণার, বন জঙ্গলে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

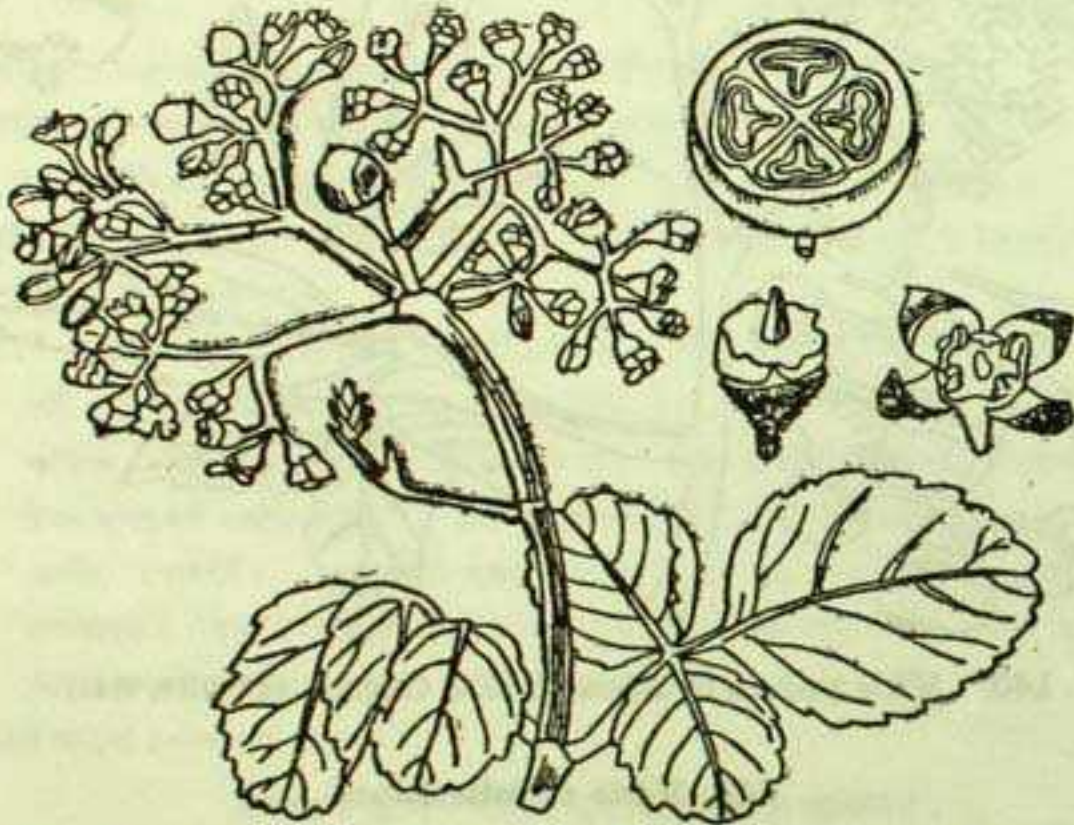
বর্ণনা :—লতানে গাছ, কাণ্ড নরম, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, মৃদু লোমযুক্ত, আঁকড়ি লম্বা ও নরম। পত্রিকা ৩টি, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, কিনারায় দাঁত আছে। ফুল বেতবর্ণ ও বড়। ফুলের বোটা পাতার ভাঁটার সমান। ফল ৬ ইঞ্চি, গোলাকার, শাঁসযুক্ত, ২টি বীজবিশিষ্ট। বীজ ৬ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, ত্রিকোণাকার। এপ্রিল-মেস্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গরুর কাঁধের ঘায়ে ইহার পাতার পুন্টিস্ দেয় (Elliot)। শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া আশ্রাম হয়। হিন্দিতে ইহার শিকড়কে "কামরাজ" বলে। ইহা ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii. t. 9 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 252.

Ref.—F.B.I., i. 654 ; F.I., i. 409 ; B.P., i. 338 ; Prain, H.H., 189 ; Voigt. H.S., 28.



141. *Vitis trifolia* Linn. *cayratia carnosagagnep*. (আমললতা)

Genus—VITIS Linn.

142. *V. Vinifera* Linn. (আঙ্গুর)

ভাষানুসারী নাম :—ড্রাক্স—সংস্কৃত ; আঙ্গুর—বাংলা ; আঙ্গুর, ড্রাক্স, দ্রাক্স—হিন্দি ; ড্রাক্স—বোম্বে ; ড্রাক্স—মহারাষ্ট্র ; ড্রাক্স—গুজরাট ; কোজিমুনডাই, কড়িমন্ডিব—তামিল ; ড্রাক্সপু, ড্রাক্স-চেঙ্কু, গোস্তানি—তেলেগু ; ড্রাক্স—কানপুর ; বুয়ান্দুর—মালয় ; সব্বি-সি—ব্রহ্মদেশ ; মেউজ—আরব ; আঙ্গুর—পারস্য ; কিস্মিস, আঙ্গুর—গোড়।

ড্রাক্ষা চারুফলা কৃষ্ণা প্রিয়াল। তাপসপ্রিয়া ।
 শুষ্কফলা রসাল। চ জেয়াহমৃতফলা চ সা ॥
 ড্রাক্ষাহতিমধুরাহয়া চ শীতা পিত্তাস্তিদাহজিৎ ।
 মূত্রদোষহরা রুচ্যা বৃদ্ধা সন্তপনী পরা ।

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—ড্রাক্ষা, চারুফলা, কৃষ্ণা, প্রিয়াল, তাপসপ্রিয়া, শুষ্কফলা, রসাল, অমৃতফলা,
 —এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—ড্রাক্ষা অতিমধুর অম্লরস, শীতবীৰ্য, পিত্তরোগ ও দাহ নিবারক । মূত্রদোষনাশক
 রুচিকারক, রসায়ন ও পুষ্টিকারক ।

জন্মস্থানঃ—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে । উত্তর পশ্চিম ভারতে
 চাষ হয় । বঙ্গদেশে বাগানে রোপণ করে, হগলী হাওড়ায় বাগানে কদাচ দেখা
 যায় ।

বর্ণনাঃ—শক্ত লতা, আঁকড়ী লম্বা, পাকান । পত্রের উপরদিক্ লোমযুক্ত, বসন্তকালে পাতা
 পড়িয়া যায় । পাতার আকৃতি দেখিতে করলা উচ্চের পাতার স্তায় । পত্রের গোড়ার
 দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫ ভাগে বিভক্ত ; কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত, পাতার মধ্যাংশ ৪-৫
 ছোড়া । ফুল সবুজবর্ণ, সৌগন্ধময়, লতার অগ্রভাগে মুকুল হয় । ফলে ৩-৫টি বীজ
 হয় । ড্রাক্ষা ৪ প্রকার (১) আন্দুর (২) ক্ষুদ্র ড্রাক্ষা বা কিস্মিস্ (৩) কপিল
 ড্রাক্ষা, বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ ড্রাক্ষা (৪) গোস্তুকী ড্রাক্ষা, মনাক্ষা (Raisins) । ফেব্রুয়ারী
 হইতে জুন মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হয় । শীতপ্রধান দেশে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল
 হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল, আঙ্গুর ও পত্র ।

বৈজ্ঞকে ড্রাক্ষার ব্যবহার ।

মূত্রশ্রুতঃ—মূত্ররোধক উদাবর্ন্তে ড্রাক্ষা—যাহার মূত্রবেগধারণ জন্ত উদাবর্ন্ত হইয়াছে তাহাকে
 ড্রাক্ষা কাথ পান করাইবে (উঃ ৫৫ অঃ) ।

বাগ্ভটঃ—(১) মনাত্যয়ের পিপাসায় ড্রাক্ষা—ত্ববিতমদাতার রোগীর বাতপিত্তাদিক্য
 থাকিলে তাহাকে শীতল ড্রাক্ষা কাথ পান করাইবে—ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুরান্নবস্ত্রযোগে
 সংযুক্ত ছাগমাংস বৃষ সহ ভোজন করিতে বলিবে (চিঃ ৭ অঃ) । (২) মূত্রকৃচ্ছ্রে
 ড্রাক্ষা—ড্রাক্ষা পেয়ণ পূর্বক বাসি জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ
 প্রশমিত হয় (চিঃ ১১ অঃ) ।

চক্রদন্তঃ—রক্তপিত্তে ড্রাক্ষা—দশ বৎসরের পুরান দ্বত ৪ সের, ১ সের পিষ্ট ড্রাক্ষা এবং
 ১৬ সের জলের সহিত যথাবিধি মূহ অগ্নিতে পাক করিবে । এই দ্বত রক্তপিত্ত
 কামলাদির পক্ষে হিতকর (রক্তপিত্ত-চিঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহা শাস্তিকর ও বিবেচক, ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে ।

মুসলমান বৈজ্ঞানিক আক্ষাৰ্কে পাচক ও বক্ত পৰিষ্কাৰক বুলিয়া উল্লেখ কৰেন। আঙ্গুর লতাৰ ছাই মূত্ৰাশয়ৰ পাথুৰী-নিবাৰক ও অৰ্শৰোগ নাশক। অপক আঙ্গুৰেৰ বস ধাৰক। কঠিত লতাৰ বস চৰ্মৰোগ ও চক্ষুৰোগেৰ ঔষধৰূপে ইউৰোপে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুৰেৰ সববৎ প্ৰিষ্টকৰ, ইহা জ্বৰেৰ প্ৰকোপ কমাইয়া দেয়। ইহা অগ্নিবোগ, উদৰাময়, বক্ত-আমাশয় ও শোথ নিবাৰক (Moodeen Sheriff)। শুষ্ক আঙ্গুৰ (কিস্মিস্) শান্তিকৰ, মুহুৰিবেচক, পিপাসা নিবাৰক। ইহা সৰ্দি, শ্বস্মভঙ্গ ও ক্ষয়ৰোগে হিতকৰ (Dutt, Hindu Mat. Medica)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপৰিচয়—

কচি কচি ডালেৰ ছেঁচাৰস—চৰ্মৰোগে উপকাৰী।

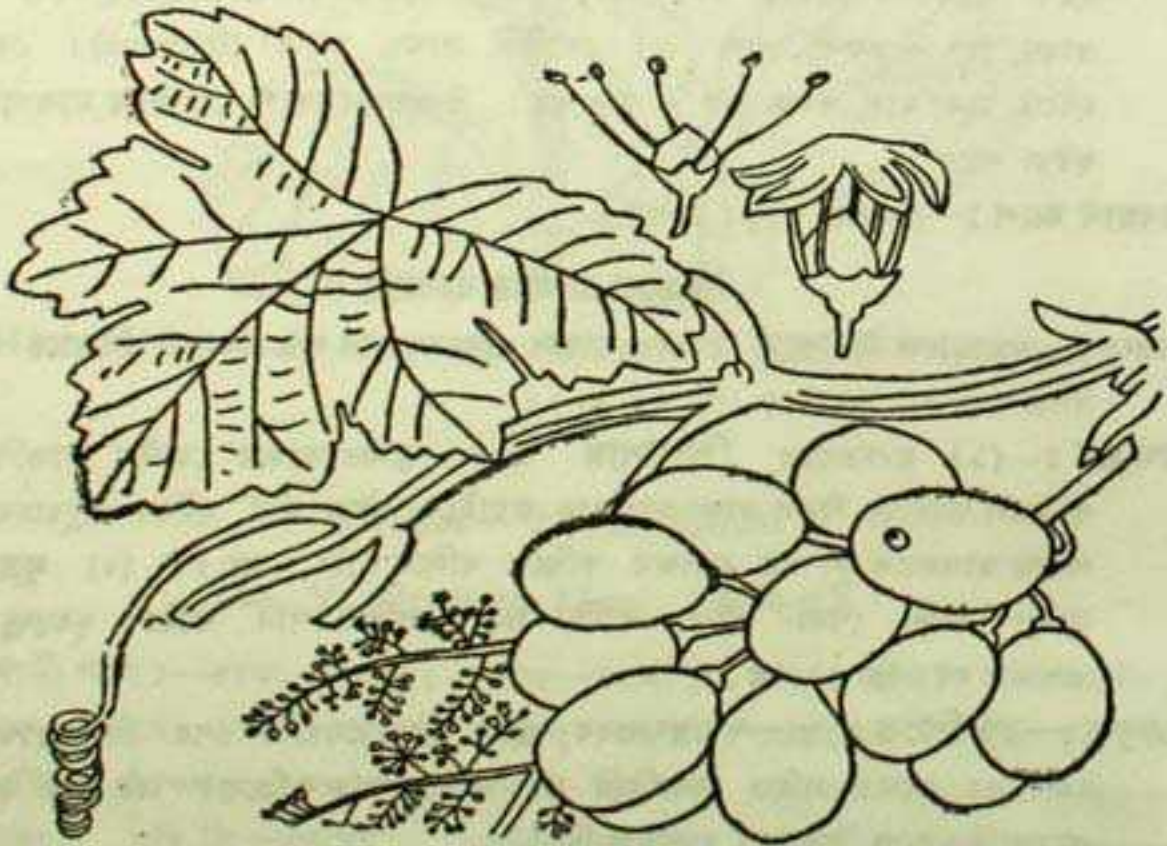
পাতা—সঙ্কোচক, উদৰাময়ে উপকাৰী।

অপক ফলেৰ বস—সঙ্কোচক, গলাৰ ক্ষতে উপকাৰী।

শুষ্ক ফল—প্ৰিষ্টকাৰক, বলকাৰী, হুমিষ্ট, বিবেচক; পিপাসায়, শৰীৰেৰ উত্তাপে, কাসিতে, গলা ভাঙ্গায়, পৰিপাকে এবং যে কোন প্ৰকাৰ ক্ষয়ৰোগে উপকাৰী।

Fig.—Lamarck, III., i. t. 145 ; Benth & Trim., Md. Pl., t. 66.

Ref.—F. B. I., i. 652 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 357 ; Brandis, For, Fl., 98 ; Voigt., H. S., 29.



142. *Vitis vinifera* Linn. (আঙ্গুৰ)

XXXVI SAPINDACEAE.

Genus—CARDIOSPERMUM Linn.

143. C. halicacabum Linn. (লতাফটুকী)

ভাষানুসারী নাম :—তেজোবতী—সংস্কৃত ; লয়াফটুকী—বাংলা ; কাণফোটা, কাহুমর্দানিকা—হিন্দি ; কঙ্গুগী-দোনি—কর্ণাট ; লতাফটুকী—গৌড় ; মুজকোটম—তামিল ; বুডুক্কর, বেজুডু ভোগে—তেলেগু ।

তেজোবতী বছরসা কনকপ্রভাহুয়া
 তীক্ষ্ণা সুবর্ণনকুলী লবণাশ্রিতীপ্তা ।
 তেজস্বিনী সুরলতাশ্রিতফলাশ্রিতগর্ভা
 শ্রাৎকঙ্গুণী তদমু শৈলসুতা সুরতৈলা ॥
 সুবেগা বায়সী তীত্রা কাকাতী বায়সাদনী ।
 গীলতা শ্রীফলী সৌম্যা ব্রাহ্মী লবণকিংশুকা ॥
 পারাবত-পদী পীতা পীততৈলা যশস্বিনী ।
 মেধ্যা মেধাবিনী ধীরা শ্রাদেকত্রিশদাহবরা ॥

দাহপ্রদা দীপনকৃৎ চ মেধ্যা প্রজ্ঞাঞ্চ পুষ্কাতি তথা তেজোবতী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—তেজোবতী, বছরসা কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণনকুলী, লবণা, অশ্রিতীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা, অশ্রিতফলা, অশ্রিতগর্ভা, কঙ্গুগী, শৈলসুতা সুরতৈলা, সুবেগা, বায়সী তীত্রা, কাকাতী, বায়সাদনী, গীলতা, শ্রীফলী, সৌম্যা, ব্রাহ্মী, লবণকিংশুকা, পারাবত-পদী, পীতা, পীততৈলা, যশস্বিনী, মেধ্যা, মেধাবিনী, ধীরা—এই একত্রিশটি নাম ।

গুণপর্যায় :—তেজোবতী—দাহকারক, অগ্নিদীপক, মেধাকারক (স্মৃতিশক্তিবর্ধক), প্রজ্ঞাকারক (প্রত্যাশ্রয়মতিকারক) পুষ্টিকারক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ; উত্তম পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত স্থানে, বঙ্গদেশে, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী জেলার বহু পণ্ডিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ ; কখন কখন অধিকদিন জীবিত থাকে । শাখা নত, তিনটি ডোরা দেওয়া ; পত্রিকা গভীরভাবে কতিত ; পত্রদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, ফুল ছোট, খেতবর্ণ, টে ইঞ্চি । ফুলের বহির্বাস ৪টি, বাহিরে ২টি থাকে, ভিতরের গুলি ছোট । পাপড়ি ৪টি জোড়া জোড়া । পুংকেশর ৮টি, পৃথক পৃথক থাকে । গর্ভাশয়ে ৮টি প্রকোষ্ঠ আছে । ফল ছোট, ১-১½ ইঞ্চি, অবনত বোটার থাকে, প্রায় বৎসরের সকল সময়েই হয় । বীজ গোলাকার, ১-১½ ইঞ্চি, স্থূললোমযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল খেতবর্ণ । শীতের সময় ব্যতীত অল্প সব সময়ে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও বীজ ।

মূলপ্রস্থানশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় মুহু বিরেচক, বমনকারক ও উদরাময় নিবারক । বাত, দ্রাব্যবিক দোষল্যা ও অর্শে ইহার ব্যবহার আছে । পত্র কতু-নাশ রোগের ঔষধরূপে বর্ণিত আছে । পাতার রস, Impure Carbonate of potash

(Sarica), বচের শিকড়, পিয়াশাল পাতার রস (Terminalia tomentosa) প্রত্যেক সমপরিমাণ, বটিকা ছুঁড়ের সহিত ব্যবহার্য। মাত্রা ১ ড্রাম, প্রত্যহ তিনবার ৩ দিন খাইতে হয় (ভাবপ্রকাশ)। পাতার রস কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণবেদনা ও কানের পূঁজ আরাম হয়। ইহার এই গুণ আছে বলিয়া হিন্দিতে কর্ণফুটি ও বজ্জায়ায় কর্ণফোটা বলে। মালাবার দেশে ইহার পাতার রস ফুসফুস্‌ঘটিত রোগে ব্যবহার করে (Rheede)। পাতার রস ২ চামচ পরিমাণ বেড়ির তৈলের সহিত দিবসে ৩ বার সেবন করিলে এবং পত্র পেষণ করিয়া স্থানীয় প্রলেপে বাত আরাম হয় (Ainslie)। এই ঔষধটি পাকযন্ত্রের উপর কাজ করে এবং ৪৫ বার দান্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Moodeen Sheriff)। সমগ্র গাছ পচাইয়া শক্ত আঁচিলে প্রয়োগ করিলে উহা বসিরা যায় (Drury)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

গাছ—বাত, শরীরের কোন স্থান শক্ত হইলে তাহাতে এবং সর্পবিষে উপকারী।

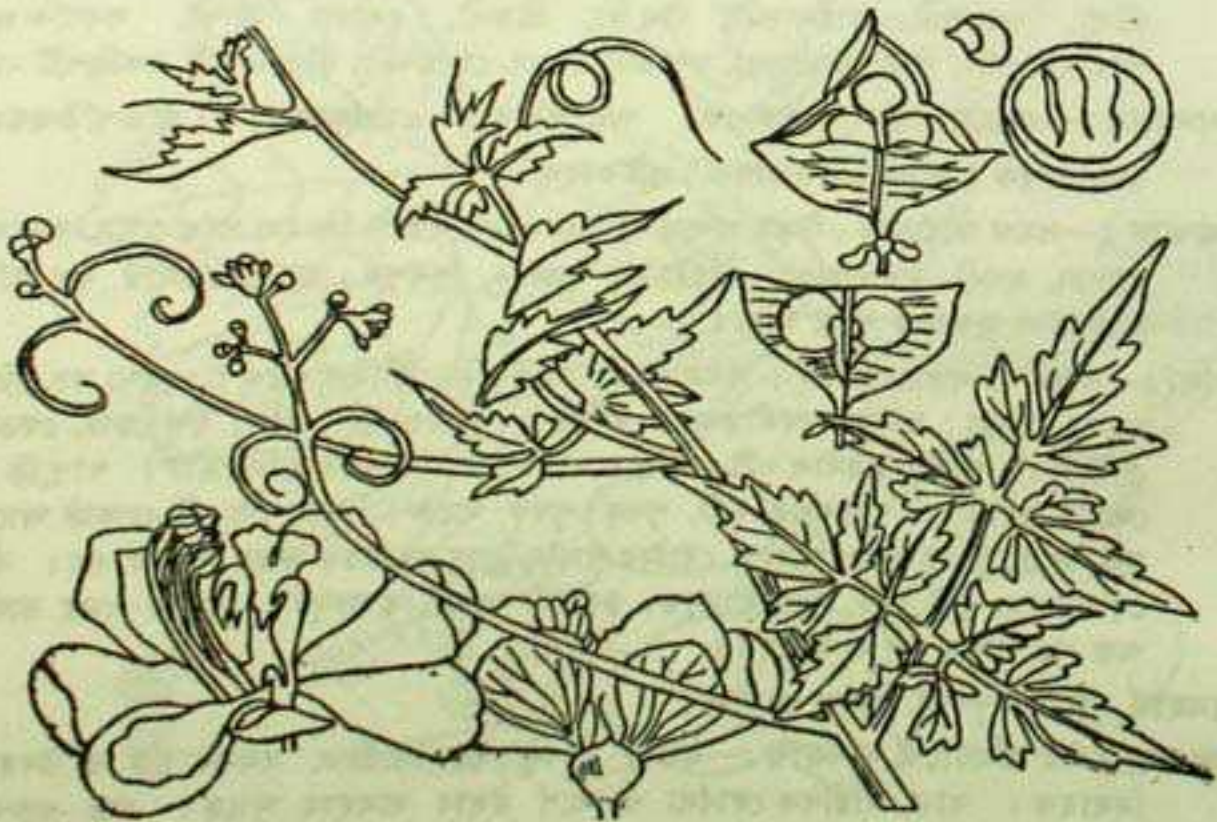
মূল—ঘর্ষকারক, প্রস্রাবকারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক, বিরেচক, ঋতুস্রাবকারক, চুলকানি দ্বারা চর্মের রক্তাক্তকারক। বাত, কটিলু এবং স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারী।

পত্র—বাত প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হয়।

পত্রের রস—কানের যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig.—Ic. Pl. Asiat., iv. t. 599 ; Bot. Mag., t., 1049 ; Rheede, Hort. Mal., viii. 24 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 259.

Ref.—F. B. I., i. 670 ; B. P., i. 342 ; Roxb., F. I., ii, 292 ; Dymock, Pharm. Ind., i. 366.



143. *Cardiospermum halicacabum* Linn. (লতাফটকী)

Genus—SCHLEICHERA Willd.

144. *S. trijuga* Willd. (কুহুম)

ভাষানুসারী নাম :—কুহুম—বাংলা ; কুহুম, গৌসম—হিন্দি ; বাক—সাঁওতাল ; কুম্—উড়িয়া ; অমুমর-কোচম্, কোসম্—বোম্বে ; কুহুম—মহারাষ্ট্র ; পাতা, পু—তামিল ; পু, বোটজ—তেলেগু ; চকোট—কানপুর ; কয়েং-মক্—ব্রহ্মদেশ ; লম্—পালাব ।

অঙ্গস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যভারত, বর্মা, কর্ণাট, পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ এই গাছ জন্মে ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

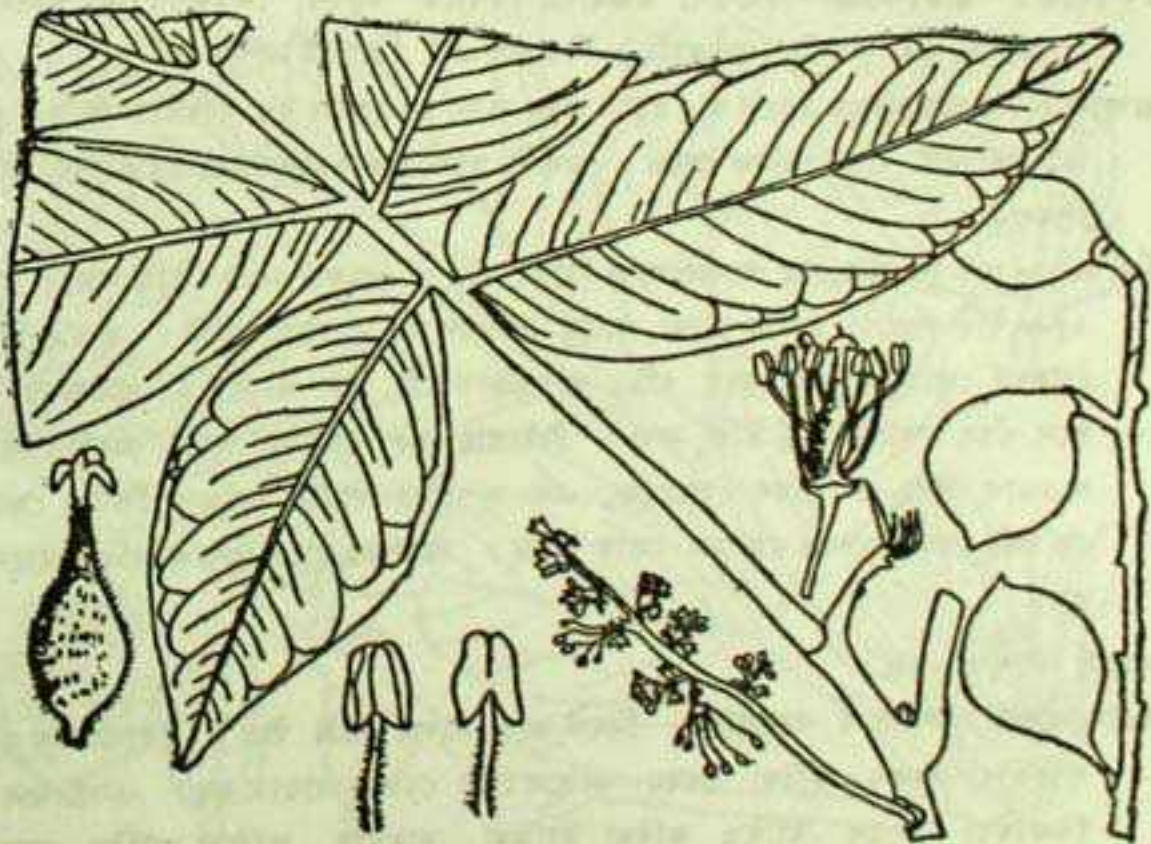
বর্ণনা :—বড় গাছ, বসন্তের প্রারম্ভে নূতন পত্র জন্মে । এই গাছে গালা পোকা জন্মে । ছাল ঝুঁ ইকি, ধূসরবর্ণ, কাঠ শক্ত, ভিতরের কাঠ ঝেং লালবর্ণ । পত্রদণ্ড ৮-১১ ইকি, পত্রিকা ১-১০ ইকি লম্বা, ৩-১১ ইকি চওড়া, নিয়ের পাতা ছোট । পুষ্পদণ্ড ছোট ছোট শাখায় হয়, ২-৪ ইকি লম্বা, ফুল ছোট এবং সবুজের আভাযুক্ত, কখনও ঝেং পীতবর্ণ । সাধারণতঃ পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে । ফল ৪-১ ইকি লম্বা, শাঁস আছে, লোকে খায় । বীজ গোলাকার, ৪ ইকি লম্বা, ৩ ইকি চওড়া, লালবর্ণ । ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং এপ্রিল ও মে মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও তৈল ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছাল ধারক ; দেশীয় লোকেরা ইহার বীজ তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে পাচড়া আঁরাম করে । সাঁওতালেরা ইহার ছাল কোমর ও পৃষ্ঠের বেদনায় প্রয়োগ করে (Roxburg) ।

Fig.—Bedd, Fl. Sylv., t. 119 ; Brandis, Fl. Sylv., 105, t. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 962.

Ref.—F.B.I., i. 681 ; B.P. i. 345 ; Roxb., F.I. ii. 277 ; Watt. vi. Pt. II, 48.



144. *Schleicheria trijuga* Willd. (কুহুম)

Genus—SAPINDUS Linn.

145. *S. emarginatus* Vahl (বড়রিঠা)

S. trifolius Hiern (in part) Linn.

ভাষানুসারী নাম :—অরিষ্ট, ফেনিলা—সংস্কৃত ; বড়রিঠা—বাংলা ; রিঠা—হিন্দি ; বিখা—
বোম্বে ; বীঠা—মহারাষ্ট্র ; অরিঠাল—কর্ণাট ; বড়বীঠা—গোড় ; অরিঠন, অরিঠ—
গুজরাট ; শোমানকোটই, শুক্তি—তামিল ; কুড় কয়ালু—তেলেগু ; অরিষ্ট—মালয় ;
রিঠা—আবহ ; বিন্দি-কিন্দি—পারস্ত ।

রীঠাকরজকঙ্কড়া গুচ্ছলো গুচ্ছপুষ্পকঃ ।

রীঠা গুচ্ছফলোহরিঠো মজল্যঃ কুন্ডবীজকঃ ।

প্রকীর্ষ্যঃ সোমবজ্জ ফেনিলো রুদ্রসংজ্ঞকঃ ॥

রীঠাকরজস্তিক্তোফঃ কটুঃ স্নিগ্ধস্ত বাতজিৎ ।

কফঃ কুষ্ঠকণ্ঠতি বিষবিষোটনাশনঃ ॥

রাজনিষটুঃ । প্রস্তম্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—রীঠাকরজ, গুচ্ছল, গুচ্ছপুষ্পক, বীঠা, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মজল্য, কুন্ডবীজক,
প্রকীর্ষ্য, সোমবজ্জ, ফেনিল, রুদ্রসংজ্ঞক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—রীঠাকরজ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্ষ্য, বিপাকে কটুরস, স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, বাতনাশক,
কফনাশক, কুষ্ঠ, কণ্ঠতি (চুলকানি), বিষদোষ এবং বিষোটনাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুরে প্রায়ই চাষ হয় । কখন কখন বনজঙ্গলে বহু পরিমাণে জন্মে । দক্ষিণ
ভারতে এই গাছ অধিক জন্মে । হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন,
শিবপুর ।

বর্ণনা :—২৫১০ ফুট উচ্চ, বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গাছ । পত্রদণ্ড ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা
১২-৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম । বোটা ছোট । ফুল ঠু-ঠু ইঞ্চি,
বেতবর্ণ, লোমবৃদ্ধ । বহির্ভাগ ৫টি ; পাপড়ি ৪-৫টি, সূক্ষ্ম ও লম্বা । পুংকেশর ৮টি ।
ফলে শাঁস আছে, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা । রিঠাগাছ দুই বকমের আছে, একটির পাতার
অগ্রভাগ লম্বা ও চিকণ লোমবৃদ্ধ, এবং অপরটির পাতার অগ্রভাগ কিকিৎ মোটা ও
ভৌতা এবং নিম্নদেশে কোমল লোম আছে । ডিসেম্বর মাসে ফুল ও এপ্রিল মাসে ফল
হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ।

মূলপ্রস্তম্বাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—নিষটুকার বলেন রিঠা উগ্র । ইহার ফল ৪ গ্রেণ
পরিমাণ সরবৎ করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয় । একটি ফল জলে
ভিজাইয়া শাঁস বাহির করিয়া ছাকিয়া ব্যবহার করিলে সর্পবিষ, কলেরা ও
উদরাময় আরাম হয় । ফলের গুড়া ৪ গ্রেণ পরিমাণ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে

সকল প্রকারের দুর্জা আরাম হয়। ইহার দুই মানসিক বিকৃতি ও হিষ্টিরিয়া আরাম করে। বিঠা বাটিয়া তিনিগারের সহিত স্থানীয় গ্রন্থেপে মিলে সর্পকামন বিষ ও পালপলা ফুলা আরাম হয়। ইহার বীজের শাঁস বস্তুর খাড়া যোনিদেশে প্রবেশ করাইয়া মিলে প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করিয়া প্রসব করাইয়া দেয় এবং ক্ষতনাশ রোগ আরাম করে (Dymock)। ইহার শাঁস ইলিকাকুয়ানার সমান। বিঠা হাঁপানি দমন করে ও দেশীয় বৈদ্যরা হিষ্টিরিয়া রোগে প্রয়োগ করে। বিঠা ভিজান জল কয়েক কোটা দুর্জা সময়ে নাকে মিলে সর্পি বাহির হইয়া দুর্জা আরাম হয়, ৩৫ কোটার অধিক দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন ফল কার্যকারক নহে (Moodeen Sheriff)। বিঠা ভারতের মধ্যে একটি সত্তা বমনকারক ঔষধ। বিঠা, বাত ও গেষ্টে বাতে দিতকর, বমনকারক, জিহ্বোদ্যনাশক ও গর্ভপাতকর (ভাবপ্রকাশ)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—বসায়ন, বিজিহ্বোদ্যনাশক; অকাসর প্রয়োগে প্রেম্যানিদ্যারক, বমনকারক, বিবেচন। অপস্মার, খাস, শ্বাসরোগ, মস্তিষ্ক রোগে উপকারী। বাহু প্রয়োগে ইহা বক্ত পরিষ্কারক এবং মংস্ত বিষ।

Fig.—Roxb., Ic, t. 1235 ; Bedd. Fl. Sylv. t. 154 ; Rheede, Hort. Mal. iv. 43, t. 19 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.

Ref.—F. B. I., i. 682 ; B. P., i. 344 ; Watt., vi. Pt. ii. 468 ; Roxb., F. I. 278 ; Voigt., H. S., 93.



145. *Sapindus trifolius* Hiern Linn. (বড়বিঠা)

146. *S. mukorossi* Gaertn. (ছোটরিঠা)

ভাষানুসারী নাম :—ফেনিল, অরিঠ—সংস্কৃত ; ছোটরিঠা—বাংলা ; রিঠ, অরিঠ, দোদন—
হিন্দি ; ইট্ট—উড়িয়া ; রিঠ, কন্মবু—বোম্বে ।

অরিষ্টকস্ত্র মাজল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোহৰ্ধসাধনঃ ।

রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গৰ্ভপাতনঃ ॥

অরিষ্টক ত্রিদোষয়ো গ্রহজিদ্গৰ্ভপাতনঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । বটাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—অরিষ্টক, মাজল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অৰ্ধসাধন (প্রয়োজন সাধক), রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল, গৰ্ভপাতন—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—অরিষ্টক—ত্রিদোষনাশক, গ্রহপ্রশমন ও গৰ্ভপাতন ।

জন্মস্থান :—উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ, কুমায়ুন, শ্রীহট্ট ও আসাম ; হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণায়, বাগানে রোপণ করা হয় ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বড় গাছ, দেখিতে সুন্দর । পত্রদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি, দণ্ডের দুই দিকে পত্র হয় । অগ্র-
ভাগে একটু ঘনভাবে পত্র জন্মে । পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২ ১/২ ইঞ্চি চওড়া, ছোট
বোটার থাকে । ফুল শ্বেতবর্ণ কিম্বা বেগুনে । পুংকেশর ৮-১০ টি, ফল শীসযুক্ত । প্রায়
গোলাকার, ১ ১/২ ইঞ্চি । ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ফুল এবং শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও বীজ ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয় (Watt) । বীজ
জলে গুলিয়া অপস্মার রোগীকে দিলে তৎক্ষণাৎ রোগের উপশম হয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—শ্লেষ্মা নিঃসারক । রক্তশুদ্ধতা ও অপস্মারে উপকারী । মৎস্তবিষ ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 268.

Ref.—F. B. I. i. 683 ; B. P., i. 344 ; Roxb., F. L., ii. 280 ; Watt., vi. Pt.
ii. 468 ; Voigt. H. S., 94 ; Prain, H.H., 190.



146. *Sapindus mukorossi* Gaertn. (ছোট রিঠা)

Genus—NEPHELIUM Linn.

147. *N. litchi* camb. (লিচু)

ভাষানুসারী নাম :—লিচু—বাংলা ; লিট্টি—হিন্দি ; লিচি—বোম্বে ; কেইট-মউক—ব্রহ্মদেশ ।

জন্মস্থান :—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ; ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ হয় ; ব্রহ্মদেশ, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—৩০।৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শুঁড়ি সরল । পত্র ৩-৩ ইঞ্চি, পত্রিকা ১২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২-২ ইঞ্চি চওড়া । বোটা ১২-১৮ ইঞ্চি । ফুলের মুকুল কোমল ও লোমবৃত্ত, সবুজের আভাবুক্ত বেতবর্ণ, ১২-১৮ ইঞ্চি । ফল গুল্লবদ্ধ হয় । একটু লম্বা ও গোলাকার, ব্যাস ১ ইঞ্চি । ফলে বেতবর্ণ শাঁস আছে । ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বিছা, বোলতা প্রভৃতি কামড়াইলে ইহার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—রসায়ন ।

পাতা—পতঙ্গনাশের বিষে উপকারী ।

Fig.—Wight, Ic., t. 43 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 265.

Ref—F. B. I., i. 687 ; B. P., 346 ; i. Roxb, F. L., ii. 267 ; Watt., v. 346 ; Voigt., H. S., 85 ; Prain. H.H., 190.



147. *Nephelium litchi* camb. (লিচু)

148. *N. longana* camb. (আঁশফল)

ভাষাভাষার নাম :—আঁশফল—বাংলা ; উষ-আঁশফল—বোম্বে ; ভোম্ব—মহারাষ্ট্র ; পুডুটি—তামিল ; মলচ্-কোটা—কানপুর ; কেইটু-মন্ড—ব্রহ্মদেশ ।

অবস্থান :—আদি বাসস্থান মালয় উপদ্বীপ । হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয় । পত্রিকা ২-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, বোটা ১-১/২-৩ ইঞ্চি । ফুলের মুকুল কোমল, পীতের আভাযুক্ত বেতবর্ণ । ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে ফুল হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ফল পাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই ফল পুষ্টিকর বলিয়া চীনদেশীয় লোকেরা বর্ণনা করেন । ইহা উদরাময় নিবারণক ও ক্রিমিনাশক (Duthie) ।

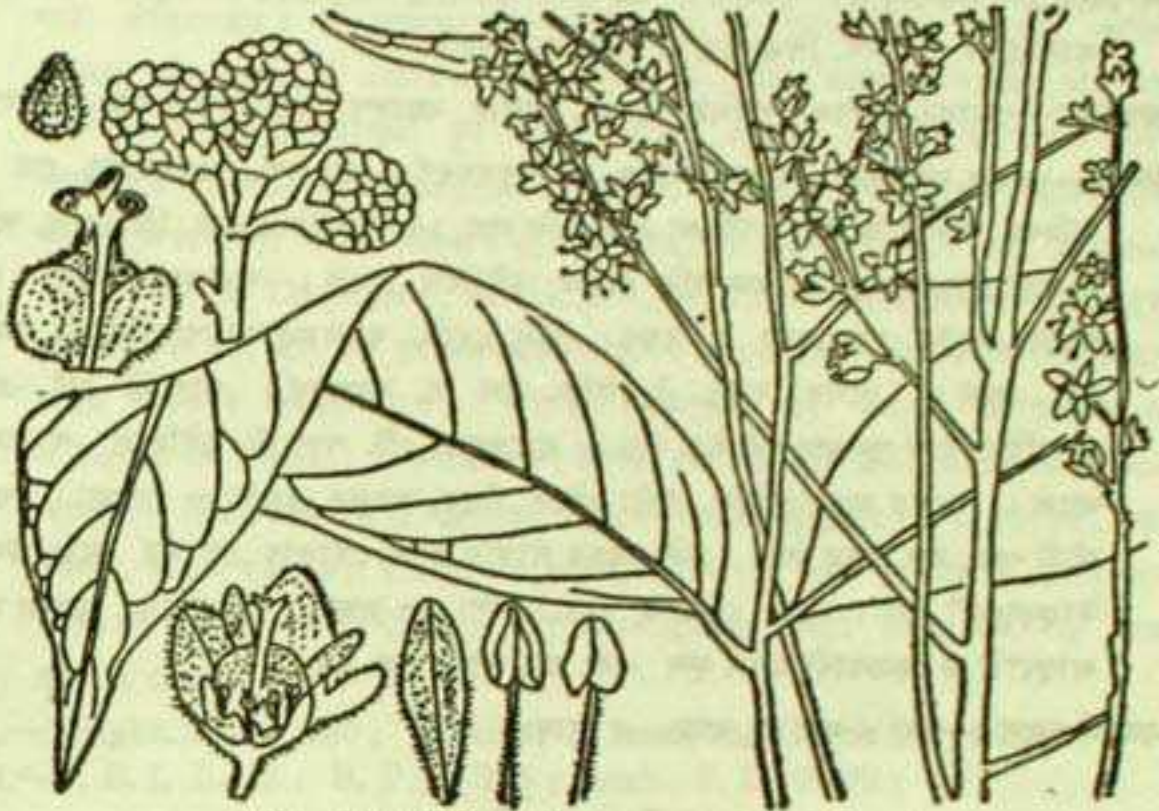
Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ।—

ফল—অরুণোদীপক, ক্রিমিনাশক ।

ফলের খোসা—অবের উত্তাপনাশক ।

শুক ফলের খোসা—চীন ও ইন্দোচীনে ইহা বলকারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

Fig.—Bot. Mag., t. 4096 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 263.
Ref.—F. B. I., i. 688 ; B. P., i. 346 ; Roxb., F. L. ii. 270 ; Prain, H. H., 190.



148. *Nephelium longana* camb. (আঁশফল)

XXXVII. ANACARDIACEAE.

Genus—RHUS Linn.

149. *R. succedanea* Linn. (কাঁকড়াশূঙ্গী)

ভাষানুসারী নাম :—কাঁকড়াশূঙ্গী—সংস্কৃত ; কাঁকড়াশূঙ্গী—বাংলা ; কাঁকড়াশূঙ্গী—হিন্দি ;
কাঁকড়াশূঙ্গী—তামিল ; কাঁকড়াশূঙ্গী—তেলেগু ; কাঁকড়াশূঙ্গী—গুজরাট ; কাঁকড়াশূঙ্গী—
মহারাষ্ট্র ; ককটিশূঙ্গী—কর্ণাট ; কাঁকড়াশূঙ্গী—গোড় ।

শূঙ্গী কুলীশূঙ্গী শ্রীং ঘোষা চ বনমূর্ছজা ।
চন্দ্রা ককটিশূঙ্গী চ মহাঘোষা চ শৃঙ্গিকা ॥
কালিকা চেম্বুখণ্ডা চ লতালী চ বিঘাণিকা ।
চক্রা চ শিখর চৈব ককটাহরা ত্রিপঞ্চমা ॥
তিক্তা ককটিশূঙ্গী তু গুরুকৃৎস্নাহনিলপহা ।
হিঙাভীসারকাসরী শ্বাসপিভ্রাত্রনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টু : । পিঙ্গল্যাদিকর্কঃ ।

নামপর্যায় :—শুলী, কুলীশুলী, ঘোষা, বনমূৰ্ছা, চন্দ্ৰা, কৰ্কটশুলী, মহাঘোষা, শুলিকা, কালিকা, ইন্দুখণ্ডা, লতাজী, বিষাপিকা, চক্ৰা, শিখর, এবং কৰ্কটাহা—এই পনেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—কৰ্কটশুলী—তিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, বায়ুনাশক। হিতা, অতিসার ও কাসনাশক। শ্বাস, পিত্তদোষ, ও রক্তদোষনাশক।

জন্মস্থান :—কুমায়ুন, নেপাল, বাসিয়া পাহাড়, আসাম, বঙ্গদেশ, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—২৫/৩০ ফুট উচ্চ গাছ; গাছের ছাল ধূসরবর্ণ। ডালের অগ্রভাগের পত্র ঘন সন্নিবদ্ধ, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ১২-২২ ইঞ্চি চওড়া, ত্রিভুজাকৃতি, অবনত ও মন্থ লোমযুক্ত। পত্রিকাগুলি দণ্ডের দুইদিকে থাকে। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। পাতার বোটা গোলাকার ও মন্থ। ফুল ছোট, মুকুলদণ্ড বহু শাখাবিশিষ্ট, অনেক ফুল জন্মে। ফুলের ব্যাস ১/২ ইঞ্চি, পীত ও সবুজবর্ণ। পাপড়ি ৫টি, প্রথমে প্রসারিত, পরে পুনরায় গুটাইয়া যায়। পুংকেশর ৫টি, পাপড়ি দুইদিকে ঝাড়াতাবে থাকে। ফলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, বোটা হইতে নিম্নে অবনত, চেপ্টা ও পাতলা। ফলের আঁটি শক্ত, ফল প্রচুর হয়। এই গাছের শাখার উপর পোকায় যে ঘর করে উহাকে কাঁকড়াশুলী বলে। ইহা দেখিতে বৃহৎ, ফাপা ও লম্বা; উপরদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। জাহ্নবী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ফল। মাত্রা—২ আনা।

বৈজ্ঞানিক কাঁকড়াশুলীর ব্যবহার।

চরক :—কফজ্জ্বৰ্মিতে কৰ্কটশুলী—মুখা ও কাঁকড়াশুলী চূর্ণ, সমভাগে একত্র মধুসহ লেহন করিলে, কফজ বমন নিবৃত্তি পায় (চি: ২৩ অ:)।

বাগ্ভট :—রতিবদ্ধনার্থ কৰ্কটশুলী—কাঁকড়াশুলীচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া চিনিমুত হৃদয়ভোজী হইলে, ত্রী সহবাসে বৃদ্ধবৎ সামর্থ্য লাভ হয় (উ: ৪০ অ:)।

বঙ্গসেন :—শিশুর শ্বাসে কৰ্কটশুলী—কাঁকড়াশুলী ও মূলাব বীজচূর্ণ, সমভাগে একত্র মধু ও দুগ্ধসহ, শ্বাসনিবারনার্থ শিশুকে সেবন করাইবে (বালরোগ—চি:)।

মূলপ্রস্তাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস চর্মের উপর Blister দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। কান্দীর দেশে ইহার ফল ক্ষয়রোগে প্রয়োগ করে। কাঁকড়াশুলী বলকারক ও সর্দিনিঃসারক। ইহা ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহৃত হয় (Hindu, Mat; Med.)। মুসলমান বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা উগ্র এবং ফুস্ফুস খণ্ডিত রোগে হিতকর। ইহা বালকদিগের অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, এবং বমন রোগ নিবারক এবং শোথ রোগে বাহ্য প্রলেপস্বরূপ ব্যবহার্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছের উপর নির্মিত পোকায় ঘর—বলকারক, শ্বাসনিঃসারক, কাস, ক্ষয়রোগ এবং

শাসনযোগে উপকারী। শুঁড়া করিয়া ক্ষুতে ভাজিয়া আত্মস্তর প্রয়োগে আমশয়ে উপকারী। সর্পবিষ এবং কাকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক—হিকানিগ্রহণ ও কাসহর বর্ণে এবং পুস্ত্রন্ত কাকোল্যানিগণে ককটশৃঙ্গী পাঠ করিয়াছেন। কাকড়াশৃঙ্গী—কীটকর্ষক উৎপাদিত এই তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, এমন কোন শব্দই নিঘণ্টু কিংবা আকার পাওয়া যায় না। দুই আনা মাত্রায় কাকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ দুধের মাঠার সহিত প্রত্যহ দুইবার সেবনে আমাশয়ে উপকার হয় (Surgeon F. Mc.Cloghay)। কাকড়াশৃঙ্গী ক্ষুতের সহিত অন্ন ভাজিয়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে আমাশয়ে বিশেষ উপকার হয় (Surgeon Major D. R. Thompson, M.D.C.I.E.)। টাপিন জাতীয় দ্রব্যের সহিত ইহাকে সমশ্রেণীভুক্ত বলা চলে। বাতশ্লেষ্মজাতীয় বুকের দোষে, ইহার অন্তর্গত তৈলময় পদার্থের জন্যই উপকার হইয়া থাকে। ইহার বিষনাশক গুণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে (Chopra & Ghosh)। সর্পবিষনাশে ইহার যোগ্যতা নাই (Mhaskar & Caius)। শাসকাস, হিকা, উৰ্দ্ধবাত ও পীনস্বরোগে বিশেষ ফলপ্রসূ মুষ্টিযোগ :—কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কটিকারী এবং বামনহাটী মূলের ছাল, প্রতি চূর্ণ সমপরিমাণে মিশাইয়া ১০ হইতে ১১ তোলা মাত্রায় গরম জল সহ প্রত্যহ দুইবার সেবা।

Fig.—Wight. I.c., t. 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 272.

Ref.—F. B. I, ii. 12 ; B. P., i. 355 ; Roxb., F. L, ii. 98 ;



149. Rhus succedanea Linn. (কাকড়াশৃঙ্গী)

Genus—PISTACIA Linn.

150. *P. integerrima* Stewart. (কাঁকড়াশূঙ্গী)

ভাষাভাসারী নাম :—ককটশূঙ্গী—সংস্কৃত ; কাঁকড়াশূঙ্গী—বাংলা ; কাকা—পাঞ্জাব ; ককর—কান্দীষ ; ককর—পারস্ত ; কাকরা—গজরাট ; ককট-শূঙ্গী—মালয় ; কাকরা—কুমায়ুন ।

জন্মস্থান :—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সলিমান পর্বত শ্রেণীর নিকটবর্তী স্থান, পেশোয়ার, কুমায়ুন, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—মাকারি গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ । কাঠ শক্ত । পত্র ৬-২ ইঞ্চি । নূতন পাতা লালবর্ণ । পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প বিভিন্ন । পুংপুষ্প ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ঘন লোমযুক্ত । পুংকেশর ৫-৭টি ; গর্ভকেশর ছোট, ইহার মস্তক বড় ও লালবর্ণ । স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি ৪টি । ফল ঠু ইঞ্চি, বক্র ও কোমল লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ । স্ত্রীপুষ্পের বোটা ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ফাঁক ফাঁক স্থাপিত । গাছের পাতায় যে ঘর হয় উহা ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা । ইহার Gall শক্ত, ফাঁপা ও কৃষ্ণবর্ণ । অক্টোবর মাসে পত্র এবং পত্রবৃন্তের উপর পোকায় ঘরগুলি জন্মে । মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছের উপর নির্মিত পোকায় ঘর (Gall) ।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা বলকারক এবং সর্দি, ক্ষয়রোগ, হাঁপানি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ২০ গ্রেণ । মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহা অগ্নিনিবারক এবং উদরাময় রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক এবং সর্বাঙ্গীন শোথে হিতকর । ইহার ফলকে পাঞ্জাবের বাজারে বোধ হয় 'সুমাক' (Sumak) বলিয়া থাকে । ইহা পরিপাক শক্তি বর্ধক (Dymock) । Gall এর গুঁড়া ঘুতে ভাজিয়া একটু চিনি সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় নিবারিত হয় (Watt) ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ডালের উপরে কাঁটার মত উদ্ভূত পদার্থ :—সঙ্কোচক, বলবর্ধক । উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী ।

পাতার রস—চামড়ার উপরে ফোঁকা উৎপাদন করে ।

ফল—যক্ষ্মারোগে উপকারী ।

মন্তব্য :—এদেশে এ জাতীয় বনৌষধির ব্যবহার নাই ।

Fig.—Brandis, For. Fl., 112 t.22 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 273.

Ref.—F.B.I., ii, 13 ; Wall. Cat., 8474 ; Royle, Ill., 175.



150. *Pistacia integerrima* Stewart. (কাঁড়শূরী)

Genus—ANACARDIUM Linn.

151. *A. occidentale* Linn. (হিজলী বাদাম)

ভাষাশাস্ত্রী নাম :—হিজলী বাদাম—বাংলা ; কাজু—হিন্দি ; কাজু, কাজু-কলিরা—বোম্বে ; কাজু, কাজু-বি—মহারাষ্ট্র ; কোলামারা, মুণ্ডরি—তামিল ; ফিডি-মামিডি-ভিটু—তেলেগু ।

বাতাদো বাতবৈরী শ্রায়েত্রোপমফলস্তথা ।

বাতাদ উষ্ণঃ স্নিগ্ধো বাতঃ শুক্রকৃৎ গুরুঃ ॥

বাতাদমজ্জা মধুরো রসঃ পিত্তানিলাপহঃ ।

স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃৎস্টে রক্তপিত্তবিকারিণাম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—বাতাদ, বাতবৈরী, নেত্রোপমফল—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—বাতাদ—উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক । বাদামের মজ্জা শীত—মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক । স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য এবং কফকারক । রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর নহে ।

ঔষধস্থান :—উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে চাষ হয়। কখন কখন বনজঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৫-পৰগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। এই গাছ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে টেনাসরিন্, আন্ডামানদ্বীপপুত্র, বম্বে ও দক্ষিণ ভারতে আসে।

বর্ণনা :—চিরসবুল, পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি গাছ। গুঁড়ি বক। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩-৫ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের শিরা ১০ ছোড়া হয়। বোটা ১-২ ইঞ্চি। মুকুল ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, নরম লোমযুক্ত। ফুল ৩ ইঞ্চি, নীতবর্ণ লালের দাগযুক্ত। পুংকেশর ২টি, মোটা মোটা, একটি সর্বাপেক্ষা বড়। ফল ধূসরবর্ণ, মুদ্রাশয়াকৃতি, শুষ্ক ও উজ্জল, ১ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি চওড়া, শীসযুক্ত। গাছের ডাল ফাটা ফাটা, মন্থন নহে। ডাল হইতে একপ্রকার নীতবর্ণ আঠা বাহির হয়। ইহাকে Cashew Gum বলে। ইহা বাবলার গদের জায় ব্যবহৃত হয়। পত্র ও ফুল সৌগন্দ্যযুক্ত ও উগ্র। ফুল ও ফলের সময় মাঠ হইতে মে মাস।

এই গাছ আমেরিকা দেশীয়। পোতুগীজেরা সর্ব প্রথম ভারতে আনয়ন করে। গোয়াতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই গাছের চাষ বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া গাছ বসাইতে হয়। তৃতীয় বৎসর হইতে ফল বাহির হইতে থাকে। বীজের রস হইতে মদ (Spirit) ও ফল হইতে একপ্রকার আলকাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় বাহা নৌকার মাথাইলে পোকা ধরিতে পারে না। বাদাম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাদাম খায়। বাজারে ইহার ফলকে 'কাঙ্গু' বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ ও স্থরাসার।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা হইতে যে আলকাতরা (Tar) প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ২০ ভাগ Anacardic Acid এবং ১০ ভাগ Cardol আছে বলিয়া উহা কুষ্ঠ, বড়কিমি এবং ছুরারোগ্য ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের শীস হইতে যে মদ প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক (Watt)। বীজ পুষ্টিকর ও মৃদু। তৈল বিষনাশক। বাদামের তৈল মৃদুকর ও বাতে হিতকারী। ইহার কাণ্ড হইতে যে আঠা বাহির হয় উহা আমেরিকা দেশীয় দপ্তরীয়া পুস্তকের পাতায় উই প্রভৃতি পোকা-নাকড়ের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করে।

ছালের কাথ ধারক। গাছের ফোঁড়া উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। একখণ্ড বগ্রে ইহার তৈল মাথাইয়া কুক বসাইয়া দিলে ১১০ ঘণ্টার মধ্যে ফোঁড়া উঠে। বাদামের তৈল বহন কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই বাদাম গোয়া হইতে বোম্বেতে বহু পরিমাণে আমদানী হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ডাল—রসায়ন, সঙ্কোচক।

ছালের Tar (আলকাতরা) —কুষ্ঠরোগে উপকারী। ক্ষতে উপকারী। ফোঁড়া উৎপাদনের শক্তি আছে।

মূল—বিরেচক।

গাছের কাণ্ডের উপরের চট্টা — বগলাবক, খিচ, বেহনানিবারক ।

ফুল — উল্লবাময় নিবারক ।

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 163 ; Rheede, Hort. Mal., iii. t. 54 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 275.

Ref.—F. B. I., ii. 20 ; B.P., i. 354 ; Roxb., F.I., ii. 312.



151. *Anacardium occidentale* Linn. (হিঙ্গলী বাহাম)

Genus—MANGIFERA. Linn.

152. *M. indica*. Linn. (আম্র)

ভাষানুসারী নাম :—আম্র, চূত—সংস্কৃত ; আম্র—বাংলা ; আম, আম্র—হিন্দি ; মম্বম্ব, মাম্বম্ব—তামিল ; আম্রম্ব, মাঝি—তেলেগু ; আম্রম্ব—মালয় ; বালাম্ব—মহারাষ্ট্র ; এলেরমাঝিনকাধি—কর্ণাট ।

আজিঃ কামশরশ্চ তো রসালঃ কামবল্লভঃ ।

কামাজঃ সহকারশ্চ কীরেঠো মাম্ববল্লভঃ ॥

ভূমাজীঠঃ সীদুরসো মম্বলী কোকিলোৎসবঃ ।

বসন্তদূতোহম্বলো মদাচ্যো মম্বখালয়ঃ ॥

মম্ববাসঃ পুন্মনঃ পিকরাগো নৃপপ্রিয়ঃ ।

প্রিয়াম্বুঃ কোকিলাবাসঃ সঃ প্রোক্তজিকরাহবয়ঃ ।

আজিঃ কামায়ম্বসঃ পুন্মজিঃ কণ্ঠাময়গোহ্মিকরশ্চ বালাঃ ।

পিত্ত প্রকোপামিলরক্তদোষপ্রদঃ পট্টবাদিকুচিপ্রদশ্চ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । আজাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—আম্র, কামশর, চূত, বসাল, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, মহকার, কীরেঠে, মাধবজ্ঞম, ভূদ্রাভীষ্ট, সৌধুরস, মধুলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদূত, অন্নফল, মদাঢ়া, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, হুমদন, পিকবাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াধু, কোকিলাবাস এই তেইশটি নাম।

গুণপর্যায় :—কাঁচা আম্র—কষায় অন্নবস, হৃগন্ধি, কঠরোগনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক। পাকা আম্র—পিত্তপ্রকোপক, ও বায়ু বৃদ্ধিকারক, রক্তদোষ উৎপাদক এবং কঠিকর।

জন্মস্থান :—ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থান ও বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বিহার হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ ৬০-৭০ ফুট উচ্চ। পত্র ৮-১১ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে কম, অগ্রভাগ সর। ফুল পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর বিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ১টি বড়, অপর ৪টি ছোট। ফল ২-৬ ইঞ্চি, চেপ্টা, গোল, সবুজবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ। জাহ্নয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ফুল এবং মে হইতে জুলাই পর্যন্ত ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র, ফল, ছাল, ও আঠা।

বৈজ্ঞানিক আম্রের ব্যবহার।

চরক :—(১) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে আম্রাধি—নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে আম্রের কুশির (আঁঠির শাঁস) রসের নস্য লইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) পিত্তজ্বরমানে আম্রপল্লব—আম ও আম্রের পাতার কাথ, শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ্বর মনের নিবৃত্তির জন্য পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

চক্রদত্ত :—রক্তাতিসারে আম্রমূলক—আম্রের ছাল ছাগীহৃদে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিলে রক্তাতিসারের শোণিতক্রতি নিবৃত্তি পায় (অতিদার চিঃ)। (২) ম্লীহায় পকাত্ত—মিষ্ট পাকা আম্রের রস মধুর সহিত ম্লীহারোগীকে পান করাইবে (ম্লীহা-চিঃ)। ইহা বায়ু প্রধান ম্লীহাদরে প্রযোজ্য।

ভাবপ্রকাশ :—(১) মৎস্তভক্ষণজ অজীর্ণে কাঁচা আম—অতিরিক্ত মৎস্তভক্ষণজ অজীর্ণের প্রতীকারার্থে কাঁচা আম সেবা (মঃ খঃ ২য় ভাগঃ)। (২) মাংসভক্ষণজ অজীর্ণে আম্রের অধি—আম্রের আঁঠির শাঁস সেবন করিলে মাংসভক্ষণজ অজীর্ণ প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)। (৩) অতিসারে আম্রমূলক—আম্রের ছালের উপরের স্তর চাচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল গো-দধিতে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিলে অতিসার এবং তজ্জনিত উদরের দাহ ও বেদনা আশু প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন :—(১) পকাতিসারে আম্রপল্লব—আম্রের নবীন পত্র এবং কাঁচা কয়েদু বেলের শাঁস সমভাগে একত্র পেষণপূর্বক তুলোদকের সহিত পান করিবে। ইহা পকাতিসার প্রশমিত করে (অতিসার চিঃ)। (২) শোথে আম্রমূলক—পুনর্বা পত্র ও আম্রমূলক প্রত্যেক ছয়সের এক পোয়া লইয়া কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ৪ সের ঘূর্জিত ঘৃত ঐ কাথসহ যথারীতি পাক করিবে। আম্রের পুনর্বা পত্র এবং আম্র ৪ সের আম্রমূলক, উত্তমরূপে পেষণপূর্বক

১৬ সের জল মিশ্রিত করিয়া এই জল দ্বারা যথাবিধি দ্বিত পুনঃ পাক করিতে হইবে। অতঃপর শেষপাক নির্বাহ করিয়া, এই দ্বিত উপবৃত্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা শোধ, গুল্ম অগ্নিমান্যাদির পক্ষে হিতকর (শোধ-চি:)। (৩) বালকের মুখপাকে আত্মসার—বালকের মুখবিবরে ক্ষত হইলে আত্মের সারবান্ কাষ্ঠচূর্ণ, গৈরিক এবং রসায়ন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ লেপন করিবে (বালরোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আমের আঠা লেবুর রস অথবা তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচডায় দিলে উহা সারিয়া যায় (Ainslie)। আমের আঠা উপদংশ রোগে হিতকর (Murry)। মালাবার দেশে ইহার আঠা, ডিম্বের সাদা অংশ ও অহিফেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)। অপক আত্ম চোখ উঠা, ফোটক এবং শ্রাদাহিক গুটিকা নিবারক। আমের বীজ ইপানি রোগে প্রযোজ্য। আমের আঁটি ও গাছের ছাল দারক এবং উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়। বীজের কাথ আদার রসের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় আরাম হয়।

আত্মের বীজ ক্রিমিনাশক, রক্তার্শ ও স্রীলোকের রক্তস্রাব রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ও আত্ম, গর্ভাশয়, অশ্র এবং পাকস্থলীর রক্তস্রাব রোগে হিতকর (Dymock)। আত্মের ফুল চায়েয় জ্বায় পান করিলে অথবা গুঁড় করিয়া ব্যবহার করিলে প্রদর ও শ্লেষ্মা নিবারণ করে।

আম পাতার ভস্ম অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমের নূতন পত্র শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। আমপাতার খোঁয়া গলা বেগনা নিবারণ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—কাকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

পাকা ফল—বিরেচক, প্রস্রাবকারক, সঙ্কোচক, জ্বরায়ু, ফুসফুস এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রক্ত-মোক্ষণে উপকারী।

অপক ফল—চক্ষুরোগ এবং বিসর্পে উপকারী।

ফলের খোসা—সঙ্কোচক, উত্তেজক, পাক্যন্ত্রের দুর্বলতার রসায়ন।

বীজ—খাসরোগে উপকারী।

আত্মের অশ্মি (আঁটির শাঁস) সঙ্কোচক, রক্তস্রাব, উদরাময় এবং ক্রিমি রোগে উপকারী। ইহার রসের নস্ত লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করে।

ছাল—সঙ্কোচক, জ্বরায়ু রক্তস্রাবে উপকারী। রক্তবমনে এবং যে কোন প্রকার রক্তমোক্ষণে, উদরাময়ে এবং অজ্ঞানত্ব স্বাবে উপকারী।

Fig.—Beddome, Fl. Sylv. t. 162 ; Bot. Mag., t. 4510; Rheede, Hort. Mal., iv. t. 132 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 274.

Ref.—F. B. I., ii. 13 ; Roxb., F. I., i. 641 ; B. P., i. 352 ; Watt, v. P.t. i. 148 ; Voigt H. S., 272.



152. *Mangifera indica* Linn. (আম্র)

Genus—LANNEA ODINA.

153. *O. wodier*. Roxb. (জিওল)

L. coromandelica (Houtt) Merr.

ভাষানুসারী নাম :—জিঙ্গী—সংস্কৃত, জিওল—বাংলা ; জিঙ্গন, কিঙ্গুল—হিন্দি ;
ওটী—মালয় ; ওদি, ওদিয়া মাঝে—তামিল ; ওম্পেল, উদয়মাছ—তেলেগু ।

জিঙ্গী কিজী কিজী স্ননিধ্যাসা প্রমোদিনী ।
জিঙ্গী মধুরা সোফা কযায়া যোনিশোধিনী ॥
কটুকা ত্রণক্লেদগ-বাতাভীসারকৎ পটুঃ ।
তমালঃ শালবদ্ বেজো দাহবিফোটকৎ পুনঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । বটাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—জিহিনী, জিহিনী, জিহী, হুনিয়াসা ও প্রমোদিনী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—জিহিনী মধুর রস। উষ্ণবীৰ্য, বিপাকে কটু কষায় লবণ রস, ঘোনিশোধক। ত্রণ, ছত্রোগ, বাতাতিসার, দাহ ও বিফোট নাশক। ইহা তমাল ও শালের দ্বায় অক্ষান্ত গুণ বিশিষ্ট।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র, বিহার, আসাম, বর্মা, টেনাসারিম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—নরম গাছ, ৪-৫ ফুট উচ্চ। কাণ্ড মোটা, ডাল পল্কা, ছাল মোটা। পাতা ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ৩-৪ ছোড়া, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। পুংপুষ্প নত, স্ত্রীপুষ্প নরম লোমযুক্ত। পাপড়ি দ্বিবং বেগুনে ও সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল লালবর্ণ, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, একটু চেপ্টা। গাছে প্রচুর আঠা আছে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ও এপ্রিল হইতে জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, পাতা, এবং আঁটি।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া Margosa তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে পুরাতন ঘা আরাম হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopoeia অনুসারে ইহার ছালের লোশন তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিলে দাবতীয় ছুট ক্ষত আরাম হয়। ইহার নূতন পাতার রস ৪ আ: পরিমাণ ২ আ: তেঁতুলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে অহিফেনের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অহিফেন সেবন জনিত সংজ্ঞাহীনতা দূর হয়। ছালের কাথ রক্ত আমাশয় জনিত মৌর্খল্য নষ্ট করে (Mooden Sheriff)। বর্মাদেশে ইহার কাথ দাঁতের বেদনায় ব্যবহার করে। মাত্রাজ ও বর্মাদেশে ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীয় ফুলা ও তন্দ্রানিত ঘ্রণায় ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও বাতে হিতকর। জিঙলের আঠা মদ্যসহ পেষণ করিয়া ঘুটস্থানে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়। আঠা বলকারক বলিয়া শুষ্কদাত্তী স্ত্রীলোকেবা খাইয়া থাকে। জিঙলের ছাল উত্তেজক বলিয়া কথিত আছে (R. N. Khory)। ছালের গুঁড়া নিম্নতৈলের সহিত ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

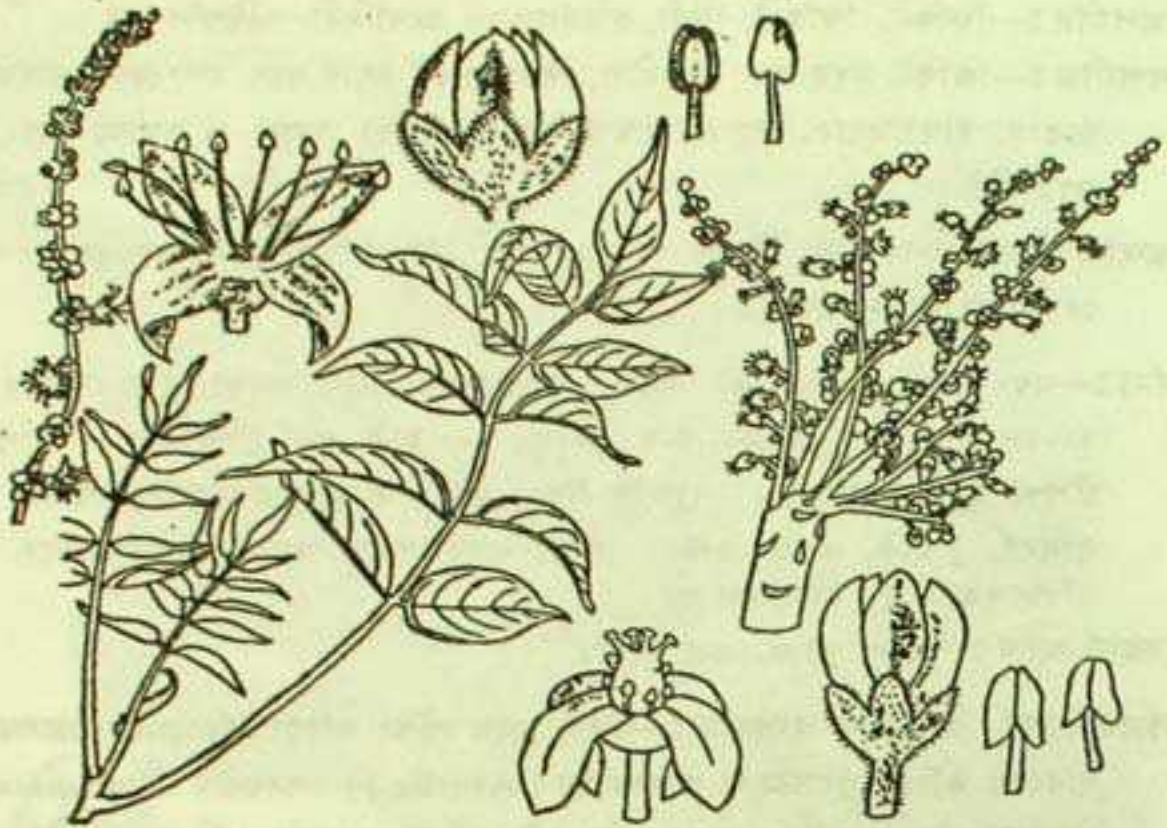
ছাল—সঙ্কোচক, কুষ্ঠ এবং ক্ষতে উপকারী।

পাতা—নিদ্রা করিয়া ব্যবহারে স্থানীয় ফুলা ও ঘ্রণায় উপকারী।

ছালের কাথ—দাঁতের ঘ্রণায় উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 60 ; Beddome, Fl. Sylv., v. t. 123 ; Rheede. Hort. Mal., iv, 32 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 278.

Ref.—F. B. L., ii. 29 ; B. P. i. 354 ; Roxb., F.I. ii. 293 ; Watt, v, Pt. ii, 445 ; Voigt, H. S., 275.



153. *Lannea Odina* Wodier Roxb. (জিওল)

Genus—BUCHANANIA. Roxb.

154- *B. latifolia* Roxb. (চিরঞ্জি)

B. lanzan spreng.

ভাষানুসারী নাম :—প্রিয়াল, চাব, চিরিকা—সংস্কৃত ; চিবঞ্জি, পিয়াল—বাংলা ; পিয়াল, পিয়লা পিয়ার—হিন্দী ; চিয়াউলি—পাঞ্জাব । চাক—উড়িষ্যা ; চাবখী—মহারাষ্ট্র ; চাববীজ—কর্ণাট ; মকম, কাটমা-পারপু, আইমা—তামিল ; চাব, চাক, মোবুলি—তেলেগু ; চাব-দানা—গোড় ।

চারু খড়ুঃ খরস্ককো ললনশ্চারকস্তথা ।

বহুবন্ধঃ প্রিয়ালশ্চ নবজন্তাপসপ্রিয়ঃ ।

স্নেহবীজশ্চোপবটো ভক্ষবীজঃ করেন্দুধা ॥

চারশ্চ চ ফলং পকং বৃহৎ গোষ্ঠ্যাকং গুরু ॥

তদ্বীজং মধুরং বৃহৎ পিত্তদাহার্তিনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আত্মাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয় :—চাব, খড়ু, খরস্ক, ললন, চারক, বহুবন্ধ, প্রিয়াল, নবজ, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, ভক্ষবীজ, করেন্দুধা—এইগুলি নাম ।

গুণপরিচয় :—গন্ধ চার ফল—বৃষ্ণ, মধুর অম্লবস, গুরুপাক ; চারবীজ—মধুরবস, বৃষ্ণ, পিত্তদোষ এবং দাহরোগ নাশক ।

অবস্থান :—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, করমণ্ডল উপকূল, বরদা, অযোধ্যা, কুমায়ুন, বর্মা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—৪.৫ ফুট উচ্চ গাছ, ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ । পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শর, কোমল লোমযুক্ত । পুষ্পমঞ্জরী পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ; পুষ্পমঞ্জরীর উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার দ্যায় । ফুল ৪ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ ; বহির্বাস ৫টি, দীর্ঘতুল্য ; পুংকেশব ১০টি, ফুলের পাণ্ডুর সমান লম্বা । ফল ৪ ইঞ্চি, প্রায় গোলাকার তিন্ত চেষ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ । ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ মাসে ফল হয় । বাদামের দ্যায় এই গাছের ফল বাজারে বহু পরিমাণে বিক্রয় হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, আঠা, শিকড় ও পাতা ।

বৈজ্ঞানিক পিয়ালের ব্যবহার ।

চক্ষুদ্রব্য—রক্তাতিসারে পিয়াপত্র—ছাগীর তুল্য পিয়ালের ছাল প্ৰথমপূর্বক পান করিলে, রক্তাতিসারের রক্তক্ষতি নিবৃত্তিপায় (অতিসার-চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ :—রক্তপিত্তে পিয়াল—কারপরিভাষাহুসারে প্রস্তুত পিয়ালের ফলের কাষ রক্ত-পিত্তজিৎ (মঃ খঃ ২য় ভাঃ) ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু বৈজ্ঞানিকের মতে ফল মিষ্ট এবং ধারক, ইহা জ্বর জনিত গাত্রদাহ এবং পিপাসার শান্তিকর (Dutt) । ইহার আঠা উদরাময় নাশক । বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল গলাফুলা রোগে ব্যবহার হয় (Watt) । মধ্যভাগতে ইহার শিকড় এবং পাতা গুঁড়া করিয়া ঘোলের সহিত উদরাময় রোগে ব্যবহার করে । এই গাছের পাঁচড়া আরাম করিবার শক্তি আছে । বেবায় দেশে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া পাঁচড়ায় দেয় । খ্রীলোকেয়া মুখের দাগ ও মেছেতা নষ্ট করিবার জন্য ইহার তৈল মুখে মাখিয়া থাকে (Agri Ledg, No. 9. 1909) । ইহা ছানার সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন হৃগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজের তৈল—‘এলমও তৈলের’ পরিবর্তে দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয় ।

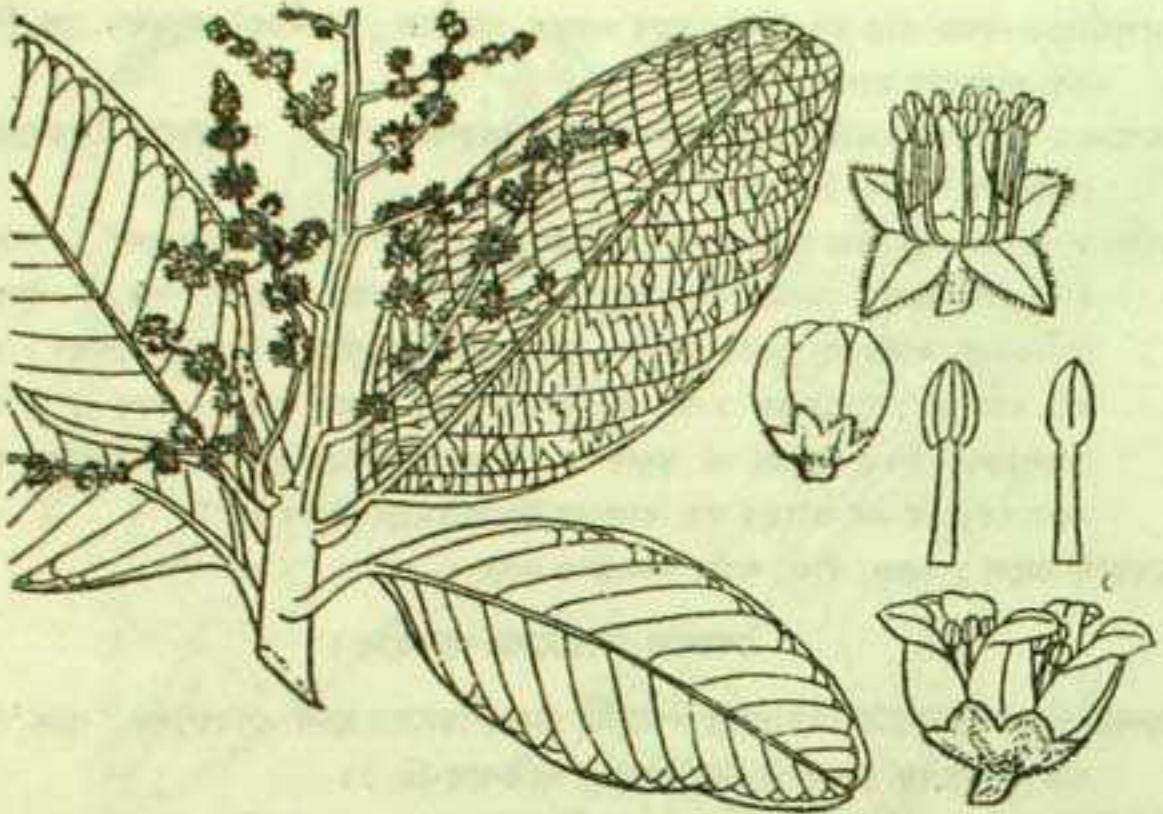
বীজের অম্লি—চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় ।

আঠা—উদরাময়ে উপকারী ।

মন্তব্য :—চরক, বাতরক্তের প্রলেপে পিয়াল ব্যবহার করিয়াছেন । সুশ্রুত গ্রন্থোধ্যািবর্ণে পিয়াল পাঠ করিয়াছেন ।

Fig.—Beddome, Fl. Sylv., t. 165 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 276.

Ref.—F. B. I., ii. 23 ; B.P.i., 351 ; Roxb., F. I., 385 ; Voigt., H. S., 272 ; Brandis, For. Fl., 127.



154. *Buchanania latifolia* Roxb. (চিৰঞ্জি)

Genus—SEMECARPUS Linn.

155. *S. Anacardium* Linn. (ভেলা)

ভাষানুসারী নাম :—ভল্লাতক—সংস্কৃত ; ভেলা—বাংলা ; ভিলাবা—হিন্দি ; ভিলিয়া—
উড়িয়া ; ভিড়িচেট্টু, ভিড়ি-বিটুলু, সেবাং-কোটাই—তামিল ; ভলাটামু, ফিদিবিটুলু-
লণকোটাই—তেলেগু ; ভিলাহর—পারস্য ; কেরবীজ, গোডখী—কর্ণাট ; ভিলবন্—
দাক্ষিণাত্য ; টেম্পাকু—মালয় ।

ভল্লাতকোহপিদং হন স্তপনোহরুদরোহনলঃ ।
ক্রিমিগ্নস্তৈলবীজশ্চ বাতারিঃ ক্ষেটবীজকঃ ॥
পৃথগীজো ধনুর্বীজো ভল্লাতো বীজপাদপঃ ।
বহুব্রতরুদ্রশ্চৈতি বিজ্ঞেয়ঃ ষোড়শাঙ্করঃ ॥
ভল্লাতকঃ কটুস্তিক্ত কষায়োক্ষঃ ক্রিমীপ্লয়েৎ ।
কফবাতোদরানাহ-মেহদুর্নামনাশনঃ ॥
ভল্লাতশ্চ ফলং কষায়মধুরং কোষঃ কফাণ্ডিত্রম-
খাসানাহাবিবদ্ধশূলজঠরাগ্নানক্রিমিধ্বংসনম্ ।
ভল্লাজ্ঞো চ বিশোষদাহশমনী পিত্তাপহা তপ্তনী
বাতারোচকহারি দীপ্তিজননী পিত্তাপহা বজ্রসা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । আজাদিবর্গঃ ।

নামপৰ্যায় :—ভজাতক, অরি, বহন, তপন, অককর, অনল, জিমির, তৈলবীজ, বাতাবি, ফোটবীজক, পুখবীজ, ধহবীজ, ভজাত, বীজপাদন, বহি, বরতক—এই বোলটী নাম।

গুণপৰ্যায় :—ভজাতক—কটু, তিক্ত, কষায় বস, উষ্ণবীৰ্য। ক্ৰিমিনাশক। কফ, বায়ু, উদর আনাহ, মেহ ও অৰ্শোৰোগ নাশক।

ভজাতক ফল—কষায় মধুর বস। উষ্ণবীৰ্য কফনাশক, অম, বাস, আনাহ, বিবদ্ধ, শূল, উদাবাধান (পেটকাপা) এবং ক্ৰিমিনাশক।

ভজাতক মজ্জা—বিশেষ দাহ নাশক, পিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক, বায়ু ও অকৃতি নাশক শীতলজনক।

মজ্জার কাথ—পিত্তনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্ৰদেশ, সিকিম, আসাম, বীৰভূম, হাজাৰিবাগ, কটক, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পৰগণা, বোটানিক গাৰ্ডেন, শিবপুৰ।

বৰ্ণনা :—২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। গাছের ছাল ধূসরবৰ্ণ। ইহাৰ বস কৃষ্ণবৰ্ণ। পাতা বড় ও লম্বা। পাতার অগ্রভাগ সৰু ও মোটা। গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। উপবৃত্তাঙ্গে কোমল লোম এবং নিম্নদিকে স্থল লোম আছে। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫-১২ ইঞ্চি চওড়া। পাতার শিরা ১৬-২৫টি, শক্ত, একটু গোলাকাৰ। বোটা ১-২ ইঞ্চি, গোলাকাৰ। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পধণ্ড পাতার সমান লম্বা। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়, কদাচিৎ একলিঙ্গবিশিষ্ট পুষ্পের সহিত উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট পুষ্প দেখা যায়। ব্যাস ঠু-ঠু ইঞ্চি। পাপড়ি সবুজের আভাসযুক্ত খেতবৰ্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, মন্থ, উজ্জল কৃষ্ণবৰ্ণ ও চেপ্টা। ফলে একটু নাকের মত আছে। ফলে একটি বীজ থাকে। ফল শাঁসযুক্ত, মিষ্ট, পাকিলে যায়। কাঁচা ফলের বস খেতবৰ্ণ, একটু বাতাস লাগিলে কৃষ্ণবৰ্ণ হয়। ফল পাকিলে কৃষ্ণবৰ্ণ ও হরিতাবৰ্ণ হয়। ফল মে ও জুন মাসে হয় এবং ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

বৈজ্ঞানিক ভজাতকের ব্যবহার।

চরক :—রসায়নান্থ ভজাতক ফল—কীটানিধারা অনাক্ষান্ত, পূৰ্ণবস, পূৰ্ণপ্ৰমাণ, পূৰ্ণবীৰ্য, পৰুজমুকফলতুলা কৃষ্ণবৰ্ণ ভজাতকফল জৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্ৰহ করিয়া যববাশি বা মাষবাশিতে স্থাপন করিবে এবং অগ্ৰহায়ণ বা পৌষ মাসে উদ্ধৃত করিয়া প্ৰয়োগ করিবে। বোগী শীত, শিথ, মধুর বস্তু সেবন করিবে। মুখকুহরে দ্রুত লেপন পূৰ্বক, ভজাতক কাথ ছুইয়ের সহিত সেবন করিতে হইবে। কাথ প্ৰস্তুত প্ৰণালী—তৃষ্ণিত ভজাতক যত তাহার ষোড়শাংশ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্ৰথম একটি হইতে আৰম্ভ করিয়া (বোগীর শক্তি অনুসারে) মাত্রা বৃদ্ধি করিবে (চি: ১ অ:)। চরক সহস্ৰ ভজাতক প্ৰয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধুনা ২-১ তোলাই চৰম মাত্রা।

পুত্ৰকৃত :—(১) অৰ্শে ভজাতকফল—ভজাতক চূৰ্ণ শকুমধের (যবাদি চূৰ্ণের নাম শকু, শকু

গব্যদুত মিশ্রিত করিয়া শীতল জলে তরলীকৃত হইলে, শঙ্কুমুখ বলে) সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রযোগে বিনা লবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর (চি: ৬ অ:)। অর্শে ভগ্নাতক বিধান—খণ্ডশুকৃত ভগ্নাতক ফলের শীতল কাথ ও তোলা, যোগী ঘৃতাত্যক্ততালুজিহ্বোষ্ঠ হইয়া প্রাতে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঘৃত ও অন্ন সেবন করিবে (চি: ৬ অ:)। স্নুশ্রুত একটি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি ভগ্নাতক সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। (২) কুষ্ঠে ভগ্নাতক ফল—ভগ্নাতক, হরীতকী ও বিড়ম্বের কাথ কিংবা ভগ্নাতক তৈল সর্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর (চি: ২ অ:)। (৩) বিষসংশ্লিষ্ট অঙ্গনে ভগ্নাতকপুষ্প—ভগ্নাতক পুষ্পের অঙ্গন, বিষদুষ্ট অঙ্গন ব্যবহারদ্বারা অঙ্গনাদি প্রশমিত করে (কল্প: ১ অ:)।

চক্রদন্ত:—(১) কফগুণ্ডে ভগ্নাতকদুত—ভগ্নাতকের কাথ এবং কক দ্বারা পক গব্যদুত শর্করা বোণে রক্তপিত্ত এবং মধুযোগে কফগুণ্ডে সেবা (গুণ-চি:)। (২) কুষ্ঠে ভগ্নাতক ফল—পাঁচটি ভগ্নাতকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, যোগী ঘৃতাত্যক্ততালু হইয়া পান করিবে। (৩) ইন্দ্রলুপ্তে ভগ্নাতকরস—ইন্দ্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুসহ ভগ্নাতকরস লেপন করিবে (সুত্রযোগ-চি:)।

বঙ্গসেন:—গ্রীহোদরে—ভগ্নাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া গ্রীহযোগী সেবন করিবে (উদ্ব-চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহার ফল কটু, উত্তেজক, হৃদয়কারক, অগ্নিনিবারক, চর্মরোগ ও শ্বাসিক দৌর্বল্য নিবারক বলিয়া উক্ত আছে (Dutt)। মুসলমান বৈদ্যেরা—ইহার রস চর্মরোগ, কুষ্ঠরোগ, ও শ্বাসিকরোগে ব্যবহার করেন। অর্শে ইহার বাহুপ্রয়োগ হয় (Dymock)। তেলঙ্গী দেশীয় বৈদ্যেরা ভেলার রস এবং হরিত্রা প্রত্যেক ১ আং, তেঁতুল পাতার রস, নারিকেল তৈলে দিয়া জননদ্বয়ের বোণে ব্যবহার করিতে বলেন (Roxburgh), মাত্রা ১ চামচ দিবসে ২ বার। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ভেলা জননদ্বয়ের বোণ ও কুষ্ঠবোণে মূল্যবান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Ainslie)। ইহার বীজ খোলে ভিজাইয়া সেবন করিলে জ্বিমে নষ্ট হয় ও ইহা হাঁপানি কমাইয়া দেয়। ইহার ১টি ফল প্রদীপের আলোতে গরম করিলে উহা হইতে যে তৈল পতিত হয়, সেই তৈল ১ পোয়া গরম ছুড়ের সহিত ব্যবহার করিলে সর্দি আরাম হয়। ভেলা ছেঁচিয়া জননদ্বয়ে প্রবেশ করাইলে গর্ভস্রাব হয় (Pharm, Ind)। ভেলা, হাঁপানি, উপদংশ, রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত এবং কুষ্ঠরোগ নাশক। ভেলার তৈল বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ভেলার তৈল চুলকানি নাশক, কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে। সূচের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণে লাগাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। ভেলার তৈল একপ্রকার বিষ, অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে (Mooden Sheriff)। ভেলা গোটোবাত ও বাতরোগের অতি উত্তম ঔষধ। ইহা সচরাচর ২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

ভেলার আত্যন্তরিক প্রয়োগে মুখে ঘা হয় বলিয়া দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা বিশ্বাস করেন। এই ঔষধ বাহু বা আত্যন্তরিক প্রয়োগে যদি চর্ম লালবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন অংশ

চুলকাইতে থাকে কিম্বা অশান্তি বোধ হয় তবে ঔষধ প্রয়োগে থাবাপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন আর ব্যবহার করা উচিত নহে।

ভেলার রসে অল্প চূণ মিশাইয়া বে কালি হয় উহা দ্বারা রক্তকেবা কাপড়ে দাগ দেয়।

ঔষধমাত্রায় ভেলা সূক্ষ্ম বুদ্ধিকারক এবং কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক। বীজের শাঁস পুষ্টিকর এবং সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টায়ে বাদামের স্থায় ব্যবহার করে। উহা ক্রিমিনিবারক ও অগ্নিবর্ধক। ভেলা পাকঘরের উত্তেজক।

একটি ভেলা প্রদীপে খরিয়া ১ পোয়া দুধে ফেলিয়া উক্ত দুধ বালকদিগকে পান করাইলে আল-জিহ্বা-বৃদ্ধি ও সর্দি আরাম হয়।

ভেলার বেরিবেরি রোগের দাবতীয় উপসর্গ আরাম হয়। ইহার কাথ দুধ ও ঘূতের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষাঘাত রোগে ইহা বড়ই হিতকর ঔষধ। ভেলা বাদক রোগে ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। ইহা গর্ভাশয়ের চতুর্দিকে শোথরোগ নিবারক। ভেলা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে ও দীতকালে মাত্রা বাড়াইলে সর্দি, বফ এবং বার্কাকাজনিত শুক্রহীনতায় বিশেষ ফলপ্রসূ (H. C. Sen. Ind. Med. Gaz. Mar, 1902)।

শোধন :—ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া দীতল জলে ঘোত করিলে শোধন হয়। কুটীত ভন্নাতক যত পরিমাণ, তাহার ঘোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। মাত্রা ২-১ তোলা।

ভেলাসেবী বৌজসেবন, স্ত্রী সহবাস ও আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। ভেলার শিকড়ের ছালের রস ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ভন্নাতকের মুটি—খেংলাইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করাইলে গর্ভপ্রাব হয়। খাইলে ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুটির তৈল—প্রস্রাবকারক, বাতে এবং কুষ্ঠে বাহ্য প্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

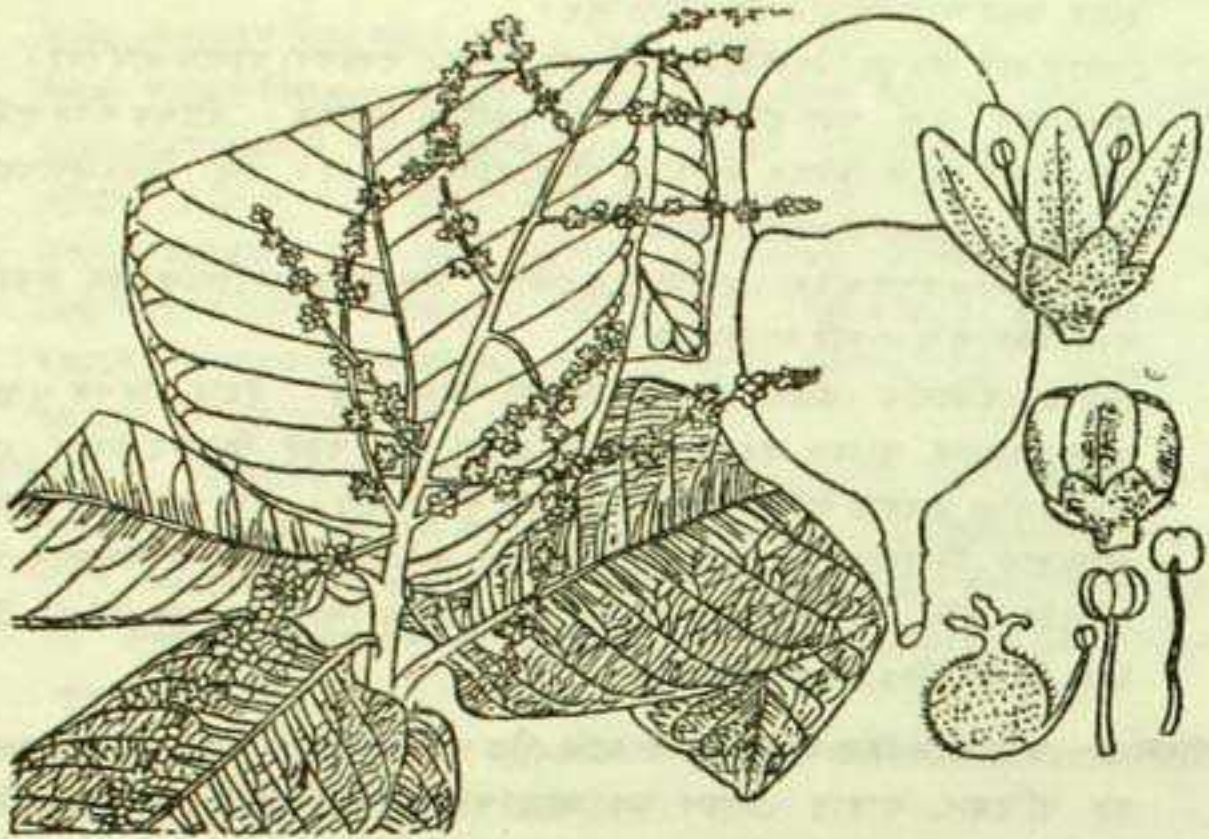
ছালের আঠা—গ্রন্থিশোধ, মূত্রনালী এবং কুষ্ঠের দৃষ্ণায় এবং আয়বিক দৌর্বল্যে উপকারী।

গাছের ছাই—অল্প ঔষধের সহিত মিশাইয়া সর্পবিষে এবং কীকড়া বিছা দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক ভেদনীয়, কুষ্ঠর এবং মূত্রসংগ্রহণবর্ণে ভন্নাতক পাঠ করিয়াছেন। ভন্নাতক তৈলের গুণোন্মেষ প্রসঙ্গে রাজনিঘণ্টকার লিখিয়াছেন “ভূশোফে তিত্তকটুনী তুবরাকম্বরোজ্জবে”

Fig.—Wight., lc, t. 558 ; Beddome, Fl. Syl., t. 166 ; Lamk. III, t. 208 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 279.

Ref.—F. B.I., ii. 30 ; Roxb., Fl Ind., ii. 83 ; B. P., i. 353.



155. *Semecarpus anacardium* Limn. (ডেলা)

Genus—SPONDIAS Linn.

156. *S. mangifera* Willd. (আমড়া)

ভাষানুসারী নাম : আম্রাতক—সংস্কৃত ; আমড়া—বাংলা ; আমড়া, আমবোধ, আমর—
হিন্দি ; আমবুলা—উড়িয়া ; আমবারা—পাঞ্জাব ; আমাডে—মহারাষ্ট্র ; আমড়া—
গোড় ; আমাডেয়কারি—কর্ণাট ; আমবাদ, জলিআম—বোম্বে ; কত্মন্ন—তামিল ;
আমট্টম্, আব্বী—তেলেগু ; মর-বটী-মরয়ন্—পারস্ত ।

আম্রাতকঃ পীতনকঃ কপিচূতোহন্নবাটকঃ ।
শৃঙ্গী কপিরসাত্যন্ত তন্মুক্ষীরঃ কপিপ্রিয়ঃ ॥
আম্রাতকং কস্যাম্রান্নমামকং কণ্ঠহর্ষণম্ ।
পকন্তু মধুরান্নাঢ্যং স্নিগ্ধং পিত্তকফাপহম্ ॥

রাজনিবল্টুঃ । আম্রাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়:—আম্রাতক, পীতনক, কপিচূত, অম্রবাটক, শূদী, কপিবসাতা, তহুকীব, কপিপ্রিয় এইগুলি নাম।

গুণপরিচয়:—আমড়া—কষায় ও অম্রবস, আমনাশক, কঠিনেশের রোগ নিবারক, (কঠিনের পরিষ্কার করে) পাকা আমড়া—মধুর, অম্রবস; শিথিল গুণ সম্পন্ন, পিত্ত ও কফ নিবারক।

অবস্থান:—সমগ্র বঙ্গদেশ, বাগানে চাষ হয় এবং বনজঙ্গলে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর; হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্মী।

বর্ণনা:—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-২ ফুট। বোটা নরম, পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-৪ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জল, শিখা ১-৩, পত্র ফলকের দুই পার্শ্বে সমান্তরাল ভাবে হয়। পুষ্পদণ্ড বড়, শাখাগ্রন্থাখা বিশিষ্ট, বিস্তৃত। পুষ্প ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জলবিশিষ্ট, বহির্ভাগ ৫টি, দীর্ঘমুখ। পাপড়ি লম্বা, সবুজের আভাযুক্ত হেতবর্ণ, পুংকেশর ১০টি, ক্ষুদ্র। ফল ২-২ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, শাঁসযুক্ত, অম্র। বীজ শক্ত, এক একটি হয়। মার্চ মাসে ফুল ও ভিসেম্বর জাভয়ারীতে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—ফল, ছাল, পাতা ও আঠা।

মূল ঔষধাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—শাঁস ধারক ও অম্র। ইহা পৈত্তিক অগ্নিরোগে হিতকর (Dymock)। ছাল শিথিলকর ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর। ইহার পাতার রস কর্ণ বেদনায় হিতকর (Atkinson)। আমড়া-আঠা শিথিলকর। ইহার শাঁসের সাহিত ছুই ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া “বায়োতা” নামক চাইনি প্রস্তুত হয়। আমড়া বন্ধন করিলে বেশ মুখরোচক হয়। বিলাতী আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম *Spondias dulcis* Willd. ইহা আমড়ার সমগুণ বিশিষ্ট তবে উহা দেশী আমড়া অপেক্ষা একটু মিষ্ট। আমড়া রক্ত আমাশয় রোগনাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

ছাল—উত্তাপ নাশক, আমাশয়ে উপকারী, জলের সহিত বাটুরা শিরাগত এবং মাংসগত বাতে উপকারী।

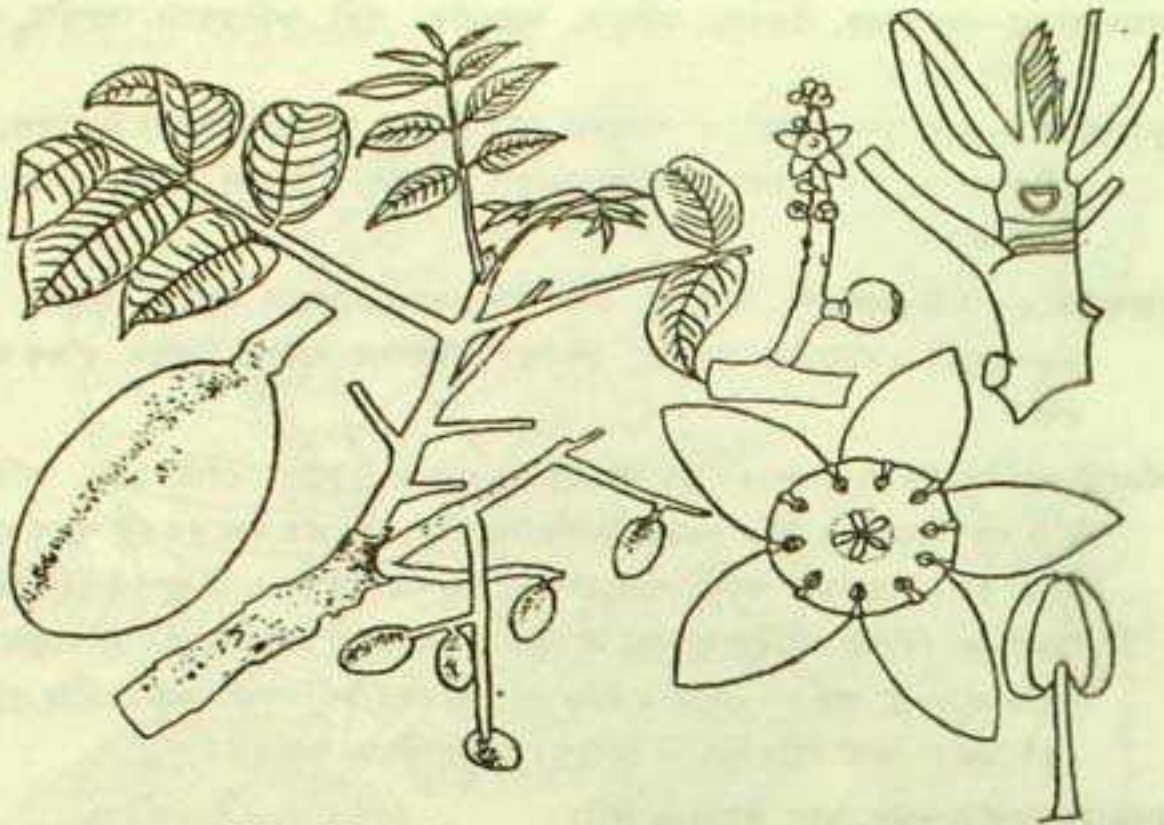
ফল—স্বাভি রোগনাশক।

ফলের শাঁস—সজোচক, উদরাময়ে উপকারী।

পাতার রস—কানের বেদনায় উপকারী।

Fig.—Wight, III. 186, t. 76 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 169 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 50 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 281.

Ref.—F. B. I., ii. 42 ; Roxb., Fl. I., ii. 451 ; B. P., i. 356 ; Prain. H. H., 191.



156. *Spondias mangifera* Willd (আমড়া)

XXXVIII MORINGACEAE.

Genus—*MORINGA* Lamk.

157. *M. pterygosperma* Gaertn (সজিনা)

M. oleifera Lamk.

ভাষানুসারী নাম :—শিগ্রু, শোভাকরন—সংস্কৃত ; সজিনা—বাংলা ; সজনা, শোয়ান্জন—
হিন্দি ; মূনিঘ—উড়িয়া ; সজ, সেগু, পীতসেগুবা—বোম্বে ; সোগতি, অরিসিনবন—
মহাবিনহগি—মহারাষ্ট্র ; মুনগা—কর্ণাট ; মুছেকাকাড়—দাক্ষিণাত্য ; সঙ্গত—
গুজরাট ; মোরঙ্গ—তামিল ; মুঙ্গ—তেলেগু ; মুবিন্ন—মালয় ; দখলোনি—ব্রহ্মদেশ ।

শিগ্রু হ্রিতিশাকঞ্চ শাকপত্রঃ স্পৃপত্রকঃ ।

উপদংশঃ ক্ষমাদংশো জ্যেয়ঃ কোমলপত্রকঃ ।

বহুমূলো দংশমূলস্তীক্ষ্মমূলো দশাহবয়ঃ ॥

শিগ্রুশ্চ কটুতিক্তোক্ষণীক্লে। বাতকফাপহঃ ।

মুখজাড্যহরো রুচ্যো দীপনো ব্রণদোষশূৎ ॥

শিগ্রুপত্রভব শাকং রুচ্যং বাতকফাপহম্ ।

কটুক্ষং দীপনং পথ্যং ক্রিমিঘ্নং পাচনং পরম্ ॥

শোভাজনো নীলশিগ্রুস্তীক্ষ্ণগন্ধো জনপ্রিয়ঃ ।
 সুখামোদঃ কৃষ্ণশিগ্রুশ্চক্ষুশ্চো রুচিরঞ্জনঃ ॥
 শোভাজনস্তীক্ষ্ণকটুঃ শ্বাদুষ্কঃ পিচ্ছিলস্তথা ।
 জস্তবাতাৰ্দ্ধিশূলশ্চক্ষুশ্চো রোচনঃ পরঃ ॥
 শ্বেতশিগ্রুঃ স্তূতীক্ষ্ণঃ শ্ৰাণ্মুখভঙ্গঃ সিতাহ্লয়ঃ ।
 স্তমূলঃ শ্বেতমরিচো রোচনো মধুশিগ্রুকঃ ॥
 শ্বেত শিগ্রুঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ শোফানিলনিকৃন্তনঃ ।
 অঙ্গব্যথাহরো রুচ্যো দীপনো মুখজাড্যমুৎ ॥
 রক্তকো রক্তশিগ্রুঃ শ্ৰাণ্মধুরো বহুলচ্ছদঃ ।
 সুগন্ধকেসরঃ সিংহো মৃগারিষ্ট প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 রক্তশিগ্রুর্মহাবীৰ্য্যো মধুরশ্চ রসায়নঃ ।
 শোফাশ্মান সমীরাৎ-পিত্তশ্লেষ্মাপসারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপরিচয়ঃ—শিগ্রু, হরিতশাক, শাকপত্র, সুপত্রক, উপদংশ, কমাদংশ, কোমলপত্রক, বহুমূল, দংশমূল, তীক্ষ্ণমূল—এই দশটি নাম । শোভাজন, নীলশিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধ, জনপ্রিয়, সুখামোদ, কৃষ্ণশিগ্রু, চক্ষুশ, রুচিরঞ্জন—এইগুলি কৃষ্ণ শিগ্রুর নাম ।
 শ্বেতশিগ্রু, স্তূতীক্ষ্ণ, মুখভঙ্গ, সিতাহ্ল, স্তমূল, শ্বেতমরিচ, রোচন, ও মধুশিগ্রুক এইগুলি শ্বেতশিগ্রুর নাম ।

রক্তক, রক্তশিগ্রু, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধকেসর, সিংহ, মৃগারি এইগুলি রক্তশিগ্রুর নাম ।

গুণপরিচয়ঃ—শিগ্রু—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, বায়ু ও কফ নাশক । মুখের জড়তানাশক, রুচিকর, অগ্র্যাদীপক, এবং ত্রণদোষ নাশক । শিগ্রু পত্রশাক—রুচিকারক, বায়ু ও কফনাশক । কটু রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্র্যাদীপক, পথা, ক্রিমিনাশক, পাচক ।
 শোভাজন—তীক্ষ্ণ, কটুরস, শ্বাদু, উষ্ণবীৰ্য, পিচ্ছিল, ক্রিমিনাশক, বায়ুরোগ ও শূলরোগ নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর ও রোচক ।
 শ্বেতশিগ্রু—কটুরস, তীক্ষ্ণ, শোথ ও বায়ুরোগ নাশক, শরীরের যে কোন অঙ্গের ব্যথা নিবারক । রুচিকারক, অগ্র্যাদীপক মুখরোগনাশক ।
 রক্তশিগ্রু—অতিবীৰ্যশালী, মধুর রস, রসায়ন, শোথ, পেটকাপা বায়ুরোগ, পিত্তশ্লেষ্মা নিবারক ।

জন্মস্থানঃ—ভারতের প্রায় সকল স্থানে চাষ হয় ও জন্মে ।

বর্ণনাঃ—মাকারি গাছ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়, ত্বক ও কাষ্ঠ নরম । পত্র ১-২ ফুট লম্বা, পক্ষাকার, বোটা অবনত । পত্রিকা ৬-২ ছোড়া, ১-১ ইঞ্চি লম্বা, বিপরীত দিকে থাকে । মূলের ডাঁটাগুলি বিস্তৃত, গুল্লবন্ধ ও ২-৩ ইঞ্চি লম্বা । ফুলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, মধুগন্ধযুক্ত । ফুল ঐষৎ সবুজের আভাযুক্ত পীত ও শ্বেতবর্ণ । আর একজাতীয় সজিনা আছে উহার ফুল ঐষৎ লালবর্ণ, উহাকে মধুশিগ্রু বলে । সজিনার ফল ২-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ২টি শিরাবিশিষ্ট, গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ । বীজে ৩টি শিরা থাকে, পক্ষযুক্ত । ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল এবং মার্চ এপ্রিল মাসে ফল হয় । ফল তরকারীতে ব্যবহৃত হয় । সজিনার আর এক জাতি আছে, উহাকে নাজ্জনা বলে । ইহার ফল বৎসরে ২৩ বার জন্মে ।

ব্যবহার্য অংশঃ—ছাল, আঠা, মূল ।

বৈজ্ঞানিক সজিনার ব্যবহার ।

চরক :—(১) শুভার্শে বেতসজিনাপত্র—বেতসজিনার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিবে । অর্শের যন্ত্রণায় কাতর বোগীকে তিলতৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া ঈষদুষ্ণ ঐ কাথে অবগাহন করাইলে ঘৃণা নিবৃত্তি পায় (চি: ২ অ:) । (২) গ্রন্থি বিনশ্বে বেত সজিনার ছাল—বেত সজিনার ছাল পেচন ও উষ্ণ করিয়া তদ্বারা গ্রন্থিবিসর্প আক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে (চি: ১১ অ:) । (৩) হিকাশ্বাসে নীলসজিনাপত্র—নীল সজিনার পত্রের ঘৃষ পান করিলে হিকাশ্বাস প্রশমিত হয় (চি: ২১ অ:) । (৪) অশ্মরী ও শর্করায় নীল সজিনার মূল—পিষ্ট নীলসজিনার মূল জলের সহিত পাক করিয়া পান করিবে । ইহা পাথরী ও শর্করারোগে হিতকর (চি: ২৬ অ:) ।

সুশ্রুত :—(১) কুষ্ঠক্ষতে সজিনাবীজ তৈল :—সজিনার বীজের তৈল কুষ্ঠের ক্ষতের পক্ষে হিতকর (চি: ২ অ:) । (২) গ্ৰীহোদরে নীল সজিনার মূল :—গ্রীহবোগী নীল সজিনার মূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ এবং চিতামূলচূর্ণ যোগে পান করিবে (চি: ১৫ অ:) । (৩) অপচীতে বেতসজিনার ফলবীজ :—বেতসজিনার ফলের বীজচূর্ণ অপচী বোগীকে নস্ত করাইবে (চি: ১৮ অ:) ।

বাগ্‌ভট :—অপক বিজ্রমিতে রক্ত সজিনা—বিজ্রমির অপকাবস্থায় বোগীর পান ভোজন ও লেপার্থ রক্ত সজিনার মূলসহ ব্যবহার করাইলে অপক বিজ্রমি জ্বর করা যায় (চি: ৩ অ:) । (২) বাতপিত্তকফ ও সন্নিপাতজ নেত্রব্যাধায় বেত সজিনাপাতার রস—মধুযুক্ত বেত সজিনা পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে বাতপিত্তকফসন্নিপাত বহুবিধ নেত্রব্যাধা নিবৃত্তি পায় (চি: ১৬ অ:) ।

হারীত :—(১) সন্নিপাতজ্বরীর প্রবোধার্থ নীল সজিনার মূল—নীল সজিনার মূল, রান্না ও মরিচ সংযোগে নস্ত করাইলে, সন্নিপাতজ্বরে বাহার জ্ঞানহীনতা জন্মিয়াছে তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হয় (চি: ২ অ:) । (২) শ্লেষ্মশূলে নীল সজিনার মূল—যবকার, মধু এবং মরিচচূর্ণযোগে নীল সজিনার মূলের রস পান করিলে শ্লেষ্মজশূল প্রশমিত হয় (চি: ৮ অ:) । (৩) শিরঃশূলে নীল সজিনার ছাল—নীল সজিনার ছালের রস ও পুষ্ণ গুড়ের নস্ত লইলে শিরঃশূল বিনাশ পায় (চি: ৩২ অ:) ।

বঙ্গভেন :—(১) ক্রিমিরোগে বেতসজিনার ছাল—বিড়ঙ্গ ও বেত সজিনার ছালের কাথ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় (ক্রিমি-চি:) । (২) বাতরক্তে বেত সজিনার ছাল—বেতসজিনা ও বরুণ ছাল কাঞ্জির সহিত পেচন করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয় । ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কি না হইবে এক্ষণ মনেহ করিবার প্রয়োজন নাই (বাতরক্ত-চি:) । (৩) উরোগ্রহে বেতসজিনার ছাল—হিংযুক্ত বেত সজিনার ছালের কাথ উরোগ্রহে হিতকর (উরোগ্রহ-চি:) । (৪) দস্ত্রমতে বেতসজিনার মূলের ছাল—বেতসজিনার মূলের ছালের প্রলেপ, দস্ত্রমতে হিতকর (কুষ্ঠ-চি:) । (৫) স্নায়ুকরোগে বেতসজিনার মূল ও পত্র—বেতসজিনার মূলের ছাল ও পত্র সৈন্ধব লবণ সহ কাঞ্জিতে পেচন পূর্বক লেপ দিবে । ইহা পরম স্নায়ুরোগ প্রশমক (স্নায়ুক-চি:) । (৬) নবদুর্ককোপে বেতসজিনার মূল—বেত সজিনার মূলের রস একবিন্দু চক্ষুতে প্রদান করিলে নবদুর্ককোপ অর্থাৎ নূতন 'চোখ উঠা' প্রশমিত হয় ।

চক্রদত্ত :—(১) অন্তর্বিজ্রমিতে বেতসজিনার মূল—বেতসজিনার মূল জলে উত্তমরূপে খোঁচ করিয়া ঈষৎ পেচনপূর্বক রস গালিয়া লইবে । এই রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অপক বিজ্রমি বিলীন হইয়া যায় (বিজ্রমি-চি:) । (২) কণ্ঠশূলে নীল সজিনার

মূল—নীল সজিনার মূলের রস, মধু, তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সহ কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল (কাণ কটকটানি) প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ-চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আত্মবেদনমতে ইহার শিকড় কাথায়, উত্তেজক এবং মূত্রকর। ইহা বাটিয়া চর্মে দিলে ফোড়া হয়। মীহা ও যকৃত বাড়িলে ইহা ফোড়া তুলিবার জন্য মীহা ও যকৃতে প্রলেপ দেয়। সজিনার ছাল ও শিকড় গর্ভশ্রাবকারক।

ইহার মূল হাকিমদিগের মতে অতিশয় কষ্ট, মূত্রকর এবং পিত্তনিঃসারক। ইহার মূলের রস দুধের সহিত খাইলে মূত্র প্রবৃতি হয়। ইহার রস হাঁপানি নিবারক এবং মূত্রকারক। ইহার শিকড়ের পুটটি ফুলায় দিলে ফুলা কমিয়া যায় এবং অতিশয় চুলকাই ও কষ্ট দেয়। সজিনার ভাঁটা ক্রিমিনাশক, দেশীয় ডাক্তারেরা পক্ষাঘাত রোগে ইহা উত্তেজক এবং অতিশয় জ্বরনাশক বলিয়া প্রয়োগ করেন। সজিনার আঠা গর্ভশ্রাবকারক। সিন্ধুদেশে ইহার বীজ জননেস্ত্রিয়ার রোগে ব্যবহার করে (Murray)।

সজিনার আঠা দুধে পেষণ করিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়, এবং উহা উপদংশ জনিত বাগিতে প্রদান করা যায়। সজিনার কাথ অথবা শিকড়ের টাটকা রস ও সরিষা উভয়ে ১-২ ভাগ পরিমাণ ১ কিষা ২ আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে মীহা ও যকৃত বৃদ্ধিজনিত শোথ রোগ আরাম হয়। বরভঙ্গ ও গলার অভ্যন্তরস্থ ক্ষতে সজিনার শিকড়ের কাথ অথবা উপরোক্ত টাটকা রস ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড়ের কাথ ঘুড়িকাসি, হাঁপানি, গোটেরাত, কটিবেদনা, সাধারণ বাত, বর্ধিত মীহা ও যকৃত রোগে দুধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ২০ গ্রেণ পরিমাণ শিকড়, অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, মূগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে হিতকর। উহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত ও কুহুরবিষ নষ্ট করে। টাটকা শিকড়ের রস কটিদেশে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রসব হয় বলিয়া কথিত আছে ইহার ছাল ৩ আউন্স মাত্রায় ব্যবহার করিলে গর্ভশ্রাব হয়। ইহার পাতা পেষণ করিয়া বস্তন, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ সহ পান করিলে কুহুরের বিষ আরাম হয় এবং দষ্টস্থানেও প্রদান করিলে ৫/৬ দিনে ফুলা কমিয়া যায় ও জ্বর আরাম হয়। একপোয়া পাতার রস একতোলা সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বহুমূত্র আরাম হয়। পাতার রস (৪ তোলা পরিমাণ) বমনকারক। সজিনাপাতা বন্ধন করিয়া ভোজন করিলে ইন্ডুয়েক্সার জ্বর ও যক্ষ্মাদায়ক সর্দি আরাম হয়। সজিনার শিকড়, লেবুর খোসা এবং জায়ফলের মিশ্রিত আরক পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। ইহা মূচ্ছারোগে ব্যবহৃত হয়।

সজিনা পাতার রস পান করিলে হিকা প্রশমিত হয়। সজিনার ছালের রস জড়ের সহিত পান করিলে শিরঃপীড়া আরাম হয়। বিড়র ও বেতসজিনা ছালের কাথ পান করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

সজিনার ভেদ—ইহা ৩ প্রকার। (১) বেতসজিনা (অপর নাম কৃষ্ণগছা), (২) রক্ত সজিনা (অপর নাম মধুশিগু), (৩) নীল সজিনা বা কৃষ্ণসজিনা। বেতসজিনা বহু পরিমাণ পাওয়া যায়। রক্ত সজিনা মালদহ অকলে দেখা যায়। নীল বা কৃষ্ণ সজিনার গাছ প্রায় পাওয়া যায় না (বনৌষধি)। মাত্রা মূলমূলের রস ২-৮ আনা। মূলমূলক ৩-২ আউন্স। মূলকাথ ২-৫ তোলা। বেতসজিনা অতিশয় দাহকর, ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—পক্ষাঘাতে এবং অবিবাহিত জরে উত্তেজক। অপস্মারে উপকারী। বহুদিনের পুতান্ন বাতে প্রলেপে চর্ম লালবর্ণের হয়। উদরাগ্নান নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক, গর্ভপাত কারক। হৃদয় এবং বসায়ন। কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে মুচ্ছা, জড়তা, স্নায়ুদোর্বলতা, খাসকষ্ট এবং অপস্মারে উপকারী।

মূলের ছাল—খাসকষ্টে উপকারী।

ছাল—গর্ভপাতকারক।

ফল—হৃৎ ও গ্রীহা সংক্রান্তরোগে উপকারী। শিরাগত রোগের যন্ত্রণায়, ধমুটকার এবং পক্ষাঘাতে উপকারী।

ফুল—উত্তেজক এবং গর্ভপাতকারক।

বীজের তৈল—বাতে বাহুপ্রয়োগে উপকারী।

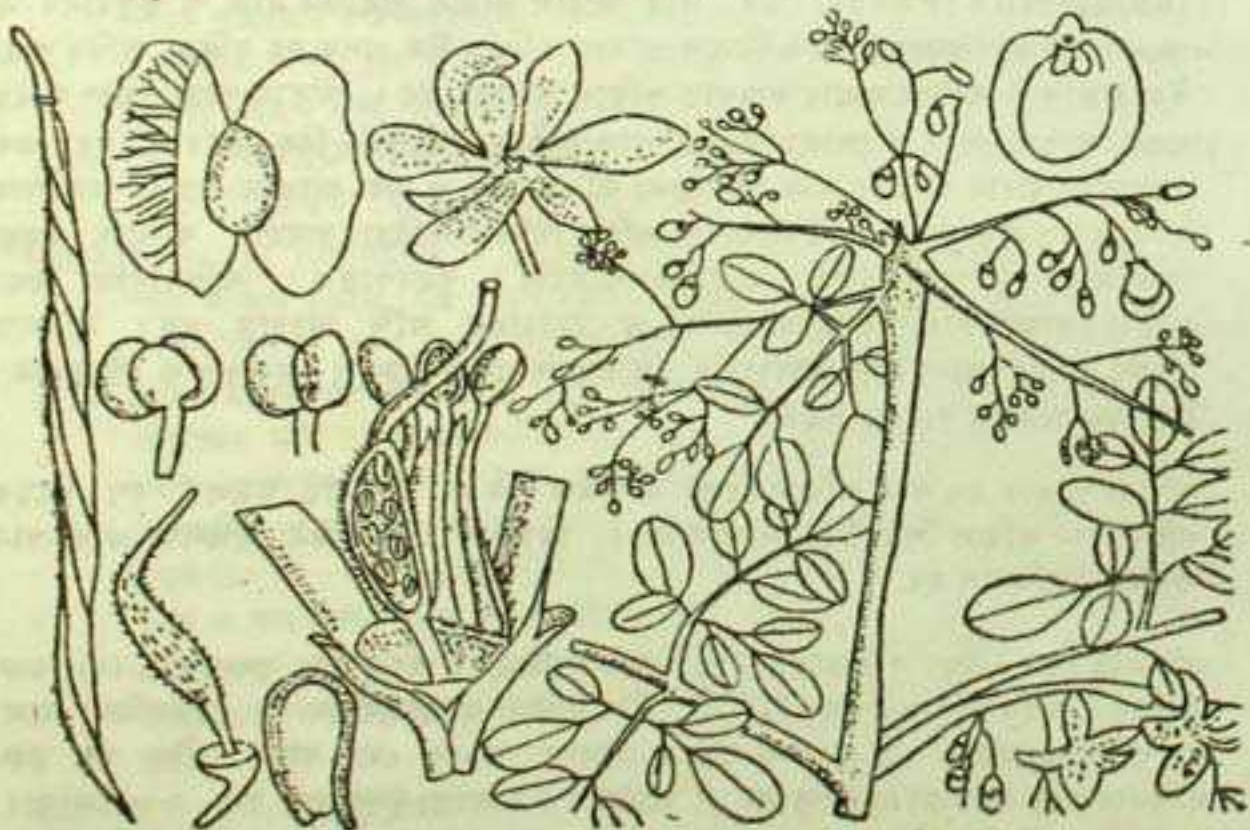
আঠা—দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী। তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণে প্রবেশ করাইলে কানের যন্ত্রণা লাঘব করে।

বীজ—মূত্রনালীর যন্ত্রণায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, ক্রিমি, বেদোপগ এবং শিরোবিবেচন বর্ণে শিগ্রু পাঠ করিয়াছেন। সুত্রান্ত সংহিতাতেও করবীর পূর্ণাং ফলানি (মু: ৩৩ ৫ম শুচ্ছ অ:) বাক্যে শিগ্রুবীজের শিরোবিবেচনায় বীকৃত হইয়াছে।

Fig.—Wight, III, i. 186, t. 77 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. ; Beddome, Fl. Syl., t. 80.

Ref.—F. B. I. ii. 45 ; B. P. i. 357 ; Roxb. F. I. ii, 368 ; Watt., v. Pt. i. 276 ; Prain H. H., 191 ; Voigt., H. S., 78.



157. *Moringa oleifera* Lamk (মর্চিনা)